Cabbages and Kings
a novel : O. Henry

Bengali Translation :
Kanti Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬২

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

প্রকাশিকা : আরতি চক্রবর্তী। অন্বেষা।
৮৯ এ, এন কে. ঘোষাল রোড। কলকাতা-৭০০০৪২।

মুদ্রণ : জগন্নাথ পান শান্তিনাথ প্রেস।
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ক্যাবেজেস এ্যাণ্ড কিংস

ও হেনরী

(উইলিয়ম সিডনী পোরটার)

১৮৬২—১৯১০

অনুবাদকের কৈফিয়ৎ

ওয়ালরাস আর কারপেনটার গিয়েছিল অয়েস্টারদের বাড়িতে—তাদের গল্প শোনাতে। প্রবীণ অয়েস্টারেরা গল্প শুনতে চায় নি কিন্তু যুব-অয়েস্টারেরা বেরিয়ে পড়েছিল। জুতোর গল্প, জাহাজের গল্প, শীলমোহরের ছাপের গল্প ইত্যাদি অনেক গল্প হল—শুয়োরের ডানা গজায় কি না, বাঁধাকপি আর রাজার মধ্যে প্রভেদ কোথায়—এই সব বিচারের শেষে একটিও অয়েস্টার রইল না গল্প শুনতে, ওয়াল-রাসের পেটের মধ্যে কতক সেঁধোল, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বাকিদের সাবাড় করল কারপেনটার।

অ্যালিসকে একটা কবিতা শুনিয়েছিল টুইডল্‌ডাম আর টুইডলডি---ওয়ালরাস অ্যাণ্ড দি কারপেনটার—যার বিষয়বস্তু উপরোক্ত উপাখ্যান। অ্যালিসের আয়নার দেশের মধ্য দিয়ে আজব ভ্রমণের কাহিনী, সর্বকালের কিশোর কিশোরীদের জন্যে যা লিখে অমর হয়েছেন লুইস ক্যারল, এই কবিতা আবার সেই থ্রু দি লুকিং গ্লাস-এর অংশ।

পলাতক ও. হেনরী গিয়ে পড়েছিলেন তেমনি এক দেশে, এক ব্যানানা রিপাবলিক-এ, যেখানকার পারদধর্মী জনতা যুব ওয়েস্টারদের মতোই চঞ্চল আর বিশ্বাসী। তাদের রাজা-রাজা খেলায় ভুলিয়ে রাখে কলার ব্যাপারী ধুরন্ধরের দল, বৃহৎশক্তির গান-বোট যাদের কূটনীতির প্রধান ভরসা। এদের ওয়ালরাস বলে চিহ্নিত করেছেন লেখক। আর আছে ছিঁচকেরা, ক্যামেরা-কাঁধে ট্যুরিস্ট আর দেশত্যাগী ড্রপ-আউটস-এর দল - এরা কারপেনটার। নিরাশ্রয়, নিরবরোধী মুক্ত-হৃদয় শুক্তির বুকের নরম শাঁস খুবলে খেয়ে চলেছে এরা কেবল স্প্যানিশ সমুদ্রের উপকূলে আঞ্চুরিয়াতেই নয় (ও. হেনরীর অজ্ঞাতবাসের দেশটি আসলে ছিল হণ্ডুরাস) বিশ্বের সকল অনুন্নত দেশেই চলেছে এই ভোজ পর্ব। আর যা আজও শেষ হয়নি।

আমেরিকান সাহিত্যে ছোটগল্পের মুকুটহীন সম্রাট ও. হেনরীর একমাত্র উপন্যাস ক্যাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস। এই কাহিনীর প্রতিটি অনুচ্ছেদই এক একটি প্রায় অটুট ছোট গল্প। তাদের বেঁধে রেখেছে খুবই আলগাভাবে একটি চিহ্নহীন সূত্র, প্রস্তাবনায় ও শেষ উপাখ্যানে লেখক যার উল্লেখ করেছেন। ধৈর্যশীল পাঠক সূত্রটি অনুসরণ করে খুব একটা রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ অনুভব হয়ত করবেন না কিন্তু প্রতিটি চিত্রই বর্ণাঢ্য ও অভিনব। ‘জুতো’ আর ‘জাহাজ’ শীর্ষক অনুচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন হাসি ও কৌতুকের যেমন সমারোহ, ‘শ্যামরক ও তালবৃন্ত’তে তেমনি হাসির সঙ্গে ছড়িয়ে আছে সমৃদ্ধ নিসর্গচিত্রের বর্ণনা। সর্বোপরি, কাহিনীটির আবহ সঙ্গীতে আছে একটা সার্বিক বিষাদের সুর, অনেক লঘু ও চটুল কারুকাজের পিছনে করুণ, গম্ভীর বীণার আওয়াজ। এই সুরের নিঃস্বনে ভুলতে পারা যায় না বিদূষকের গোঁফের নিচে শ্বাপদের শ্বদন্তের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি বা হায়েনার লালায়িত উচ্ছিষ্ট স্পর্শের অনুভূতি, যা খুঁজে চলেছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সরল বিশ্বাসের অকপট কোমল ক্ষেত্রগুলি।

ক্যাবেজেস এ্যাণ্ড কিংস—ও. হেনরীর নিজের দেখা ও নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকা কতকগুলি ঘটনার ইতিহাস—তাঁর অজ্ঞাতবাসের কালে যে ছোট্ট দেশে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তারই পতনোত্থানের বিষয়ে লেখা। স্মরণ রাখা যেতে পারে, যে দুর্দৈবের শিকার হয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, ক্যাবেজেস এ্যাণ্ড কিংস-এর ঘটনাগুলি তার চূড়ান্ত পরিণতির আগের পর্যায়ের বিবরণ—তাই মনে হতে পারে যে এই চিরকিশোর গল্পকার তাঁর লেখা সার্থক ছোটগল্পগুলি রচনা করার আগে যেন এই কাহিনীতে অনুশীলন করে নিচ্ছিলেন। করুণচিত্র, সরস মাধুর্যেভরা চিত্র আর নির্ভেজাল হাসির চিত্রগুলিতে তাঁর রচনা-রীতির সবগুলি বৈশিষ্ট্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। তার চেয়ে বড় কথা এই যে এই কাহিনীর বিষয়বস্তু আজকের দিনেও বিস্ময়কর ভাবে, মর্মান্তিকভাবে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু যে অনিবার্যতা এই ভাষান্তর কর্মটিতে অনুবাদককে প্রবুদ্ধ করেছিল সেটা এর বিষয় বা বিন্যাসের অভিনবত্ব বা রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নয়। কারাবাসের ফলেই হোক বা তার আগেকার অজ্ঞাতবাসের কিংবা পরের কয়েকটি বছরে নিউইয়র্কের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর কালে, সমাজের নিচের তলার মানুষদের সঙ্গে নিবিড় মেলামেশার ফলে অসংখ্য মার খাওয়া, হোঁচট খাওয়া, ভাগ্যের হাতে নানাভাবে নাস্তানাবুদ হওয়া মানুষজনের প্রতি অপরিসীম বেদনা-বোধ ও. হেনরীর সকল রচনাকে পরিপ্লুত করেছে। শুধু তাই নয়, এই সব বাতিল হয়ে যাওয়া, ন্যুব্জ-মেরুদণ্ডী মানুষের সত্তা বা আত্মা বা মারাঠী-ভাষায় 'পিণ্ড'-এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় একটা না একটা মূলগত নৈতিক আলম্ব, যত্ন করে দরদের সঙ্গে ও. হেনরী তাদের উদ্ধার করেছেন, তাঁর বর্ণনা করা হতভাগ্যদের চরিত্রের মধ্যে। ক্যাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস-এ এই সব চরিত্রের কয়েকজন পূর্বসূরীকে চিনতে পেরে এবং তারপরে ও. হেনরীর জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় কিছুটা সানন্দ কালক্ষেপের পরে এই অনুবাদকের মনে হয়েছিল যে এই উপন্যাসের বাংলাভাষায় প্রচারের দরকার আছে লেখকের পরবর্তী সফল সাহিত্যকৃতির পশ্চাৎপটটির পরিচয়ের জন্যে।

অনুবাদটি সম্পূর্ণ আক্ষরিক, জ্ঞানত কোন বাক্যাংশও বাদ দেওয়া হয়নি। অনুবাদকের ব্যক্তিগত মত এই যে অন্য কোন উপায়ে ক্যাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস-এর ভাষান্তর পূর্ণতা পেত না। কয়েকটি স্প্যানিশ শব্দের উচ্চারণ ও অর্থে হয়ত ত্রুটি থেকে গেছে। হিতৈষী বন্ধু কবি সুনীলকুমার নন্দীর উৎসাহ ও প্রেরণার ফলেই অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। নেহাৎই অপরিচিত হাতের প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করতে 'অন্বেষা' যে সাহস ও সহৃদয়তা দেখিয়েছেন সেজন্য এই প্রকাশনীর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা সবাই অনুবাদকের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কলকাতা

কান্তি চট্টোপাধ্যায়

সুশীলকুমার মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ক্যাবেজেস এ্যাণ্ড কিংস

সূত্রধরের প্রস্তাবনা

আঞ্চুরিয়াতে লোকে তোমাকে বলবে যে সেই উদ্বেল গণরাজ্যের প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন নিজের হাতে, সমুদ্রতীরের শহর কোরালিওতে। ওরা বলবে যে আসন্ন বিপ্লবের অসুবিধাগুলি এড়াতে তিনি তাঁর পলায়ন পথে এই পর্যন্ত পৌঁছে-ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিল একটি আমেরিকান চামড়ার ব্যাগে এক লক্ষ ডলার সরকারী তহবিলের অর্থ, তাঁর বাত্যাবিক্ষুব্ধ শাসনকালের স্মৃতি-চিহ্ন, যে টাকা পরে আর পাওয়া যায়নি।

এক রেয়াল দিলে যে কোন ছোট ছেলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে শহরের পিছনে একটি কাঠের পুলের কাছে, তাঁর সমাধিস্থল। সুন্দরী গাছের জলাভূমি ডিঙিয়ে গেছে সেই কাঠের পুল। কাঠের একটি সাধারণ ফলক সেই সমাধির শিয়রে। জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে কেউ সেই স্মৃতিফলকে এই কথাগুলি লিখে রেখেছে :

রামন আনজেল দে লাক্রুস দেস
ই মিরাফ্লোরেস
প্রেসিদেনত দে লা রিপাবলিকা
দে আনচুরিয়া
কে সে স্যু হুয়েদ দিওস।

প্রাণোচ্ছল এই জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে মৃত্যুর পরে তারা কোন ব্যক্তিকে তাড়া করে না। "ঈশ্বর তাঁর বিচার করুন"—গণ-বিক্ষোভের অভিব্যক্তি এর বেশী এগোয়নি, যদিও এক লক্ষ ডলার নিখোঁজ হয়েছিল, যা ছিল বহু আকাঙ্ক্ষিত। নবাগত অতিথিকে কোরালিওর বাসিন্দারা বলবে তাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দুঃখময় পরিসমাপ্তির কাহিনী। কেমন করে তিনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, সঙ্গে নিয়ে সরকারী অর্থ আর ডনিয়া ইসাবেল গিলবার্ট, তরুণী আমেরিকান অপেরার গায়িকা। কেমন করে বিপক্ষ রাজনীতিক

দলের কাছে ধরা পড়ে কোরালিওতে তিনি মারা যান নিজের মাথায় গুলি করে, অর্থকোষ বা সেনিওরা গিলবার্টকে পরিত্যাগ না করে। তারা আরো বলবে যে ডনিয়া ইসাবেল ওর রোমহর্ষক ভাগ্যতরী বিশিষ্ট ভক্ত ও লক্ষ মুদ্রা হারানোর চড়ায় ঠেকা খেয়ে নোঙর ফেলল এই নিস্তরঙ্গ উপকূলে আবার নতুন জোয়ারের অপেক্ষায়।

কোরালিওর লোকে বলে শীঘ্রই এই মেয়েটি একটি অনুকূল জোয়ারের টান পেয়ে গেল ফ্রাঙ্ক গুডউইনের আকৃতিতে যে ছিল সেই শহরের একজন আমেরিকান নাগরিক, এবং অর্থ-বিনিয়োগকারী, যে ধনী হয়েছে সেই দেশের উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যবসা করে, কদলী সম্রাট, রাবার রাজকুমার, ন'ল আর মেহগেনির জমিদার হিসেবে। তুমি শুনবে সেনিওরিটা গিলবার্ট ফ্রাঙ্ক গুডউইনকে বিবাহ করে প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর এক মাস পরে। যার ফলে ভাগ্যদেবী তাঁর হাসিমুখ ফিরিয়ে নিতে না নিতেই ও তাঁর হাত থেকে আর একটি উপঢৌকন আদায় করে নিল যা ছিল আরো দামী।

ডন ফ্রাঙ্ক গুডউইন বা তার স্ত্রীর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা প্রশংসাই করবে। ডন ফ্রাঙ্ক তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক বছর, তাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করেছে। সেই সৈকত শহরের যতটুকু বিশিষ্ট সমাজ জীবন তার সম্রাজ্ঞী নিঃসন্দেহে ডন ফ্রাঙ্কের স্ত্রী। এই রাজ্যের গভর্নরের স্ত্রী যিনি সম্মানিত স্প্যানিশ বংশোদ্ভবা 'মণ্টেলিয়ন ই দলোরোসা দে লোস সানতস ই মেনদেস' সম্মানিত বোধ করেন যখন তিনি তাঁর জলপাই রঙের আংটিপরা হাতে সেনিওরিটা গুডউইনের ডিনার টেবিলে ন্যাপ-কিনের ভাঁজ খোলেন। যদি তুমি তোমার উত্তর দেশের সংকীর্ণতা-বশত শ্রীমতী গুডউইনের চঞ্চল অতীতের কথা তোল, যে সময়ে ওর খুশীর জোয়ারে হালকা অপেরায় ভেসে যাওয়া জীবন একজন বিজ্ঞ প্রেসিডেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল, অথবা সেই প্রেসিডেন্টের পতনের মূলে ওর ভূমিকা কি ছিল, তখন লাতিন জাতিসুলভ কাঁধ ঝাঁকানিতেই পাবে উত্তর বা প্রতিবাদ। কোরালিওতে সেনিওরিটা গুডউইন সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা ইদানীং ছিল তা ছিল ওর স্বপক্ষে, অতীতে তা যা-ই হয়ে থাক না কেন।

তবে তো কাহিনী শেষই হয়ে গেল আরম্ভের বদলে। বিয়োগান্তের উপসংহারে একটি রোমান্সের ক্লাইম্যাক্স সকল কৌতূহলের অবসান

ঘটালো। কিন্তু আরো অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঘটনার সরল বিন্যাসের ফাঁকে ঠাসবুনানী সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

সমাধির ওপর মিরাফ্লোরেসের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলকটি রোজ সাবান গাছের ছাল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা হয়। এক বৃদ্ধ অর্ধরেড ইণ্ডিয়ান পরম্পরাপ্রাপ্ত অলস নিষ্ঠায় নিখুঁতভাবে সেই কবরের পরিচর্যা করে। পরগাছা আর ঘাস সে ছেঁটে দেয়, পিঁপড়ে, বিছা আর গুবরে পোকা তুলে ফেলে দেয় আর প্লাজার ফোয়ারা থেকে জল এনে ছড়ায়। এমন সুরক্ষিত কবর কোরালিওতে আর নেই।

কেবলমাত্র ভিতরের সূত্রগুলির প্রতি নজর রাখলে বোঝা যাবে যে সেই রেড ইণ্ডিয়ান গালভেদকে কেন একজন গোপনে অর্থ দেয় কবরটি সুরক্ষিত রাখার জন্য যে ব্যক্তি জীবিত অথবা মৃত প্রেসিডেণ্ট মিরাফ্লোরেসকে কখনো দেখেনি আর কেনই বা সেই ব্যক্তি কখনো কখনো প্রদোষকালে বেড়াতে বেড়াতে দূর থেকে সেই অবহেলিত সমাধির দিকে শান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কোরালিও ছাড়া অন্যত্র শোনা যায় ইসাবেল গিলবার্টের উচ্ছল জীবন-যাত্রার কথা। নিউ অর্লিয়নসে ওর জন্ম, মিশ্রিত ফরাসী ও স্প্যানিশ প্রকৃতি ওর চরিত্রে সঞ্চারিত করেছিল উদ্দামতা ও উত্তাপ। শিক্ষা সে পেয়েছিল অল্পই কিন্তু সহজাত জ্ঞানে ও চিনত পুরুষদের, বুঝত তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ওর চরিত্রে সাধারণ স্ত্রীলোকের থেকে ছিল অনেক বেশী হঠকারিতা, ছিল পার্থিব সুখের ভোগতৃষ্ণা। কোনরূপ বন্ধন ছিল অসহনীয়। ও ছিল পতনের পরে তিক্ততা আসার পূর্বের অবস্থার মতো, জীবনকে একটি গোলাপ করে ও ধারণ করত ওর বুকে।

ইসাবেল—তার পদপ্রান্তে অসংখ্য অনুগত পুরুষের মধ্যে একজনের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পাষাণ কঠিন হৃদয়ের নিভৃততম প্রকোষ্ঠের চাবিকাঠি প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর কিন্তু অস্থির আঞ্চুরিয়ার প্রাক্তন শাসক একমাত্র প্রেসিডেণ্ট মিরাফ্লোরেসই হস্তগত করেছিলেন। তবে কেন আমরা দেখি তাকে ফ্রাঙ্ক গুডউইনের স্ত্রী হিসেবে (কোরা-লিওর অধিবাসীদের কথায়) সুখী, নিস্তরঙ্গ, স্বপ্নময় কর্মহীন জীবন-যাপন করতে ?

কাহিনীর ভিতরের সূত্রগুলি বহুদূর বিস্তৃত, সমুদ্র পেরিয়ে সুদূর বিন্যস্ত। তাদের অনুসরণ করলে জানা যাবে কেন ক্যালিফোর্নিয়া ডিটেকটিভ এজেন্সির শর্টি ও'ডে চাকরি হারিয়েছিল। আর হালকা বিনোদন ও সুখকর খেলার ছলে ঘুরে বেড়ানো যাবে আনন্দের দেবতা মমাসের সঙ্গে উষ্ণমণ্ডলের তারা ঘেরা আকাশের নীচে যেখানে এক এক সময় বিষাদের দেবী মেলপোমেনি গম্ভীর পদক্ষেপে বিচরণ করতেন। কখনো বা হাসি ছড়িয়ে পড়বে প্রভূত বনমালা বা ভ্রূকুটি কুটিল পাথরে যেখানে এককালে জলদস্যুর হাতে নিপীড়িতদের আর্ত ক্রন্দন শোনা যেত। বর্শা আর তলোয়ার ফেলে দিয়ে তরল হাস্য পরিহাসের বাগবিন্যাস করা যাক, প্রাচীন মরচেধরা রোমান্সের পিপে থেকে ফোঁটা ফোঁটা হালকা হাসি সঞ্চয় করা যাক, কেননা হাসির জন্য মুচকে ওঠা ওষ্ঠের আকৃতির এই বঙ্কিম তটরেখায় পাতিলেবু গাছের ছায়ায় আনন্দের অনুসরণই প্রশস্ত।

বস্তুতঃ স্প্যানিশ সমুদ্রের অনেক কাহিনী বলার রয়েছে। মহাদেশের সেই অংশটুকু যার তীরে ঝঞ্চাক্ষুব্ধ ক্যারিবিয়ানের ঢেউয়ে ধোয়া তটভূমি, সমুদ্র সংলগ্ন দুর্গম উষ্ণমণ্ডলের নিবিড় বনমালা ও উত্তুঙ্গ কর্ডিলিয়েরার বেড়াজাল এখনো পর্যন্ত রহস্য ও রোমান্সে ঘেরা। অতীতে জলদস্যু আর বিপ্লবীরা এর পাহাড়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনি তুলেছিল আর এর আকাশে কণ্ডর শকুন অনন্তকাল ধরে ভেসে বেড়ায় কেননা ঘন সবুজ বীথিকার অন্তরালে ঠগী আর লুঠেরার দল তাদের কৃপাণ বন্দুকের ঝনঝনায় নিয়তই করেছে অফুরন্ত ভোজের আয়োজন।

কখনো এই অঞ্চল অধিকার করেছে জলদস্যুরা, কখনো বা নিষ্ঠুর বৃহৎ শক্তি কখনো বা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী। ঐতিহাসিক তিনশ মাইলের তটভূমি কখনো স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি যথার্থভাবে কাকে তার প্রভু বলে ডাকবে! পিৎসারো, বালবোয়া, স্যর ফ্রানসিস ড্রেক আর বলিভার তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল এই অঞ্চলকে খৃষ্ট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে। স্যর জন মরগ্যান, লাফিৎ এবং অন্যান্য খরতরবারধারীরা এই উপকূলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে অনেক কামানের গোলা ব্যয় করেছে।

সেই খেলা আজও চলছে। দস্যুর কামান থেমেছে কিন্তু টিনের

পটচিত্রের শিল্পী, ফোটো বড় করার ছিঁচকেরা, কোডাক কাঁধে ট্যুরিস্ট আর ভাগ্যান্বেষী ভদ্র ফকিরের দল খুঁজে বের করেছে এই দেশ আর তারা চালিয়ে যাচ্ছে সেই খেলা। জর্মনী, ফ্রান্স আর সিসিলির মদের ব্যাপারীরা তাদের খুচরো সংগ্রহ এখান থেকেই করে। ভদ্র ভাগ্যান্বেষীরা শাসকদের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করে রেলপথ স্থাপন, বা কোন বাণিজ্যিক সুবিধার খসড়া প্রস্তাব নিয়ে। এই সব ছোট ছোট যাত্রাদলের সঙেরা সরকার চালানো আর ষড়যন্ত্রের খেলা চালিয়ে যায়। তার পরে একদিন বৃহৎ একটি জাহাজ কামান সমেত নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় আর এদের সাবধান করে দেয় যেন তাদের খেলনাগুলি ভেঙে না ফেলা হয়। আর এই সব পরিবর্তনের মধ্যে আসে নানা দুঃসাহসী, তাদের খালি পকেট ভরতি করতে। হালকা তাদের মন, ব্যস্ত মস্তিষ্ক, আধুনিক রূপকথার রাজপুত্র, সঙ্গে আছে অ্যালাম দেওয়া ঘড়ি যার সাহায্যে ভাবাবেগের চুম্বনের চেয়ে নির্ভুল-ভাবে সুন্দরী ক্রান্তীয় দেশকে তার শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগানো যায়। সেই রূপকথার রাজকুমার হাতে শামরকের *একটি পল্লব নিয়ে গর্বভরে দাঁড়িয়েছে প্রভূত তালবৃন্তের বিপক্ষে, সে-ই তাড়িয়ে দিয়েছে মেলপোমেনিকে এবং কমেডিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তটরেখার স্টেজে ফুটলাইটের সামনে নাচের আসরে নামিয়েছে।

অতএব, ছোট্ট একটি গল্পে অনেক বিষয়ে বলার রয়েছে। সম্ভবত (থ্রু দি লুকিং গ্লাসের) ওয়ালরাসের নোংরা কানেই এই গল্প শোনাবে ভালো কারণ এই কাহিনীতে সত্য সত্যই আছে জুতোর গল্প, জাহাজের গল্প, সীলমোহরের গালার ছাপের গল্প আর বাঁধাকপি আর রাজার বদলে প্রেসিডেন্টের কথা।

এর সঙ্গে যোগ করা যাক একটু প্রেম আর প্রতিচক্রান্ত আর এই ধাঁধার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যাক ডলার। আহা ডলার যা উত্তপ্ত হয়েছে কেবল নিরক্ষীয় সূর্যের প্রখর তাপেই নয়, ভাগ্যান্বেষীদের হাতের উত্তাপেও আর প্রকৃতপক্ষে জীবন মানেই তো তাই, যার সম্বন্ধে কত কিছু বলবার রয়েছে যা বলতে বলতে সব চেয়ে বাক্যবাগীশ ওয়ালরাসও বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।...

*আয়ার্লাণ্ডের স্বাধীনতার প্রতীক একটি গাছের পল্লব

এক

ফকস্ ইন দি মরনিং

শেয়াল বেরুল সকালে।

মধ্যাদিনের উত্তাপে কোরালিও বিশ্রাম নিচ্ছিল, যেন এক স্থূলবুদ্ধি সুন্দরী পাহারা ঘেরা হারেমে আরাম করছে। শহরটি ছিল সমুদ্রের ধারে একফালি পলিমাটির তীরভূমিতে। এমারেলডের ব্যাণ্ডে গাঁথা একটি মুক্তোর মতো এই শহর। শহরের পিছনে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে আছে শহরের বুক বেয়ে সমুদ্রতটের লাইন ধরে কর্ডিলিয়েরা পর্বত-শ্রেণী। সামনে সমুদ্রের বিস্তার, হাস্যময় জেলরক্ষা ভ্রূকুটিকুটিল পাহাড়ের থেকেও ন্যায়নিষ্ঠ। মসৃণ তীরে এসে ঢেউগুলি ঝুপ্ ঝুপ আওয়াজ করে মিলিয়ে যায়। তোতাজাতের পাখিরা চিৎকার করছে কমলা আর শিমুল গাছের ঝোপ থেকে। তাল শ্রেণীর নমনীয় পাতাগুলি কাঁপছে ঐকতানের কোরাসের মতো প্রধানা গায়িকার আগমনের ইঙ্গিত পেয়ে।

সহসা শহর উত্তেজনায় ভরে যায়। স্থানীয় একটি ছেলে ঘাসে ঢাকা রাস্তায় দৌড়ে এসে চেঁচায়, 'বুসকা এল সেনিওর গুডউইন। আভেনিদো উন তেলিগ্রামা পর এল্।' বার্তা ছড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কোরালিওতে কারুর টেলিগ্রাম আসে না সচরাচর। সেনিওর গুডউইনের নামে হাঁকাহাঁকি কয়েকটি তোসাহেবী গলায় শোনা গেল। সমুদ্রতীরের সমান্তরাল রাস্তাটি লোকজনে ভরে গেল দেখতে দেখতে। সকলেই চায় খবরটি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাক। মেয়েদের দল, গায়ের রং খুব ফিকে জলপাই থেকে ঘন বাদামী, রাস্তার কোণে কোণে জড়ো হল আর করুণ সুরে বলতে লাগল, 'উন তেলিগ্রামা পব সেনিওর গুডউইন।' নগর কোটাল, ডন সেনিওর এল করোনেল এনকার-নাসিওন রিও, যিনি স্বত্বারূঢ় দলেব পক্ষীয় আর যিনি সন্দেহ করেন গুডউইনের আনুগত্য স্বত্বার বাইরের দলের প্রতি, তিনি বললেন ফিসফিসিয়ে 'আহা', আর গোপন ডায়েরীতে লিখলেন এই ঘটনাটি

দোষ প্রমাণের সাক্ষ্য হিসেবে যে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে সেনিওর গুডউইন একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিল।

এই সব গোলমালের মধ্যে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটি বাড়ির ভিতর থেকে আর বাইরে তাকিয়ে দেখল। দরজার ওপরে একটি বিজ্ঞাপন 'কেওগ ও ক্ল্যানসি', শুনলেই বোঝা যায় বিদেশী নাম। ব্যক্তিটি বিলি কেওগ, সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধির সন্ধানী বালসেনা, বর্তমানে স্প্যানিশ সমুদ্রতটে ভ্রাম্যমান। টিনের পট আর ফোটোগ্রাফ, এই অস্ত্র নিয়ে এই নিরাশার উপকূল আক্রমণ করেছে সে ও ক্ল্যানসি। দোকানের বাইরে দুটি বড় ফ্রেমে তাদের শিল্প ও কলার নিদর্শন সাজানো আছে।

কে·গ দরজার পথে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার সাহসী ও হাসি খুশী মুখে কৌতুহলের ছাপ। রাস্তার কোলাহল ও চাঞ্চল্যের প্রতি তার আগ্রহ। যখন জানল কেন এই শোরগোল তখন মুখের একদিকে হাত রেখে চিৎকার করল, 'হে ফ্রাঙ্ক,' এত ভরাট গলায় যে নেটিভদের ক্ষীণ কলরোল তাতে চাপা পড়ে গেল এবং থেমে গেল। পঞ্চাশ গজ দূরে আমেরিকার কনসালের বাসস্থান। এই চিৎকারে সেই বাড়ির দরজা থেকে গুডউইন বেরিয়ে এলো। কনসাল উইলার্ড গেডির সঙ্গে সে এতক্ষণ ধূমপান করছিল কনস্যুলেটের পিছনের বারান্দায়, কোরালিওর সর্বজনস্বীকৃত শীতল জায়গায়।

'চটপট এসো,' চিৎকার করে কেওগ, 'শহরে দাঙ্গা বেধে গেছে, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, তাই। এ সব ব্যাপারে তোমাকে সাবধান হতেই হবে। পাবলিকের অনুভূতি নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক নয়। ভায়োলেটের সুগন্ধভরা গোলাপী চিঠি তোমার নামে শীঘ্রই আসছে আর তার পরেই এ দেশে নামবে বিপ্লব।'

গুডউইন রাস্তায় নেমে এগিয়ে আসে, ছেলেটির হাত থেকে কাগজটি নেয়। গবাক্ষিনীরা তার দিকে তাকিয়ে রইল, লজ্জাজড়িত সম্ভ্রম তাদের চোখে, কেন না তার মতো পুরুষ ওদের আকর্ষণ করে। সে ছিল দীর্ঘাকৃতি, মাথার রং লাল, পরনে সাদা লিনেনের খেলাধূলার পোশাক আর হরিণের চামড়ার জুতো। আচরণ অত্যন্ত শিষ্ট, যেন একধরনের করুণা মেশানো উদ্ধত ভাব স্বভাবসুলভ দয়ালুতায় প্রশমিত। টেলিগ্রাম হাতে পৌঁছল, বাহক কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পেল,

উত্তেজনা কমলে নগরবাসীরা কৌতূহল তাদের যেখান থেকে টেনে এনেছিল ছায়ার নীচে ফিরে গেল, স্ত্রীলোকেরা আবার কমলালেবু গাছের নীচে মাটির উনুনে রুটি সেঁকতে লাগল বা তাদের দীর্ঘ, সরল কেশদাম পরিচর্যায় ব্যাপৃত হল, পুরুষেরা সিগারেট আর আড্ডা ফের শুরু করল চায়ের দোকানে।

গুডউইন কেওগের দোকানের প্রবেশপথের সিঁড়িতে বসে টেলিগ্রামটি পড়ল। যেটি পাঠিয়েছে বব ঈঙ্গলহার্ট, রাজধানী সাজমাটেও-তে সে থাকে, আশী মাইল ভিতরে। ইঙ্গলহার্ট আমেরিকান, সোনার খনির মালিক, যে বিপ্লববাদী আর 'ভাল লোক'। টেলিগ্রামটির রচনাকৌশল থেকে তার কল্পনা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তার কাজ ছিল রাজধানী থেকে গোপন সংবাদ কোরালিওতে বন্ধুর কাছে পাঠানো। স্প্যানিশ বা ইংরেজিতে তা করা চলত না কেননা আঞ্চুরিয়ার রাজনৈতিক চক্ষু খুব সজাগ। শাসকদল আর বাইরে দল সর্বদা তটস্থ। কিন্তু ইঙ্গলহার্ট কুটনীতিতে দড়। একটি মাত্র সাংকেতিক ভাষার উপযোগ সে নিরাপদে করতে পারতো, জোরালো এবং শক্তিশালী স্ল্যাং। অতএব এই সেই খবর যেটা পিছলে বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলী সরকারী কর্মচারীদের হাতের ভিতর দিয়ে আর গুডউইনের চোখের সামনে এখন রয়েছে।

"হিস নিবস গতকাল জ্যাক র‍্যাবিট লাইন দিয়ে চলে গেছেন। কিটির মধ্যে সব খুচরো আর এক বাণ্ডিল মস্‌লিন সঙ্গে নিয়ে যার ব্যাপারে তিনি প্রায় উন্মাদ। বুডল্ ছয় অঙ্কের নীচে। আমাদের দঙ্গল ভালই আছে, তবে আমরা স্পনডুলিক গুলি চাই। তুমি পাকড়াবে। প্রধান ব্যক্তি আর শুকনো বস্তুগুলি জলের দিকে যাবে। কি করতে হবে তুমি জানো।—বব।" সংকেত বার্তা অদ্ভুত হলেও গুডউইনের কাছে তার মধ্যে কোন রহস্যই ছিল না। আঞ্চুরিয়াতে যে কয়জন ফাটকাবাজ আমেরিকান প্রথমে আসে সে ছিল তাদের মধ্যে সফলতম। এই সাফল্যের শিখরে উঠতে তাকে প্রয়োগ করতে হয়েছে সূক্ষ্মবিচার আর দূরদৃষ্টি। রাজনৈতিক গোপন চক্রান্ত ব্যবসারই একটি অঙ্গ হিসেবে সে নিয়েছিল। তীক্ষ্ণ মেধার জন্য প্রধান চক্রান্তকারীদের ওপর তার প্রভাব ছিল কম নয়, সে ছিল যথেষ্ট ধনী যার ফলে নীচু ধাপের আমলাদের শ্রদ্ধা পেতেও তার অসুবিধে হয়নি।

বরাবরই একটি বিপ্লবী দল থাকে, আর বরাবরই সে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কারণ, যখনই নতুন সরকার আসে, তার অনুগতরা তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার পায় সেই সরকারের হাতে। বর্তমানে একটি লিবারেল পার্টি প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসকে সরাবার চেষ্টা করছে। চাকা যদি সফল ভাবে ঘোরে তাহলে গুডউইনের ত্রিশ হাজার একর শ্রেষ্ঠ কফি চাষের জমি পাবার কথা। প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসের সাম্প্রতিক কয়েকটি কাজকর্মে গুডউইনের বিচক্ষণ বুদ্ধি অনুভব করেছিল যে বিপ্লব ছাড়াই সরকারের পতন আসন্ন আর এখন ইঙ্গলহার্টের টেলিগ্রাম তার উপলব্ধির সমর্থনই করছে।

যে টেলিগ্রাম আঙ্কুরিয়ার সরকারী ভাষাবিদেরা তাদের স্প্যানিশ বা প্রাথমিক ইংরেজি জ্ঞানের সাহায্যে বুঝতে পারেনি সেটা গুডউইনের কাছে পৌঁছে দিল একটি উত্তেজক খবর। সে জানল যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সরকারী অর্থভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন। আরো জানল যে তার পলায়নের সঙ্গিনী সেই বিজয়িনী দুঃসাহসী ইসাবেল গিলবার্ট অপেরার গায়িকা, যার দলকে প্রেসিডেনট সম্প্রতি আপ্যায়িত করেছেন এমন আড়ম্বরে যা সাধারণত রাজকীয় অতিথিদের করা হয়। জ্যাক র‍্যাবিট লাইনের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল কোরালিও আর রাজধানীর মধ্যে খচ্চরের পিঠে যাওয়া-আসার প্রচলিত ব্যবস্থা। যে ইঙ্গিত রয়েছে বুডল ছয় অঙ্কের নীচে তা থেকে জাতীয় তহবিলের অবস্থা করুণভাবে উদঘাটিত। আরো সত্যি যে পরবর্তী শাসকদল, যাদের পথ এখন পরিষ্কার, এই অর্থ তাদের দরকার। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা না হলে আর বিজয়ীদের অধিকারে অর্থ না থাকলে অবস্থা বেশ বিপদসংকুল। অতএব একান্ত প্রয়োজন প্রধান ব্যক্তিটিকে পাকড়ানো আর যুদ্ধ ও প্রশাসনের প্রধান সম্বল অর্থ ফিরে পাওয়া চাই।

গুডউইন টেলিগ্রামটি কেওগকে দিল। বলল, 'পড়ে দেখ বিলি, বব ইঙ্গলহার্ট পাঠিয়েছে। সাংকেতিক ভাষা তুমি কি ধরতে পারছ?' সিঁড়ির অপর প্রান্তে বসে কেওগ মনযোগ দিয়ে পড়ল।

'এটা কোন সাংকেতিক ভাষাই নয়,' অবশেষে সে বলল। 'এর নাম সাহিত্য আর তার মানে ভাষা ব্যবহারের একটা রীতি যা লোকের মুখে দেওয়া হয়েছে। কল্পনার সাহায্যে যারা লেখে তাদের

কখনো শেখানো হয়নি। এই ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছিল ম্যাগাজিনে কিন্তু আমি জানতাম না যে প্রেসিডেন্ট নরভিন গ্রীণ তাঁর সম্মতির ছাপ দিয়েছেন কিনা। এখন আর এটা সাহিত্য নয়, এখন এটা ভাষা। অভিধান এর সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করে সিদ্ধান্ত দেয় এটি কথ্য ভাষা। যখন পশ্চিমের ইউনিয়ন এই ভাষা মেনে নিয়েছে তখন খুব শীঘ্রই একটি জাতি গড়ে উঠবে যারা এই ভাষায় কথা বলবে।'

'তুমি বড়বেশী ভাষাতত্ত্বের কথা এনে ফেললে বিলি,' গুডউইন বলল, 'তুমি কি এর মানেটা বুঝতে পেরেছ?'

'নিশ্চয়,' সেই ভাগ্যবাদী বললে, 'সব ভাষাই তার কাছে সহজ হয়ে আসে যাকে তা বুঝতেই হবে। আমি একবার প্রাচীন চাইনিজ ভাষায় দেওয়া স্থান ত্যাগ করার আদেশ বুঝতে ভুল করতে পারিনি যখন সেই আদেশের পিছনে একটি গাদা বন্দুকের নল আমার পিঠে ঠেকানো হয়েছিল। আমার হাতে ধরা এই ছোট্ট সাহিত্যিক প্রবন্ধটির অর্থ একটি খেলা যার নাম "ফকস ইন দি মরনিং"। কখনো খেলেছ ফ্রাঙ্ক, যখন তুমি ছোট ছিলে?'

'মনে পড়ছে,' গুডউইন হেসে বললে, 'সবাই পরস্পরের হাত ধরে আর···' 'না, না তা নয়,' বাধা দিল কেওগ, 'একটা চমৎকার দৌড়ঝাঁপের খেলা তুমি গুলিয়ে ফেলছ অল রাউণ্ড দি রোজ বুশের সঙ্গে। ফকস ইন দি মরনিং-এর আসল কথাটা হাত ধরাধরির একেবারেই উলটো। আমি বলছি কেমন করে এই খেলা খেলতে হয়। এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটি আর তার খেলার সাথী সান মাটেও থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, "ফকস ইন দি মরনিং"। তুমি আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলি "গুজ অ্যাণ্ড দি গ্যাণ্ডার"। ওরা বলবে, "লাণ্ডন পৌছতে ক'মাইল পথ", আমরা বলি, "অল্পই, যদি তোমার লম্বা ঠ্যাং, কতজন বেরিয়েছে?" ওরা বলবে, "অনেক, অনেকজন ধরতে পারো কি?" আর তক্ষুণি খেলা শুরু হয়ে গেল।'

গুডউইন বললে, 'বুঝলাম, কিন্তু গুজ অ্যাণ্ড দি গ্যাণ্ডারকে আমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে পালাতে দেওয়া ঠিক নয়, তাদের পালকের দাম অনেক। আমাদের দল সরকারের খালি করা জুতো পায়ে গলাতে সক্ষম আর প্রস্তুত। কিন্তু ট্রেজারি যদি খালি থাকে তাহলে আমরা

ততক্ষণ ক্ষমতায় থাকব ঠিক যতক্ষণ পোষ-না-মানা ঘোড়ার পিঠে একটি শিশু থাকতে পারে। আমাদের শেয়ালের খেলা খেলতে হবে এই উপকূলের প্রতি ফুট জমির ওপর নজর রেখে যাতে তারা এই দেশের বাইরে পালাতে না পারে।'

কেওগ বললে, 'খচ্চরের পিঠে আসার প্রোগ্রামের হিসাব অনুযায়ী সান মাটেও থেকে আসতে পাঁচ দিন লাগবে। আমাদের পাহারার ঘাঁটিগুলি তৈরীর জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে। সমুদ্রতীরে কেবল তিন জায়গা থেকে ভেসে যাওয়ার আশা তারা করতে পারে, এখান থেকে সলিটাস থেকে আর আলাজান থেকে। এই তিন জায়গায় পাহারা দিতে হবে। দাবার প্রবলেমের মতো সহজ। ফকস্-এর চাল আর তিন চালে মাত করতে হবে। ও গুজি, গুজি গ্যাণ্ডার, কোথা যাও ভাই! সাহিত্য পদবাচ্য টেলিগ্রামের কৃপায় এই তমসাচ্ছন্ন পিতৃভূমির সম্পদ অটুট থাকবে সেই খাঁটি রাজনৈতিক দলের হাতে যারা সরকারের পরিবর্তন চাইছে।'

প্রকৃতপক্ষে কেওগ অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ করেছিল। রাজধানী থেকে নেমে আসার রাস্তা পর্যটনের পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। ধুঁকতে ধুঁকতে আসা, কখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা, কখনো গরম, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, কখনো বা খরা। পথ গিয়েছে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গা বেয়ে, পচা দড়ির মতো পাক দিয়ে, কোথাও নেমে গেছে বরফশীতল নদীর ভিতর আর সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে সূর্যের আলো পৌঁছয় না এমন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, যার মধ্যে মারাত্মক পোকামাকড় আর জানোয়ারের বাস। সানুদেশে এসে পথ ত্রিশূলের মতো তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে, মধ্যেরটি গিয়ে শেষ হয়েছে আলাজানে। একটি শাখা এসেছে কোরালিওতে, তৃতীয়টি দ্বিখণ্ডিত করেছে সলিটাসকে। পাহাড়ের সানুদেশ থেকে সমুদ্রের মধ্যে মাইল পাঁচেক চওড়া পলিমাটির তীরভূমি। এইখানে নিরক্ষীয় বনমালা সব চেয়ে ঘন, গভীর। জঙ্গল থেকে এখানে-সেখানে খানিকটা জমি পরিষ্কার করে কলা, কমলালেবুর বাগান করা হয়েছে। বাকি অংশে বন্য প্রকৃতির উন্মাদ বিস্তার। বাঁদর, টেপির, জাগুয়ার, কুমির আর অন্যান্য প্রকাণ্ড সব সরীসৃপ আর পোকামাকড়ের আস্তানা। যেখানে রাস্তা নেই সে সব জায়গার মধ্য দিয়ে একটি সাপও বোধহয় অতি কষ্টে

এগিয়ে যেতে পারে এমনি ঘন লতাগুল্মের ঝোপ। সুন্দরী গাছের জলা ডিঙিয়ে নিরাপদে যেতে পারে ডানাহীন এমন প্রাণী বিরল। অতএব, পলাতকেরা ওই তিনটি রাস্তার একটি দিয়েই সমুদ্রতীরে পৌঁছবার আশা করতে পারে।

গুডউইন বললে, 'ব্যাপারটা গোপন রাখো, বিলি। গদীয়ানদের আমরা জানতে দিতে চাই না যে প্রেসিডেন্ট পালাচ্ছেন। আমার মনে হয় ববের খবরটা রাজধানীতে এখনো পর্যন্ত একটি স্কুপ। তা না হলে সে খবরটি গোপনে পাঠাবার চেষ্টা করত না। আর তাছাড়া তাহলে সবাই জানতো। আমি যাচ্ছি ডাক্তার জাভাল্লার কাছে, একজন লোককে পাঠাতে হবে টেলিগ্রাফের তার কাটতে।'

গুডউইন উঠে পড়ল। কেওগ তার টুপী খুলে দরজার পাশে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটি উচ্চনাদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কষ্টটা কিসের বিলি,' গুডউইন শুধোয়, উঠে দাঁড়িয়ে, 'এই প্রথম আমি তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনলাম।'

কেওগ বলল, 'এইটিই শেষ, এই বেদনাময় বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম প্রশংসনীয় কিন্তু বিরক্তিকর সততার জীবনে। কোথায় লাগে টিনের পটশিল্পের ব্যবসা ! এই মহান, উচ্ছল রাজহংস-রাজহংসীদের জাতের সুবিধাগুলির কাছে। না, না ফ্রাঙ্ক আমি বলছি না যে আমি প্রেসিডেন্ট হবো, আর তা ছাড়া টাকার থলিটি মস্ত বড় অঙ্কের যা আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, আমার বিবেক আমাকে আঘাত করছে নিজেকে একটি জাতির ফোটোগ্রাফ তোলার নেশায় ব্যস্ত রাখার জন্য, তাদের সঙ্গে পালিয়ে না গিয়ে। ফ্রাঙ্ক, তুমি কি কখনো সেই মসলিনের বাণ্ডিলটিকে দেখেছ, মহদাশয় যাকে গুটিয়ে নিয়ে পালাচ্ছেন।'

'ইসাবেল গিলবার্ট,' হেসে বলল গুডউইন, 'না, একবারও নয়। তার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কিছুই তার আটকাবে না। কিন্তু, রোমান্টিক হয়ে উঠো না, বিলি। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় যে তোমার শরীরে আইরিশ রক্ত আছে।'

'আমিও তাকে দেখিনি,' বলল কেওগ, 'কিন্তু লোকে বলে যে তার

তুলনায় পুরাণের, ভাস্কর্যের আর উপন্যাসের যত রমণী, তারা পটের ছবির মতো তুচ্ছ হয়ে যায়। ওরা বলে, কোন পুরুষের দিকে ও একবার তাকালে সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ বাঁদর হয়ে গাছে উঠে তার জন্য ডাব পেড়ে আনবে। একবার ভেবে দেখ ফ্রাঙ্ক, এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটির কথা। ঈশ্বর জানেন কত লক্ষ ডলার এক হাতে আর এই মসলিনের মায়াবিনী অন্য হাতে, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে হামদরদী খচ্চরের পিঠে, চারিদিকে পাখি গান গাইছে, ফুল ফুটছে। আর এখানে দেখ বিলি কেওগ সাজা পাচ্ছে এক পণ্ডশ্রমের ব্যবসাতে যাতে সে মিসিং লিঙ্কদের মুখের আদলের নকল করে চলেছে টিনের ওপর। কেন, না সে সৎভাবে জীবন ধারণ করতে চায়। প্রকৃতির কি অবিচার।'

'খুশী থাকো ভাই,' গুডউইন বললে, 'তুমি একটি ঝকঝকে শেয়াল, তোমার পক্ষে রাজহংসকে ঈর্ষা করা মানায় না। হতে পারে চিত্ত-চাঞ্চল্যকারিণী গিলবার্ট তোমার প্রতি আর তোমার পটচিত্রগুলিতে আগ্রহ দেখাবে আমরা তার রাজকীয় সঙ্গীকে দরিদ্র করে ফেলার পরে।'

'সে আরো খারাপ কিছু করতে পারে কিন্তু তা করবে না। সে একটি দুষ্টা স্ত্রীলোক আর এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটি ভাগ্যবান। কিন্তু আমি ক্ল্যানসির শপথের আওয়াজ পাচ্ছি—ওকে সব কাজ করতে হচ্ছে বলে।' কেওগ গ্যালারির পিছনদিকে চলে গেল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিস্ দিতে দিতে, যার ফলে মনে হবে না যে পলাতক প্রেসিডেন্টের দুর্ভাগ্যের জন্য কিছুক্ষণ পূর্বেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

গুডউইন বড় রাস্তা ছেড়ে একটি সরু গলি ধরল, যেটি বড় রাস্তার সঙ্গে লম্বভাবে মিশেছে। এই পার্শ্বসড়কগুলি ঘন ঘাসে ঢাকা। পুলিসের কোমরের তলোয়ার সেই ঘাস বেশী বাড়তে দেয় না। পাথরের রাস্তা, চাতালের চেয়ে চওড়া নয়, নীচু নীচু অ্যাডোবির বা কাঁচা ইটের বাড়িগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে চলে গেছে। গ্রামের সীমানায় এসে এই রাস্তাগুলি ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায় আর এখান থেকে শুরু হয় তালপাতায় ছাওয়া ক্যারিবদের কুটিরগুলি, আরো গরীব লোকের ডেরা, জ্যামাইকা আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রোদের কাঠের ঝোপড়ি। কয়েকটি ইমারত এদের মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে,

কালাবোথা বা জেলের ঘণ্টাঘর, হোটেল দে লোস্ এসত্রানজারোস্, ভিস্নুভিয়াস ফ্রুট কোমপানির এজেণ্টের বাসস্থান, বার্নার্ড ব্রানি-গ্যানের দোকান ও বাসস্থান, একটি ভগ্ন গির্জা একদা যেখানে কলম্বাস পদার্পণ করেছিলেন আর সবচেয়ে দর্শনীয় কাসা মোরেনা, গ্রীষ্মের রাজভবন, আঞ্চুরিয়ার প্রেসিডেণ্টের। তটের সমান্তরাল প্রধান রাস্তায়—কোরালিওর ব্রডওয়েতে বড় বড় দোকান, সরকারী অফিস, পোস্ট অফিস, মদের দোকান, বাজার।

চলতে চলতে গুডউইন বার্নার্ড ব্রানিগ্যানের বাড়ির পাশ দিয়ে গেল। এটি আধুনিক কাঠের বাড়ি, দোতলা। একতলায় ব্রানিগ্যানের দোকান, দোতলায় থাকার অংশ। বাড়ির চতুর্দিকে শীতল বারান্দা বাইরের পাঁচিলের আধাআধি দূরত্ব পর্যন্ত। একটি সুন্দরী প্রাণোচ্ছল তরুণী সাদা পোশাকে সজ্জিত, রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে-ছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে গুডউইনকে দেখে হাসল। তার গায়ের রং স্প্যানিশ উচ্চবংশীয়দের চেয়ে বেশী গভীর নয়, আর নিরক্ষীয় চন্দ্রালোকের মতো সে ঝলমল করছিল, আলো ঝরছিল তার গা থেকে।

'গুড ইভনিং মিস পলা,' টুপী খুলে হাসিমুখে গুডউইন বললে। তার আচরণে কোন পার্থক্য ছিল না, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে। এই বৃহৎ আমেরিকান ব্যক্তিটির অভিবাদন পেতে কোরালিওতে সকলেই কামনা করে।

'কিছু খবর আছে নাকি, মিঃ গুডউইন? দয়া করে না বলবেন না। কি রকম গরম পড়েছে, নয় কি? আমি ঠিক ম্যারিয়ানার মতো নিজেকে ভাবছি তার পরিখা ঘেরা গ্রেঞ্জ-এর মধ্যে না কি রেঞ্জের মধ্যে, যা গরম।

'না, বলবার মতো কোন খবর নেই,' গুডউইন বললে। চোখে একটু দুষ্টুমি ফুটিয়ে আবার বললে, 'কেবল আমাদের গেডি দিন দিন আরো বিরক্ত, আরো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ওর মনকে শান্ত করার জন্য যদি কিছু না ঘটে তাহলে আমাকে ওর বাড়ির পিছনের বারান্দায় ধূমপান করতে যাওয়া ছেড়েই দিতে হবে, আর তেমন ঠাণ্ডা জায়গায় আর আছে কোথায়।'

'ওর মুখ গম্ভীর নয় তো,' পলা বললে একটু আবেগের সঙ্গে, 'যখন

ও,…'কিন্তু হঠাৎ সে থেমে গেল, আর নিজেকে গুটিয়ে নিল, মুখ চোখ হয়ে উঠল লজ্জায় রাঙা। কেন না, তার মা ছিলেন একজন মেসতিদো মহিলা, আর স্প্যানিশ রক্ত পলার মধ্যে এনে দিয়েছিল এক ধরনের লাজুকতা যা ছিল তার রূপের একটি অলঙ্কার, তার প্রকৃতির অপর অর্ধভাগের বহিঃপ্রকাশের প্রবণতার পাশাপাশি।

দুই

দি লোটাস অ্যাণ্ড দি বটল

কমল আর বোতল

উইলার্ড গেডি, কোরালিওতে নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল, ধীরে সুস্থে তার বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করছিল। গুডউইন বেড়াতে বেড়াতে ভিতরে এসেছিল বারান্দার ছায়ায় ধূমপান করতে কিন্তু গেডিকে কাজে নিবিষ্ট দেখে চলে গেল। যাবার সময় কনসালের আতিথেয়তার অভাবকে দু-কথা শুনিয়ে গেল।

'আমি নাগরিক সেবা দপ্তরের কাছে কমপ্লেন করব,' গুডউইন বললে, 'তবে জানি না ওটি একটি দপ্তর না কেবল একটি তত্ত্ব। তোমার কাছে কেউ না পায় নাগরিকসুলভ ব্যবহার, না পায় সেবা। তুমি কথাই বলো না, পান করার জন্য কিছু রাখো না। এ কি রীতি তোমার, নিজের দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবার।' গুডউইন বেরিয়ে গেল হোটেলের দিকে, বন্দরের ডাক্তারকে যদি এক দান বিলিয়ার্ড খেলায় নামানো যায়। পলাতকদের আটক করবার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষা করার খেলা।

কনসাল তার রিপোর্ট সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল। বয়স তার মোটে চব্বিশ, আর কোরালিওতে সে ততদিন আসেনি যতদিনে উষ্ণমণ্ডলের উত্তাপে সকল উৎসাহ ঠাণ্ডায় জমে যায়। কর্কট ও মকরক্রান্তির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে এই বিপরীতার্থক উক্তির তাৎপর্য রয়েছে। এত হাজার কাঁদি কলা, এত হাজার কমলা ও নারিকেল, এত আউন্স স্বর্ণরেণু, এত পাউণ্ড রাবার, কফি, নীল, সারসাপারিলা—বস্তুত রপ্তানি গত বছরের তুলনায় বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটু খুশীর ঝিলিক বয়ে গেল কনসালের দেহের মধ্য দিয়ে। হয়ত স্টেট ডিপার্টমেণ্ট যখন এই রিপোর্টের ভূমিকা পড়ে লক্ষ্য করবে,—আর তখনই সে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে হেসে উঠল। তার অবস্থাও বাকি লোকদের মতোই খারাপ। এই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছিল যে কোরালিও একটি তুচ্ছ রাষ্ট্রের তুচ্ছ এক শহর, পড়ে আছে দ্বিতীয় স্তরের সমুদ্রের গলিপথে। তখন তার মনে পড়ল জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার গ্রেগ-এর কথা, যিনি লণ্ডনের ল্যানসেট পত্রিকার গ্রাহক, তিনি যেমন আশা করেন ল্যানসেট পত্রিকায় বিলেতের স্বাস্থ্য বোর্ডে পাঠানো পীতজ্বর সম্বন্ধে তাঁর লেখা রিপোর্টের উদ্ধৃতি থাকবে। কনসাল জানত যে দেশে তার পরিচিত পঞ্চাশজনের মধ্যে একজনও হয়ত কোরালিওর নাম শোনেনি। সে জানত অন্তত দুজন লোক এই রিপোর্ট পড়বে, স্টেট ডিপার্টমেণ্টের একজন ছোট পদের কর্মচারী আর সরকারী ছাপাখানার কম্পোজিটার। হয়ত যে ব্যক্তি অক্ষর সাজায় তার নজরে পড়বে যে কোরালিওতে বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে আর সে বিয়ার ও পনিরের ফাঁকে এই কথা জানাবে তার কোন ইয়ারকে। সবে মাত্র সে লিখেছে—সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে আমেরিকার বড় বড় রপ্তানীর ব্যাপারীরা কেন যেন উদাসীন এবং তারা ফরাসী ও জর্মন ব্যবসায়ীদের হাতে সম্পদে ভরপুর এই দেশের ব্যবসায়িক দখল ছেড়ে দিয়েছে—এমন সময় সে শুনল একটি স্টীমারের ধরা গলার আওয়াজ। কলম রেখে গেডি তার পানামা টুপী ও ছাতা নিল। আওয়াজ শুনে সে বুঝল ভালহাল্লা নামের ফলের জাহাজটি এসেছে। এই জাহাজটি ভিসুভিয়াস ফল কোমপানির, নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। কোরালিওতে পাঁচ বছরের বালক পর্যন্ত ভোঁয়ের শব্দ শুনে বলতে পারে জাহাজের নাম।

কনসাল ছায়া ঘেরা একটু ঘুর পথে তীরে এলো। অনেকদিনের অভ্যাসে চলার গতি এমন নিঁখুত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করল যে সে যখন সমুদ্রতীরে পৌছল তখন কাস্টম বিভাগের নৌকো ফিরে আসছে নিয়মমাফিক পরিদর্শন শেষ করে।

কোরালিওতে বন্দর নেই। বড় জাহাজগুলি তীরের অন্তত একমাইল দূরে নোঙর করে। যখন ফল নিয়ে যায় তখন সেই ফল জাহাজে পৌছে দেওয়া হয় ছোট ছোট নৌকো করে। সলিটাসে সুন্দর

বন্দর আছে, তাই সেখানে নানারকমের জাহাজ দেখা যায় কিন্তু কোরালিওর তট ছুঁয়ে যায় কেবল কয়েকটি ফলের জাহাজ। কখনো একটি ভবঘুরে জাহাজ, কখনো বা স্পেনের কোন রহস্যময় পালতোলা জাহাজ বা ফ্রান্সের এক স্টীমার দেখা যায় ভালোমানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে কোরালিওর উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে। কাস্টমসের সব কর্মীদের তৎপরতা তখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। রাত্রে দু-একটি পাল-তোলা নৌকা অনির্দেশ পাড়ি দিচ্ছে দেখা যাবে। আর সকালে কোরালিওর দোকানে দোকানে থ্রি স্টার হেনেসি, আঙুরের মদ আর অন্যান্য পানীয়ের আমদানী অনেক পরিমাণ বেড়ে যাবে। লোকে বলে সেদিন কাস্টমসের কর্মীদের লাল ডোরাদার ট্রাউজারের পকেটে অনেক রূপোর টাকার ঝনঝনি শোনা যায় আর কাস্টমসের জাবদা খাতায় আমদানী শুল্কের ঘরে নতুন কোন অঙ্ক বসবে না।

কাস্টমসের নৌকো আর ভালহাল্লার নৌকা একই সময় তীরে ভিড়ল। যখন অল্পজলে তারা দাঁড়িয়ে গেল, তখনো শুকনো তীরভূমি থেকে পাঁচ গজ দূরত্ব রয়েছে, যেখানে ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে। অর্ধনগ্ন ক্যারিব ছেলেরা ঝাঁপিয়ে নেমে গেল জলে, পিঠে করে নামিয়ে আনল ভালহাল্লার পারসারকে আর কাস্টম কর্মীদের, সুতির সার্ট আর লাল ডোরাদার নীল প্যাণ্ট যাদের চিহ্নিত করেছে।

কলেজে গেডির বেসবলের ফার্স্ট বেসম্যান হিসেবে নাম ছিল। এখন সে ছাতা বন্ধ করে বালিতে গেঁথে রাখল—তার পরে হাঁটুতে হাত দিয়ে দাঁড়াল। পারসার বেসবলের পীচারের ভঙ্গিতে কনসালের দিকে ছুঁড়ে দিল একটি ভারি বাণ্ডিল, খবরের কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা, এই স্টীমারে নিয়মিত যা আসত তার জন্য। গেডি লাফিয়ে উঠে লুফে নিল সেই বাণ্ডিল, বেশ জোরে 'ঠক' করে একটা শব্দ হল। তীরে যারা বেড়াচ্ছিল, কোরালিওর জনসংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, হেসে উঠল তারা হাততালি দিয়ে। প্রতি সপ্তাহে তারা প্রত্যাশা করে খবরের কাগজ এই ভাবে গেডির হাতে পৌঁছবে, কোনবারই তারা নিরাশ হয় না। কোরালিওতে নতুনত্বের আবির্ভাব কদাচিৎ হয়ে থাকে।

আবার ছাতা খুলে কনসাল ফিরে গেল তার কনসুলেটে। এক মহান জাতির প্রতিনিধির বাসস্থানটি ছিল কাঠের একটি দু-কামরার বাড়ি যার তিনদিকে বাঁশ, কাঠের খুঁটি আর নীপা জাতীয় তালগাছের

গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বারান্দা। একটি কামরা সরকারী অফিস, সাধারণ-ভাবে সাজানো, একটি ডেস্ক, একটি দোলনা আসন, তিনটি বেতের চেয়ার। দেয়ালে দেশের প্রথম ও বর্তমান রাষ্ট্রপতির ছবি টাঙানো আছে। অপর কামরাটি কনসালের থাকার ঘর।

কনসাল যখন ফিরল তখন বেলা এগারোটা অতএব প্রাতরাশের সময়। চানকা নামে যে ক্যারিব মেয়েটি রান্না করে, সমুদ্রমুখী বারান্দার দিকে সে খাবার সাজাচ্ছিল। এই জায়গাটির প্রসিদ্ধি আছে কোরালিওর সবচেয়ে ঠাণ্ডা বসবার জায়গা হিসেবে। প্রাতরাশে ছিল হাঙরের পাখনার স্যুপ, ডাঙার কাঁকড়ার স্ট্যু, ব্রেডফ্রুট, সিদ্ধকরা ইগুয়ানার[১] স্টেক, আগুয়াকেটিস্[২] সদ্য কাটা আনারস, ক্লারেট আর কফি। গেডি আসনে বসে রাজকীয় আলস্যের সঙ্গে খবরের কাগজের বাণ্ডিল খুলল। এখন কোরালিওতে বসে দুদিন ধরে সে পড়বে পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে ঠিক যেমন পৃথিবীর আমরা মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের কার্য-কলাপের বিষয়ে অযথার্থ বিজ্ঞানের আজগুবি কাহিনীগুলি পড়ে থাকি। কাগজগুলি তার পড়া হলে ক্রমে ক্রমে সকল ইংরেজিভাষী নাগরিকদের কাছে পাঠানো হবে।

যে কাগজটি তার হাতে প্রথম ঠেকল সেটা ছিল তোশকের মতো মোটা ছাপা বস্তু, নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদ পত্রের রবিবারের সংখ্যা।— গ্রাহকেরা সাহিত্যের আমেজ লাগা দিবানিদ্রার জন্য ব্যবহার করে। পত্রিকাটি খুলে কনসাল টেবিলে রাখল, একটা চেয়ারে পিঠ দিয়ে পত্রিকার ওজনটা সামলাল তার পরে সে আস্তে আস্তে খাওয়া শুরু করল, মাঝে মাঝে পাতা ওলটায় আর বিষয়বস্তুর ওপর চোখ বোলায়। অল্পক্ষণের মধ্যে একটি ছবির ওপর তার চোখ পড়ে, অর্ধপৃষ্ঠা একটি ফোটো। বিশ্রী ছাপা। অলস কৌতূহলে সে দেখল ফোটোর নীচে বড় হফের শিরোনামো এবং তার নীচের কলমটি। হ্যাঁ, তার ভুল হয়নি। ছবিটি আটশো টনের প্রমোদতরী আইডেলিয়া, যার মালিক

১। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বন অঞ্চলে স্থলে ও গাছে বিচরণশীল কয়েক জাতের সরীসৃপ এদের কোন কোন প্রজাতির মাংস ও ডিম সুস্বাদু খাদ্য।

২। দ্রাক্ষাজাতীয় ফল।

সংলোকদের সেরা, টাকার বাজারের মিডাস, সমাজের মধ্যমনি জে. ওয়ার্ড টলিভার।

আস্তে আস্তে কফিতে চুমুক দিতে দিতে গেডি পড়ে ফেলল ওই স্তম্ভটি। মিঃ টলিভারের বিষয়আশয়ের ফিরিস্তির পরে প্রমোদ-তরীর অঙ্গসজ্জার একটি বর্ণনা রয়েছে আর তারপরে একটি খবরের বীজ সরষের বীজের আকারের টাইপে ছাপা হয়েছে। মিঃ টলিভার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে পরদিন তরী ভাসাবেন এবং ছয় সপ্তাহের জন্য মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের ধারে এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে বেড়াবেন। অতিথিদের মধ্যে আছেন নরফোকের শ্রীমতী কামবারল্যাণ্ড পেন ও মিস আইদা পেন।

সংবাদদাতা, পাঠক যেমন চায়, মূর্খ সবজান্তার ভূমিকা নিয়ে একটি প্রেম কাহিনীর উদ্ভাবন করেছে। মিস পেন ও মিঃ টলিভারের নাম এমনভাবে জড়ানো হয়েছে যে পড়লে মনে হবে বিবাহেরই শুধু অপেক্ষা। তার বর্ণনার মধ্যে "গুজবের রানী" "ছোট্ট পাখি" "কেহ আশ্চর্য হবে না" প্রভৃতি শব্দের চটুল ব্যবহার করা হয়েছে আর সব শেষে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

প্রাতরাশের শেষে গেডি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দার ধারে গেল, তার প্রিয় ডেক চেয়ারে বসে একটি চুরুট ধরাল, বাঁশের রেলিঙে পা ছড়িয়ে দিল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে এই ভেবে খুশী হল যে খবরটি পড়ে সে মোটেই বিচলিত হয়নি। নিজেকে সে বললে যে তার বেদনা সে সম্পূর্ণ জয় করেছে যে বেদনা তাকে স্বেচ্ছানির্বাসনে পাঠিয়েছিল এই কমলের দেশে। আইদাকে সে কখনো ভুলবে না যদিও, কিন্তু তার কথা ভাবতে এখন আর কোনো জ্বালা বোধ হচ্ছে না। তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও কলহ যখন হয় তখন সে ঝোঁকের মাথায় এই কনসালের চাকরী যোগাড় করেছিল আইদার প্রতি প্রতিশোধের বাসনায়, তার সামনে থেকে তার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। এতে সে সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছে। কোরালিওতে তার গত এক বছরের জীবনযাত্রায় তাদের মধ্যে কোন বার্তা বিনিময় হয়নি, যদিও আইদার খবর সে মাঝে মাঝে পেয়েছে, যে কয়জন বন্ধুকে সে এখনো চিঠিপত্র লিখত তাদের পত্রে প্রসঙ্গত উল্লেখে। তথাপি একটু তৃপ্তিকর উত্তেজনা সে পেল এই জেনে যে টলিভার বা অন্য কারুকে

সে এখনো বিবাহ করেনি। তবে দেখা যাচ্ছে টলিভার এখনো আশা ছাড়েনি। যাই হোক আজ আর কিছু আসে যায় না। কমলের ফল তার খাওয়া হয়ে গেছে। এই চিরন্তন শান্ত অপরাহ্নের[১] দেশে সে সুখী, তৃপ্ত। আমেরিকায় পুরানো দিনগুলি এখন জ্বালা ধরানো স্বপ্নের মতো মনে হয়। সে কামনা করে আইদা তার মতো সুখী হোক। বাতাসে তেমনি প্রাণ জুড়ানো সুগন্ধ যেমন ছিল সুদূর আভালনে। এখানে অলস রোমান্টিক লোকজনের মধ্যে বলগাহীন রূপকথার দিনগুলি, জীবন এখানে গান ফুল আর নরম হাসি দিয়ে তৈরি। পাহাড় ও সমুদ্রের সান্নিধ্যের প্রভাব, উষ্ণমণ্ডলের স্বচ্ছ শুভ্র রাত্রির মায়া, প্রেম ও সৌন্দর্যের কত মোহময় প্রতিচ্ছবি, এ সব নিয়ে সে প্রকৃতই তৃপ্ত—আর আছে পলা ব্রানিগ্যান।

গেডি পলাকে বিবাহ করতে চায়, অবশ্য পলা যদি রাজি হয়। যদিও তার স্থির বিশ্বাস ও রাজি হবে। কিন্তু প্রস্তাব করতে গেডির অনেক দ্বিধা। কতবার সে খুবই কাছাকাছি চলে গিয়েছে কিন্তু অজানা কোন সংশয় তাকে পিছিয়ে এনেছে হয়ত সেটা তার সহজাত সুপ্ত বিশ্বাস যে তার পুরনো জগতের সঙ্গে যতটুকু বন্ধন ছিল তা একেবারেই ছিন্ন হবে এই বিবাহে।

পলাকে নিয়ে সে প্রকৃতই সুখী হবে। স্থানীয় কোন মেয়ে তুলনায় ধারে কাছে পৌঁছয় না। নিউ অর্লিয়ন্সের এক কনভেণ্টে ও দু বছর পড়েছিল। কখনো যদি সে নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করত, তখন ম্যানহ্যাটেন আর নরফোকের মেয়েদের সঙ্গে কোন পার্থক্যই বোঝা যেত না। কিন্তু ঘরোয়া বেশবাসেই ওকে বেশী রমণীয় দেখায়, মধ্যে মধ্যে যখন সে স্থানীয় মেয়েদের মতো কাঁধখোলা, পুরোহাতা পোশাক পরে।

বার্নাড ব্রানিগ্যান কোরালিওর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। দোকান ছাড়াও তার আছে একদল মালবাহী খচ্চর এবং তাদের সাহায্যে সে অন্তর্বর্তী শহর ও গ্রামগুলির সঙ্গে কারবার চালায়। সে বিবাহ করেছিল স্থানীয় একটি উচ্চ স্প্যানিশ বংশোদ্ভবা মহিলাকে যার জলপাই রঙের

১। In the afternoon they came unto a land.
In which it was always afternoon (The Lotus Eaters Tennyson).

গালে ইশারায় বোঝা যায় রেডইণ্ডিয়ানদের বাদামীর রেশ। আইরিশ আর স্প্যানিশ সংমিশ্রণে যে সন্ততিটি তাদের জন্মেছিল, সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে সে ছিল এক বিরল নিদর্শন। ওরা লোক ভারি চমৎকার আর ওদের বাড়ির দোতলাটি গেডি আর পলার জন্য সাজানোই রয়েছে, কেবল গেডির মন স্থির করে প্রস্তাব করার অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে দু ঘণ্টা কেটে গেছে, কনসাল পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়েছে। খবরের কাগজগুলি তার চারপাশে ছড়ানো পড়ে আছে। বারান্দায় চেয়ারে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ননিবিড় চোখে সে যেন এক স্বর্গরাজ্য দেখছে। সূর্যকে তাদের চওড়া পাতার ঢাল দিয়ে আড়াল করে রেখেছে একটি কলাগাছের ঝাড়। কনস্যুলেট থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত ঢালু জমিতে শুধু পাতিলেবু আর কমলার গাছ ফুলে ফুলে ফেটে পড়ছে। সমুদ্র থেকে একটি ধারা খানিকটা জমি চিরে একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছে এবড়ো খেবড়ো একটি স্ফটিকের মতো, তারই ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটি হালকা সবুজ শিমুল গাছ মেঘ পর্যন্ত সোজা উঠে গেছে। সারি সারি নারিকেলের গাছ হাওয়ায় দুলছে। তাদের সুসজ্জিত বড় বড়, রোদলাগা সবুজ পাতা শ্লেট রঙের শান্ত সমুদ্রের ওপর ঝলমল করছে। নীচের ঝোপের সবুজের ফাঁকে ফাঁকে তার অনুভূতি দেখতে পায় সিঁদুর লাল, গেরুয়া আর বাসন্তী রঙের আভা। বনপুষ্পের, বনফলের আর ক্যালাবাশ গাছের নীচে চানকার মাটির উনুনের ধোঁয়ার ঘ্রাণ আসে নাকে। সে অনুভব করে কুটীর থেকে ভেসে আসা নেটিভ মেয়েদের ক্ষীণ হাসির শব্দ, বুলবুলের গান, তীরের ওপর প্রায় নিঃশব্দ মীড়ের মতো ভেঙে পড়া ঢেউ আর ধূসর সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা একটি বিন্দু।

অলস কৌতূহলে সে লক্ষ্য করে সেই অস্পষ্ট বিন্দুটি বড় হতে হতে আইডেলিয়ার আকৃতি নিল, দ্রুতগতিতে তীরের দিকে আসতে দেখা গেল তাকে। নিজের জায়গা থেকেই গেডি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল ওই সুন্দর সাদা প্রমোদ তরীটির দিকে যা ক্রমশ কাছে আসছিল, কোরালিওর প্রায় সামনাসামনি। তীর থেকে এক মাইলের মধ্যে এসে পড়ল। সে দেখল ইয়টের গায়ের পিতলের অংশ থেকে ঠিকরে আসা আলো, ডোরাকাটা রঙীন ডেকের ছাদ, ততটুকুই, আর বেশী

কিছু নয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডে দেখা জাহাজের মতো আইডেলিয়া কনসালের ছোট্ট জগতের আলোকবৃত্ত স্পর্শ করে চলে গেল। সমুদ্রের কিনারায় ভেসে থাকা ধোঁয়ার মেঘ না থাকলে মনে হত জাহাজটি কল্পনার, তার অলস মস্তিষ্কের সৃষ্ট একটি অলীক ছায়া-মূর্তি।

গেডি তার অফিসে ফিরে গেল। তার রিপোর্ট নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করল। খবরের কাগজের সংবাদটি তাকে যেমন অবিচলিত রাখতে পেরেছে, আইডেলিয়ার আসা এবং নিঃশব্দে চলে যাওয়া তেমনি তাকে আরো নির্লিপ্ত করেছে। এর ফলে আরো শান্তি ও স্থৈর্য এসেছে তার মনে, যখন একটি পরিস্থিতির সকল অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেছে। সে জানত মানুষ কখনো কখনো আশা করে থাকে নিজের মনের অগোচরে। আজ যখন সেই মেয়েটি দু হাজার মাইল সাগর পেরিয়ে এসেছিল অথচ কোন চিহ্ন না রেখে চলে গেল, তখন এমন কি তার অবচেতন মন থেকেও অতীতের সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখাই ভালো।

সন্ধ্যায় খাওয়ার পরে, সূর্য যখন পাহাড়ের পিছনে নেমে গেছে, গেডি বেড়াতে গেল নারিকেল গাছের নীচে বালুবেলায়। মৃদু বাতাস বহে আসছে তীরের দিকে, ছোট ছোট ঢেউয়ে সমুদ্রগাত্র তরঙ্গিত। একটি ছোটখাটো ব্রেকার কোমল 'সুইশ' শব্দ করে বালির ওপর ভেঙে পড়ল, সঙ্গে নিয়ে এল উজ্জ্বল একটি বস্তু যা আবার ঢেউয়ে সঙ্গে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে। পরের তরঙ্গটিতে সেই বস্তুটি তীরে এসে আটকালো, গেডি তখন সেটা তুলে নিল। বস্তুটি লম্বা গলার স্বচ্ছ কাঁচের একটি মদের বোতল। ছিপিটি এঁটে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বোতলের মুখ পর্যন্ত, লাল গালা দিয়ে সেই অংশ সীল করা হয়েছে। বোতলের মধ্যে ছিল বাইরে থেকে যতদূর দেখা যাচ্ছিল, একটি কাগজ, বোতলের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টায় যেটা বেশ কুঁকড়ে গিয়েছে। সীলের ওপর মোহরের ছাপ দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত নামাঙ্কিত আংটির সাহায্যে, কোন নামের আদ্য অক্ষরের মনোগ্রাম। কিন্তু সীল করা হয়েছিল তাড়াতাড়ি, তাই কোন অক্ষর বোঝা যাচ্ছিল না আন্দাজ করা ছাড়া। গেডির মনে হল সে যেন তার পরিচিত আই. পি. অক্ষর দুটি সীলমোহরের মধ্য থেকে

পড়তে পারছে আর তখনি অদ্ভুত এক অস্বস্তির অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল। আইদা পেন-এর স্মৃতি আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠভাবে সে অনুভব করল। প্রমোদতরীটি দেখার থেকে অনেক তীব্র এই অনুভূতি। বাড়ি ফিরল সে, ডেস্কের ওপর বোতলটি রাখল।

টুপী আর কোট ছাড়ল, একটি বাতি জ্বালাল, কেন না হ্রস্ব গোধূলির পরে রাত্রি ভিড় করে নেমে এসেছিল। গেডি পরীক্ষা শুরু করল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা বস্তুটিকে। আলোর নীচে বোতলটি ধরে নানাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বুঝল ভিতরে রয়েছে দু ভাঁজ করা একটি চিঠি লেখার কাগজ ছোট ছোট অক্ষরের লেখায় ভরা। আরো, কাগজের রং ও সাইজ আইদা যেমন ব্যবহার করত ঠিক তেমনি। আর তার বিশ্বাস হাতের লেখা আইদারই। বোতলের কাঁচ নিখুঁত ছিল না, তাই আলোর রশ্মি এমনভাবে বেঁকেচুরে ভিতরে যাচ্ছিল যাতে কোন শব্দ পাঠোদ্ধার করা যায়নি, কিন্তু কয়েকটি বড় অক্ষর গেডির মনে হল নিশ্চয়ই আইদার।

বোতলটি ডেস্কে নামিয়ে রাখতে গিয়ে গেডির চোখে বিহ্বলতা ও কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। টেবিলের ওপর সে তিনটি চুরুট রাখল। বারান্দা থেকে ডেক চেয়ারটি এনে নিজেকে আরাম করে বিছিয়ে দিল। সমস্যাটি চিন্তা করার জন্য তার তিনটি চুরুট টানা দরকার।

যেহেতু সত্যিই একটা সমস্যা ওই বোতল। তার মনে হল বোতলটি দেখতে না পেলেই ছিল ভাল। কিন্তু বোতলটি রয়েছে চোখের সামনে। তার মনের শান্তি কেড়ে নেবার জন্য কেন ওটা সমুদ্র থেকে ভেসে এলো! এই স্বপ্নের দেশে, যেখানে সময় কোন বিচারের ব্যাপারই নয়, তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তুচ্ছ বিষয়ের ওপর অনেক সময় নিয়ে চিন্তা করা। বোতলটির সম্বন্ধে তার মাথায় এলো অনেক অদ্ভুত থিয়োরি, একটি একটি করে সে তাদের বাতিল করতে থাকে। জাহাজ বিপন্ন হলে কখনো কখনো এই উপায়ে সাহায্যের আবেদন ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আইডেলিয়া জাহাজকে সে দেখেছে তিন ঘণ্টা আগে নিরাপদ দ্রুতগতিতে চলে যেতে। মনে করো, জাহাজের কর্মচারীরা বিদ্রোহ করেছে এবং উদ্ধারের জন্য এই আবেদনটি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপার যদি ঘটেও, সে ক্ষেত্রে

চার পাতা চিঠি লিখবে উদ্বিগ্ন বন্দীরা তাদের উদ্ধারের জন্য, যত্ন করে তাদের আত্মপক্ষের যুক্তিগুলি সাজিয়ে ?

এইভাবে অবাস্তব থিয়োরীগুলি বাদ দিতে দিতে বিষয়টির একটিই সম্ভাবনা থেকে গেল যে বোতলে তারই জন্য একটি খবর পাঠানো হয়েছে। আইদা জানত যে সে কোরালিওতে আছে। বোতলটি সে-ই পাঠিয়েছে যখন ইয়টটি উপকূলের কাছাকাছি এসেছিল এবং বাতাস ছিল তীরমুখী।

গেডি যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল তখন তার কপালে কুঞ্চনের একটি দাগ পড়ল, মুখে ফুটে উঠল দার্ঢ্যের ভাব। চুপ করে সে বসে রইল, দরোজার বাইরে শান্ত রাস্তায় ভেসে বেড়ানো বড় বড় জোনাকির দিকে তাকিয়ে। যদি ওই বোতলে তার জন্য আইদার পাঠানো একটি চিঠি থাকে তাহলে তার অর্থ কি হতে পারে মিটমাট করে নেওয়ার একটি উদ্যোগ ছাড়া ? আর তাই যদি হয় তবে নিরাপদ ডাক ব্যবস্থার সাহায্য না নিয়ে এই অনিশ্চিত আর সস্তা কায়দা কেন ? একটি খৎ বোতলের মধ্যে রেখে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া। ব্যাপারটার মধ্যে একটা হালকা আর খেলো আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে—নিন্দনীয় যদি না বলা হয়।

এই চিন্তায় তার অহমিকা জেগে উঠল এবং বোতলটি পাবার পরে যে ভাবাবেগ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল সেটা দমিত হল।

কোট পরে, টুপী হাতে নিয়ে গেডি বাইরে বেরুল। একটি সরু রাস্তা ধরে সে আসে একটি ছোট চত্বরের কিনারায় যেখানে ব্যাণ্ড বাজছিল, নিরুদ্বেগ, অলসভাবে মানুষজন বেড়াচ্ছিল। কয়েকটি ভীরু মেয়ে, বিনুনী করা কালো চুলে জোনাকি লেগে রয়েছে, তার দিকে সলজ্জ প্রশ্রয়ের দৃষ্টি রেখে দ্রুত চলে গেল। বাতাস জুঁই আর কমলার ফুলের গন্ধে মন্থর।

কনসালের পদক্ষেপ থামল বার্নার্ড ব্রানিগ্যানের বাড়িতে এসে। বারান্দায় পলা একটি দোলনা আসনে বসে দুলছিল। বাসা থেকে পাখির মতো, দোলনা থেকে সে নেমে এলো। গেডির গলার আওয়াজ পেয়ে তার কপোল হল রঙিন। ওর পরিধেয় লক্ষ্য করে গেডি মুগ্ধ হল, মসলিনের ফাঁপানো ফোলানো পোশাক, তার ওপর সাদা ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট, সব কিছুতে স্টাইল আর পরিচ্ছন্নতা

পরিস্ফুট। সে বলল বেড়াতে যাবার কথা, পাহাড়ের রাস্তায় পুরনো ইঁদারার দিকে। পাথরের চাতালে ওরা বসল আর এতদিনে গেডি সেই আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু বহু বিলম্বিত প্রস্তাবটি পেশ করল। যদিও সে নিশ্চিন্ত ছিল যে তাকে 'না' শুনতে হবে না তথাপি পলার সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মাধুর্যে সে শিহরিত হল। এখানে সে একটি হৃদয় পেল প্রেম ও একনিষ্ঠতা দিয়ে যা তৈরী। এখানে খামখেয়ালিপনা নেই, প্রশ্ন নেই, আদব কায়দার ত্রুটি বিচ্যুতিতে দোষ ধরা নেই।

সে রাত্রে গেডি যখন পলাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চুম্বনের পরে বিদায় নিল তখন তার মনে হল তার সুখের সীমা নেই। "এই অন্তঃসার শূন্য কমলের দেশে, চিরকাল বেঁচে থাকা অলস শয্যায়," তার কাছে মনে হল, যেমন অনেক নাবিকের মনে হয়েছিল, সর্বোত্তম আর সবচেয়ে সহজ। তার ভবিষ্যৎ হবে যেমনটি চাই তেমনি। সে পেয়েছে স্বর্গরাজ্য যেখানে সর্প নেই। তার ঈভ প্রকৃতই তার অর্ধাঙ্গিনী হবে, মোহমুক্ত আর সেজন্যই মোহময়ী। আজ রাত্রে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার হৃদয় স্বচ্ছ, আশ্বাসিত পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ।

গেডি বাড়ি ফিরল, সেই অপূর্ব বেদনাময় প্রেমের গান 'লা গোলোনড্রিনা'র সুর শিস্ দিতে দিতে। দরজায় পৌঁছতে তার পোষা বাঁদরটা লাফিয়ে নেমে আসে, কিচ কিচ করতে করতে। কনসাল তার ডেস্কের কাছে এসে কিছু বাদাম খুঁজল বাঁদরকে দেবার জন্য। অন্ধকারে হাতড়াতে তার হাতে ঠেকল সেই বোতলটি। সে চমকে উঠল, মনে হল শীতল, গোল সাপের গায়ে হাত দিয়েছে। সে ভুলে গিয়েছিল যে বোতলটি ওখানে রয়েছে।

গেডি আলো জ্বালায়, বাঁদরকে খাওয়ায়, তারপর চিন্তাকুলভাবে একটি চুরুট ধরিয়ে বোতলটি হাতে নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল। আকাশে চাঁদ ছিল, সমুদ্র ঝলমল করছিল। বাতাস ঘুরে গেছে, যেমন যায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়, এখন স্থিরভাবে ভূমি থেকে সমুদ্রের দিকে বইছিল। জলের কিনারায় পৌঁছে গেডি সেই না-খোলা বোতলটি ছুঁড়ে দিল বহুদূরে সমুদ্রের মধ্যে। মুহূর্তের জন্য সেটা ডুবে গেল, তার পরেই ভেসে উঠল তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হয়ে। গেডি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে। চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল যে সে

দেখতে পাচ্ছিল কেমন করে বোতলটি ভেসে উঠছে, ডুবছে ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে। অতি ধীরে সেটা তীর থেকে দূরে যেতে থাকে, কখনো ঝলসে উঠে কখনো বা ঘুরপাক খেতে খেতে। বাতাস তাকে সমুদ্রের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা হয়ে গেল নিছক একটা বিন্দু, বোঝা যায় কি যায় না আর তারপরে তার রহস্য ঢাকা পড়ে সমুদ্রের বৃহত্তর রহস্যের মধ্যে। গেডি তখনো তীরে দাঁড়িয়ে রইল, ধূমপান করতে করতে সে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে।

'সাইমন ও সাইমন, শীঘ্র ওঠ,' ভবাট গলায় জলের কিনারায় কেউ চিৎকার করছিল। বৃদ্ধ সাইমন ক্রুজ একজন মিশ্রজাতীয় ধীবর ও স্মাগলার। সে থাকত জলের ধারে তার কুটীরে। কাঁচা ঘুম থেকে এইভাবে তাকে জাগানো হল।

জুতো পায়ে সে বাইরে এলো। ভালহাল্লার একটি ছোট ডিঙি থেকে তখন নামছিল সেই জাহাজের তৃতীয় মেট, যার সঙ্গে সাইমনের পরিচয় ছিল, আর ছিল তিনজন নাবিক। 'শীঘ্র যাও সাইমন, ডাঃ গ্রেগকে ডেকে আনো বা মিঃ গুডউইনকে বা মিঃ গেডির কোন বন্ধুকে, আর তাদের নিয়ে এসো এখানে, এক্ষুণি।'

'স্বর্গের ঋষিরা!' ঘুম জড়ানো গলায় সাইমন বলল, 'মিঃ গেডির কিছু হয়নি তো?'

'তাকে ওই টারপলিনের নীচে রাখা হয়েছে,' মেট বলল ডিঙ্গির দিকে আঙুল রেখে, 'সে জলে ডুবে অর্ধমৃত। আমরা ওকে স্টীমার থেকে দেখতে পাই তীর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে পাগলের মতো সাঁতরে যাচ্ছে বাইরের দিকে ভেসে যাওয়া একটি বোতলের পিছনে। আমরা ডিঙি নামিয়ে ওর দিকে যাই। বোতলটা প্রায় ধরে ধরে এমন সময় ওর দম ফুরিয়ে যায় আর ডুবে যায়। ঠিক সময় আমরা ওকে তুলে আনি, হয়ত বেঁচে যাবে। কিন্তু ডাক্তারই সেটা সঠিক বলতে পারবে।'

দু হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বৃদ্ধ বলল, 'একটা বোতল?'
তার ঘুম তখনো ঠিক ছোটেনি, 'কোথায় সেই বোতল?'
'ভেসে যাচ্ছিল ওদিকে কোথাও,' সমুদ্রে নির্দেশ করে মেট বলল, 'শীঘ্র যাও, সাইমন'।

গুডউইন আর সেই খাঁটি দেশভক্ত জাভাল্লা তাদের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে সকল রকমের সাবধানতায় নিশ্চিন্ত হল প্রেসিডেন্ট মিরা-ফ্লোরেস ও তাঁর সঙ্গিনীর দেশত্যাগ ঠেকানোর ব্যাপারে। তারা বিশ্বাসী দূত পাঠালো সলিটাস আর আলাজানে স্থানীয় নেতাদের এই পলায়নের বিষয়ে অবহিত করতে আর জলের লাইনে পাহারা বসাতে এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পলাতকদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে, যদি তারা সেইসব অঞ্চলে পৌঁছয়। এর পরে বাকি রইল কোরালিও জেলাটির চৌকিদারী আর শিকার আসার অপেক্ষা করা। জাল বেশ ভালই বিছানো হয়েছে। রাস্তার সংখ্যা এতই অল্প আর জাহাজে ওঠার সুবিধা এতই কম আর দুই বা তিনটি নির্গম পথ এমনই সুরক্ষিত যে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে যদি জালের ফাঁক দিয়ে দেশের এত বিপুল পরিমাণের সম্ভ্রম, রোমান্স ও আনুষঙ্গিক পিছলে বেরিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে, প্রেসিডেন্ট চলাফেরা করবেন যথাসম্ভব গোপনে এবং চোরেব মতো তীরের কোন নির্জন স্থান থেকে নৌকোয় চড়ার চেষ্টা করবেন।

ইঙ্গলহার্ট-এর টেলিগ্রাম পাবার পরে চতুর্থ দিনে নরওয়ের জাহাজ 'কার্লস্‌ফিন' যেটা নিউ ইয়র্কের ফলের ব্যাপারীদের চার্টার করা ছিল, কোরালিওর উপকূলের কাছাকাছি নোঙর করল তার সাইরেনের তিনটি ধরা গলার ভোঁ বাজিয়ে। কার্লস্‌ফিন ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানির লাইনের জাহাজ ছিল না। ওটা ছিল একটা পাঁচরকমের সওদা বহা সখের মালবাহী জাহাজ। নগণ্য একটি কোম্পানির, যারা ভিসুভিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বীর স্তরের অনেক নীচে। কার্লসফিন-এর গতিবিধি বাজারের ওপর নির্ভর করত। কখনো কখনো জাহাজটি নিয়মিত যাতায়াত করত সোজাসুজি নিউ অর্লিয়ন্স ও স্প্যানিশ সমুদ্র বরাবর আবার কখনো যেন ভুলবশত চলে যেত মবিল বা চার্লসটন বা উত্তরে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ফলের বিতরণের রাস্তা ধরে।

গুডউইন বেড়াতে বেড়াতে তীরে এলো যেখানে যথারীতি ভিড় জমে ছিল জাহাজটি দেখতে। এখন যে কোন সময়ে প্রেসিডেণ্ট মিরাফ্লোরেস তাঁর দেশের সীমা ছেড়ে যেতে পারেন তাই আদেশ ছিল কড়া পাহারা ও নজর রাখার। তীরের ধারে যে কোন জাহাজ আসবে তাদের প্রত্যেকটিকেই পলাতকদের একটি সম্ভাব্য পলায়নের উপায় মনে করা হবে। আর, নজর রাখা হচ্ছে প্রতিটি ডিঙি আর পালতোলা নৌকোর প্রতি যেগুলি কোরালিওর সমুদ্রগামী বহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুডউইন আর জাভাল্লা সর্বত্র বিচরণ করছিল কিন্তু কোনরূপ বাহুল্য না দেখিয়ে পলায়নের ফাঁকতালের প্রতি লক্ষ্য রেখে। কাস্টমস-এর কর্মীরা তাদের বোটে নিজেদের বিশিষ্টতা বজায় রেখে কার্লসফিনের দিকে চলে গেল। স্টীমার থেকে ভাণ্ডারী তার কাগজপত্র নিয়ে একটি বোটে কুলে এসে ভিড়ল আর সঙ্গে নিল কোরালিওর বহিরাগত রোগ নিয়ন্ত্রণের ডাক্তারকে তাঁর সবুজ ছাতা আর জ্বর মাপার থার্মোমিটার সমেত। তখনই একদল ক্যারিবীয় শ্রমিক ছোট ছোট নৌকায় তীরে রাখা হাজার হাজার কলার কাঁদি ভরে বৈঠা বেয়ে স্টীমারের দিকে চলল। কার্লসফিন-এর কোন যাত্রী তালিকা ছিল না তাই সরকারী পরীক্ষা শীঘ্রই শেষ হল। ভাণ্ডারী জানালো স্টীমারটি আগামীকাল সকাল পর্যন্ত নোঙর করা থাকবে। নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রতি সে আসছে যেখানে কমলালেবু আর নারিকেলের বোঝা সম্প্রতি সে রেখে এসেছে। দু-তিনটি বড় বড় মালবাহী নৌকো সে ভাড়া নিয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই শেষ করে শীঘ্র ফিরে আমেরিকার সাম্প্রতিক ফলাভাবের সুযোগ নিতে পারে।

বিকেল চারটে নাগাদ এই উপকূলে অপরিচিত আর একটি সামুদ্রিক যান দিগন্তে দেখা গেল, যেন আইডেলিয়াকে অনুসরণ করছে, একটি অত্যন্ত সুঠাম বাষ্পতরী, হালকা হলুদ রং, ছিমছাম, যেন স্টীলের পাতে খোদাই করা চিত্র। তীর থেকে কিছু দূরে ইয়টটি ভাসতে থাকে, ঢেউএর তালে একবার দেখা যায় আবার অদৃশ্য হয়, বৃষ্টিপড়া পুকুরে হাঁসের মতো। তীরে এলো একটি দ্রুতগামী ডিঙি যার দাঁড়-বাহীরা উর্দিপরা, একজন গাঁট্টাগোট্টা ব্যক্তি লাফিয়ে নামল বালির ওপর।

আগন্তুক তীরে আঙ্কুরিয়ার পাঁচমিশেলী জনসমাবেশ যেন পছন্দ করল না, সে এগিয়ে গেল গুডউইন-এর দিকে, নির্ভুলভাবে যার আকৃতি অ্যাংলো-স্যাকসন। গুডউইন তাকে সৌজন্যের সঙ্গে অভিবাদন জানাল। কথাবার্তায় জানা গেল আগন্তুকের নাম স্মিথ আর সে এসেছে ওই ইয়টে। সংক্ষিপ্ত জীবনী, সত্যিই। কেন না ইয়টটি তো দেখাই যাচ্ছিল আর স্মিথ নাম আন্দাজ করা কঠিন নয়। কিন্তু গুডউইন, যার অনেক কিছু দেখা ছিল, তার চোখে স্মিথ আর তার ইয়টের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য প্রকট হল। স্মিথের বুলেটের আকৃতির মাথা, বাঁকা চোখ আর হোটেলে যারা ককটেল মেশায় তাদের মতো গোঁফ। ইয়ট থেকে নেমে আসার পূর্বে যদি সে পোশাক না বদলে এসে থাকে তাহলে তার নিখুঁত, পরিপাটী প্রমোদতরীর ডেককে অসম্মান করছে তার মুক্তা-ধূসর ডার্বি টুপী, ঝকমকে জামা কাপড় আর ক্লাউনের মতো গলার রুমাল। প্রমোদতরীর মালিকেরা সাধারণত আরো সুসমঞ্জস পোশাক পরে।

স্মিথ কাজের কথায় যেমন ত্বরিত, আত্মপ্রচারে তেমন নয়। কোরালিওর প্রাকৃতিক দৃশ্যের উল্লেখ সে করল, ভূগোলের বইয়ে যেমন থাকে তদ্রূপ দৃশ্যাবলী দেখে সে বিস্মিত হয়েছে। তারপরেই সে খোঁজ করল আমেরিকার কনসালের। গুডউইন তারা ও ডোরাদাগের পতাকার দিকে দেখাল, কনস্যুলেটের বাড়ির ওপর যেটি উড়ছিল, কমলালেবু গাছের ঝোপের আড়ালে।

'কনসাল মিঃ গেডি বাড়ীতেই আছেন', গুডউইন বললে, 'কয়েকদিন আগে উনি প্রায় ডুবে গিয়েছিলেন, সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে, ডাক্তার তাঁকে কয়েকদিন বাড়িতেই থাকতে বলেছেন।'

বালির ওপর দিয়ে পা চালিয়ে স্মিথ তখনই কনস্যুলেটের দিকে চলল, তার সাজপোশাক নিরক্ষীয় নীল সবুজের মধ্যে দৃষ্টিকটু লাগছিল। গেডি বসেছিল তার দোলনায়, মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে, ভঙ্গি ক্লান্ত। সে রাত্রে ভালহাল্লার নৌকো যখন তাকে কূলে নিয়ে আসে সমুদ্রের মধ্য থেকে মৃতপ্রায় অবস্থায়, ডাঃ গ্রেগ আর আর তার অন্যান্য বন্ধুরা অনেক ঘণ্টার পরিশ্রমে জীবনের যেটুকু রেশ দেখা যাচ্ছিল সেটুকু বজায় রাখতে পেরেছে। সেই বোতল আর তার নিষ্প্রাণ খবর সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছে—যে সমস্যা সেটা খুঁটিয়ে তুলেছিল তার অবসান হয়েছে

সহজ একটি যোগ অঙ্কের সমাধানে। এক আর একে দুই হয় পাটিগণিতের নিয়মে, আর প্রেমের নিয়মে তা হয় এক।

একটা অদ্ভুত থিয়োরী আছে যে মানুষের আত্মা দুটি। একটি বহিরঙ্গের আত্মা যা কাজ করে সাধারণ অবস্থায়, আর একটি কেন্দ্রীয় আত্মা, যেটা বিচলিত হয় মাত্র দু-একবার কিন্তু বেগের সঙ্গে, তেজের সঙ্গে। যখন মানুষ বহিরঙ্গ আত্মার অধীন তখন সে দাড়ি কামায়, ভোট দেয়, ট্যাক্স জমা দেয়। পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেয়, চাঁদা দিয়ে বই কেনে, নিজেকে সাধারণ নিয়মে মানিয়ে নিয়ে চলে। কেন্দ্রীয় আত্মা একবার প্রবল হয়ে উঠুক, আর চক্ষের নিমেষে সে তার আনন্দের অংশীদারের প্রতি গালিবর্ষণ শুরু করতে পারে। আঙুল মটকানোর অবসরে সে তার রাজনীতি পালটাবে, নিবিড় বন্ধুকে মর্মান্তিক অপমান করবে। হঠাৎ সে মঠে বা নাচঘরে চলে যেতে পারে, কবিতা বা গান লিখতে পারে, গলায় দড়ি দিতে পারে, বা স্ত্রীকে চাইবার আগেই চুমো খেতে পারে। তার সব টাকাকড়ি জীবাণু আবিষ্কারের জন্য দান করতে পারে। তারপর বহিরঙ্গ আত্মা ফিরে আসে আর আমাদের নিরাপদ সুস্থ মস্তিষ্কের নাগরিককে আমরা ফিরে পাই। এ হল অহং-এর বিদ্রোহ বাঁধাধরা নিয়মের বিরুদ্ধে। আর এর ফলে অণু, পরমাণু ঝাঁকানি খায় যার যেখানে জায়গা আবার সেখানে ভালমতো থিতিয়ে যাবার জন্য।

যে ধাক্কা গেডি খেয়েছিল সেটা ছিল হালকা ওজনের। গ্রীষ্মের সমুদ্রে সামান্য সাঁতার কাটা, ভেসে যাওয়া একটি বোতলের পিছনে। এখন সে আবার আত্মস্থ হয়েছে। তার ডেস্কের ওপর ডাকে দেবার অপেক্ষায় রয়েছে একটি চিঠি সরকারকে লেখা তার কনসাল পদ থেকে ত্যাগপত্র, তার জায়গায় একজন নিয়োগ হওয়া মাত্র কার্যকরী হওয়ার অনুরোধ। বার্নার্ড ব্রানিগ্যান কোন কাজ আধাখেচড়া করত না, —গেডিকে তার লাভজনক ব্যবসার পার্টনার করে নিচ্ছে সে সঙ্গে সঙ্গেই, এদিকে পলা ব্যস্ত ছিল ব্রানিগ্যানদের বাড়ির দোতলা নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনায়।

কনসাল তার দোলনা থেকে উঠল, অপরিচিত ব্যক্তিকে আসতে দেখে। আগন্তুক বললে, 'যেমন ছিলেন বসেই থাকুন,' তার বড়ো সড়ো হাত নাড়ালো ভারিক্কী চালে।

'আমার নাম স্মিথ, আমি একটি ইয়টে এসেছি। আপনিই তো কনসাল, ঠিক কি না। একজন লম্বা চওড়া ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক সমুদ্রতীর থেকে আমাকে এই দিকে পাঠাল। আমার মনে হয়েছিল জাতীয় পতাকাকে একবার সম্মান দেখানো উচিত।'

'বসুন,' গেডি বললে। 'আপনার স্টীমারটি দৃষ্টির সামনে আসা থেকেই আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মনে হয় বেশ জোরে চলে। কত টনের?'

'আমাকে খানাতল্লাশ করুন' স্মিথ বললে, 'আমি যদি জানি ওর ওজন কত। হ্যাঁ, তবে ছোটে বেশ জোরেই, র‍্যামলার ওর নাম। জলে চলার সময়ে ভেসে যাওয়া কোন আবর্জনা ওকে স্পর্শ করে না। এই প্রথম আমি ওটায় চড়লাম। এই উপকূল বরাবর আমি পাড়ি জমিয়েছি রাবার, লাল লঙ্কা আর বিপ্লবের পয়দা হয় কোথায় দেখব বলে। আমার ধারণাই ছিল না এমন সিনারি এ জায়গায়। এই জঙ্গলে ভরা সরু গলার কাছে সেনট্রাল পার্ক লাগেই না। বাঁদর, নারিকেল আর তোতা এখান থেকেই তো রপ্তানী হয়, নয় কি?'

'হ্যাঁ ও সবই আমাদের প্রচুর আছে,' গেডি বললে, 'আমি নিঃসন্দেহ যে সেনট্রাল পার্কের সঙ্গে তুলনায় আমাদের গাছপালা আর জন্তুজানোয়ারেরা প্রাইজ পাবে।'

'তা হয়ত পাবে,' আগন্তুক হেসে বললে, 'আমি তো এখনো দেখিনি। তবে আন্দাজ করছি জানোয়ার আর গাছপালার প্রশ্নে আপনারা আমাদের হারিয়ে দেবেন। আচ্ছা, বেড়াতে আসে কি এখানে বেশি লোকজন?'

'বেড়াতে আসে?' গেডি প্রশ্ন করল, 'আপনি বোধ হয় বলছেন স্টীমারে যাত্রী আসে কি না। না, কোরালিওতে খুব কমই নামে, কদাচিৎ দু-একজন অর্থ-বিনিয়োগকারী। ট্যুরিস্টরা সাধারণত আরো দক্ষিণে যায় এই উপকূল দিয়ে, আরো বড়ো শহরে, যেখানে বন্দর আছে।'

'একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে কলা বোঝাই হচ্ছে,' স্মিথ বললে, 'ওই জাহাজে কোন যাত্রী এসেছে কি?'

'ওটা হল কার্লস্‌ফিন,' কনসাল বললে, 'ফল বয়ে নিয়ে যায়,

বাউণ্ডুলে জাহাজ, গত খেপে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল। না, কোন যাত্রী আসেনি। ওর নৌকোকে তীরে আসতে আমি দেখেছি, তাতে কোন যাত্রী ছিল না। এখানে অবসর বিনোদনের একটিই উত্তেজনার ব্যাপার আছে আমাদের, স্টীমার এলে দেখা, আর তাতে যদি যাত্রী থাকে তাহলে সারা শহর ভেঙে পড়ে। মিঃ স্মিথ, কোরালিওতে যদি কিছু-দিন থাকেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দেব এখানকার কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে। চার-পাঁচজন আমেরিকান আছে যাদের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো, আর আছে অবশ্য স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা।'

'ধন্যবাদ,' ইয়টের মালিক বললে, 'আপনাকে আমি কষ্ট দেব না। ওইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার খুব ইচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে থাকছি না। আচ্ছা, সমুদ্রতীরের ঠাণ্ডা লোকটি একজন ডাক্তারের কথা বলছিল। বলতে পারেন, কোথায় তার দেখা পাবো? র‍্যামলারে চলাফেরা ব্রডওয়ে হোটেলের মতো স্থির নয়। অল্প-বিস্তর সী-সিকনেস হয়ে থাকে কখনো কখনো। তাই ভাবছিলাম ডাক্তারের কাছে দু-এক মুঠো চিনির বড়ি আদায় করে নেব, যদি কাজে লাগে।'

'ডাঃ গ্রেগকে আপনি হোটেলে পাবেন,' কনসাল বললে, 'এই দরজা থেকে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে দোতলা বাড়ি, ব্যালকনিওয়ালা, যেখানে কমলালেবুর গাছগুলি।'

হোটেল দে লস এসত্রানজারোস ছিল একটি নিঃঝুম পান্থশালা, পরিচিত বা অপরিচিত সকলেরই প্রায় পরিত্যক্ত, হোলি সেপালকার সরণীর এক কোণে দাঁড়িয়ে। এক পাশে ছোট ছোট কমলালেবু গাছের ঝোপ ছিল, চারধারে নীচু পাথরের পাঁচিল, কোন লম্বা লোক অনায়াসে যা ডিঙিয়ে আসতে পারত। কাঁচা ইটের ওপর পলেস্তারা দেওয়া বাড়ি, নানা রঙের ছাপ সারা গায়ে নোনা বাতাস আর রৌদ্রের প্রভাবে। ওপরের ব্যালকনিতে ছিল একটি কেন্দ্রীয় দরজা, দুটি জানলায় ছিল চওড়া খড়খড়ি, কাচের পরিবর্তে।

নীচের তলায় দুপাশে দুটি দরজা, গলিপথ, পাথরের মেঝে। মালিকান মাদামা টিমোতি ওরতিদ-এর পানশালা ছিল নীচের তলায়। ছোট কাউনটারের পিছনে ব্রাণ্ডি, আনিসাডা, বা স্কচ ধোঁয়া আর অন্যান্য কমদামী বোতলের গায়ে কদাচিৎ-আসা খরিদ্দারের হাতের আঙুলের ছাপ। ওপরতলায় চার-পাঁচটি কামরা অতিথিশালার জন্য

যাতে অতিথি কদাচিৎ বাস করত। কখনো হয়ত ফলের বাগিচার মালিক বাগান থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে দালালের সঙ্গে আলোচনার জন্য, একটি বিষণ্ণ রাত্রি কাটিয়ে গেছে ওই থমথমে হোটেলের ওপরতলায়। কখনো ছোটখাট সরকারী কর্মচারী দপ্তরের কাজে এসে জাঁকজমকের বদলে মাদামার গোরস্থান-সুলভ আপ্যায়নে ভীত, বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু মাদামা নির্ভাবনায় তাঁর মদের দোকানে বসে থাকতেন। ভাগ্যের সঙ্গে ওর কোন বিবাদ ছিল না। কারো যদি খাদ্য, পানীয় আর থাকার জায়গার দরকার থাকে, তারা আসুক তাদের তাই দেওয়া হবে। এসতা বিউয়েনো, সেই ভালো। যদি কেউ না আসে নাই আসুক, এসতা বিউয়েনো, তাও ভালো। সেই বিচিত্র ইয়টের মালিক যখন হোলি সেপালকারের রাস্তা দিয়ে হোটেলে যাচ্ছিল, তখন সেই পোড়ো হোটেলের একমাত্র স্থায়ী অতিথি দরজায় বসে সমুদ্রের বাতাস সেবন করছিলেন।

ডাঃ গ্রেগ. কোয়ারানটিন ডাক্তার, বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট, মুখ লাল, আর এত লম্বা দাড়ি টোপেকা থেকে টেরা-ডেল-ফুয়েগো পর্যন্ত কারো ছিল না। তাঁর চাকরি দক্ষিণের কোন রাজ্যের স্বাস্থ্য বোর্ডের সৌজন্যে। সেই রাজ্য ভয় করত দক্ষিণের সমুদ্র-বন্দরগুলির প্রাচীন শত্রু পীতজ্বরকে, তাই ডাক্তার গ্রেগকে পরীক্ষা করতে হত সকল নাবিক আর যাত্রীদের যারা কোরালিও ছেড়ে যাবে, প্রাথমিক লক্ষণের জন্য। কাজ ছিল সামান্য, বেতন কোরালিওর পক্ষে পর্যাপ্ত, অবসরও বিস্তর আর এই সৎ ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকেও কিছু আয় করেন। স্প্যানিশের দশটি শব্দও তিনি জানতেন না, কিন্তু সেটা কোন বাধা ছিল না। নাড়ী দেখা আর ফি নেওয়ার জন্য ভাষাবিৎ হতে লাগে না। এই বিবরণের সঙ্গে যোগ করা যাক ডাক্তারের একটি কাহিনী, মস্তিষ্কের একটি অপারেশনের যা তাঁর কোন শ্রোতা শেষ পর্যন্ত শুনত না, আর তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রাণ্ডি একটি রোগ-প্রতিষেধক। ডাঃ গ্রেগ সম্বন্ধে যা কিছু বলার তার শেষ এতেই হবে।

ডাক্তার একটি চেয়ার টেনে এনেছিলেন পাশের রাস্তাটিতে। কোট ছিল না তাঁর গায়ে, দেয়ালের দিকে ছিল তাঁর পিঠ, ধূমপান করছিলেন আর দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। তাঁর হালকা নীল চোখে

বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল যখন বিচিত্র রঙের পোশাকে স্মিথকে দেখলেন।
'আপনি ডাঃ গ্রেগ, কেমন কিনা,' বললে স্মিথ, তার টাইপিনের কুকুরের মাথাটিতে হাত বুলোতে বুলোতে। 'কনস্টেবল, মানে কনসাল আমাকে বলল যে আপনি এই পান্থশালায় থাকেন। আমার নাম স্মিথ, আমি এসেছি একটা ইয়টে। বাঁদর, আনারস, গাছ এই সব দেখতে দেখতে সমুদ্রে বেড়াচ্ছি। ভিতরে আসুন, কিছু পান করা যাক ডাক্তার। এই কাফের তো বেশ দুরবস্থা দেখছি, কিন্তু গলা ভিজোবার মতো কিছু পানীয় দিতে পারবে?'
'আমি আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি সামান্য ব্রাণ্ডি চুমুক দিতে,' বললেন ডাঃ গ্রেগ, তাড়াতাড়ি উঠে। 'এই আবহাওয়ায় আমার বিশ্বাস ব্রাণ্ডি অনেক রোগ ঠেকিয়ে রাখে।' বারে ঢোকার সময়ে স্থানীয় একটি লোক খালি পায়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়, সে ডাঃ গ্রেগকে স্প্যানিশভাষায় কিছু বললে। পরনে সূতীর সার্ট আর ছেঁড়া লিনেনের ট্রাউজার, চামড়ার বেল্ট। মুখের চেহারা জন্তুর মতো, প্রাণবন্ত কিন্তু সন্ত্রস্ত, বিশেষ বুদ্ধিদীপ্ত নয়। উৎসাহ ও আন্তরিকভাবে অনেক কথা সে বলে গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি বৃথা ব্যয়িত হল। ডাঃ গ্রেগ তার নাড়ী দেখলেন।
'তোমার অসুখ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।
'মি মুহের এসতা এনফারমা এন লা কাসা,' বললে সেই লোকটি, এইভাবে সে বোঝাতে চাইল একমাত্র সেই ভাষায় যা সে জানত, যে তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে তাদের তালপাতা-ছাওয়া কুটিরে।
ডাঃ গ্রেগ তাঁর প্যাণ্টের পকেট থেকে সাদা পাউডারে ভরা একমুঠো ক্যাপসুল বের করলেন। দশটি তিনি গুণে গুণে ওর হাতে দিলেন আর তাঁর তর্জনী তুলে ধরলেন আড়ম্বরের সঙ্গে।
'একটা খাবে,' ডাঃ গ্রেগ বললেন, 'প্রতি দু ঘণ্টায়।' এবার তিনি দুটি আঙুল দেখালেন, নাড়লেন জোরের সঙ্গে নেটিভ লোকটির মুখের সামনে।
নিজের ঘড়িটি বের করে ডায়ালের চারপাশে দুবার আঙুল ঘুরিয়ে দেখালেন।

'দুই, দুই, দু ঘণ্টা,' বারবার বললেন ডাক্তার।
'সে সেনিওর,' লোকটি বললে ভগ্ন গলায়।
সে একটি রূপোর ঘড়ি পকেট থেকে বের করল এবং ডাক্তারের হাতে দিল। 'মি ব্রিঙ,' তার সামান্য ইংরেজিতে অতি কষ্টে বললে, 'আদার ওয়াচি টুমরো।' তার পরে ভগ্ন হৃদয়ে ক্যাপস্যুলগুলি নিয়ে চলে গেল।
'মশায়, অত্যন্ত মুখ্যুর জাত,' ডাক্তার বললেন ঘড়িটি পকেটে রেখে। 'ও আমার চিকিৎসার নির্দেশকে ফি চাইছি মনে করেছে। যাই হোক, ঠিক আছে, ওর কাছে আমার পাওনা অনেক, আর সম্ভবত দ্বিতীয় ঘড়িটি ও আনবেই না। এরা আপনাকে যা কিছু প্রমিস করবে তার ওপর মোটেই ভরসা করা যায় না। হ্যাঁ, সেই ড্রিংকের কথা এবার। মিঃ স্মিথ, কোরালিওতে আপনি এলেন কেমন করে? কার্লসিফিন ছাড়া আর কোন জাহাজ আসার খবর তো আমি পাইনি।'
সেই জনশূন্য বারে তাঁরা আয়েশ করে বসেছিলেন। ডাক্তারের অর্ডারের পূর্বেই মাদামা একটি বোতল রেখেছিলেন সামনে। তাতে কোন আঙুলের দাগ ছিল না। দু চুমুক পান করার পরে স্মিথ বললে, 'আপনি বলছেন কার্লস্ফিন-এ কোন যাত্রী আসেনি। আপনি কি নির্ভুল ডাক্তার? আমি যেন সমুদ্রতীরে শুনলাম এক বা দুজন যাত্রী ছিল।'
'ওরা ভুল বলছে, মশায়। আমি নিজেই গিয়েছিলাম আর সকলকেই পরীক্ষা করেছি, যেমন নিয়ম। কার্লসিফিন শীঘ্রই ফিরে যাবে কলার কাঁদি ভরা হয়ে গেলেই, কাল ভোর নাগাত, আর আজ বিকেলের মধ্যেই সব কিছু তৈরি থাকবে। না মশায়, ওর কোন যাত্রী-তালিকা ছিল না। থ্রিস্টার কেমন লাগল! একটি ফ্রেন্চ জাহাজ থেকে দু নৌকো ওই জিনিস গত মাসে নেমেছে। এর জন্য আঞ্চুরিয়া সরকার যদি কোন আমদানি শুল্ক পেয়ে থাকে তাহলে আপনি আমার টুপিটা নিয়ে নিতে পারেন। আপনি আর যদি না খান, আসুন বাইরে ঠাণ্ডায় একটু বসা যাক। আমরা নির্বাসিতরা বাইরের জগতের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুব কমই পেয়ে থাকি।'
ডাক্তার আর একটা চেয়ার টেনে আনলেন বাইরে রাস্তায় তাঁর নতুন বন্ধুর জন্য। দুজনে বসলেন।

'আপনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, কত জায়গায় ঘুরেছেন, অভিজ্ঞতা অনেক। নীতি, দক্ষতা, ন্যায়বিচার ও পেশাগত সততার একটা ব্যাপারে আপনার মতামত মূল্যবান। আমি আনন্দিত হবো যদি আপনি একটি কেসের ইতিহাস শোনেন যেটা চিকিৎসার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।'

'প্রায় ন বছর আগের কথা, আমি তখন আমার দেশের শহরে প্র্যাকটিস করি। মাথার আঘাতের একটি কেসে আমাকে ডাকা হয়। আমি নির্ণয় করি যে হাড়ের একটি কুচি মস্তিষ্কের ওপর চাপ দিচ্ছিল এবং এক ধরনের অপারেশন যার নাম ট্রিপ্যানিং তাই করা দরকার। যাই হোক রোগী ধনী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। আমি তাই মতামতের জন্য ডাকলাম ডাক্তার...'

স্মিথ চেয়ার ছেড়ে উঠল, বিনীত মার্জনা ভিক্ষার ভঙ্গিতে ডাক্তারের হাত ধরল।

'বাঃ ডাক্তার, গল্পটা আমি আগাগোড়া শুনবই। আমার দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। আরম্ভটা যেমন হয়েছে, আমি জানি শেষটাও হবে দারুণ। বারনি ও ফ্লিন অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী মিটিংয়ে আমি গল্পটা বলতে চাই আপনার আপত্তি না থাকলে। কিন্তু আমার কয়েকটা দরকারী কাজ আছে যেগুলি আমাকে এখনই সারতে হবে। কাজগুলি সারা হলে আমি যদি সময় পাই ফিরে এসে বাকিটা শুনব, কেমন?'

'নিশ্চয়ই,' ডাক্তার বললেন, 'আপনার কাজ সেরে আসুন। আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য। ভাবুন দেখি, পরামর্শের জন্য বড়ো বড়ো ডাক্তার যাদের ডাকা হয়েছিল তার একজন বললে কি না রক্তের একটা দলার জন্যই ওই উপসর্গ, আর একজন বললে ফোড়া, আর আমি আগাগোড়া..... '

'এখন বলবেন না ডাক্তার। গল্পটা জমছে না। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি সমস্তটা শুনতে চাই, কেমন?'

পাহাড়েরা তাদের প্রশস্ত স্কন্ধদেশ বাড়িয়ে দিল অ্যাপোলোর ঘরে ফেরা অশ্বগুলির মাঝামাঝি কদমের পদক্ষেপ ধারণ করার জন্য। নীচের হ্রদ আর কলার ঝোপে আর সুন্দরীর জলায় দিনাবসান হচ্ছিল, যেখানে নীল কাঁকড়ার দল তাদের রাত্রিকালের ভ্রমণের

বেরুতে শুরু করেছিল। অবশেষে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায়ও দিনের শেষ হল। তারপর অল্প সময়ের গোধূলি, মথের ওড়ার মতো ক্ষণিক, এলো আর শেষ হল। সাউদার্ন ক্রস* তার সবচেয়ে উঁচু চোখ তুলে পামগাছের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল, জোনাকিরা তাদের মশাল জ্বালিয়ে কোমল পায়ে নেমে আসা রাত্রির আগমন ঘোষণা করল।

দূরে নোঙ্গর করা কার্লস্ফিন দুলছিল, তার বাতিগুলির অসংখ্য প্রতিবিম্ব কেঁপে কেঁপে জল ভেদ করে গহন গভীরে নেমে গিয়েছিল। ক্যারিব শ্রমিকেরা ব্যস্ত ছিল বড়ো বড়ো নৌকোয় করে স্তূপাকারে সাজানো ফলের রাশি বয়ে নিয়ে আসতে।

বালুবেলায় একটি নারিকেল গাছে হেলান দিয়ে বসেছিল স্মিথ, তার চারিপাশে অনেকগুলি সিগারের টুকরো ছড়ানো। সে প্রতীক্ষা করছিল, স্টীমারের দিক থেকে তার চোখের দৃষ্টি একবারও না সরিয়ে। বৈষম্যের প্রতিকৃতি এই ইয়টের মালিক তার সমস্ত কৌতূহল নির্দোষ ফলের জাহাজটির ওপর ন্যস্ত করেছিল। দুবার তাকে বলা হয়েছে যে কোন যাত্রী কোরালিওতে নামে নি ওই জাহাজ থেকে। তথাপি সেই একাগ্রতা নিয়ে যা একজন অলস ভ্রমণকারীর পক্ষে বেমানান, সে মামলাটির আপীল নিজের চক্ষু কর্ণের ওপর বিচারের জন্য দায়ের করেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে একটি বিচিত্র গাত্রবর্ণের গিরগিটির মতো নারিকেল গাছের তলায় ঝুঁকে বসেছিল, আর ওই প্রাণীটিরই সদৃশ পুঁতির মতো ঘূর্ণায়মান চোখ দিয়ে কার্লস্ফিনের ওপর তার গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সাদা বালুর ওপর সাদা ডিঙ্গিটি পাহারা দিচ্ছিল সাদা পোশাকের ইয়টের এক নাবিক। অল্প দূরে তীর বরাবর রাস্তা কালে-গ্রানদ-এর একটি পানশালায়, বাকি তিনজন নাবিক কোরালিওর একমাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলের চারপাশে ঘুরছিল। আবহাওয়া যেন উচ্চকিত, যেন কিছু ঘটবে। এমন প্রত্যাশা যা কোরালিওর বাতাসে ছিল অভিনব। উজ্জ্বল রঙীন পালকের আকাশে ভেসে যাওয়া পাখির মতো স্মিথ এসে নামে এই তালগাছে ঘেরা উপকূলে, ঠোঁট দিয়ে তার পাখা পরিষ্কার করে নেয়, তার পরে নিঃশব্দে পক্ষ বিস্তার করে আবার উড়ে যায়।

* দক্ষিণ গোলার্ধে দৃশ্য তারামণ্ডল

যখন সকাল হল, তখন স্মিথ নেই, অপেক্ষমান ডিঙ্গি নেই, ইয়ট নেই তীরের অদূরে। স্মিথ তার আগমনের উদ্দেশ্য যেমন জানায়নি তেমনি কোন পদচিহ্ন রেখে যায়নি যা থেকে জানা যাবে কোরালিওর বালুর ওপর তার পদক্ষেপ কোন্ রহস্যের পিছনে অনুসরণ করেছিল। সে এসেছিল, নীচের রাস্তা ও রেস্তোরাঁয় প্রচলিত ভাষায় কথা বলেছিল, বসেছিল নারিকেল গাছের নীচে আর তারপরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন স্মিথ বিহীন কোরালিও প্রাতরাশে কাঁচকলা ভাজা খেতে খেতে বলেছিল ছবির মতো পোশাকপরা লোকটি চলে গেছে। দুপুরের ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে একবার হাই তুলে ঘটনাটি হারিয়ে গেল ইতিহাসের ভিতরে।

তাই এখন কিছুকালের জন্য স্মিথ এই নাটকে দৃশ্যের পিছনে চলে যাবে। সে কোরালিওতে আর কোনদিন ফিরে আসেনি, ডাঃ গ্রেগ-এর কাছেও নয়, যিনি বৃথাই বসে থাকেন তাঁর ফালতু দাড়ি নাড়তে নাড়তে তাঁর নিঃসঙ্গ শ্রোতাকে সেই উদ্দীপনাময় ট্রিপ্যানিং আর রেষারেষির কাহিনী শোনাবার জন্য। কিন্তু এই আলগা পাতাগুলির স্বচ্ছ বর্ণনার বাড়বাড়ন্ত হোক, স্মিথ আবার তার ডানা ঝাপটাবে তাদের মধ্যে। যথা সময়ে সে এসে বলবে কেন সেই রাত্রিতে সে অতগুলি চুরুটের টুকরো নারিকেল গাছের চারিপাশে ছড়িয়েছিল ; এ কাজ তাকে করতেই হবে। কেন না, ভোরের আগে যখন সে তার ইয়ট র‍্যামলারের পাল তুলে চলে যায় তখন সে তার সঙ্গে নিয়ে যায় একটি ধাঁধার উত্তর যা এমনই গুরুভার ও অসম্ভব যে আঞ্চুরিয়াতে কেউই সেই উত্তরটি কল্পনা করতেও সাহস করেনি।

চার

ধরা পড়া

পলায়মান প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস আর তাঁর সঙ্গিনীকে আটক করার প্ল্যান বিফল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ডা: জাভাল্লা নিজে গিয়েছিলেন আলাজান বন্দরে যাতে সেই পয়েণ্টে পাহারার যথাযথ ব্যবস্থা হয়। সলিটাস-এ লিবারেল দেশপ্রেমিক ভ্যারাস কে কড়া

নজর রাখার ব্যাপারে নির্ভর করা যেত। কোরালিও ও তার আশ-পাশের জেলার সব দায়িত্ব গুডউইন নিয়েছিল।

প্রেসিডেণ্টের পলায়নের খবর উপকূলের শহরগুলিতে যে রাজনীতিক দল ক্ষমতায় আসতে চায় তাদের খুব নির্ভরযোগ্য সদস্য ছাড়া আর কারুকে জানানো হয়নি। সান মাটেও থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার জাভাল্লার একজন অনুচর পাহাড়ের রাস্তা ধরে কেটে রেখে এসেছে। এই তারগুলি মেরামত হওয়া আর রাজধানী থেকে খবর এসে পৌঁছানোর বহুপূর্বে পলায়ন বা গ্রেপ্তারের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

কোরালিওর দুই পার্শ্বে উপকূল বরাবর এক মাইল অঞ্চলে গুডউইন সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছিল। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল রাত্রে কড়া নজর রাখার যাতে মিরাফ্লোরেস গোপনে সমুদ্রের তীরে কোন নৌকা বা ডিঙ্গি জোগাড় করে জলে ভাসার চেষ্টা না করতে পারেন। এক ডজন রক্ষী কোরালিওর রাস্তায় সন্দেহ বাঁচিয়ে টহল দিত পলায়মান ব্যক্তিটির যদি শহরে আবির্ভাব ঘটে তৎক্ষণাৎ তাকে আটক করার জন্য। গুডউইন নিঃসন্দেহ হয়েছিল। কোন সাবধানতা নেওয়া বাকি ছিল না। ঘাসে ঢাকা গলির মতো সরু সরু কিন্তু গালভরা নামধারী রাস্তাগুলিতে সে নিজে ঘুরে বেড়াত এই চৌকিদারীতে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিতে। যেমন নির্দেশ ছিল বব ইঙ্গলহার্টের।

শহরটি ব্যস্ত ছিল তার সান্ধ্য প্রমোদযাপনের ঈষদুষ্ণ অধ্যায়টিতে। দু-একজন অলস ফুল বাবু, সাদা ডাক্ এর পোষাক, ঝুলন্ত নেকটাই আর দোদুল্যমান সরু বাঁশের ছড়ি ঘুরিয়ে ঘাসে ছাওয়া গলিপথে যাচ্ছিল তাদের পছন্দ মতো সেনিওরিটাদের বাড়ীতে। সংগীত সাধনা যারা করত, গোঙানির সুরে তারা কনসার্টিনা বাজিয়েই চলেছে; দরোজা বা জানালায় বসে কেউ বা গীটারের বিষণ্ণ সুর তুলছে হাতের ছোঁয়ায়। দৈবাৎ দুএকজন সৈনিক ব্যারাক থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায়, মাথায় ঘাসের টুপি লট্‌পট্‌ করছে, লম্বা বন্দুক বর্শার মতো এক হাতে দোলাতে দোলাতে। প্রতিটি ঝোপের মধ্যে বড়ো বড়ো গেছো ব্যাঙ বিকট বিরক্তিকর কট্‌কট্‌ আওয়াজ তুলছে। শহরের বাইরে যেখানে গলিপথগুলি জঙ্গলে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেখানে খাদ্যসংগ্রহের জন্য নির্গত বেবুনের দলের গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ আর

মসীকৃষ্ণ খাড়িতে কুমীরের কাশির শব্দ জঙ্গলের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করছিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে রাস্তাগুলি জনশূন্য হয়ে যায়। যে কয়েকটি তেলের প্রদীপ রাস্তার কোণে কোণে পাণ্ডুর আলো বিকীরণ করে জ্বলছিল, কোন মিতব্যয়ী নগরকর্মী সেগুলি নিভিয়ে দিয়েছে। একদিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড় আর অন্যদিকে এগিয়ে আসা সমুদ্রের মধ্যে কোরালিও শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিল, যেমন ঘুমোয় চুরি করা শিশু, হরণকারীদের কোলের মধ্যে। উষ্ণমণ্ডলের এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হয়ত পলিমাটির নিম্নভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোন ক্ষীণ সূত্র ধরে সেই মহৎ দুঃসাহসী আর তার সঙ্গিনী ভূমির শেষ প্রান্তে আসার চেষ্টা করছে। ফকস্ ইন দি মরনিং-এর খেলা শীঘ্র শেষ হতে চলেছে।

গুডউইন ধীর পদক্ষেপে দীর্ঘ নীচু ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে মিলিটারির দল ঘুমোচ্ছিল তাদের পায়ের আঙ্গুলগুলি আকাশের দিকে রেখে। একটি আইন ছিল যে, কোন অসামরিক ব্যক্তি রাত্রি নটার পরে সামরিক ঘাঁটির কাছে আসতে পারবে না কিন্তু গুডউইন সর্বদাই এই সব ছোট খাট আইনগুলি ভুলে যেত।

'কিউয়েন ভিভে।' প্রহরী চিৎকার করে ওঠে তার প্রকাণ্ড মাসকেট সামলাতে সামলাতে।

'আমেরিকানো', গর্জন করে ওঠে গুডউইন, মাথা না ঘুরিয়ে, না থেমে সে চলতে থাকে। দক্ষিণে সে গেল, তার পরে বাঁয়ে, সেই পথ ধরে যেটা পৌঁছেচে প্লাজা নাশিওনাল-এ। একটি সিগারের টুকরো ছুঁড়ে ফেলার দূরত্বের মধ্যে হোলি সেপালকার সড়কটি এসে মিশেছে, সেইখানে হঠাৎ সে থামল।

সে দেখতে পেল, দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি, কালো পোশাক, হাতে মস্তো এক ব্যাগ, আড়াআড়ি দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে সমুদ্রতীরের দিকে। দ্বিতীয়-বার তাকাতে গুডউইনের নজরে পড়ল একজন স্ত্রীলোক, পুরুষটির কনুইএর পাশে যেন তাকে এগিয়ে যেতে বলছে, এমন কি তাদের নিঃশব্দ, দ্রুত গমনে সহায়তা করছে। এই দুজন কোরালিওর বাসিন্দা নয়।

গুডউইন অনুসরণ করতে থাকে দ্রুততর গতিতে, কিন্তু গোয়েন্দাদের প্রিয় কোন কৃত্রিম পদ্ধতিতে নয়। চরিত্রের ঔদার্যবশত এই

আমেরিকান ব্যক্তিটির মনে হয়নি যে তার ভূমিকা গোয়েন্দা পুলিশের। সে নিজেকে আঙ্গুরিয়ার জনগনের প্রতিনিধি মনে করে। রাজনৈতিক কারণ না থাকলে সে তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তিদের সামনে গিয়ে টাকাগুলি দাবী করত। তাদের দলের নীতি ছিল বিপন্ন অর্থকোষ ফিরে পাওয়া, জাতীয় তহবিলে তা ফেরত দেওয়া, এবং নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের ঘোষণা করা, বিনা রক্তপাতে, বিনা বাধায়। ওই নরনারী দুজন হোটেল দে লোস এসত্রানজারোস-এর দুয়ারে এসে থামল। পুরুষটি অধৈর্যের সঙ্গে যে ধাক্কা দিল তাতে মনে হয় প্রবেশ পথ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা সেই ব্যক্তির ছিল না। মাদামার সাড়া পেতে দেরী হল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আলো দেখা গেল, দরোজা খোলা হল, অতিথিরা ভিতরে গেল।

গুডউইন নিস্তব্ধ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা সিগার ধরিয়ে। দুমিনিটের ভিতর ওপরতলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেশ দেখা গেল। ওরা ঘর ভাড়া নিল, নিজের মনেই বলল গুডউইন, তার মানে ওদের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে ওঠেনি এখনো।

এই সময় দেখা দিল আর এক ব্যক্তি, নাম এসতেবান দেলগাদো। সে একজন নাপিত, চলতি সরকারের একজন শত্রু আর, যে কোন প্রকারের স্থিতাবস্থার বিপক্ষে উৎফুল্ল চক্রান্তকারী। এই ক্ষৌরকার ছিল কোরালিওর সব চেয়ে বিষণ্ণ সারমেয়, প্রায়শ রাত্রি এগারটা পর্যন্ত বাইরে থাকত। সে একজন উগ্র লিবারেল, গুডউইনকে দেখে বেশ জাঁকিয়ে অভিবাদন করল একই আদর্শের পথিক ভ্রাতা হিসেবে। কিন্তু সে একটি দরকারী খবর দিল।

'ভাবেন কি, ডনফ্রাঙ্ক', সে বললে, চক্রান্তকারীদের বিশ্বজনীন গোপন স্বরে, 'আজ আমি দাড়ি কামিয়েছি, লা বারবা আপনারা কি যেন বলেন—হুইসকার—এই দেশের প্রেসিডেনটের হুইসকার, দেখুন ভেবে একবার। এল সেনিওর প্রেসিডেনট নিজেকে গোপন করছেন, বেমালুম হতে চাইছেন। মনে হল তিনি চান না কেউ তাঁকে চিনতে পারে—কিন্তু ক্যারাজো—কেউ কি দাড়ি কামাতে পারে মুখের দিকে না তাকিয়ে? উনি এই সোনার টাকাটি আমাকে দিয়েছেন আর বলেছেন চুপচাপ থাকতে। আমার মনে হয় ডনফ্রাঙ্ক, এর মধ্যে কোন ব্যাপার আছে।'

'তুমি কি প্রেসিডেনট মিরাফ্লোরেসকে কখনো দেখেছ?' গুডউইন জিগগেস করল।

'একবার মাত্র', এসতেবান উত্তর দিল, 'তিনি বেশ লম্বা, গালের জুলপী ইয়া চওড়া, কালো।'

'তুমি যখন কামাচ্ছিলে তখন সেখানে আর কেউ ছিল?'

'একজন বৃদ্ধা রেড ইনডিয়ান, সেনিওর, ওই বাড়ীরই লোক আর একজন সেনিওরিটা, সম্ভ্রান্ত মহিলা, কি দারুণ সুন্দরী, হে ভগবান!'

'ঠিক আছে এসতেবান', গুডউইন বললে, 'খুব ভাগ্যের কথা তুমি এই কেশবিন্যাসের খবরটি দিলে। আগামী সরকার এরজন্য তোমার কথা মনে রাখবে।' তারপর অল্পকথায় দেশের সঙ্গীন পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে দিল এবং নির্দেশ দিল বাইরে থাকতে এবং হোটেলের দুই পাশের দুটি রাস্তার দিকে নজর রাখতে, লক্ষ করতে হোটেলের কোন দরোজা বা জানালা দিয়ে কেউ বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি না। গুডউইন নিজে যে দরোজা দিয়ে অতিথিরা ভিতরে গিয়েছে সেদিকে এগিয়ে গেল, দরোজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

মাদামা ততক্ষণে ওপর থেকে আবার নীচে নেমে এসেছেন, তাঁর অতিথিদের আরামের বন্দোবস্ত করতে। বারের ওপর তাঁর বাতি রাখা ছিল। তাঁর বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার জন্য এক থিমবল্ রাম সবে মাত্র পান করতে যাচ্ছিলেন, ভীত বা বিস্মিত না হয়ে তিনি তাকালেন তৃতীয় আগন্তুকের দিকে।

'আহা, সেনিওর গুডউইন, গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করলেন কত দিন পরে।'

'হ্যাঁ, আসতে হবে আরো ঘন ঘন', গুডউইন বলে তার গুডউইন-সুলভ হাসির সঙ্গে। 'শুনেছি আপনার কেনিয়াক উত্তরে বেলিজ থেকে দক্ষিণে রিও পর্যন্ত সবার সেরা। তার প্রমাণের জন্য আনুন একটা বোতল দুজনের জন্য, উন ভাসিতো, একটি বড়ো মাপের।'

'আমার আগুয়ারদিয়েন্তে', মাদামা গর্বের সঙ্গে বললেন, 'সবার সেরা। এ জিনিস জন্মায় সুন্দর বোতলে কলাগাছের অন্ধকার ঝোপে। হ্যাঁ সেনিওর, কেবলমাত্র মধ্যরাত্রে এদের তুলে আনে নাবিকেরা, দিনের আলো ফোটবার আগে আপনার বাড়ীর পিছনের দরোজায়।

ভালো আগুয়ারদিয়ন্তে এমনই এক ফল যাকে খুব কঠিন হাতে সামলাতে হয়।'

কোরালিওতে ব্যবসার মূলসূত্র ছিল চোরা চালান, প্রতিযোগিতার বদলে। এর কথা বলত লোকে ধূর্ততার সঙ্গে, কিন্তু একধরণের অহঙ্কারের সঙ্গেও, যখন এই কারবার বেশ সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন হত। কাউনটারে একটি রূপোর ডলার রেখে গুডউইন বললে, 'বাড়ীতে আজ অতিথি এসেছে আপনার।'

খুচরো গুণতে গুণতে মাদামা বললেন, 'না বলছে কে, দুজন, কিন্তু এসে পৌছবার পরে মুহূর্তমাত্র কেটেছে। একজন সেনিওর, ঠিক বৃদ্ধ বলা চলে না, একজন সেনিওরিটা, বেশ সুন্দরী। তাদের ঘরে তারা উঠে গেছে,···ন্যুমেরো নয় আর ন্যুমেরো দশ।'

'ওই ভদ্রলোক আর ওই মহিলার আসার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।' গুডউইন বললে, 'আমার বিশেষ দরকারী আলোচনা করতেই হবে ওদের সঙ্গে। আপনি কি দেখা করতে দেবেন?'

'বিলক্ষণ', শান্তভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে মাদামা বললেন, 'সেনিওর গুডইইন কেন ওপরে উঠবেন না তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে। এসতা বিউয়েনো, বেশ বেশ, রুম নং ন্যুমেরো নয়, আর রুম নং ন্যুমেরো দশ।'

গুডউইন তার কোটের পকেটের ভিতর আলগা করল একটি আমেরিকান রিভলবার, যা সে কাছে রাখত, অন্ধকার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলার হলে একটি বাতি জ্বলছিল যার গেরুয়া আলোয় সে চিনে নিল কামরার নম্বর। নয় নম্বর কামরার দরোজার হাতল ঘোরাতে সেটা খুলে গেল, গুডউইন ভিতরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করল। কামরার দীন হীন আসবাবের মধ্যে টেবিলের এক কোণে যে বসেছিল সে যদি ইসাবেল গিলবার্ট হয় তাহলে সংবাদ ওর সৌন্দর্যের যথার্থ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি হাতের ওপর মাথাটি রাখা ছিল। শরীরের প্রতিটি রেখায় অপরিসীম ক্লান্তি লেখা ছিল, মুখাবয়বে ছিল গভীর বিহ্বলতা। চোখের তারা ছিল ধূসর বর্ণের আর সেই একই ছাঁদের যেমন ছিল ইতিহাসের সমস্ত হৃদয়েশ্বরীদের। তার সাদা অংশ পরিষ্কার আর উজ্জ্বল, চোখের মণির ওপর সমান্তরাল ভারি পক্ষ্ম দিয়ে ঢাকা যার নীচে তুষার শুভ্র রেখা

দেখা যাচ্ছিল। এই চোখ সূচিত করে মহত্ব, প্রাণশক্তি আর, কল্পনায় যদি ধারণা করা যায়, অত্যন্ত উদার স্বার্থপরতা। যখন আমেরিকান ব্যক্তিটি প্রবেশ করল, ও চোখতুলে তাকালো, বিস্মিত প্রশ্ন সেই দৃষ্টিতে, কিন্তু ভয় নেই।

গুডউইন টুপি খুলে বসল, তার নিজের প্রথামত চেষ্টাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে টেবিলের এক কোণে। তার দুই আঙুলের ফাঁকে একটি জ্বলন্ত চুরুট। সে এই ঘরোয়া ভঙ্গি বেছে নিয়েছিল কেননা সে জানত মিস গিলবার্ট বাহুল্য পছন্দ করবে না। স্ত্রীলোকটির পূর্ব ইতিহাস সে জানত যাতে প্রচলিত আদব কায়দার স্থান ছিল নগণ্য।

'গুড ইভনিং', সে বলল, 'দেখুন ম্যাডাম কাজের কথায় সরাসরি আসা যাক। আপনি লক্ষ করবেন আমি কোন নাম উল্লেখ করছিনা, কিন্তু আমি জানি পাশের কামরায় কে আছেন এবং চামড়ার ব্যাগে তিনি কি রেখেছেন। সেই ব্যাপারেই আমি এখানে এসেছি। আমি আত্মসমর্পণের শর্ত জানাতে এসেছি।'

মহিলাটি নড়ল না, উত্তর দিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে গুডউইনের হাতের চুরুটের দিকে লক্ষ করতে থাকে।

'আমরা চাই', গুডউইন বলে চলে, চিন্তিতভাবে তার পায়ের বাক্স্কিনের জুতোর ওপর চোখ রেখে, 'আমি জনতার একটা বিরাট অংশের তরফ থেকে বলছি, তাদের চুরি করা অর্থ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের শর্তগুলি এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, সেগুলি অত্যন্ত সরল। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে আমাদের শর্তগুলি পালিত হলে আমরা বেশী বাধার সৃষ্টি করব না। অর্থ ফিরিয়ে দিন আর আপনি ও আপনার সঙ্গী যেখানে যেতে চান চলে যান। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের সাহায্য করা হবে, যে জাহাজ আপনারা পছন্দ করেন তাতে জায়গা করে দেবার। আর নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে আমি দশ নম্বরের ভদ্রলোককে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁর স্ত্রী-সৌন্দর্যের সুরুচির জন্য।' চুরুট মুখে ফিরিয়ে আনতে গুডউইন লক্ষ করল মেয়েটির চোখ বরফ শীতল একাগ্রতার সঙ্গে তার চুরুটের ওপর নিবদ্ধ। দেখা যাচ্ছে একটি কথাও ওর কানে যায় নি। গুডউইন বুঝতে পারল, চুরুটটি জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে সকৌতুকে হাসল, টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল।

'এবার ঠিক হয়েছে', মহিলাটি বললে, 'এখন আমার পক্ষে আপনার কথা শোনা সম্ভব। আর, সদাচারের আর একটি পাঠ যদি নেন, তাহলে আপনি বলতে পারেন আমি কার দ্বারা এভাবে অপমানিত হচ্ছি।'

'দুঃখিত', গুডউইন বললে, এক হাত টেবিলে রেখে, 'আমার হাতে সময় এতই কম যে শিষ্টাচারের পাঠ নেওয়া হয়ে উঠবে না। শুনুন, আপনার শুভবুদ্ধির কাছে আমি আবেদন করছি। আপনি একাধিকবার প্রমাণ করেছেন যে নিজের সুবিধার ব্যাপারে আপনি বেশ সচেতন। এখন এমন অবস্থা যে আপনার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই। আমার নাম ফ্রাঙ্ক গুডউইন আর, আমি এসেছি টাকার জন্য। ঘরে আমি ঢুকেছি আন্দাজে। অপর কামরাটিতে ঢুকলে এতক্ষণে আমি টাকা পেয়ে যেতাম। দশনম্বর কামরায় ভদ্রলোক তাঁর ওপর ন্যস্ত বিরাট এক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। তিনি তাঁর দেশবাসীদের থেকে বিরাট অঙ্কের অর্থ ডাকাতি করে নিয়েছেন। আমি এই টাকা তাদের হারাতে দেব না। আমি বলব না ওই ভদ্রলোক কে। তবে যদি আমাকে জোর করে তাঁকে দেখতে হয় আর যদি তিনি হয়ে পড়েন রিপাবলিকের একজন মস্ত বড়ো কর্তা ব্যক্তি তাহলে আমার কর্তব্য হবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা। বাড়ীটা পাহারা দেওয়া হয়েছে। আমি খুব উদার শর্ত দিচ্ছি। পাশের ঘরের ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলোচনা যে আমাকে করতেই হবে এমন নয়। চামড়ার ব্যাগটা দিয়ে যান যাতে টাকাটা আছে আর তার পরেই আমি এই ব্যাপারে ছেদ টেনে দেব।' মহিলাটি তার চেয়ার ছেড়ে উঠল, দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

'আপনি এখানে থাকেন, মিঃ গুডউইন', ও জিগগেস করল একটু পরে।

'হ্যাঁ।'

'এই যে আপনি আমাদের ওপর চড়াও হলেন, কোন ক্ষমতার অধিকারে।'

'আমি রিপাবলিকের একজন প্রতিনিধি। আমাকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছিল দশ নম্বর কামরার ভদ্রলোকের গতিবিধির কথা।'

'আমি কি আপনাকে দুই বা তিনটি প্রশ্ন করতে পারি? আমার

বিশ্বাস কাপুরুষতার চেয়ে সত্যভাষণ আপনার পক্ষে সহজ। এটা কি ধরনের শহর, কোরালিও-ই তো এর নাম, নয় কি ?'

'বলবার মতো শহরই নয়', গুডউইন হেসে বললে। 'কলার শহর যেমন হয়। খড়ের কুঁড়ে, কাঁচা ইটের বাড়ী, পাঁচ ছটি দোতলা দালান, থাকার জায়গা খুবই কম, বাসিন্দারা দোআঁশলা স্প্যানিশ, রেড ইনডিয়ান, ক্যারিব আর নিগ্রো। বেড়াবার রাস্তা নেই, নেই কোন আমোদ প্রমোদ। নীতিবোধ কিছুটা আলগা। মোটামুটি চিত্রটা এরকম।'

'সামাজিক বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখানে বাস করার কোন প্রেরণা আছে কি ?'

'আছে বৈ কি', গুডউইন ভাল করে হেসে বললে, 'এখানে বিকেলের চায়ের আসর নেই, নেই হাত অরগ্যান বা ডিপার্টমেনটাল স্টোর, আর বহিষ্কারের সনদ নেই কোন দেশের সঙ্গে।'

'উনি বলেছিলেন', মেয়েটি বলে চলে যেন নিজের মনেই, সামান্য ভ্রুকুটি করে, 'যে এই সব উপকূলে সুন্দর আর বড়োসড়ো শহর আছে। বলেছিলেন এসব জায়গায় সহজ সমাজ ব্যবস্থা আর বিশেষ করে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান আমেরিকানদের একটি কলোনি আছে।'

কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে গুডউইন বললে, 'আছে একটি কলোনি আমেরিকানদের আর সেখানে ভাল লোক কিছু আছে নিশ্চয়। কয়েকজন আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেশত্যাগী। আমার স্মরণে আসছে দুজন পলাতক ব্যাঙ্ক প্রেসিডেনট, একজন সেনা বিভাগের খাজাঞ্চি কিছুটা ধোঁয়াটে যার অতীত, একজন বিধবা, তার ক্ষেত্রে সেঁকো বিষের সন্দেহ করা হত। আর আছি আমি এই কলোনিতে তবে বিশেষ কোন অপরাধ করে এখনো বিখ্যাত হয়ে উঠি নি।'

'আশা ছাড়বেন না', মেয়েটি বললে শুষ্ক স্বরে, 'আপনার আজকের আচরণের পরে আর আপনার অজ্ঞাত থাকার কোন গ্যারানটি আছে বলে মনে হয় না। কোথাও একটা ভুল হয়েছে, বুঝতে পারছিনা সেটা কোথায়। কিন্তু ওঁকে আপনি বিরক্ত করবেন না আজ রাত্রিতে। পথের শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন জামা কাপড় না ছেড়েই। আপনি চুরি করা টাকার কথা বলছেন।

আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন, আমি চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে আসছি যেটার ওপর আপনার অত লোভ, আপনাকে ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দুটি কামরার মাঝখানের বন্ধ দরোজাটির দিকে গিয়ে ও থামল, মুখ ঘুরিয়ে গুড়উইনের দিকে বিষণ্ণ অন্বেষার দৃষ্টিতে তাকালো, যে দৃষ্টি শেষ হল একটি রহস্যময় হাসিতে।

'আপনি দরোজা ঠেলে আমার ঘরে ঢোকেন', মেয়েটি বললে, 'আর ইতরের মতো ব্যবহারের পরে নিন্দনীয় অভিযোগ করেন'—ও দ্বিধায় পড়ে, যেন যা বলতে যাচ্ছিল পুনর্বিবেচনা করে নেয়, 'কিন্তু আবার, ব্যাপারটা যেন একটা ধাঁধার মতো, আমার স্থির বিশ্বাস কোথাও একটা ভুল হয়েছে।'

দরোজার দিকে ও এক পা এগোয়, কিন্তু গুডউইন ওর হাত মৃদু আকর্ষণ করে ওকে থামিয়ে দিল। ইতিপূর্বে আমি বলেছি মেয়েরা রাস্তায় তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতো। সে ছিল ভাইকিংদের মতো পুরুষ, লম্বা চওড়া, সুদর্শন আর সদয় যোদ্ধৃভাব। মেয়েটির রং শ্যামল, গর্বিত, উজ্জ্বল বা পাণ্ডুর—ওর মেজাজ অনুসারে। আমি জানিনা ঈভ ছিলেন শ্যামলী কি গৌরী, কিন্তু এই মেয়েটির মতো কেউ যদি সেই উদ্যানে থাকত তাহলে আপেল খাওয়া হতোই। এই স্ত্রীলোকটি গুডউইনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে আর সে তা জানত না। কিন্তু নিয়তির প্রথম যন্ত্রণা কিছুটা সে নিশ্চয়ই অনুভব করেছিল কেননা, মেয়েটির মুখোমুখী দাঁড়ানোর পর থেকেই ওর সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি তার কাছে অত্যন্ত তিক্ত লাগছিল।

'ভুল যদি কোথাও হয়ে থাকে', তীব্রস্বরে সে বললে, 'সেটা আপনার। আমি ওই ব্যক্তিটিকে ততটা দোষ দিই না যে হারিয়েছে তার দেশ, তার সম্মান আর হারাতে চলেছে সান্ত্বনা স্বরূপ চুরি করা সম্পদ, যতটা দোষ দিই আপনাকে, কারণ, ঈশ্বরের নামে বলছি আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থায় সে কেমন করে পৌঁছাল। আমি বুঝতে পারছি আর তার জন্য অনুকম্পা হচ্ছে। আপনাদের মতো স্ত্রীলোকদের জন্যই এই হতচ্ছাড়া সমুদ্র উপকূলে যত হতভাগারা দেশান্তরী হয়ে আসে, যারা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় তাদের ওপর ন্যস্ত বিশ্বাস, যা টেনে আনে…।'

হতাশার ভঙ্গি করে মেয়েটি তাকে বাধা দিল।
'থাক, আর প্রয়োজন নেই আপনার আমাদের অপমান করার', শীতল কণ্ঠে ও বললে। 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন, আর জানিনা পাগলের মতো আজগুবি কত ভুল আপনি করছেন। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের পোর্টম্যানটোর ভিতরে কি আছে দেখালে যদি আপনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাহলে আমি আর এক মূহূর্ত দেরী করব না।'
দ্রুত আর নিঃশব্দে সে পাশের ঘরে গেল আর চামড়ার ভারি ব্যাগটি নিয়ে এলো, আমেরিকানটির হাতে সেটা তুলে দিল শান্ত ঘৃণায় সঙ্গে। গুডউইন তখনি ব্যাগটি রাখল টেবিলের ওপর, স্ট্র্যাপগুলি খুলতে লাগল। মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখভঙ্গিতে অসীম ঘৃণা ও বিরক্তি নিয়ে।
ব্যাগটি খুলে গেল পাশ থেকে চাপ দেওয়াতে। গুডউইন টেনে বের করল ছু তিনটি পোশাক আর তার পরে বেশী অংশ যা দিয়ে ভরা ছিল—বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক আর ট্রেজারির 'নোট, বেশী মূল্যের। মোটা মোটা অঙ্ক যা লেখা ছিল কাগজের ব্যাণ্ডে যা দিয়ে নোটগুলি বাঁধা ছিল, তার থেকে হিসাব মতো দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ ডলার।
চকিতে গুডউইন স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, আর কেন যেন আনন্দের একটি শিহরণ বয়ে গেল ওর শরীরের মধ্য দিয়ে, যে মেয়েটি বাস্তবিক একটি ধাক্কা খেয়েছে। ওর চোখ ছুটি বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে, ও হাঁফাচ্ছিল, টেবিলের গায়ে অবসন্ন ভাবে শরীরের ভার রেখে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ও জানত না ওর সঙ্গী সরকারের অর্থকোষ লুঠ করেছে। কিন্তু নিজেকে গুডউইন রাগত ভাবে জিজ্ঞেস করে, কেন সে খুশী হচ্ছে ভাবতে যে এই ঘুরে বেড়ানো, নীতিহীন গায়িকাটি ততটা খারাপ নয় যতটা তার সম্বন্ধে প্রচারিত হয়েছিল।
অপর কামরায় একটি শব্দ হল যাতে ছুজনেই চমকে উঠল। দরোজাটি খুলে গেল এবং একজন দীর্ঘদেহী বর্ষীয়ান গাঢ় গাত্রবর্ণের অধুনা ক্ষৌর করা ব্যক্তি দ্রুত এই কামরায় এলেন।
প্রেসিডেনট মিরাফ্লোরেসের সব ছবিতেই তাঁর যত্নে সাজানো ঘন

কৃষ্ণবর্ণের জুলপী দেখা যেত কিন্তু নাপিত এসতেবান-এর কাহিনী গুডউইনকে নতুন কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত রেখেছিল।

সেই ব্যক্তি অন্য কামরা থেকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে এই ঘরে এলেন। বাতির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর নিদ্রায় ভারি চোখ পিটপিট করছিল।

ঝরঝরে ইংরেজিতে তিনি বললেন, 'এর মানে কি', আমেরিকানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, 'ডাকাতি?'

'প্রায় তারই কাছাকাছি', গুডউইন উত্তর দিল, 'কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছে সেটা ঠেকাতে পেরেছি। আমি সেই সব লোকের প্রতিনিধিত্ব করছি যারা এই অর্থের মালিক এবং আমি এসেছি সেই টাকা তাদের ফিরিয়ে দিতে।' নিজের আলগা লিনেনের কোটের পকেটের মধ্যে সে হাত রাখে।

অপর ব্যক্তির হাত দ্রুত পিছনের দিকে চলে যায়।

'বের করবেন না', তীক্ষ্ণস্বরে গুডউইন বললে, 'আমি পকেট থেকে আপনাকে কভার করছি।'

মেয়েটি সামনে এগিয়ে এলো, এক হাত তার দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্গীর কাঁধের ওপর রেখে টেবিলের দিকে নির্দেশ করে। মৃদুস্বরে শুধায়, 'সত্যি করে বলো, কার টাকা এগুলি।'

তিনি কোন উত্তর না দিয়ে ফেললেন একটি গভীর, বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস। ঝুঁকে পড়ে চুমো দিলেন মেয়েটির কপালে, তারপরে পিছিয়ে গিয়ে অন্য কামরায় ঢুকে গেলেন আর দরোজাটি বন্ধ করে দিলেন। গুডউইন তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল, লাফিয়ে গেল দরোজার ওপর, কিন্তু পিস্তলের আওয়াজ তার হাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে এলো, দরোজার হাতলে তার হাত স্পর্শ করা মাত্র। ভারি কিছু পতনের শব্দ হল, কেউ তাকে সরিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করল যেখানে ওই ব্যক্তির দেহাবসান হয়েছে।

এক নিদারুণ হতাশা, গুডউইনের মনে হল বীর যোদ্ধা আর স্বর্ণ হারানোর থেকে অনেক গভীর যা সেই মোহিনী নারীর অন্তর নিংড়ে সেই মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে বেরিয়ে এলো সেই রক্তাক্ত সম্মানহানির কামরা থেকে, সকল ক্ষমার, সকল কোমলতার, পার্থিব সান্ত্বনার সেই নাম,-'ওঃ, মা, মা, মাগো, মা।'

এদিকে বাইরে কোলাহল সুরু হয়েছিল। গুলির আওয়াজে নাপিত

এসতেবান চীৎকার করে উঠেছে। গুলির আওয়াজে শহরের অর্ধেক বাসিন্দা জেগে উঠেছে। রাস্তা থেকে লোকের পায়ের শব্দ, সরকারী নির্দেশগুলি শান্ত বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে। গুডউইনকে একটা কর্তব্য পালন করতে হবে। অবস্থার ফেরে তাকে তার পছন্দকরা দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হয়েছে। দ্রুত সেই ব্যাগে সব অর্থ ভরে নিয়ে সে ব্যাগটি বন্ধ করল, জানালার বাইরে ঝুঁকে সেটি নামিয়ে দিল কমলালেবু গাছের ওপরে।

কোরালিওতে ওরা তোমাকে বলবে, কেন না অতিথিকে এই কাহিনী শোনাতে তারা আনন্দ পায়, সেই দুঃখময় পলায়নের শেষভাগ। ওরা বলবে কেমন করে আইনরক্ষীরা ছুটে এলো যখন বিপদের সংকেতধ্বনি বেজে উঠল। কমানডানট লাল চটী আর রেস্তোঁরার প্রধান খানসামার মতো কোট পরে, সৈন্যেরা তাদের দীর্ঘাকার বন্দুক নিয়ে, তাদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় অফিসারের দল সোনালি তকমা আর কাঁধের ব্যাজ লাগাতে লাগাতে, খালি পায়ে পুলিশেরা (এই দলে যারা একমাত্র কর্মদক্ষ) আর বিচলিত নগরবাসীর দল সকল গাত্রবর্ণ ও আকৃতির মানুষ ছুটে এলো। ওরা বলে মৃত ব্যক্তির মুখাকৃতি গুলির ফলে অনেকটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুডউইন আর এসতেবান তাঁকে সনাক্ত করেছিল। পরদিন, টেলিগ্রাফের তার মেরামত হলে পরে খবর আসতে থাকে। প্রেসিডেন্টের পলায়নের খবর নগরবাসীদের জানানো হল। সান মাটেও-তে বিপ্লবীদল সরকারের কার্যভার নিজেদের হাতে নিয়েছে বিনা বাধায় আর সেই পারদ সদৃশ-মতি জনগণের জয়ধ্বনি হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের বিষয়ে কৌতূহল মুছে দিল।

ওরা তোমাকে বলবে নতুন সরকার শহরগুলিতে কেমন করে খানাতল্লাসী চালিয়েছিল, রাস্তার পাথর ওলটপালট করে, হৃত অর্থ যা প্রেসিডেন্ট সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার উদ্ধারের জন্য, কিন্তু বৃথা। কোরালিওতে সেনিওর গুডউইন তল্লাসীদলের সরদারীর ভার নিজেই নিয়েছিল—মেয়েরা যেমন করে চুল আঁচড়ায় সারা শহর তেমনিভাবে আঁচড়েছিল কিন্তু সেই টাকা আর পাওয়া যায় নি।

তাই তারা মৃত ব্যক্তিকে কবর দিল, কোন সম্মান না দেখিয়ে, শহরের পিছনে, সুন্দরীর জলা ডিঙিয়ে গেছে কাঠের ছোট্ট সেতু, তারই

পাশে। এক রেয়াল দিলে যে কোন ছোট ছেলে সেই কবর তোমাকে দেখিয়ে দেবে। ওরা বলবে যে সেই বৃদ্ধা রেড ইনডিয়ান যার কুটীরে নাপিত তাঁর দাড়ি কামিয়েছিল, সে একটি কাঠের ফলক তৈরী করে দিয়েছিল আর জ্বলন্ত শিক দিয়ে তাতে এঁকে দিয়েছিল তাঁর নাম ধাম।

তুমি আরো শুনবে, পরবর্তী বিপদসংকুল দিনগুলিতে গুডউইন শক্তিমান দুর্গের মতো ডনিয়া ইসাবেল গিলবার্টকে রক্ষা করেছিল। আর, ওর অতীত জীবনের ব্যাপারে—সংকোচ যদি কিছু থাকে, তা দূর হয়েছিল। আর মেয়েটির খামখেয়ালী উদ্দামতা যদি বা কিছু থেকে থাকে তাও দূর হয়েছিল, আর তাদের বিয়ে হল আর তারা সুখী হয়েছিল।

এই আমেরিকান দম্পতী শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের কোলে একটি বাড়ী তৈরী করেছিল। ইট, তালের গুঁড়ি, খড়, বাঁশ, কাঁচা ইট আর স্থানীয় কাঠ যার রপ্তানী মূল্য একটি সম্পত্তির সমান, এই সব দিয়ে তৈরী জটিল স্থাপত্যের নিদর্শন সেই বাড়ী। তার চারিদিকে স্বর্গের শোভা আর ভিতরেও স্বর্গের খানিকটা, সে বাড়ীর ভিতরের সৌষ্ঠবের কথা বলতে স্থানীয় লোকেরা হাত পা নেড়ে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়। তার মেঝের পালিশ আয়নার মতো, ইনডিয়ানদের হাতে বোনা সিলকের তন্তুর কম্বল পাতা, লম্বা লম্বা অলঙ্করণ আর ছবি, আর বাদ্যযন্ত্র আর কাগজে মোড়া দেয়াল, ভেবে দেখুন আপনারা, তারা সরবে ঘোষণা করে।

কিন্তু কোরালিওতে ওরা বলতে পারে না (যা তোমরা জানতে পারবে) সেই টাকার কি হল গুডউইন যা কমলালেবু গাছের ভিতর ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন তালের পাতায় পাতায় হাওয়া দোলা দিচ্ছে, আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে খেলাধূলায়, প্রমোদে।

পাঁচ

Cupid's Exile Number Two

প্রেমের জন্য দেশত্যাগী—নম্বর দুই

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কনসাল হবার উপযুক্ত কাঠের স্টক ভালো করে দেখে নিয়ে ডেলসবার্গ আলাবামার মিঃ জন ডি. গ্রাফনরিড অ্যাটউডকে নির্বাচন করল ইস্তফা দেওয়া উইলার্ডগেডির স্থলে। মিঃ অ্যাটউডের প্রতি পক্ষপাতশূন্যভাবে বলা যায় এক্ষেত্রে সে নিজেই চাকরিটি চেয়েছিল। স্বেচ্ছানির্বাসিত গেডি-র মতোই সুন্দরী স্ত্রীলোকের কুহকী হাসি জনি অ্যাটউডকে ফেডারেল সরকারের চাকরী গ্রহণের মতো বেপরোয়া পদক্ষেপে ধাবিত করেছিল। যাতে সে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে পারে আর সেই সুন্দর মুখ আর না দেখতে হয় যে তার নবীন জীবন এমন করে বিপর্যস্ত করেছিল। কোরালিওতে কনসালের চাকরী যথেষ্ট দূরে সরে যাওয়ার একটি প্রকৃষ্ট আর রোমানটিক জায়গা, যা ডেলসবার্গ-এর জীবনের গ্রাম্য দৃশ্যপটে প্রয়োজনীয় নাটকের উপস্থাপনা করতে পারে। অতনুতাড়িত দেশান্তরীর ভূমিকায় অভিনয় করার কালে জনি স্প্যানিশ সমুদ্রের বাত্যাহতদের দীর্ঘ তালিকায় নিজের নামটি সংযোজন করেছিল জুতোর বাজারের কলকাঠি নেড়ে, আর রেখে যায় অতুলনীয় কীর্তি যার ফলে তার দেশের একটি অপদার্থ আগাছাকে অপরিচয় থেকে উন্নীত করেছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য হিসেবে।

গোলমাল শুরু হয়েছিল যেমন হামেশাই হয়ে থাকে শেষ হবার বদলে, একটি প্রেম থেকে। ডেলসবার্গে ইলাইজা হেমস্টেটর নামে একব্যক্তি ছিলেন যাঁর একটা মুদীর দোকান ছিল। পরিবার বলতে তাঁর ছিল রোজিন নামে এক মেয়ে যে নামটি "হেমসটেটর" নামের পারুষ্য খানিকটা স্খালন করছে। এই তরুণীটির ছিল প্রচুর দৈহিক আকর্ষণ যার ফলে সেই অঞ্চলের যুবকের দল বেশ চঞ্চল হয়েছিল। এদের মধ্যে যারা একটু বেশী চঞ্চল হয়েছিল তার মধ্যে ছিল জনি, জর্জ

অ্যাটউডের ছেলে—ওরা বাস করত পুরানো কলোনিয়াল প্রাসাদে, ডেলসবার্গ-এর এক প্রান্তে।

মনে করা সঙ্গত যে কমনীয় রোজিন একজন অ্যাটউডের ভালবাসার প্রতিদান সানন্দেই দেবে, কেন না এই নামটির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা রাজ্য ব্যেপেই ছিল বহুদিন থেকে। মনে করা অসঙ্গত নয় যে মেয়েটি সেই পুরানো প্রাসাদোপম যদিও প্রায় জনশূন্য অ্যাটউডদের বাড়ীতে সমারোহের সঙ্গে নববধূর বেশে প্রবেশ করতে রাজীও হবে। কিন্তু তা হল না কারণ দিগন্তে মেঘ ছিল, ঝঞ্ঝার মেঘ, একজন প্রাণবন্ত, ধূর্ত কৃষকের আকৃতিতে, যে স্পর্ধিত হয়েছিল অভিজাত অ্যাটউডের প্রতিপক্ষ হতে।

এক রজনীতে জনি রোজিনের কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল যা যুবক যুবতীদের কাছে গভীর তাৎপর্যের প্রশ্ন। অনুষঙ্গ ছিল সবই যথাযথ, চাঁদের আলো, করবী, ম্যাগনোলিয়া আর দোয়েলের গান। সেই মুহূর্তে পিঙ্কনি ডসন-এর ছায়া তাদের মাঝখানে এসেছিল কিনা তা জানা নেই কিন্তু রোজিনের উত্তর সম্মতিবাচক ছিল না। মিঃ জন ডি গ্রাফনরিড অ্যাটউড অভিবাদন করে বিদায় নিল, তার টুপি প্রায় ছুঁয়ে গেল জমির ঘাস, তারপরে মাথা উঁচু করে কিন্তু হৃদয়ে আর বংশতালিকায় একটি ক্ষত নিয়ে চলে গেল। হেমসটেটর প্রত্যাখ্যান কবছে একজন অ্যাটউডকে! ধুত্তোর।

সেই বছরের অন্যান্য দুর্ঘটনার মধ্যে ছিল একজন ডেমোক্রাট প্রেসিডেনট। জজ অ্যাটউড ছিলেন ডেমোক্রাট দলের একজন বিশিষ্ট যুদ্ধাশ্ব। জনি ধরে বসল বিদেশে চাকরীর জন্য তদ্বির করতে। সে চলে যাবে দূরে, বহু দূরে। হয়ত অনেক বছর পরে রোজিন ভাববে তার প্রেম কত পবিত্র, কত সত্য, কত একনিষ্ঠ ছিল, আর, হয়ত সেই মাখনে একফোঁটা চোখের জল পড়বে পিঙ্ক ডসনের প্রাত-রাশের জন্য যা সে মন্থন করে তুলছিল। রাজনীতির চাকা ঘুরল। জনি কোরালিওতে কনসাল নিযুক্ত হল।

যাবার আগে সে হেমসটেটরদের বাড়ী গেল বিদায় জানাতে। রোজিনের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক গোলাপী আভা দেখা গেল। দুজনে যদি একলা হত তাহলে হয়ত যুক্তরাষ্ট্রকে আর একজন কনসাল খুঁজতে হত। কিন্তু পিঙ্ক ডসন ছিল সেখানে এবং তার প্রথামত চারশ

একরের ফলের বাগান, তিনশ মাইল লম্বা আলফালফার মাঠ আর দুশ একরের চারণভূমি—এইসব গল্প করছিল। তাই জনি রোজিনের করমর্দন করল নিরুত্তাপভাবে যেন দুদিনের জন্য যাচ্ছে মনটে গোমারিতে। ইচ্ছা করলে, আচরণে তারা হতে পারত রাজা রাজড়ার মতো—এই অ্যাটউডেরা।

'ফালতু টাকা লগ্নী করার কোন সুবিধার খোঁজ যদি পাও আমাকে একটা খবর দিও, জনি', পিঙ্ক ডসন বললে। 'কয়েক হাজার ডলার যে কোন সময়ে আমার হাতে থাকে কোন লাভজনক কারবারে লাগাবার জন্য।'

'নিশ্চয়, পিঙ্ক, সে রকম কিছু সন্ধান পেলে আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাবো', জনি বললে প্রসন্নভাবে।

অতঃপর জনি চলে গেল মবিল-এ এবং সেখান থেকে একটি ফলের স্টীমারে চড়ে আঞ্চুরিয়ার তীরাভিমুখে রওনা হল।

নতুন কনসাল কোরালিওতে পৌঁছে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হল। বয়স তার মোটে বাইশ। যৌবনে বিমর্ষতা পরিধেয়-র মতো সারাক্ষণ গায়ে লেগে থাকে না যেমন থাকে বার্ধক্যে। বিভিন্ন ঋতুর মতো দুঃখ সেখানে রাজত্ব করে কখনো কখনো। অন্য সময়ে উপলব্ধির তীব্রতায় সে পদচ্যুত হয়।

বিলি কেওগ আর জনির বন্ধুত্ব গড়ে উঠল অল্পদিনেই। কেওগ নতুন কনসালকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে শহর দেখালো, যে কয়জন আমেরিকান, মুষ্টিমেয় ফ্রেনচ আর জর্মন যাদের নিয়ে কোরালিওর বিদেশী গোষ্ঠী তাদের কাছে নিয়ে গেল। তারপরে অবশ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থানীয় পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হল আর তার পরিচয়পত্র দোভাষীর সাহায্যে পেশ করা হল।

দক্ষিণরাজ্যের এই যুবকটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিদগ্ধ কেওগের ভাল লেগেছিল। তার আচরণ এতই সহজ ও সরল যেন শিশুর মতো। কিন্তু এমন শান্ত অনায়াস পটুতা তার ছিল যা অনেক বয়স ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়। উর্দি বা খেতাব, লাল ফিতা বা বিদেশী ভাষা, পাহাড় বা সমুদ্র তার প্রাণ চাঞ্চল্যকে দমিত করতে পারে নি। সে সকল যুগেরই উত্তরাধিকার সঙ্গে নিয়ে এসেছে, একজন অ্যাটউড, ডেলসবার্গ-এর, অথচ তার মনের গভীরের মধ্যেও কোন চিন্তা রয়েছে তার মুখমণ্ডল থেকেই তা জানা যেত।

গেডি কনস্যুলেটে এসেছিল অফিসের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে। সে আর কেওগ তাদের সরকার কি ধরণের কাজ তার কাছে আশা করে সেই প্রসঙ্গে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিল।

'ঠিক আছে', জনি বললে, তার সরকারী বসবার জায়গা থেকে যেখানে সে তার দোলনা আসনটি খাটিয়েছিল। 'কোন কাজ যদি এসে পড়ে যা করতেই হবে তখন সেগুলি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা আশা করতে পারো না যে একজন ডেমোক্রাট তার প্রথম টার্মে খাটবে।'

'এই শিরোনামাগুলি পড়ে দেখতে পারো', গেডি বলছিল, 'বিভিন্ন রপ্তানী পণ্যের, যার হিসেব তোমাকে রাখতে হবে। বিভিন্ন জাতের ফল তালিকাভুক্ত, মূল্যবান কাঠ, কফি, রাবার…'

'শেষেরটির হিসেবটা শোনাচ্ছে ভাল', বাধা দিয়ে অ্যাটউড বললে। শুনলে মনে হয় ওই হিসেবটা টেনে লম্বা করা যাবে। আমি একটা নতুন ফ্ল্যাগ, একটি বাঁদর, একটি গীটার আর এক পিপে আনারস, কিনতে চাই। রাবারের হিসেবের মধ্যে ওই খরচগুলি ঢুকবে কি?'

'ওগুলি তো পরিসংখ্যান', গেডি হেসে বললে. 'তুমি খরচের হিসেবের কথা ভাবছ। হঁ্যা ওই হিসেবটা একটু ইল্যাসটিক হলে ভাল হয়। কালি কলমের হিসেবটা কখনো কখনো আলগাভাবে অডিট করা হয় স্টেট ডিপার্টমেনটে।'

'আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি', কেওগ বললে, 'এই লোকটি বড় চাকরী করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছে। এই বিদ্যার শিকড় পর্যন্ত সে এক লহমায় পৌঁছে যায় তার শ্যেন দৃষ্টি একবার মাত্র বুলিয়ে নিয়েই। শাসন প্রতিভা তার উক্তির প্রতি শব্দেই লক্ষ্য করা যায়।'

অলসভাবে জনি বললে, 'আমি কাজ করার জন্য এই চাকরী নিই নি। আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম পৃথিবীর এমন এক জায়গায় যেখানে খামারের কথা শুনতে হবে না, এখানে খামার নেই তো?'

'না, যে ধরণের খামারের সঙ্গে তোমার পরিচয় তেমন কিছু নেই', প্রাক্তন কনসাল বললে, 'কৃষিবিদ্যা এই অঞ্চলে অপরিচিত। লাঙল বা শস্যকাটা আঞ্চুরিয়ার সীমানার মধ্যে কখনো ছিল না।'

'এই দেশই আমার দেশ', মৃদুস্বরে কনসাল বললে, আর তারপরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই হাসিখুশি পটচিত্রের শিল্পী জনির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলল। খোলাখুলিভাবে সবাই বলত যে তার উদ্দেশ্য ছিল কনস্যুলেটের পিছনের বারান্দায় সেই আকাঙ্খিত শীতল জায়গাটিতে বসবার সুযোগ পাওয়া। কিন্তু উদ্দেশ্য তার স্বার্থজনিত বা বন্ধুত্বের প্রেরণায় যাই হোক না কেন, সেই বিশেষ সুবিধা সে পেয়েছিল। এমন রাত্রি কম ছিল যখন তাদের দুজনকে দেখা না যেত সমুদ্রের হাওয়ায় বিশ্রাম নিতে—রেলিঙের ওপর গোড়ালি রাখা, চুরুট আর ব্রাণ্ডি নাগালের মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যায় তারা এমনি বসেছিল মুখ্যত নিঃশব্দে, যখন তাদের কথা থেমে গিয়েছিল একটি অস্বাভাবিক রাত্রির নিস্তব্ধতার প্রভাবে। পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদ আকাশে, সমুদ্রের জল যেন শুক্তির মতো। সমস্ত শব্দ থেমে গেছে, বাতাস বইছিল অত্যন্ত মৃদুভাবে, শহর শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিল, অপেক্ষা করছিল রাত্রি জুড়োবার জন্য। তীর থেকে কিছুদূরে ভিসুভিয়াস লাইনের ফলের স্টীমার আনডাডর দাঁড়িয়েছিল, ফল বোঝাই হয়ে গেছে, ভোর ছটায় রওনা হবে। বেলাভূমিতে নেই কোন বিচরণকারী। চাঁদের আলো এমনই উজ্জ্বল যে দুজনে দেখতে পাচ্ছিল কূলের ওপর ছোট ছোট নুড়িগুলি চক্‌চক্ করছে, মৃদু ঢেউ এসে বার বার যখন তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

কূলের অনেক দক্ষিণে তীর বরাবর একটি পাল তোলা নৌকা সাদা ডানার কোন সামুদ্রিক পাখির মতো ভাসছিল। বাতাসের চক্ষুর বিশ ডিগ্রির মধ্যে তার যাওয়ার দিক ছিল। সেজন্য সেটা দীর্ঘ ছোট ছোট ধাক্কায় পাক খাচ্ছিল একটি মহিমাদৃপ্ত স্কেটারের মতো। আবার তার চালকদের কৌশলে কূলের কাছে এলো সেই তরী, এবার প্রায় কনস্যুলেটের মুখোমুখী। আর তখনি পরীর রাজ্যের ভেরীর মতো স্পষ্ট, অদ্‌ভূত সুর শোনা গেল। সেই পরীর বাঁশি, সুমিষ্ট, রূপোলি আর আচমকা, সুপরিচিত "হোম, সুইট হোম"-এর সুর সতেজে ভেসে এলো।

এই দৃশ্য যেন কমলের দেশের জন্যই সাজানো। উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের আধিপত্য, অপরিচিত তরীর রহস্য আর চন্দ্রালোকে ঝলমল জল-রাশির ভিতর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত যেন স্বপ্নময় মোহজাল ছড়িয়ে ছিল। জনি অ্যাটউডের অনুভূতি তীব্র হল, তার মনে পড়ল

ডেলসবার্গের কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে কেওগ এই ভ্রাম্যমান সঙ্গীতের বিষয়ে একটি থিয়োরীর কথা চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, সেইক্ষণেই সে লাফিয়ে উঠল রেলিঙে আর তার কান ফাটানো চিৎকার কামানের গোলার মতো কোরালিওর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করল।

'মেল-লিন-গার-আ-হয়…'

নৌকাটি তখন বাহিরমুখী ছিল কিন্তু সেখান থেকে স্পষ্ট একটি প্রত্যাভিবাদন শোনা গেল—

'গুডবাই, বিলি, বাড়ী চললাম—বাই।'

তরীটি যাচ্ছিল আনডাডরের দিকে। নিঃসন্দেহে, কোন যাত্রী যার নৌকার পারমিট আছে তীরের উত্তরের কোন জায়গা থেকে এই পালতোলা নৌকায় চলেছে ফলের স্টীমারের ফিরতি ট্রিপের যাত্রী হিসেবে তাতে উঠতে। একটি ঠসকা পায়রার মতো ছোট নৌকাটি তার আঁকা বাঁকা রাস্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে সাদা পাল সমেত মিলিয়ে গেল ফলের স্টীমারের বৃহৎ শরীরের আড়ালে।

'ও ছিল এইচ পি মেলিংগার', ব্যাখ্যা করে কেওগ, চেয়ারে আবার বসে। 'নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে। ও ছিল এই সবজির বাগান যাকে ওরা দেশ বলে, তার বিগত পলায়নপর প্রেসিডেনটের প্রাইভেট সেক্রেটারী। ওর চাকরী আর নেই, মনে হয় মেলিংগার সেজন্য খুশী।'

'ম্যাজিকের রাণী জো-জো-র মতো সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উধাও হচ্ছে কেন', জনি জিগগেস করল, 'ওদের দেখাতে চায় যে সে তোয়াক্কা করে না?'

'যে শব্দ শুনলে সেটা ফোনোগ্রাফের', কেওগ বললে। 'আমি ওটা ওকে বিক্রি করেছিলাম। এই দেশে মেলিংগার-এর একটা গোপন ব্যবসা ছিল, যেটাতে পৃথিবীতে সে ছিল অদ্বিতীয়। ওই কলের গান একবার তাকে বাঁচিয়েছিল আর সেজন্য সর্বদা ওই যন্ত্রটা নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরত।'

'বলো আমাকে ঘটনাটা', জনি বললে, আগ্রহ দেখিয়ে।

'আমি কাহিনী বর্ণনা করতে পারিনা', বলল কেওগ, 'আমি ভাষা ব্যবহার করতে পারি বক্তব্যের জন্য। কিন্তু যখন একটি ঘটনার বর্ণনা করি, কথাগুলি আসে তাদের ইচ্ছে মতো, ঠিকঠিক আবহাওয়াটা মিলে গেলে অর্থ বোঝা যায় আর তা না হলে যায় না।'

'আমি ওর গোপন ব্যবসাটির কথা শুনতে চাই', জনি পুনরুক্তি করল। 'তোমার কোন অধিকার নেই না বলার। আমি তোমাকে ডেলসবার্গ-এর প্রতিটি পুরুষ, প্রতিটি মেয়ে এমনকি প্রতি লাইট পোস্টের কথা বলেছি।'

'তুমি শুনবে বৈকি', কেওগ বললে, 'আমি বলছিলাম সহজাত প্রবৃত্তিতে আমার বর্ণনা ঘুলিয়ে যায়। বিশ্বাস কোরো না। এই শিল্প আমি শিখেছি, যেমন আরো অনেকগুলি কলা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছি।'

The Phonograph & the Graft

ফোনোগ্রাফ আর গোপন ব্যবসা

'কী ছিল সেই গোপন ব্যবসা', জনি জিগগেস করল, তেমনি অধৈর্যের সঙ্গে, যেমনটি দেখা যায় বিরাট পাঠকগোষ্ঠীর, যাদের গল্প বলা হয়।

'কলা ও দর্শনের রীতির বিপরীত হচ্ছে সোজাসুজি কথা জানিয়ে দেওয়া', শান্তভাবে কেওগ বললে। গল্প বলার কায়দা হল শ্রোতারা যা শুনতে চায় তা সব কিছু গোপন রাখা ততক্ষণ যতক্ষণে মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমনি সব বিষয়ে তোমার প্রিয় মতাগতগুলি বলা হয়ে যায়। একটি ভালো গল্প একটি তেতো বড়ির মতো যার চিনির কোটিং আছে ভিতরে। অতএব আমি আরম্ভ করছি একটি জন্ম পত্রিকা দিয়ে যেটি নির্দেশ করে চেরোকী জাতিকে আর শেষ করব একটি নীতি কথার সুর দিয়ে।

'আমি আর হেনরি হরসকলার এই দেশে প্রথম ফোনোগ্রাফ নিয়ে আসি, হেনরি ছিল সিকি আঁশলা, কোয়ার্টার ব্যাক চেরোকী, পূবের দেশে শিখেছিল ফুটবলের কায়দাকানুন আর পশ্চিমের দেশে চোরাই হুইসকির। তার চলন, বলন ছিল সহজ, ছটফটে। মাথায় প্রায় ছফুট, চলাফেরা রাবারের টায়ারের মতো। হ্যাঁ, সে ছিল একটি ছোটখাট ব্যক্তি, মাথায় পাঁচ ফুট পাঁচ বা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। মাঝামাঝি লম্বা বা মাঝামাঝি বেঁটে। কলেজ ছেড়েছিল একবার,

মাসকোগী জেল তিনবার, শেষের প্রতিষ্ঠানটি রেড ইনডিয়ান অঞ্চলে হুইসকি বেচার জন্য। সে কোন চুরুটের দোকানে এসে পিছন ফিরে থাকতো না, তেমন জাতের রেড ইনডিয়ান সে ছিল না।

'হেনরীর সঙ্গে আমার দেখা হয় টেকসারকানাতে, এই ফোনোগ্রাফের প্রকল্পটি সেখানেই স্থির হয়। তার কাছে ছিল তিনশ ষাট ডলার রেড ইনডিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে কিছু জমি বণ্টনের দরুণ। আর আমি লিটল রক থেকে একটা বেদনাময় দৃশ্য দেখে চলে এসেছিলাম। এক ব্যক্তি একটা বাকসের ওপর দাঁড়িয়ে সোনার ঘড়ি ফিরি করছিল, প্যাচ দেওয়া কেস, গা-চাবি, এলগিন মেসিন, ভারি সুন্দর। দোকান থেকে কিনলে দাম কুড়ি ডলার। তিন ডলারে লোকে মারামারি করছিল কেনার জন্য। লোকটির কাছে এক ব্যাগ ভরতি এই ঘড়ি ছিল আর সে প্লেটে রাখা গরম বিস্কুটের মতো সেগুলি বিলোচ্ছিল। ঘড়ির পিছনটা খোলা যায় না কিন্তু ক্রেতারা কানের কাছে এনে টিক টিক শব্দ শুনে খুশী হচ্ছিল। এই ঘড়িগুলির মধ্যে তিনটি ছিল আসল ঘড়ি, বাকিগুলি নকল। কেমন করে? কেন, সেগুলি ছিল খালি কেস যার মধ্যে একটি করে এক ধরণের কালো পোকা ভরা ছিল যারা ইলেকট্রিক বাতির চার পাশে ওড়ে! এই পোকাগুলি মিনিট আর সেকেণ্ড গুনতে পারে চমৎকার। তাই, যে লোকটির কথা বলছিলাম সে রোজগার করল দু'শ অষ্টআশি ডলার। তারপর সে চলে গেল, কারণ সে জানত যে এই ঘড়িগুলিতে চাবি দেবার সময় দরকার হবে একজন কীট বিজ্ঞানীর আর সে তো তা ছিল না।

'তাই, যা বলছিলাম হেনরীর ছিল তিনশষাট ডলার আর আমার দুশ অষ্টআশি। দক্ষিণ আমেরিকাতে ফোনোগ্রাফের প্রবর্তন করার আইডিয়াটা ছিল হেনরীর, তবে আমি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছিলাম কেন না যে কোন প্রকারের কলকবজায় আমার ঝোঁক ছিল।

'ল্যাটিন জাতীয় লোকদের', হেনরী বললে, 'কলেজে শেখা কায়দায়, ফোনোগ্রাফের শিকার হবার প্রবণতা রয়েছে। ওদের মনোবৃত্তি চারু-কলার দিকে। সঙ্গীত, রং, আর আনন্দের তৃষ্ণা ওদের মজ্জাগত, হাত অর্গানের গায়ককে ওরা বাহবা দেয় আর তাঁবুর মধ্যে চারপেয়ে মুরগীকেও, যদিও মুদীর আর খাবারের দেনা বাকি পড়ে থাকে।

'তাহলে, আমি বললাম, ল্যাটিনদের আমরা টিনে ভরা সঙ্গীত রপ্তানী করব। কিন্তু আমার মনে পড়েছে মিঃ জুলিয়াস সীজারের উক্তি ওদের সম্বন্ধে, ওমনা গ্যালিয়া ইন ত্রেস পারতেস দিভিসা এসত, যার অর্থ আমাদের বিদ্বেষের সবটাই দরকার হবে পার্টিকে গাছে বাঁধতে।

'বিদ্বে জাহির করা আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু একজন রেড ইনডিয়ানের কাছে কথা বলার কায়দায় হারতে আমি রাজী নই, যে জাতের কোন ধারই আমরা ধারিনা কেবল সেই জমিটুকু ছাড়া যার ওপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'একটি চমৎকার ফোনোগ্রাফ আমরা কিনলাম টেকসারকানাতে, সব চেয়ে ভালো কোম্পানির আর এক ট্রাঙ্ক রেকর্ড। মালপত্তর বাঁধা ছাদা করে টি এণ্ড পি ধরলাম নিউ অর্লিয়নস-এর দিকে।

'সেই প্রসিদ্ধ গুড় ও নিগ্রো সঙ্গীতের কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ আমেরিকা-গামী একটি স্টীমারে আমরা চড়লাম। সলিটাসে আমরা নামলাম ওখান থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে। জায়গাটা দেখতে উপাদেয়। বাড়ীগুলি সাদা তক্ তক্ করছে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাদের দিকে তাকালে মনে হবে সিদ্ধ ডিম লেটুস-এর সঙ্গে পাতে দেওয়া হয়েছে। শহরের উপকণ্ঠে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, বেশ শান্ত, যেন তারা কেবল বলছে শ-শ-শ্। মাঝে মাঝে একটা করে ঝুনো নারকেল গাছ থেকে খসে বালির ওপর পড়ছে,—সেখানে এর বেশী কিছু ঘটছে না। হ্যাঁ, আমার মনে হল এই শহর অত্যন্ত চুপচাপ। আমার মনে হয় গ্যাব্রিয়েল যখন তার বাঁশি বাজানো থামাবে আর গাড়ীটা চলতে সুরু করবে আর ফিলাডেলফিয়া তার হাতল ধরে চলবে আর পাইনগালি আরকানসাস শেষ পাদানিতে লাফিয়ে উঠবে তখন এই শহর সলিটাস ঘুম ভেঙে উঠবে আর জিগগেস করবে, কেউ কি কিছু বলছেন ?

'স্টীমারের ক্যাপটেন আমাদের সঙ্গে তীরে এলো পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের কাছে আমাকে ও হেনরীকে পরিচয় করে দিল, আরো একজন বিচিত্র বর্ণের লোকের সঙ্গেও যিনি ব্যবসা ও লাইসেন্স বিভাগের প্রধান, সাইনবোর্ড দেখে তা অনুমান করলাম।

'আমি সাতদিন পরে আবার এই বন্দর ছুঁয়ে যাবো', ক্যাপটেন বললে।

'ততদিনে', আমরা বললাম, 'আমরা টাকা কামাচ্ছি, ভিতরের শহরগুলিতে, আমাদের গ্যালভানাইজড্ প্রধানা গায়িকার সাহায্যে টিনের খনি থেকে সুসা-র ব্যাণ্ডের মার্চের সুরের নকল তুলে এনে।'

ক্যাপটেন বললে, 'তোমরা সে সব কিছুই করবে না। তোমরা সম্মোহিত হয়ে যাবে। যে কোন ভদ্রলোক দয়া করে স্টেজে উঠে এই দেশের চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে তিনি সেই থিয়োরীতে বিশ্বাসী হবেন যে তিনি একটি মক্ষিকা, এলগিন মাখনের কারখানায়। ঢেউ-এর মধ্যে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে আর তোমাদের এই মেসিনটি যা থেকে পবিত্র সঙ্গীত কলা বিদ্যার মাংসের পরোটা বের হয়ে আসে এই মেসিনটা বাজাবে ঃ "কোথা পাই হেন ঠাঁই গৃহ যেথা মোর"।'

হেনরী কুড়ি ডলারের একটি নোট বের করল এবং বাণিজ্যদপ্তর থেকে তার বদলে পেল লাল ছাপ মারা একটি কাগজ, স্থানীয় ভাষায় লেখা একটি কাহিনী আর শূন্য কানাকড়ি ফেরত পয়সা।

তারপর আমরা কনসালকে লাল আঙ্গুরের মদে পূর্ণ করে দিলাম একটি পরিচয় পত্রের জন্য। সে ছিল একজন যুবক চেহারার লোক পঞ্চাশের উপর বয়স, ফ্রেনচ আইরিশ মেজাজের আর অসন্তোষে পূর্ণ হ্যাঁ, সে ছিল একজন চ্যাপটা হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পানীয় যার শরীরে জমে থাকে দুঃখ ও মেদ সঞ্চয় করতে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে ছিল ওলন্দাজ, খুবই বিষণ্ণ আবার হাসি খুশী, তার মেজাজ অনুসারে এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, সে বললে, যার নাম ফোনোগ্রাফ এই অঞ্চলে এখনো এসে পৌছায় নি। এখানকার লোকেরা এর নামও শোনেনি। শুনলেও তারা বিশ্বাসই করবে না। সরল হৃদয়, প্রকৃতির দুলাল এরা, প্রগতি এদের বাধ্য করেনি একটা টিন কাটারকে তানকারী বলে বিশ্বাস করতে, মেসিনে রাগবিস্তার এদের রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রেরণা দিতে পারে। এই পরীক্ষা তোমরা করতে পারো সবচেয়ে ভাল হয় তোমরা যতক্ষণ বাজাবে ততক্ষণ যদি এরা নিদ্রামগ্ন থাকে। এই যন্ত্রটি এরা দু'ভাবে গ্রহণ করতে পারে—একাগ্রভাবে

শুনতে শুনতে বেহুঁশ হয়ে পড়তে পারে, আটলণ্টো-র কর্ণেলের মার্চিং থ্রু জর্জিয়া শুনতে শুনতে যেমন হয়, অথবা এরা উত্তেজিত হয়ে সঙ্গীতের যন্ত্রটিকে কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে তোমাদের জেলে পুরতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি আমার কর্তব্য করব। স্টেট ডিপার্টমেণ্টে টেলিগ্রাম পাঠাব আর, তোমাদের যখন গুলি করে মারা হবে তখন তোমাদের শরীরের ওপর তারা আর ডোরাদাগের পতাকাটা জড়িয়ে দেবো আর এদের হুমকি দেবো প্রতিশোধের, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের তরফ থেকে। পতাকাটা এখন বুলেটের গর্তে ভরে গেছে এই কারণে। এর আগে তুবার আমি আমার সরকারকে কেব্‌ল্‌ করেছিলাম গোটা তুই গান বোট পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে, যাতে এখানকার আমেরিকানদের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রথমবার স্টেট ডিপার্টমেণ্ট আমাকে একজোড়া গামবুট পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার কেবল পাঠাই পীস্‌ নামক একটি লোকের ফাঁসি হওয়া রদ করার জন্য। আপীলটি ওরা পাঠালো কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে। আসুন আমরা বারের ওধারের সেনিওরকে একটু বিরক্ত করি, আরো কিছু লাল মদের জন্য। এই ছিল আমার আর হেনরী-হরসকলোরের কাছে সলিটাসের কনসালের স্বগতোক্তি। তা সত্ত্বেও আমরা সেইদিন বিকেলে একটা ঘরভাড়া নিলাম কালে দে লস এঞ্জেলেস-এ তীরের সমান্তরাল প্রধান রাস্তায়, আমাদের ট্রাঙ্কগুলি রাখলাম সেখানে। একটি মাঝামাঝি সাইজের ঘর, একটু অন্ধকার কিন্তু বেশ ছিমছাম, যদিও ছোট। রাস্তাটি বিচিত্র, নানান ছাঁদের বাড়ী আর সাজানো বাগানের গাছে ভরতি। তু-পাশে চমৎকার ঘাসের পায়ে চলা পথ দিয়ে কৃষকেরা আসছে, যাচ্ছে। পৃথিবীর পটভূমিকায় যেন অপেরার কোরাস, রাজা কাফুজলাম-এর প্রবেশের পূর্বে।

পরেরদিন, ব্যবসা সুরু করার পূর্বে যন্ত্রটি ঝাড়পোঁছ করছি এমন সময় দীর্ঘদেহী একজন অতি সুদর্শন, সাদা পোশাক পরা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল এবং ভিতরে তাকিয়ে দেখল। আমরা আমন্ত্রণ করলাম, সে ভিতরে এসে আমাদের নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে। লম্বা একটা চুরুটের প্রান্ত সে চিবোচ্ছিল, চোখে কুঞ্চন রেখা, চিন্তাকুল। যেন একটি তরুণী, পার্টিতে যাবার আগে ভাবছে কোন পোশাক পরবে।

'নিউইয়র্ক', আমার দিকে তাকিয়ে অবশেষে বললে।

আদি নিবাস, তারপরে কখনো কখনো, আমি বললাম, 'সব চিহ্ন কি এখনো মুছে যায় নি?'

খুবই সহজ, সে বললে, যখন জানবে কি করে বললাম, ওয়েসট কোটের ফিটিং দেখে। অন্য কোথাও ওয়েস্ট কোটের কাটিং ঠিক হয় না। কোট হতে পারে কিন্তু ওয়েসট কোট নয়। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হেনরীর দিকে তাকায় আর ইতঃস্তত করে।

ইনডিয়ান, পোষমানা ইনডিয়ান, হেনরী বললে।

মেলিংগার, সেই ব্যক্তি বললে, হোমর পি মেলিংগার। বন্ধুগণ তোমাদের আটক করা হল। জঙ্গলে শিশুর মতো তোমাদের অবস্থা হবে একজন রেফারী বা অভিভাবক না থাকলে। আমার কর্তব্য হচ্ছে তোমাদের চালু করে দেওয়া। আমি তোমাদের ঠেকোগুলি সরিয়ে দিয়ে এই নিরক্ষীয় কাদার ডোবার মধ্যে স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে দেবো। তোমাদের নামকরণ হবে, তোমরা আমার সঙ্গে এখন আসবে আর আমি আঙুরের মদের একটি বোতল ভাঙব তোমাদের গলুই-এর ওপর, হয়েলের নিয়ম অনুসারে।

পুরো দুদিন ধরে হোমর পি মেলিংগার আমাদের আপ্যায়িত করল। সে-ই ছিল রাজা কাফুজলাম। হেনরী আর আমি যদি হই জঙ্গলের শিশু, তাহলে সে ছিল ব্যাঙ্গমা পাখি, সবচেয়ে উঁচু ডালের। আমি সে আর হেনরী হরসকালার হাত ধরাধরি করে ঘুরলাম, ফোনোগ্রাফটি কত জায়গায় বাজালাম, পান ভোজন, আমোদ-প্রমোদ হল অনেক। যেখানেই আমরা দরোজা খোলা পেয়েছি ভিতরে গিয়ে মেসিনটি বাজিয়েছি আর মেলিংগার সকলকে বুঝিয়েছে সঙ্গীতের কৌশল আর তার সারা জীবনের দুইবন্ধু সেনিওরেস আমেরিকানোসদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে। সেই যাত্রাদলের কোরাসের দল উত্তেজিত হয়েছে আর বাড়ী বাড়ী আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে। প্রতিটি সুর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পানীয় পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকদের একটা বিশেষ পানীয় ছিল জিভে যার স্বাদ এখনো লেগে আছে। একটি ডাবের মুখ কেটে তার জলের সঙ্গে ফ্রেনচ ব্র্যাণ্ডি আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঢেলে দিত। আমরা সেটি খেয়েছিলাম আরো অন্যরকমেরও।

আমার আর হেনরীর টাকা ছিল অচল। সমস্ত খরচ হোমর পি মেলিংগার-এর। ওই ব্যক্তি শরীরের এমন সব জায়গা থেকে ছোট ছোট নোটের তাড়া বের করত যেখান থেকে জাতুকর হারমানও খরগোস বা ওমলেট বের করতে পারত না। মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অর্কিডের সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন করেও এত অর্থ ওর হাতে থাকত যে সারা দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটও সে কিনে নিতে পারত। হেনরী আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম তার গোপন ব্যবসাটি কি। একদিন সন্ধ্যায় সে নিজেই আমাদের বলল।

বন্ধুগণ, সে বললে, আমি তোমাদের প্রতারিত করেছি। তোমরা ভাবতে পারো আমি একটি রং করা প্রজাপতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এই দেশে সবচেয়ে পরিশ্রম করছি! দশবছর পূর্বে আমি এই উপকূলে এসেছিলাম। আর এই গত তু'বছরে এসে পৌঁছেচি তার চোয়ালে। হ্যাঁ, আমি এই জিঞ্জার কেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কোন রাউণ্ডের শেষে। আমি তোমাদের কাছে গোপনে বলব কেননা তোমরা আমার স্বদেশবাসী এবং আমার অতিথি যদিও আমার পছন্দ করা দেশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শব্দ প্রস্তুতের যন্ত্র এনে হাজির করেছ। আমার কাজ হচ্ছে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিবের আর আমার কর্তব্য হচ্ছে ওই রাষ্ট্রটি চালানো। বিজ্ঞাপনে আমাকে শিরোনাম দেওয়া হয়না তবু সালাদের কাসুন্দি আমিই। এমন একটি আইন কংগ্রেসে যায় না, এমন একটি ব্যবসায়িক সুবিধা মঞ্জুর হয় না, এমন কোন আমদানী শুল্ক বসানো হয় না যা এইচ-পি মেলিংগারের হাতের রান্না আর মশলা মেশানো ছাড়া হয়েছে। বাইরের অফিসে আমি প্রেসিডেণ্টের দোয়াতে কালি ভরি বা যে সব রাষ্ট্রনেতা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন তাদের পকেটে ছোরা বা ডাইনামাইট আছে কিনা দেখি কিন্তু পিছনের ঘরে সরকারী নীতি আমার নির্দেশেই স্থির হয়। তোমরা চিন্তাই করতে পারবে না আমি কেমন করে চালাচ্ছি। এই গোপন ব্যবসা কেবল এই এক জায়গায় চলছে। আমি তোমাদের জানাচ্ছি। মনে পড়ে, কপিবুকের প্রথম লাইন, সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি। আমি সততাকে ব্যবহার করছি গোপন কারবারের মূলধন হিসেবে। এই গণতন্ত্রে একমাত্র আমি সৎব্যক্তি। সরকার তা জানে, জনগণ

তা জানে, ব্যবসায়ীরা সেটা জানে। বিদেশী অর্থ বিনিয়োগকারীরা তা জানে। আমি সরকারকে বাধ্য করি ন্যস্ত বিশ্বাস রক্ষা করতে। কাউকে চাকরীর আশ্বাস দিলে সে সেই চাকরী পায়। বিদেশী আমানত যদি কোন ব্যবসায়িক সুবিধা খরিদ করে তাহলে তারা মাল পায়। সোজাসুজি লেনদেন-এর একাধিকার আমি চালাচ্ছি। কোন প্রতিযোগিতা নেই। কর্ণেল ডিওজেনিস যদি তাঁর লণ্ঠনের আলো এই অঞ্চলে ফেলেন তাহলে আমার ঠিকানা খুঁজে পেতে তাঁর দু'মিনিট লাগবে। এই ব্যবসাতে মোটা অঙ্কের লাভ নেই কিন্তু ব্যবসাটি সুনিশ্চিত, আর এর ফলে রাত্রিতে সুস্থিরে নিদ্রা দেওয়া যায়।'

এইভাবে হোমর পি মেলিংগার বক্তৃতা দিল আমার ও হেনরী হরস-কলারের কাছে। তার পরে সে এই খবর দিল।

'বন্ধুগণ, আজ সন্ধ্যায় একদল বিশিষ্ট নাগরিককে আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। তাই তোমাদের সাহায্য চাই। তোমরা সঙ্গীতের এই হাসকিং মেসিনটি নিয়ে এসো যাতে ব্যাপারটার বাইরের চেহারা দেওয়া যাবে একটা ফাংশনের। গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা হবে কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যাবে না। তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমি আরাম পাই। কত বছর ধরে আমি কষ্ট পাচ্ছি কাউকে ঘুসি মেরে উড়িয়ে দেবার জন্য আর সেই কাজের কথা জাঁক করে বলার জন্য! কখনো কখনো দেশের জন্য আমি কাতর হই, এখানকার চাকরির সমস্ত উপার্জন ও অন্য সুবিধা ত্যাগ করতে চাই যদি থারটি ফোরথ ষ্ট্রীটের এক কোণে ঘণ্টা খানেকের জন্য একটা স্টেক আর ক্যাভিয়ার স্যানডুইচ নিয়ে বসতে পাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় গাড়ী যাওয়া দেখতে পাই, ভাজা চিনেবাদামের গন্ধ পাই গিসেপের ফলের দোকানের পাশে।'

'হ্যাঁ, সত্যিই ভারি চমৎকার ক্যাভিয়ার পাওয়া যায় বিলি বেনাক্রার দোকানে, থারটি ফোরথ ষ্ট্রীটের এক কোণে', আমি বললাম।

'ঈশ্বর জানেন', বাধা দিয়ে মেলিংগার বললে, 'তোমরা আগে যদি বলতে যে বিলি রেনক্রোর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে তাহলে তোমাদের সুখী করার জন্য আমি হাজার উপায় বের করতাম। ওই একটি লোক যে জানে না অসাধুতা কাকে বলে। এখানে আমি সততার ব্যবসাতে টাকা উপার্জন করছি আর ওই ব্যক্তি তার জন্য লোকসান

দিচ্ছে। কারামবস্! কখনো কখনো এই দেশ আমার বিবমিষা এনে দেয়। এখানকার সব কিছু গলিত। সরকারী আমলা থেকে সুরু করে কফির দানা তোলে যে ব্যক্তি সকলে একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, নিজেদের বন্ধুদের চামড়া খুলে নেবার জন্য। যদি একজন খচ্চরের সহিস কোন সরকারী অফিসারকে টুপি খুলে অভিবাদন জানায়, সে ব্যক্তি তখন মনে করে সে একজন জনপ্রিয় নেতা আর সে কলকাঠি নাড়তে সুরু করে বিপ্লব বাধিয়ে সরকার ওলটাবার জন্য। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে আমার কাজ হল এইসব বিপ্লবের গন্ধ কোথা থেকে আসছে খুঁজে বের করা, হামবড়া-গুলোকে আটকে ফেলা, তারা বেরিয়ে পড়ে সরকারী সম্পত্তির রঙের আস্তরণের ওপর আঁচড় কাটবার আগে। আর সেইজন্যেই আমি এই স্যাঁতা ধরা উপকূলের শহরে রয়েছি। এই জেলার গভর্ণর আর তার অনুচরেরা বিদ্রোহের প্লট করেছে। আমি তাদের সকলের নাম জানি আর তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজ সন্ধ্যায় ফোনোগ্রাফের গান শোনবার জন্য, এইচ-পি-এম-এর সৌজন্যে। এইভাবে সবকটাকে একসঙ্গে আজ জড়ো করব আর তারপরে কিছু ঘটার সম্ভাবনা ওদের প্রোগ্রাম অনুসারে।'

আমরা তিনজন বসেছিলাম পিউরিফায়েড সেনটস্ ক্যানটিনের এক টেবিলে। মেলিংগার গ্লাসে আঙুরের মদ ঢালে, তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আমিও চিন্তা করছিলাম।

'এই দলটা খুব ধূর্ত', সে বললে, কিছুটা বিচলিত। 'একটা বিদেশী রাবারের সিণ্ডিকেট ওদের টাকা দিচ্ছে আর আকণ্ঠ ঘুষ দিতে ওরা প্রস্তুত। এই কমিক অপেরা আর আমার সহ্য হচ্ছে না', মেলিংগার বলে চলে। 'ইসট্ রিভারের ঘ্রাণ আবার আমার নাকে পেতে চাই, সাসপেণ্ডার পরে বেড়াতে চাই। এক এক সময়ে মনে হয় ছেড়ে দিই এই চাকরী, কিন্তু আমি একটি গর্দভ, এই চাকরীর জন্য গর্বও আমার হয়। ওই যাচ্ছে মেলিংগার, এখানে ওরা বলে, পর দিওস, দশলক্ষ টাকা দিলেও ওকে ছোঁয়া যাবে না—এই রেকর্ড আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই আর, একদিন বিলি রেনফ্রোকে দেখাতে চাই। আর সেই চিন্তাই আমার মুঠো শক্ত করে দেয় যখনই আমি মোটাসোটা একটি বস্তু দেখি যাকে আমি একটি ভ্রূভঙ্গিতেই কবজা করতে পারি

এবং সেই সঙ্গে আমার গোপন ব্যবসাটি খোয়াতে পারি। দোহাই, আমাকে নিয়ে বাঁদর নাচ করাতে ওদের দেবো না। ওরা সেটা জানে। অর্থ আমি উপার্জন করি সৎভাবে আর তাই খরচ করি। কোনদিন হয়ত কিছু টাকা জমিয়ে আমি ফিরে যাবো আর বিলির সঙ্গে ক্যাভিয়ার খাবো। আজ রাত্রিতে আমি ওদের দেখাব মেলিংগার, প্রাইভেট সেক্রেটারী—কি করে বানান করতে হয়—তুলো আর টিস্যু পেপারের আস্তরণ ছাড়িয়ে নেবার পরে।'

উত্তেজনায় মেলিংগার কাঁপছিল, পানীয় ঢালতে গিয়ে বোতলের গলার ঠোক্করে গেলাস ভেঙে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, শেতাঙ্গ ব্যক্তি, আমার ভুল হচ্ছে না, চোখের কোণ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা টোপ ফেলা হয়েছে।

সেই রাত্রে, ব্যবস্থা মতো আমি আর হেনরী ফোনোগ্রাফটা নিয়ে গেলাম একটা কাঁচা ইটের বাড়ীতে, একটা ছোট রাস্তা ধরে, ঘাস যেখানে হাঁটু অবধি গভীর। লম্বা ঘর, তেলের বাতি জ্বলছিল। অনেকগুলি চেয়ার ছিল আর শেষপ্রান্তে একটা টেবিল। টেবিলে আমরা ফোনোগ্রাফটা রাখলাম। মেলিংগার ছিল সেখানে, পায়চারী করছিল। তার সমস্যার চিন্তায় চঞ্চল। সে চুরুট চিবোচ্ছিল আর থুথুর সঙ্গে তা ফেলে দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে কাটছিল।

আস্তে আস্তে এই গানের আসরে নিমন্ত্রিতেরা জড়ো হচ্ছিল, জোড়ায় জোড়ায় বা তিনজনের দলে। গায়ের রং তাদের নানা রকমের, তিন দিনের ধূমপান করা মীয়ারশাম-এর পাইপের রং থেকে পেটেনট্ লেদারের পালিশের মতো, মোমের মতো মোলায়েম তাদের কথাবার্তা, সেনিওর মেলিংগারকে শুভ সন্ধ্যা জানাতে আনন্দে মরে যাচ্ছেন তাঁরা। আমি ওদের স্প্যানিশ কথাবার্তা বুঝতে পারছিলাম—আমি দুবছর মেকসিকোতে একটা রূপোর খনির পামপিং ইনজিন চালিয়েছি কিন্তু আমি ওদের তা বুঝতে দিলাম না।

প্রায় পঞ্চাশজন জড়ো হয়েছে এমন সময়ে ওদের মধ্যে রাজা মৌমাছিটি এসে ঢুকল, রাজ্যের গভর্নর। মেলিংগার দরোজা থেকে নিজে তাকে প্রধান বসবার আসন পর্যন্ত আগলে নিয়ে এলো। এই ল্যাটিন ব্যক্তিটিকে দেখে বুঝলাম সেক্রেটারী মেলিংগারের কার্ডের সকল

নাচই কেড়ে নেওয়া হবে। লোকটি বৃহদাকার, স্কোয়াশের মতো মুখের চেহারা, রাবারের ওভার সু-র মতো গায়ের রং আর হোটেলের প্রধান ওয়েটারের মতো চোখের দৃষ্টি।

মেলিংগার ঝরঝরে ক্যাস্টিলীয় ভাষায় বুঝিয়ে বলল যে তার আত্মা আনন্দে অস্থির হয়ে উঠছে তার সম্মানিত বন্ধুদের কাছে আমেরিকার বৃহত্তম আবিষ্কার, যুগের আশ্চর্য, উপস্থিত করতে। হেনরী ইঙ্গিতটি বুঝে একটি পিতলের ব্যাণ্ডের রেকর্ড চালিয়ে দিল, উৎসব সুরু হল। গভর্নর লোকটি অল্প অল্প ইংরেজি জানতো, বাজনা থামলে সে বললে, 'ভেররি ফাইন, গ্র-র-রে-সিয়াস দি আমেরিকান জেনটলমেন, দি সো এসপ্লেনডীড মুজিক অ্যাজ টু প্লেই।'

টেবিলটা ছিল লম্বা, হেনরী আর আমি একপ্রান্তে, দেয়ালের দিকে বসেছিলাম। গভর্ণর অন্য প্রান্তে। হোমর পি মেলিংগার ছিল এক পাশে। আমি সবেমাত্র ভাবছিলাম মেলিংগার এই দলকে কেমন করে সামলাবে এমন সময় স্থানীয় প্রতিভা খেল্ সুরু করল।

এই গভর্ণর ব্যক্তিটি বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। আমি মনে করি এই লোকটি ছিল সদা প্রস্তুত, আর সেজন্য তার হাতে সময়ও থাকতো। হ্যাঁ এই ব্যক্তি খুব তৎপর ছিল। টেবিলে হাত রেখে সেক্রেটারীর দিকে সে মুখ ফেরালো।

'আমেরিকান সেনিওরেরা কি স্প্যানিশ জানেন?' দেশীয় ভাষায় সে জিগগেস করে।

'না, ওরা জানে না', মেলিংগার বললে।

'তাহলে শুনুন', সেই ল্যাটিন ব্যক্তিটি বললে তৎক্ষণাৎ, 'বাজনা চমৎকার, কিন্তু দরকারী নয়। কাজের কথাই হোক, আমি ভালই জানি কেন আমরা এখানে এসেছি। কেন না, এখানে আমি দেখছি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও। সেনিওর মেলিংগার, গতকাল আপনি কানাঘুষায় শুনেছেন আমাদের প্রস্তাব। আজ আমরা খোলাখুলি বলব। আমরা জানি আপনি প্রেসিডেনটের নেক্‌নজরে আছেন, আর তাঁর ওপর আপনার প্রভাবও আমাদের অজানা নয়। সরকার বদল হবেই। আপনার কাজের মূল্য আমরা বুঝি। আপনার বন্ধুত্ব ও সাহায্য আমাদের এতই কাম্য যে···;' মেলিংগার হাত ওঠায় কিন্তু গভর্ণর তাকে থামিয়ে দেয়; 'আমার বলা শেষ হলে আপনি কথা বলবেন।'

গভর্ণর তারপরে একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর মেলিংগারের হাতের কাছে রাখে।
'এর মধ্যে আপনি পাবেন পঞ্চাশ হাজার ডলার আপনার দেশের মুদ্রায়। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের কাছে আপনার দাম অতগুলি টাকা হতে পারে। রাজধানীতে ফিরে যান। আমরা যেমন নির্দেশ দিই তেমনি করুন। ওই সঙ্গে একটা কাগজ পাবেন যাতে আপনাকে যা করতে হবে সব লেখা আছে। না বলবার মতো নির্বুদ্ধিতা দেখাবেন না।'
গভর্ণর ব্যক্তিটি থামল, চোখ তার মেলিংগারের দিকে, কত ব্যঞ্জনা তাতে, কত নিরীক্ষণ। আমি মেলিংগারের দিকে তাকালাম, আর, আমার মনে হল এ সময়ে বিলি রেনফ্রো যে তাকে দেখতে পাচ্ছে না সেটাই ভালো। কপালে তার ঘাম ফুটে উঠেছে, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে, আঙুলের প্রান্ত দিয়ে প্যাকেটটিতে টোকা দিচ্ছে। কোলোরাডো মাডুরোর দল তার গোপন ব্যবসাটি আত্মস্যাৎ করতে চায়। একবার সে তার রাজনীতি পালটাক, পাঁচটি আঙুলে প্যাকেটটি ধরে ভিতরের পকেটে পুরে ফেলুক।
হেনরী ফিসফিস করে জিগগেস করে, 'প্রোগ্রামে ছেদ পড়ল কেন?' আমি ফিসফিসিয়ে উত্তর দিই: 'এইচ পি ঘুষের খপ্পরে পড়েছে, বিরাট আকারের, সেনেটারের সাইজের, আর এই কেলেগুলো ওকে ভাবিয়ে তুলেছে।' আমি দেখলাম মেলিংগারের হাত প্যাকেটটির আরো কাছে চলে যাচ্ছে। হেনরীকে ফিসফিস করে বললাম, 'ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।' হেনরী বলল, 'আমরা ওকে মনে করিয়ে দেবো নিউউয়র্কের থারটি ফোরথ স্ট্রীটের বাদামভাজাওয়ালার কথা।'
হেনরী ঝুঁকে বাক্স থেকে একখানা রেকর্ড বের করল, ফোনোগ্রাফে লাগালো আর চালিয়ে দিল। সেটা ছিল কর্ণেটের সোলো বাজনা, অতি চমৎকার, নিখুঁত, নাম ছিল-হোম, সুইট হোম। যতক্ষণ সেই সুর বাজছিল পঞ্চাশজনের একজনও নড়েনি আর গভর্ণর তার চোখের দৃষ্টি স্থির রেখেছে মেলিংগারের দিকে। আমি দেখলাম আস্তে আস্তে মেলিংগারের মাথা উঁচু হচ্ছে আর তার হাত সরে আসছে প্যাকেট থেকে! রেকর্ডটির সুরের শেষ ধ্বনিটি পর্যন্ত কেউ নড়েনি। আর

তারপরেই হোমর পি মেলিংগার টাকার বাণ্ডিলটি তুলে নিয়ে মারল ছুঁড়ে গভর্ণরের মুখে।

'এই আমার উত্তর', বললে মেলিংগার প্রাইভেট সেক্রেটারী, 'আর একটি উত্তর পাবে কাল সকালে। তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আছে আমার কাছে। শো শেষ হয়েছে ভদ্র-মহোদয়গণ।'

'এখনো এক অঙ্ক বাকি রয়েছে', গভর্ণর বললে, 'তুমি তো প্রেসিডেণ্টের চাকর, চিঠি নকল করো আর দরোজায় কেউ ধাক্কা দিলে খুলে দাও। আমি এখানকার গভর্ণর। সেনিওরগণ, আমি আপনাদের আদেশ করছি আমাদের আদর্শের খাতিরে এই ব্যক্তিকে ধরুন।'

সেই ষড়যন্ত্রকারীদের দল চেয়ারগুলি ঠেলে রেখে একসঙ্গে এগিয়ে এলো। আমার কাছে স্পষ্ট প্রতীত হল মেলিংগারের একটা ভুল হয়েছে গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ডের নাটক করার লোভে তার শত্রুকে দলবদ্ধভাবে ডাকা। আমার মনে হয়েছিল ওর আরো একটা ভুল হয়েছে কিন্তু সেকথা থাক। মেলিংগারের আর আমার ব্যবসা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি অনুসারে মতভেদ থাকা সম্ভব।

সেই ঘরে একটি দরোজা, একটি জানালা, দুটিই ঘরের সামনের দিকে। এদিকে জন পঞ্চাশ ল্যাটিন ব্যক্তি দল বেঁধে আসছে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতিভূকে বাধা দিতে। বলতে পারো আমরা তিনজন, কেননা আমি আর হেনরী তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলাম নিউইয়র্ক সিটি আর চেরোকী জাতির সহানুভূতি দুর্বলতর দলের দিকে।

আর তখনই হেনরী হরসকলার উঠল একটি পয়েণ্ট অফ ডিসঅর্ডারে, চমৎকার দেখিয়ে দিল আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের শেখা বিদ্যা, প্রকৃতিদত্ত নতুনত্বের ও স্বাভাবিক বুদ্ধির নমুনা। সে উঠে দাঁড়ালো, দুহাত দিয়ে মাথার দু'পাশের চুলগুলি সমান করে নিল, যেমন ছোট মেয়েদের খেলার সময়ে করতে দেখা যায়।

'তোমরা দুজন আমার পিছনে এসো', হেনরী বললে।

'সরদার, কি করতে হবে?' আমি জিগগেস করি।

ফুটবলের ভাষায় সে বললে, 'আমি ব্যাক সেনটার করতে যাচ্ছি। ওদের মধ্যে কেউ ট্যাকল করতে জানে না, আমাকে ফলো করো তোমরা দুজন খুব কাছাকাছি থেকে, আর খেলা চালাও জোরসে।'

তারপর সেই লাল মানুষটি এমন আওয়াজ ছাড়ল মুখ থেকে যার ফলে সেই ল্যাটিন জনতা থামল, চিন্তিতভাবে ইতস্তত করতে শুরু করল। তার ঘোষণায় ছিল কারলাইলের যুদ্ধনাদ আর চেরোকী কলেজের জয়-ধ্বনির মিশ্রণ। সেই চকোলেট রঙের দঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেরুল ঠিক যেন একটি মটরদানা একটি ছোট ছেলের নিগ্রো শুটার গুলতি থেকে। তার ডান হাতের কনুইয়ের ধাক্কায় গভর্ণর ছিটকে পড়ল ফায়ার প্লেসের জালির ওপর আর তার ফলে তার দৈর্ঘ্য বরাবর একটি গলির সৃষ্টি হল এত চওড়া যে একজন স্ত্রীলোক একটি মই কোন কিছুতে না ঠেকিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে আর মেলিংগারকে কেবল তাকে অনুসরণ করতে হল। সেই রাস্তা থেকে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে আসতে আমাদের তিন মিনিট লাগল, এখানকার বিলি ব্যবস্থা মেলিংগারের নিয়ন্ত্রণে। একজন কর্ণেল আর এক ব্যাটেলিয়ন খালি পায়ের পদাতিক নিয়ে আমরা ফিরে গেলাম সেই জলসার জায়গায়, কিন্তু চক্রান্তকারীর দল তখন চলে গেছে। আমরা ফোনোগ্রাফটি ফিরে পেলাম, যুদ্ধের সম্মান সহ, ছাউনিতে আমরা ফিরে এলাম বাজাতে বাজাতে "সব কালোই আমার কাছে একরকম।" পরের দিন মেলিংগার আমাকে আর হেনরীকে একপাশে নিয়ে গেল আর দশ, কুড়ি ডলারের নোট ছাড়তে থাকে।

'আমি এই যন্ত্রটা কিনতে চাই, কালকের ফাংশনের শেষ সুরটি আমার ভালো লেগেছিল', ও বললে।

'মেসিনের দামের থেকে এযে অনেক বেশী টাকা', আমি বলি। মেলিংগার বললে, 'এতো সরকারী টাকা, সরকার দিচ্ছে, তাছাড়া এই সুর বাজাবার জাঁতাটি সরকার সস্তায় পাচ্ছে।'

আমি আর হেনরী তা বেশ ভালভাবেই জানতাম। আমরা জানতাম যে এই ফোনোগ্রাফ হোমর পি মেলিংগারের গোপন ব্যবসা অটুট রেখেছ যখন সে প্রায় তা হারিয়ে বসেছিল। কিন্তু তাকে বলিনি যে আমরা সেটা জানতাম।

'বন্ধুগণ, তোমরা এখন কিছুদিন এই উপকূল দিয়ে আরো নীচের দিকে চলে যাও', মেলিংগার বললে, 'যতদিন না আমি এই বদমাশগুলোকে পাকড়াচ্ছি। যদি তোমরা না যাও তাহলে ওরা তোমাদের বিপদে ফেলবে। আর যদি বিলি রেনফ্রোর সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাকে

বোলো আমি নিউইয়র্কে ফিরে আসছি যেইমাত্র সৎভাবে কিছু টাকা জমিয়ে উঠতে পারব।'

আমি আর হেনরী গা ঢাকা দিয়ে রইলাম কয়েকদিন, তারপর সেই স্টীমারটা ফিরে এলো।

তীরে যখন ক্যাপটেনের নৌকা দেখলাম, আমরা জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে ক্যাপটেনের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল।

'বলেছিলাম, তোমরা আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে'; সে বললে, কোথায় সেই মাসের পরোটা তৈরীর মেসিনটা ?'

'ওটা এখানে থাকছে, এখানে হোম, সুইট বাজাবে', আমি বললাম।

'আমিও তো তাই বলেছিলাম', ক্যাপটেন বললে, 'ওঠ নৌকায়।'

'আর, এইভাবে', কেওগ বললে, ''আমি আর হেনরী হরসকলার এই দেশে ফোনোগ্রফের প্রচলন করি। হেনরী ফিরে গেল স্টেটস-এ আর আমি এই নিরক্ষীয় অঞ্চল চুঁড়ে বেড়াচ্ছি সেই সময় থেকে। ওরা বলে তারপর থেকে মেলিংগার ওই ফোনোগ্রাফটি ছেড়ে এক মাইল দূরেও থাকতে পারত না। আমার মনে হয় ওটা ওকে মনে করিয়ে দিত ওর গোপন ব্যবসার কথা যখনি ও শুনতে পেত ঘুষদাতার ভৌতিক গলার আওয়াজ আর দেখত তাদের চোখের ইসারা আর হাতে ঘুষের টাকা।'

'আমার মনে হয় একটি স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে ওটা দেশে নিয়ে যাচ্ছে', কনসাল বললে।

'না, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নয়', কেওগ বললে, 'নিউইয়র্কে ওর দুটো লাগবে, একটা দিনে ও একটা রাত্রে বাজবে।'

সাত

টাকার ধাধা

আঞ্চুরিয়ার নতুন সরকার কাজ আরম্ভ করল উৎসাহের সঙ্গে। প্রথম কাজ হল কোরালিওতে একজন প্রতিনিধি পাঠানো, কড়া নির্দেশ দিয়ে যে সম্ভব হলে যে কোন উপায়ে সেই অর্থ উদ্ধার করতে হবে যা

হতভাগ্য মিরাক্লোরেস ট্রেজারি থেকে সরিয়েছিল। নতুন প্রেসিডেনট লোসাদার প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল এমিলিও ফালকনকে রাজধানী থেকে পাঠানো হয়েছিল এই দরকারী তদন্তের ভার দিয়ে। উষ্ণমণ্ডলের কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেনটের একান্ত সচিবের পদটির দায়িত্ব অনেক। তাকে হবে কুটনীতিজ্ঞ, গুপ্তচর, প্রশাসক, তার প্রধানের দেহ রক্ষী, গোপন চক্রান্ত বা বিপ্লবের ষড়যন্ত্র ভ্রুণ অবস্থায় ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আন্দাজ করার ক্ষমতা। গদীর পিছনে সকল শক্তি বা নীতির নির্দেশনা অনেক সময়ে তারই, এবং প্রেসিডেনট তাকে পছন্দ করে নির্বাচন করেন বিবাহের পাত্রী নির্বাচনের থেকে ডজনগুণ বেশী যত্নের সঙ্গে। কর্ণেল ফালকন একজন সুন্দর, শিক্ষিত ভদ্রলোক, স্প্যানিশ সৌজন্যতা ও সুস্মিত মেজাজের প্রতীক তিনি এলেন কোরালিওতে হারানো টাকার থলির জুড়িয়ে যাওয়া পদচিহ্ন ধরে খুঁজে বের করবার কাজটি নিয়ে। কোরালিওতে তিনি মিলিটারী কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, কারণ তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই অন্বেষণে সহযোগিতা করার। কর্ণেল ফালকন কাসা মোরেনার একটি কামরায় তাঁর অফিস বসিয়েছিলেন। এক সপ্তাহ ধরে সেখানে আধা সরকারী অধিবেশন ডেকেছিলেন, তিনিই একক প্রধান জুরী। ডেকে পাঠালেন সেই সব ব্যক্তিদের যাদের সাক্ষ্য কোনরূপ আলোকপাত করতে পারবে সেই আর্থিক ট্রাজেডির ব্যাপারে, প্রয়াত প্রেসিডেনটের মৃত্যুর মতো সামান্য ট্রাজেডির সঙ্গে যা ঘটেছিল।

এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল যাদের তার মধ্যে দুতিন জন-যার একজন সেই নাপিত এসতেবান ছিল—তারা ঘোষণা করল যে প্রেসিডেনটের সমাধির পূর্বে তারা তাঁকে সনাক্ত করেছিল। মহামহিম সেক্রেটারীর সামনে দাঁড়িয়ে এসতেবান সাক্ষ্য দিল, 'হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি প্রেসিডেনট ছিলেন, নিঃসন্দেহে। বিবেচনা করুন, যার দাড়ি কামাবো তার মুখ দেখবনা? তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটি ছোট বাড়ীতে, তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য। তাঁর দাড়ি ছিল কালো, ঘন। প্রেসিডেনটকে আমি আগে দেখেছিলাম কি? একবার সলিটাস-এ তাঁকে দেখেছিলাম গাড়ীচড়ে যেতে, অনেক দূর থেকে। আমি তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিলাম, আমাকে তিনি একটি

সোনার টাকা দিলেন, বলেছিলেন কাউকে কিছু না জানাতে। কিন্তু আমি একজন লিবারেল, আমার দেশকে আমি ভক্তি করি, আমি আমি বলেছিলাম সেনিওর গুডউইনকে।'

'জানা গেছে', কর্ণেল ফাল্কন বললেন মিষ্টি গলায়, 'যে বিগত প্রেসিডেনটের সঙ্গে ছিল একটা বড়ো আমেরিকান চামড়ার ব্যাগ যাতে অনেক টাকা ছিল। তুমি কি সেটা দেখেছিলে?'

'দেভেরাস, সত্যি বলতে, না', এসতেবান উত্তর দিল। 'সেই ছোট বাড়ীতে আলো ছিল একটা তেলের বাতি যাতে প্রেসিডেনটের দাড়ি কামাতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। এরকম হয়ত কিছু ছিল কিন্তু আমি দেখিনি। সে ঘরে একজন তরুণী মহিলা ছিল, একজন সেনিওরিটা, অতি সুন্দরী, যাকে খুব কম আলোতেও দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু টাকা, সেনিওর, বা সেই আধারটি যাতে তা রাখা ছিল আমি তা দেখিনি।'

কমানডানট্ আর অন্য অফিসারেরা সাক্ষ্য দিল যে তারা জেগে উঠেছিল এবং সতর্ক হয়েছিল হোটেল দেলোস এসত্রানজারোস থেকে গুলির আওয়াজে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সম্মান বজায় রাখার জন্য তখনি তারা সেখানে ছুটে যায়, দেখে একব্যক্তি মৃত আর তার হাতে ধরা ছিল একটা পিস্তল। সেই মৃত ব্যক্তির পাশে একজন তরুণী খুব কাঁদছিল। ওরা যখন সে ঘরে যায় তখন সেনিওর গুডউইন সেখানে ছিলেন। কিন্তু টাকার ব্যাগ তারা দেখেনি।

মাদামা টিমোতি ওরতিজ, সেই হোটেলের মালিকান—যেখানে ফকস ইন দি মরনিং-এর খেলা শেষ হয়েছিল—বললেন সেই দুজন অতিথি আসার কাহিনী।

'আমার বাড়ীতে তারা এলো', তিনি বললেন, 'একজন সেনিওর, বৃদ্ধ বলা চলেনা, একজন সেনিওরিটা, খুব সুন্দরী। তারা বলেছিল কোন খাদ্য বা পানীয় তাদের লাগবেনা, এমন কি আমায় অগুয়ারদিয়েন্তে পর্যন্ত নয়, যা সবার সেরা। তাদের ঘরে তারা উঠে গেল, ন্যুমেরো ন্যুয়েভে আর ন্যুমেরো দিয়েথ। তারপরে এলেন সেনিওর গুডউইন, উনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর আমি একটা ভীষণ জোরে শব্দ শুনলাম যেন কামানের আওয়াজ- সবাই বলল পুরানো প্রেসিডেন্ট গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।

এসতা বিউয়েনো, আমি টাকার ব্যাপারটা জানিনা বা যে বস্তুতে টাকাটা রাখা ছিল সেটাও দেখিনি।'
শীঘ্রই কর্ণেল ফালকন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া টাকার বিষয়ে যদি কেউ কোন সন্ধান দিতে পারে তাহলে সে ব্যক্তি হবে সেনিওর গুডউইন। কিন্তু বিজ্ঞ সেক্রেটারী সেই আমেরিকান ব্যক্তিটির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করলেন অন্য রাস্তায়। গুডউইন নতুন সরকারের একজন শক্তিশালী বন্ধু এবং এমনই এক ব্যক্তিত্ব যার সততা বা সাহসের ব্যাপারে উদাসীন ভাবে কোন পন্থা নিয়ে কাজ করা যায়না। এমন কি প্রাইভেট সেক্রেটারী ও এই রাবারের রাজপুত্র বা মেহগিনির জমিদারকে সাধারণ নাগরিকের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইতঃস্তত করলেন। তাই তিনি গুডউইনকে পাঠালেন একটি পুষ্প কোমল পত্র যার প্রতিটি শব্দ থেকে মধু ঝরছে। তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে একটি সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করার জন্য। উত্তরে গুডউইন সেক্রেটারীকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালো তার বাড়ীতে।
নিমন্ত্রণের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমেরিকান নিজে হেঁটে গেল কাসা মোরেনাতে এবং অকপট বন্ধুভাবে অতিথিকে অভিবাদন করল। তারপর দুজনে একত্রে হেঁটে এলো, শান্ত বিকেলে, গুডউইনের বাড়ীতে, ওই পাড়াতেই।
কর্ণেল ফালকনকে বসতে দিল একটি বড়ো ঠাণ্ডা ছায়া ঘেরা ঘরে যার পালিশ করা কাঠের মেঝে আমেরিকার যে কোন লক্ষপতির ঈর্ষার বস্তু, তারপরে সে ভিক্ষা করে নিল অল্প সময়। পেরিয়ে গেল একটি বারান্দা যেখানে গাছপালা ও জাফরী দিয়ে ছায়া করা আছে। সে এলো একটি লম্বা বড়ো কামরায়-অপর মহলে সমুদ্রের দিকে। বড়ো বড়ো খড়খড়ি গুলি খোলা ছিল, সমুদ্রের বাতাস ঘরের মধ্যে আনছিল স্বাস্থ্য ও স্নিগ্ধতার তরঙ্গ। গুডউইনের স্ত্রী বসেছিল একটি জানালার পাশে, বিকেলের সমুদ্রের একটি জল রঙের ছবি সে আঁকছিল।
এই স্ত্রীলোকটিকে দেখে মনে হবে সে সুখী-শুধু তাই নয়, তাকে দেখে মনে হবে সে তৃপ্ত। কোন কবি যদি যথাযথ উপমার সাহায্যে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে যায় তাহলে তার পূর্ণ স্বচ্ছ চোখ, সাদার

মাঝখানে ধূসর চোখের তারার সঙ্গে চাঁদের দেশের ফুলের তুলনা সে করবে। পুরাণের সেই সব দেবীরা যাদের সৌন্দর্য সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছে, শ্রীমতী গুডউইনের বর্ণনায় কবি তাদের বাদ দেবে। তার সৌন্দর্য স্বর্গের, ওলিমপাস পর্বতের নয়। যদি কল্পনা করা যায় ঈভ বিতাড়িত হয়ে অগ্নিময় যোদ্ধাদের মোহিত করে আবার শান্তভাবে উদ্যানে ফিরে এসেছেন তবেই তার সৌন্দর্যের উপলব্ধি তোমার হবে। তেমনি মানবীয় অথচ ইডেনের সঙ্গে মানানসই ছিলেন শ্রীমতীগুডউইন।

যখন তার স্বামী ঘরে এলো, সে তাকাল মুখ তুলে, তার অধরোষ্ঠ ফাঁক হল, দেখা দিল কুঞ্চনের রেখা। চোখের পাতা দুতিন বার কেঁপে উঠল—এই চাঞ্চল্য (কাব্যদেবী ক্ষমা করুন) মনে করিয়ে দেয় বিশ্বস্ত কুকুরের লেজ নাড়ার কথা, তার দেহ সামান্য তরঙ্গিত হল, মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত উইলো গাছের মতো। এইভাবে সে তার স্বামীর আগমনে সাড়া দিত যদি দিনের মধ্যে বিশবারও গুডউইন আসত তার কাছে। কোরালিওতে যারা মদের বোতলের সামনে বসে ইসাবেল গিলবার্টের পূর্বজীবনের চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলির আলোচনা করত, তারা যদি ফ্রাঙ্ক গুডউইনের স্ত্রীকে সেই অপরাহ্নে গৃহিনীর সম্ভ্রম ও মহিমায় ভূষিত অবস্থায় দেখত তাহলে তারা বিশ্বাস করতে চাইত না, বা ভুলে যেতে রাজী হত সেই সব বিচিত্র কাহিনী সেই মহিলাকে জড়িয়ে যার জন্য তাদের প্রেসিডেনট তাঁর দেশ, তাঁর সম্মান হারিয়েছিলেন।

'একজন অতিথিকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে এনেছি', গুডউইন বললে, 'একজন কর্ণেল ফালকন, সান মাটেও থেকে সরকারী কাজে এসেছে। আমার মনে হয়না তোমার তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন দরকার আছে। তোমার জন্য আমি স্ত্রী সুলভ সুবিধাজনক, আর অনিন্দ্যনীয় মাথাধরার ব্যবস্থা করলাম।'

'সেই হারানো টাকার ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য এসেছে, তাই নয় কি ?' তার স্কেচ থেকে মুখ না তুলে বললে মিসেস গুডউইন।

'ঠিকই আন্দাজ করেছ', গুডউইন বললে, 'স্থানীয় লোকেদের গত তিন দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কিন্তু আঙ্কল স্যামের একজন প্রজাকে কাঠগড়ায় টেনে আনতে লজ্জা পাচ্ছিল, তাই ব্যাপারটাকে একটা একটা সামাজিক ফাংশনের বাইরের চেহারা দিতে রাজী হয়েছে।

আমারই খাদ্য ও পানীয়ের সদব্যবহার করতে করতে আমার নির্যাতন করবে আর কি।'

'এমন কোন লোকে পেয়েছে কি, যে দেখেছিল টাকার ব্যাগটা?'

'একজনও নয়। এমন কি মাদামা ওরতিজ যাঁর চোখ কতই সজাগ শুল্ক বিভাগের লোক কখন আসছে দেখতে, তিনিও মনে করতে পারেননি কোন মাল পত্র ছিল কি না।'

শ্রীমতীগুডউইন তুলি নামিয়ে রাখল, তারপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমি খুব দুঃখিত ফ্রাঙ্ক', সে বললে, 'ওরা তোমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে ওই টাকার ব্যাপারে। কিন্তু আমরা ওদের জানতে দিতে পারিনা, তাই নয় কি?'

'কখনোই নয়, তা দিলে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে', গুডউইন হেসে উঠে বললে, সে একধরণের কাঁধ ঝাঁকানি দিল যেটা সেনেটিভদের কাছে শিখেছিল।

"আমেরিকানো" যদিও আমি কিন্তু যেই ওরা জানতে পারবে যে ওই টাকার ব্যাগটা আমরা আত্মস্থাৎ করেছি তার আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে কালাবোঝায় নিয়ে যাবে। না, আমরাও তেমনি অজ্ঞ সাজব ওই টাকার ব্যাপারে, কোরালিওর আর পাঁচজন মূর্খেরই মতো।'

'তুমি কি মনে করো যে লোকটিকে ওরা পাঠিয়েছে সে তোমাকে সন্দেহ করে?' জিজ্ঞেস করল শ্রীমতী গুডউইন, তার ভ্রূদুটি একটু কুঁচকে।

'সন্দেহ না করাই ভাল, তারপক্ষে', নিরুদ্বেগে বললে গুডউইন, 'ভাগ্যের কথা ওই টাকার থলিটা কেবল আমার চোখে পড়েছিল। গুলি ছোঁড়ার সময় আমি ছিলাম সেই ঘরগুলিতে। সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই এই ব্যাপারে আমার ভূমিকা কতটুকু ছিল সেটাওরা বিশেষ করে তদন্ত করবে। কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। ঘটনার সূচী অনুসারে দেখা যাচ্ছে কর্ণেলের একটি ভাল মতো নৈশাহার পাওনা পাওনা রয়েছে যার শেষে মিষ্টান্নের জায়গায় থাকবে আমেরিকান ধাপ্পা। এই ব্যাপারের শেষ এখানেই হবে, আমি মনে করি।'

শ্রীমতীগুডউইন উঠে গেল জানালার ধারে। গুডউইন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গুডউইনের শক্তিমান দেহের ওপর শরীরের ভার রেখে তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল যেমন সে সব সময়ই রাখত সেই অন্ধকার

রাত্রি থেকে যেদিন গুডউইনকে সে তার আশ্রয়ের দুর্গ ভেবে নিয়েছিল। এইভাবে তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

জানালার সামনে উষ্ণমণ্ডলের ঘন সবুজ শাখা, পাতা ও লতার প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে নিপুণতার সঙ্গে একটি দৃশ্যপট ছেঁটে কেটে রাখা হয়েছে যার শেষে কোরালিওর সুন্দরী গাছের জলার পরিষ্কার করা অংশ। এই শূন্যময় সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে তারা দেখতে পেল সেই সমাধি আর তার কাঠের ফলক যাতে হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের নাম লেখা ছিল। এই জানালা থেকে, যখন বৃষ্টির জন্য নিকটে যাওয়া সম্ভব হত না বা সূর্য যখন প্রখর উজ্জ্বল তখন গুডউইন-এর সবুজ ফলবান ছায়াময় ঢালু জমির ওপর থেকে তার স্ত্রী সেই সমাধির দিকে শান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত যদিও তার বর্তমান সুখের সেটা কোন বিঘ্ন ছিল না।

'আমি তাঁকে কত ভালবাসতাম, ফ্রাঙ্ক', সে বললে, 'সেই নিদারুণ পালানো আর তার ভয়ঙ্কর পরিনাম সত্ত্বেও। তুমি আমাকে কত দয়া করেছ, আমাকে কত সুখী করেছ। সব কিছু কি রকম জটিল ধাঁধার মতো হয়ে গেল। আচ্ছা, ওরা যদি জানতে পারত যে টাকাগুলি আমরা পেয়ে ছিলাম তাহলে কি ওরা তোমাকে বাধ্য করতে পারত সরকারকে তা ফেরত দিতে?'

'ওরা নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করত', গুডউইন বললে। 'তুমি ঠিক বলেছ, যে ব্যাপারটা একটা ধাঁধা আর ধাঁধাই থাকুক ফালকন আর তার দেশের লোকেদের কাছে যতক্ষণ না এর সমাধান হচ্ছে আপনা থেকেই। তুমি আর আমি, যারা এই ব্যাপারে অন্য সকলের চেয়ে বেশী জানি, আমরাও সমাধানের অর্ধেকটা জানি। এই টাকার ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত ও আমরা বাইরে যেতে দিতে পারিনা। ওরা যে কোন থিয়োরীতে আসুক প্রেসিডেন্ট টাকাগুলি পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন বা কোরালিওতে পৌঁছবার আগেই জাহাজে করে দেশের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মনে হয় না ফালকন আমাকে সন্দেহ করে। ও খুবই নিখুঁত তদন্ত করার চেষ্টা করছে যেমন ওর ওপর নির্দেশ কিন্তু জানতে ও কিছুই পারবে না।'

এই সব কথাবার্তা ওদের হল। কেউ যদি গোপনে ওদের কথা শুনত বা অলক্ষ্যে ওদের দেখত তাহলে আর একটি ধাঁধার উদ্ভব হত।

কারণ, তাদের দুজনের মুখের চেহারায় বা ভাবও ভঙ্গিতে যা দেখা যাচ্ছিল (যদি মুখের চেহারা বিশ্বাসযোগ্য হয়) তা ছিল স্যাকসন সততা আর গর্ব আর সম্মানযোগ্য চিন্তা। গুডউইন-এর স্থির চোখ আর দৃঢ় মুখভঙ্গি যা বাস্তবের ছাঁচে ঢালা হয়েছে তার অন্তরের দয়া, মহত্ত্ব আর সাহস দিয়ে, সেই মুখাবয়বে তার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন ভাবই ফুটে ওঠেনি। আর তার স্ত্রীর কথা বলতে গেলে তার মুখসৌষ্ঠব তার দোষীসুলভ কথাবার্তা সত্ত্বেও নিষ্কলুষতা ঘোষণা করছে। ভঙ্গিতে মহিমা, চোখের দৃষ্টিতে পবিত্রতা, তার স্বতস্ফুর্ত আত্ম নিবেদন একবারও এই চিন্তা মনে জাগায়না যে প্রেমের জন্য, প্রেমাস্পদের অপরাধের ভাগ সে নিয়েছে। না, এখানে একটা অসঙ্গতি রয়েছে চোখের দেখা আর কানের শোনার মধ্যে।

গুডউইন আর তার অতিথিকে ডিনার দেওয়া হল বারান্দায়, শীতল ছায়াঘেরা লতা ও ফুলের মাঝখানে। আমেরিকান গৃহস্বামী মহিমায় উজ্জ্বল সেক্রেটারীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে নিল শ্রীমতী গুডউইন-এর অনুপস্থিতির জন্য, যিনি অসুস্থ মাথার যন্ত্রণায়, যে মাথার যন্ত্রনা সামান্য ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে।

আহারের পরে প্রথামতো কফি আর সিগার নিয়ে তারা বসল। কর্ণেল ফালকন অপেক্ষা করলেন, প্রকৃত স্প্যানিশ সৌজন্যতার যেমন রীতি, যে গৃহস্বামী সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন সেই বিষয়টি যার আলোচনার জন্য এই আয়োজন। বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না। সিগার ধরানো মাত্র আমেরিকান পথ পরিষ্কার করল জিগগেস করে যে সেক্রেটারী মহাশয়ের তদন্ত এ পর্যন্ত কোন আলোকপাত করতে পেরেছে কি সেই হারানো টাকা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে।

'আমার আজ অবধি এমন একজনের সঙ্গে দেখা হল না যে সেই ব্যাগটা বা টাকা দেখেছে। তবুও আমি লেগে রয়েছি। রাজধানীতে প্রমাণ রয়েছে যে প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস সানমাটেও থেকে রওনা হয়েছিলেন এক লক্ষ ডলার সঙ্গে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে ছিল অপেরার গায়িকা ইসাবেল গিলবার্ট। সরকার সরকারীভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতে চায়না' কর্ণেল ফালকন একটু হেসে বললেন, 'যে আমাদের বিগত প্রেসিডেন্টের রুচি এমন হবে যে তাঁর পলায়ন পথে বাড়তি বোঝা স্বরূপ কাম্য বস্তু দুটির একটিকেও পরিত্যাগ করবেন।'

‘আমার মনে হয় আপনার জানা দরকার এই ব্যাপারে আমার কি বলবার আছে’, গুডউইন সোজাসুজি কাজের কথায় আসে। ‘সেজন্য বেশী কথা খরচ করার দরকার হবে না।’

‘সেই রাত্রে এখানে আমাদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমি প্রেসিডেন্টের সন্ধানে ছিলাম। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় গোপন বার্তায় ইঙ্গলহার্ট-এর একটি টেলিগ্রামে আমাকে জানানো হয়েছিল। ইঙ্গলহার্ট রাজধানীতে আমাদের একজন নেতা। রাত্রি দশটা নাগাত আমি দেখতে পাই একজন লোক ও একটি স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়ে দ্রুত যাচ্ছে। তারা হোটেল দেলোস এসত্রানজারোস-এ যায় ও সেখানে ঘর ভাড়া নেয়। আমি তাদের অনুসরণ করে ওপর তলায় যাই। বাইরে পাহারায় রেখে যাই এসতেবানকে যে ইতিমধ্যে এসেছিল। নাপিত আমাকে বলেছিল যে প্রেসিডেন্টের মুখের দাড়ি সে সেই রাত্রে কামিয়েছে, তাই তাঁকে কামানো-গাল অবস্থায় দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যখন আমি তাঁকে জনগণের তরফ থেকে অভিযোগ করলাম তখন একটি পিস্তল বের করে তিনি নিজেকে তৎক্ষণাৎ গুলি করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক অফিসার আর নাগরিকেরা এসে পড়ল। পরের ঘটনার বিবরণ আমার মনে হয় আপনার জানা আছে।’ গুডউইন থামল। লোসাদার চর অপেক্ষা করতে থাকে, ভাব দেখায় যে আরো কিছু শুনতে চায়।

‘আর তারপর’, আমেরিকান বলতে থাকে অপর ব্যক্তির চোখের ভিতর স্থির দৃষ্টি রেখে, প্রতিটি শব্দের ওপর ইচ্ছাকৃত জোর দিয়ে, ‘আপনি আমাকে বাধিত করবেন যা আমি এখন বলব যত্ন করে শুনে। আমি কোন ব্যাগ বা থলি কোন রকমের দেখিনি বা কোন টাকা যা আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্রের। যদি প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস সরকারী তহবিলের কোন টাকা নিয়ে পালিয়ে থাকেন বা তাঁর নিজের কোন টাকা আমি তার কোন চিহ্ন দেখিনি সেই বাড়ির মধ্যে বা অন্যত্র, সে সময় বা অন্য সময়। এই উক্তিটিতে কি আমার বিষয়ে আপনার যা কিছু তদন্ত করার ছিল তার সব কিছু মিটছে।’ কর্ণেল ফালকন মাথা নত করে অভিবাদন করলেন, তাঁর চুরুট একটি নিখুঁত বঙ্কিমরেখা আঁকল। তার কর্তব্য শেষ হয়েছে। গুডউইনকে প্রতিবাদ করা যায়না। সে সরকারের একজন অনুগত সেবক এবং নতুন প্রেসিডেন্টের

পূর্ণ আস্থা আছে তার ওপর। চরিত্রের ঋজুতা ছিল গুডউইনের মূলধন যা তাকে বিশ্বাসী করেছে, ঠিক যেমন মিরাফ্লোরেসের সেক্রেটারী মেলিংগার-এর গোপন ব্যবসা করেছিল তাকে। 'অনেক ধন্যবাদ সেনিওর গুডউইন', ফালকন বললে, 'এই খোলাখুলি কথাবার্তার জন্য। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট প্রেসিডেন্টের কাছে। কিন্তু সেনিওর গুডউইন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি ক্লু ধরে অনুসরণ করতে। এর একটির আমি এখনো কাছেই আসতে পারিনি। আমাদের ফরাসী বন্ধুরা বলেন শের-সে লা ফাম—যখন একটা রহস্যের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের খুঁজে দেখতে হবেনা। যে স্ত্রীলোকটি বিগত প্রেসিডেন্টের সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর পলায়নের সময়ে তিনি নিশ্চয়ই…'
'এক্ষেত্রে আমি আপনাকে বাধা দেবো', গুডউইন মাঝপথে বললে। 'হ্যাঁ এটা ঠিক কথা সেই হোটেলে আমি যখন প্রেসিডেন্ট মিরা-ফ্লোরেসকে আটক করতে এসেছিলাম তখন আমি সেখানে একজন মহিলাকে দেখি। আমি অনুরোধ করবো, দয়া করে মনে রাখবেন তিনি এখন আমার স্ত্রী। আমি যা বললাম তা যেমন নিজের তরফ থেকে তেমনি ওঁর তরফ থেকেও। উনিও সেই ব্যাগের পরিণতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, বা সেই টাকার বিষয়েও যা আপনারা খুঁজছেন। আপনি মহামহিম প্রেসিডেন্টকে বলবেন আমি তাঁর নির্দোষীতার গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমার বলার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়, কর্ণেল ফালকন, যে আমি চাইনা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা বিরক্ত করা হোক।'
কর্ণেল ফালকন আবার মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন। 'পর সু-পুয়েসতো, বিলক্ষণ, না না', তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ যেন হয়েছে বোঝাবার জন্য যোগ করলেন, 'তবে এখন সেনিওর আপনার গ্যালারি থেকে দয়া করে আমাকে দেখান যে বহির্দৃশ্যের কথা আপনি বলেছিলেন। আমি সমুদ্র বড় ভালবাসি।'
সন্ধ্যা নাগাত গুডউইন তার অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে শহরে পৌঁছে কালে গ্রানদের এক প্রান্তে তাকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ছেড়ে দিল। সে বাড়ীর দিকে ফিরছিল এমন সময় একজন 'বীলজিবাব' ব্লাইদ যার হাবভাব কোন রাজকীয় সভাসদের মতো

আর বাইরের আকৃতি কাকাতুয়ার মতো গুডউইনকে পাকড়াও করল একটা বার-এর দরোজায় কিছু প্রাপ্তির আশায়।
ব্লাইদের নতুন নামকরণ হয়েছিল তার অধঃপতনের বিরাটত্বের স্বীকৃতি হিসেবে। একদা অতীত কোন স্বর্গ হতে বিদায়ের কালে দেবদূতদের সঙ্গে ছিল তার মেলামেশা। কিন্তু নিয়তি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল মাথা নীচু অবস্থায় উষ্ণ মণ্ডলে যেখানে তার বুকের মধ্যে ছিল পিপাসার জ্বালা যা কখনোই মিটত না। কোরালিওতে তাকে বলা হত সমুদ্রতীরের কুড়ানো দলের একজন কিন্তু আসলে সে ছিল একজন বিবেকবান আদর্শবাদী যার প্রচেষ্টা ছিল জীবনের নিরস সত্যগুলি বিশ্লেষণ করা রাম আর ব্রাণ্ডির সাহায্যে। বীলজিবাবের মতোই তার হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল অনমনীয় দৃঢতার সঙ্গে বীণা বা মুকুট নয়, একটি সোনার ফ্রেমের চশমা, তার হৃত ঐশ্বর্যের চিহ্ন হিসেবে। এই চশমা সে পরত দর্শনীয় বিশিষ্টতার সঙ্গে যখন সে সমুদ্রতীরে টহল দেওয়ার কাজে বেরুত, তার বন্ধুদের থেকে মাশুল আদায়ের জন্য। কোন অজানা উপায়ে তার মদের প্রভাবে রক্তিম মুখমণ্ডল মসৃণভাবে কামানো রাখত। এ ছাড়া সে যে কোন লোককে শোষণ করত বেশ মহিমার সঙ্গে, পর্যাপ্ত মাতলামির আর বৃষ্টি ও হিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় পেতে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য।
'হ্যালো গুডউইন', সেই হতভাগা চেঁচিয়ে ডাকল, 'আমি ভাবছিলাম তোমার দেখা পাবো। বিশেষ করে তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম; চলোনা কোথাও যাই যেখানে আমরা কথা বলতে পারি। তুমি নিশ্চয় জানো এখানে একটি লোককে পাঠানো হয়েছে হতভাগ্য মিরাফ্লোরেস যে টাকাগুলি হারিয়েছিল সেগুলি উদ্ধারের জন্য।'
'হ্যাঁ', গুডউইন বললে, 'আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। চলো এসপাদার দোকানে। আমি তোমাকে দশ মিনিটমাত্র সময় দিতে পারি।'
তারা বার-এ একটি টেবিলে বসল, কাঁচা চামড়ায় মোড়া ছোট ছোট টুলে।
'কিছু পান করবে তো।' গুডউইন বললে।
'কত তাড়াতাড়ি আনবে', ব্লাইদ বললে, 'সকাল থেকে আমার ভিতরটায়

খরা চলছে, হি-মুচাচো, এল আগুয়ারদিয়েন্তে পর আকা।’ (ওহে ছোকরা আমাদের জন্য একটি করে ব্র্যাণ্ডি)।

‘এখন বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে কেন’, গুডউইন বললে পানীয় যখন তাদের সামনে রাখা হল। ‘চুলোয় যাক ভাই’, জড়িত গলায় ব্লাইদ বললে, ‘আমি তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম কিন্তু এখন এইটাই আমার পছন্দ।’ ব্রাণ্ডি সে সবটাই গলায় ঢেলে দিল এবং সতৃষ্ণভাবে খালি গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রইল।

‘আর একটি নাও’, গুডউইন বললে।

‘ভদ্রলোকদের মধ্যে’, সেই বিতাড়িত দেবদূত বললে, ‘আমি তোমার ওই ‘একটি’ শব্দটি পছন্দ করছি না, কিন্তু যে ভাবমূর্তি ওই শব্দটি বোঝাচ্ছে সেটি মন্দ নয়।’ গ্লাসগুলি আবার ভর্তি করা হল। ব্লাইদ নিজের গ্লাস থেকে মহানন্দে চুমুক দিল। প্রকৃত আদর্শবাদীর অবস্থার দিকে সে ক্রমশ এগোচ্ছিল।

‘দুই এক মিনিটের মধ্যে আমাকে যেতে হবে’ গুডউইন আভাস দেয়, ‘কোন বিশেষ কিছু বলার ছিল কি?’ ‘ব্লাইদ তখনি কোন জবাব দিল না।

‘বুড়ো লোসাদা এই দেশকে তার পক্ষে অত্যন্ত গরম করে তুলবে’, অনেক পরে সে বললে, ‘যে ব্যক্তি ট্রেজারির টাকা ভরতি ব্যাগটা সরিয়েছে। নয় কি? তুমি কি বলো?’

‘নিঃসন্দেহে তা সে করবেই’, গুডউইন শান্তভাবে স্বীকার করে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়েছিল, ‘আমাকে এবার বাড়ীর দিকে দৌড়তে হবে হে। মিসেস গুডউইন একলা রয়েছেন। তোমার বিশেষ দরকারী কিছু ছিল না, কি বলো?’

‘ঠিক আছে’, ব্লাইদ বললে, ‘অবশ্য যদি তুমি কিছু মনে না করে যাবার আগে বার থেকে আর এক গ্লাস পানীয় পাঠিয়ে দাও। বুড়ো এসপাদা আমার বাকির খাতাটি বন্ধ করেছে, লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে। আর, এইসবগুলির দামও তুমি দিয়ে যাবে লক্ষ্মীছেলের মতো, দেবে তো?’

‘ঠিক আছে’, গুডউইন বললে, ‘বিউয়েনো নশে, শুভ রাত্রি।’

বীলজিবাব ব্লাইদ তার মদের গ্লাসের সামনে বসে একটি নোংরা রুমাল দিয়ে তার সোনার চশমার ফ্রেম পালিশ করতে থাকে।

'ভেবেছিলাম পারব, কিন্তু পারলাম না', নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললে, কিছুক্ষণ পরে। 'কোন ভদ্রলোক কখনো পারে কি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে, যার সঙ্গে বসে সে পান করে?'

আট

নৌসেনাপতি

চলকে পড়া দুধের জন্য আঞ্চুরিয়ার সরকারের চোখের জল ঝরে না। তার দুধের উৎস অনেকগুলি, আর ঘড়ির কাঁটা সকল সময়ই দোহনের কাল ইঙ্গিত করছে। এমন কি সেই ঘন নবনীত যা ট্রেজারি থেকে মন্থন করেছিল চন্দ্রাহত মিরাফ্লোরেস, নতুন স্বত্বারূঢ় দেশপ্রেমিকেরা তার জন্য খামোকা হাহুতাশে সময় নষ্ট করল না। দার্শনিকের মতো সরকার ঘাটতি পূরণের জন্য আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দিল আর ধনী নাগরিকদের এই মর্মে ইশারা দেওয়া হল যে সামর্থ্য মতো অর্থ সাহায্য দেশপ্রেমের পরিচায়ক হিসাবে গণ্য করা হবে। নতুন প্রেসিডেণ্ট লোসাদার শাসনকালে সমৃদ্ধির সূচনা আশা করা যাবে। ক্ষমতাচ্যুত পদাধিকারীরা আর সামরিক পেটোয়ারা নতুন একটি লিবারেল পার্টি বানালো, আর ক্ষমতায় আবার ফিরে আসার মৎলব ভাঁজতে সুরু করল। আঞ্চুরিয়াতে রাজনীতির খেলা সুরু হল। চৈনিক কমেডির মতো, ধীরে ধীরে জট খুলতে খুলতে তার দৈর্ঘ বিস্তার করতে লাগল। এখানে ওখানে উইংসের ফাঁক দিয়ে আনন্দ উঁকি মারে, অল্পক্ষণের জন্য ললিত পদের বক্তৃতাগুলি আলোকিত করে যায়।

এক ডজন কোয়ার্ট শ্যামপেনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আর তাঁর ক্যাবিনেটের একটি মামুলি বৈঠকে একটি নৌবহরের সৃষ্টি হল আর ডন ফেলিপ ক্যারেরা নিযুক্ত হল নৌসেনাপতি।

এই নিয়োগের বাহাদুরির অনেকটা প্রাপ্য, অবশ্য শ্যামপেনের পরে, ডন সাবাস প্লাসিডোর, সদ্য স্থায়ীকৃত যুদ্ধ মন্ত্রীর।

প্রেসিডেণ্ট ক্যাবিনেটের বৈঠক ডেকেছিলেন কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্নের ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজকর্মের আলোচনার জন্য। বৈঠকটি ক্লান্তিকর,

আলোচনা ও পানীয় হয়ে উঠেছিল শুষ্ক। ডন সাবাসের এক হঠাৎ পাগলামির মেজাজ তাঁকে এই কাজে প্ররোচিত করেছিল যার ফলে গম্ভীর রাষ্ট্র চিন্তার মধ্যে এক চিমটে কৌতুকের মশলা মেশানো হল।
কার্যধারা বিলম্বকরণের মধ্যে ছিল ওরিলা দেল মাব অঞ্চলের উপকুল বিভাগের একটি রিপোর্টের আলোচনা যাতে ছিল কোরালিও শহরেব কাসটম হাউসের আটক করা ঔষধ, চিনি ও থ্রি-স্টার ব্র্যাণ্ডি সমেত পালতোলা জাহাজ এসত্রেলা দেল নশ-এর বিষয়। তার সঙ্গে ছিল ছয়টি মার্টিনি রাইফেল আর আমেরিকান হুইসকি। স্মাগলিং-এর মাঝেই হাতে নাতে ধরা পড়ে এই জাহাজটি এখন আইনত রাষ্ট্রের সম্পত্তি।
কাসটমস্ের কালেকটার তার রিপোর্টে গতানুগতিকতার থেকে আলাদাভাবে এইটুকুই লিখেছিল যে জলযানটি সরকারী কাজে লাগানো উচিত।
দশ বছরের মধ্যে তার ডিপার্টমেন্টের ওই একটিই সাফল্য। কালেকটার তাই নিজের ডিপার্টমেন্টের পিঠ চাপড়ানোর সুযোগ নিয়েছিল।
প্রায়শই সরকারী অফিসারদের দরকার হত উপকূল বরাবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার আর সে জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া জাহাজটি একদল অনুগত উপকূল রক্ষী দিয়ে চালালে স্মাগলিং এর প্রকোপ কমতে পারে।
এই সঙ্গে কালেকটর একজনের নামও উল্লেখ করেছিল যার বিশ্বস্ত হাতে তরীটি নিরাপদে তুলে দেওয়া যায়। কোরালিওর একজন যুবক, নাম ফেলিপ ক্যারেরা—খুব জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন নয়, তবে বিশ্বস্ত আর এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক।
এই ইঙ্গিতে যুদ্ধমন্ত্রী একটি বিরল পরিহাসের উপস্থাপনা করলেন যা সরকারের কার্যকরী সভার একঘেয়েমি দূর করে তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিল।
এই নগণ্য সমুদ্রতীরের কদলীরাষ্ট্রের সংবিধানে একটি ভুলে যাওয়া ধারা ছিল যাতে রাষ্ট্রের একটি নৌবহর থাকার ব্যবস্থা ছিল। এই ধারাটি, যেমন আরো অনেকগুলি সদ্বিবেচনা প্রসূত ধারার বেলায় হয়েছিল, রাষ্ট্রে সৃষ্টিকাল থেকেই কার্যকরী হয় নি—আঞ্চুরিয়াতে

নৌবহর ছিলনা বা তার কোন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। ডন সাবাসের পক্ষেই এটা সম্ভব হয়েছিল—তিনি ছিলেন একযোগে বিদ্বান, আমুদে, খাম খেয়ালী ও দুর্বিনীত—সে সংবিধানের এই ভুলে যাওয়া অনুচ্ছেদটি পৃথিবীতে কৌতুকের ভার বৃদ্ধি করবে, নিদেন পক্ষে তাঁর উৎসাহী সহকর্মীদের হাসির দ্বারাও।

ছদ্মগাম্ভীর্যের সকৌতুক ভঙ্গিতে যুদ্ধমন্ত্রী প্রস্তাব করলেন একটি নৌবহর সৃষ্টির। বিতর্কে তিনি এর প্রয়োজনীয়তা ও দেশের মহিমা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা হালকা, রঙ্গভরা উৎসাহে এমন ভাবে বললেন যে এই প্রহসনটির পরিহাসে প্রভাবিত হল এমন কি প্রেসিডেন্ট লোসাদার গাম্ভীর্যও।

সেই তরল মতি রাজ পুরুষদের শিরায় শিরায় ছিল উচ্ছল শ্যামপেন। আঞ্চুরিয়ার গম্ভীর শাসক মহলে গুরুতর রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা পানীয় দ্বারা লঘু করার রীতি প্রচলিত ছিল না। এই দ্রাক্ষাসব ভেট পাঠিয়েছিল ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি। আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্র ও কোম্পানীর মধ্যে কয়েকটি যুক্তি সম্পন্ন হবার পরে হৃদ্য সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে।

কৌতুক টেনে নিয়ে যাওয়া হল তার শেষ পর্যন্ত। সাড়ম্বরে একটি সরকারী নথি তৈরী হল, রঙীন শীলমোহর, ঝকঝকে রিবন আর ফুলকাটা হস্তাক্ষরের সহি সমেত। এই সনদটি সেনিওর ডন ফেলিপ ক্যারেরাকে ভূষিত করল আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্রের ফ্ল্যাগ অ্যাডমিরাল রূপে। এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক ডজন একসট্রা ড্রাই বোতলের প্রতাপে এই দেশ তার স্থান করে নিল বিশ্বের নৌশক্তির এক সদস্য রূপে আর ফেলিপ ক্যারেরা বন্দরে প্রবেশ করার প্রাক্কালে উনিশ তোপের সম্মানের অধিকারী হল।

দক্ষিণের দেশের জাতিদের মধ্যে সেই প্রকারের কৌতুকপ্রিয়তার অভাব আছে যা কোন ব্যক্তির প্রকৃতিদত্ত দুর্ভাগ্য বা দোষকে আমোদ প্রমোদের বিষয় করে তোলে। তাদের চরিত্রের এই ত্রুটির জন্য তাদের হাসির উদ্রেক হয় না (যেমন তাদের উত্তর দেশের ভ্রাতৃবর্গের হয়) যখন কোন বিকলাঙ্গ, অল্প বুদ্ধি বা পাগল তারা দেখে।

ফেলিপ ক্যারেরাকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল তার বুদ্ধি বৃত্তির অর্ধেক দিয়ে। তাই, কোরালিওর লোকেরা তাকে বলত 'এল

পব্রেসিটো লোকো,—বেচারা ছোট্ট পাগলা,—আর বলত ঈশ্বর তার অর্ধেক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, বাকি অর্ধেক নিজের কাছে রেখে।

গম্ভীর যুবক, ফেলিপের পাগল আখ্যা নেতিবাচক ভাবে সত্য। ডাঙায় সে কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলত না। সে বুঝেছিল সে অনেক ব্যাপারে ডাঙার ওপর অপটু। ডাঙায় অনেক কিছু জানতে বা বুঝতে হয়। কিন্তু জলে তার একমাত্র প্রতিভার বলে যে কোন ব্যক্তির সমকক্ষ সে ছিল। ঈশ্বর যে সব নাবিকদের যত্ন করে সম্পূর্ণ করে গড়েছিলেন তাদের কেউ তার মতো পালতোলা নৌকা চালাতে পারত না। বাতাসের বিপরীতে সে তার পালের নৌকা নিয়ে যেতে পারত অন্য যে কোন নাবিকের থেকে অন্তত পাঁচ ডিগ্রি। ঝড় তুফানে যখন অন্য নাবিকেরা ভয়ে কাঁপে তখন ফেলিপের প্রকৃতিগত দোষত্রুটির কথা কেউ মনে আনত না। সে ছিল একজন সম্পূর্ণ নাবিক যদিও বা অসম্পূর্ণ মানুষ। তার কোন নৌকা ছিল না, উপকূলে ভেসে বেড়ানো পালতোলা নৌকার মাঝি মাল্লার দলে সে কাজ করত, স্টীমারে ফল পৌঁছে দিত সেই সব স্থানে যেখানে বন্দর ছিল না। জলে তার সাহস ও দক্ষতার খ্যাতির কথা মনে রেখে আর সেই সঙ্গে তার মানসিক অসম্পূর্ণতার জন্য অনুকম্পায় কালেকটর তার নাম পাঠিয়েছিল ধরাপড়া নৌকাটির যোগ্যতম রক্ষক হিসেবে। ডন সাবাসের কৌতুকের ফলশ্রুতি যখন একটি আড়ম্বর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সনদ রূপে এসে পৌঁছাল, কালেকটরের মুখে হাসি দেখা দিল। সে আশা করেনি যে তার তদ্বিরের ফল এমন ত্বরিত ও অভাবিত হবে। একটি ছোকরাকে সে পাঠালো ভবিষ্যৎ নৌ-সেনাধ্যক্ষকে ডেকে আনতে।

কালেকটার তার সরকারী আবাসে অপেক্ষা করছিল। কালে গ্রানদে সরণীতে ছিল তার অফিস, জানালার ভিতর দিয়ে হু হু করে বয়ে যায় সমুদ্রের বাতাস সারা দিন। সাদা লিনেনের পোশাক আর ক্যানভাসের জুতো পরে একটি প্রাচীন ডেসকে বসে সে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে। কলমদানীতে বসে একটা কাকাতুয়া বাছাইকরা ক্যাস্তিলীয় বুলিতে অফিসের একঘেয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্য আনে। কালেকটারের অফিসের দুই দিকে দুটি কামরা, একটিতে তার কেরানীকুল, নানা বর্ণের যুবকের দল উৎসাহ ও দৃশ্যমানভাবে তাদের

বিভিন্ন সরকারী কাজ করে। খোলা দরোজা দিয়ে দেখা যায় অন্য কামরায় জামাকাপড়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ব্রোঞ্জ রং-এর একটি শিশু মেঝেতে খেলা করছে। হাওয়ায় মধ্যে ঘাসের দোলায় তৃপ্তিতে দোল খায় আর গীটার বাজায় একটি ছিপছিপে মেয়ে, গায়ের রং হালকা পাতিলেবু। এই ভাবে একপাশে দৈনন্দিন সরকারী দায়িত্ব পালন ও অন্যদিকে গার্হস্থ্যসুখের প্রতিচ্ছবির মাঝে পরিবৃত কালেকটরের হৃদয়ে আরো সুখের সঞ্চার হল যখন নিষ্পাপ ফেলিপের ভাগ্যের উন্নতির ক্ষমতা তার হাতে এলো।

ফেলিপ এসে দাঁড়াল কালেকটরের সম্মুখে। বিশ বছরের যুবক, দেহ সৌষ্ঠব নিন্দার নয়, কিন্তু দৃষ্টিতে সুদূর চিন্তাকুল শূন্যতা। পরনে সাদা সুতীর প্যাণ্ট, লাল ডোরা দেওয়া সামরিক পোশাকের আবছা অনুকরণ। জ্যাল জ্যালে নীল সাট, গলা খোলা, খালি পা। হাতে আমেরিকা থেকে আমদানী করা সব চেয়ে কমদামী ঘাসের টুপি।

'সেনিওর ক্যারেরা', কালেকটর বললে গম্ভীরভাবে, সনদটি দেখিয়ে। 'আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম প্রেসিডেন্টের আজ্ঞায়। এই দলিলটি যা আমি তোমাকে অর্পণ করছি তার বলে তোমার পদ এখন হল এই মহান প্রজাতন্ত্রের নৌসেনাধ্যক্ষ। আর তোমার পরিচালনাধীন এখন থেকে এই রাষ্ট্রের সকল নৌসেনা ও রণতরী। তুমি ভাবতে পারো বন্ধু ফেলিপ যে আমাদের নৌবহর কোথায়, কিন্তু হ্যাঁ, এসত্রেলা দেল নর্শ নামের পাল তোলা জাহাজ যা আমার সাহসী কর্মীরা স্মাগলারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা এখনি তোমার অধীনে দেওয়া হচ্ছে। নৌকাটি দেশের সেবায় ব্যবহার করা হবে। তুমি সকল সময় প্রস্তুত থাকবে সরকারী কর্মচারীদের উপকূল বরাবর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তুমি উপকূল পাহারা দেবে এবং তোমার সাধ্যমত স্মাগলিং বন্ধ করবার চেষ্টা করবে। সমুদ্রে তোমার দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা কায়েম রাখবে আর আঞ্চুরিয়াকে বিশ্বের গর্বিত নৌশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবে। তোমার প্রতি এই নির্দেশগুলি জানাতে প্রেসিডেন্ট আমাকে আদেশ করেছেন। ঈশ্বর জানেন কেমন করে এই কর্তব্যগুলি পালিত হবে কেননা তাঁর পত্রে নৌবহরের কর্মী কারা হবে বা সে জন্য অর্থব্যয়ের কথা কিছু লেখা নেই। সম্ভবত তোমার সহকারীদের তোমাকেই সংগ্রহ করে

নিতে হবে সেনিওর অ্যাডমিরাল—সেটা আমি ঠিক জানি না—কিন্তু তোমার ওপর বিরাট সম্মান ন্যস্ত হয়েছে। এখন আমি তোমার সনদ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। নৌকাটি নিতে যখন তুমি প্রস্তুত হবে আমি আদেশ দেব সেটা তোমাকে যেন দেওয়া হয়। আমার প্রতি এই পর্যন্ত নির্দেশ রয়েছে।'

ফেলিপ সনদটি নিল কালেকটরের হাত থেকে। একবার খোলা জানালা থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালো, তার স্বভাব মতো গভীর কিন্তু নিরর্থক চিন্তাকুল দৃষ্টি দিয়ে। তার পর সে ফিরে গেল একটি কথাও না বলে, রাস্তার গরম বালির ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে।

'পব্রেসিটো লোকো,' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কালেকটার বলল আর কলমদানিতে কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে উঠল, লোকো-লোকো-লোকো।

পরদিন সকালে এক অদ্ভুত মিছিল সারি দিয়ে কালেকটরের দপ্তরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে এল। এর শীর্ষে ছিল নৌবহরের প্রধান। ফেলিপ কুড়িয়ে বাড়িয়ে সংগ্রহ করেছে সামরিক পোশাকের একটি করুণ প্রতিচ্ছবি, একজোড়া লাল প্যাণ্ট, একটি পুরোন ছোট জ্যাকেট, নীল রঙের ওপর সোনালী জরির অলঙ্করণ, একটি পুরোন মিলিটারি ক্যাপ, বেলিজের ব্রিটিশ সৈন্যদের ফেলে দেওয়া এবং সমুদ্রে ভেসে আসা আর ফেলিপের কুড়িয়ে আনা। কোমরের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা কোন প্রাচীন জাহাজের তরবারি, যেটা পাঁউরুটির কারিগর পেড্রো লাফিৎ তাকে দিয়েছে আর সগর্বে বলেছে সেটা তার পূর্বপুরুষ বিশ্ববিশ্রুত জল দস্যুর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার হাতে এসেছিল। অ্যাডমিরালের পায়ে পায়ে আসছে তার নতুন জাহাজের কর্মীদল। তিনজন ঝকঝকে কালো হাস্যময় ক্যারিব, উর্ধ্বাঙ্গ কোমর পর্যন্ত নগ্ন, তাদের খালি পায়ের দাপটে বালি বৃষ্টির মতো চারিদিকে ছিটোচ্ছে।

খুবই সংক্ষেপে আর স্বমর্যাদায় আস্থাবান ভঙ্গিতে ফেলিপ চাইল তার জাহাজের ভার কালেকটারের কাছে। আর এখন তার জন্য একটি নতুন সম্মান অপেক্ষা করছিল। কালেকটারের স্ত্রী যে সকল সময় দোলায় শুয়ে গীটার বাজাত বা নভেল পড়ত—তার লেবু রঙের শান্ত বক্ষে ছিল অপর্যাপ্ত রোমান্স। কোন প্রাচীন বই-এ সে দেখেছিল একটি ফ্ল্যাগের চিত্র যেটা আঞ্চুরিয়ার নৌবহরের ফ্ল্যাগরূপে চিহ্নিত ছিল। হয়ত জাতির প্রতিষ্ঠাতারা ওই ফ্ল্যাগটির পরিকল্পনা করেছিলেন

কিন্তু যেহেতু নৌবহরই গড়ে তোলা হয়নি তাই ফ্ল্যাগটি ঢাকা পড়েছিল বিস্মৃতির গর্ভে। বহু পরিশ্রমে নিজের হাতে কালেকটারের স্ত্রী সেই প্যাটার্নের একটি ফ্ল্যাগ তৈরী করেছে, নীল-সাদা জমির ওপর একটি লাল ক্রস্ চিহ্ন। এখন ও ফেলিপকে সেটি দিল এই কথাগুলি বলে,- 'বীর নাবিক, এই তোমার দেশের পতাকা। সত্যে তোমার নিষ্ঠা থাকুক, প্রাণপণ করে একে রক্ষা করবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

অ্যাডমিরাল পদে নিয়োগের পরে এই প্রথম নৌসেনাধ্যক্ষের মুখে ভাবাবেগের চিহ্ন দেখা গেল। সে সেই সিলকের পতাকাটি নিল, অত্যন্ত ভক্তিভরে তার ওপর হাত বোলালো। কালেকটারের স্ত্রীকে সে বলল, 'আমি অ্যাডমিরাল।' জমিতে দাঁড়িয়ে এর বেশী উচ্ছ্সিত ভাবাবেগের স্ফুরণ তার পক্ষে সম্ভব হল না। সমুদ্রে ওই পতাকা তার নৌবহরের মাস্তুলের ওপর উড়তে থাকলে আরো গভীর ও মুখরভাবে হয়ত তার মনের আবেগ সে প্রকাশ করতে পারত।

অ্যাডমিরাল তার সাগরেদদের নিয়ে তখনি চলে গেল। পরের দিন মহা উৎসাহে তারা এসত্রেলা দেল নশকে সাদা রঙে, নীল বর্ডারে নতুন করে তুলল। ফেলিপ নিজেকে আরো সাজালো একগোছা উজ্বল টিয়াপাখির পালক টুপীতে গুঁজে। আবার তারা হেঁটে গেল কালেকটারের অফিসে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করল জাহাজের নাম বদলে করা হয়েছে এল নাশিওনাল।

পরের কয়েক মাস নৌবহরের কাটলো অনেক গোলমালের মধ্যে। একজন অ্যাডমিরালও বিচলিত হয় যখন কী করতে হবে তার কোন নির্দেশ না আসে। কিন্তু কোন আদেশ এলোনা, কোন বেতনও এলোনা। এল নাশিওনাল অলসভাবে নোঙর করা রইল।

যখন ফেলিপের সামান্য পুঁজি ফুরলো, সে গেল কালেকটারের কাছে খরচের কথা তুলতে।

'বেতন?' কালেকটার অবাক হয়ে হাত তুলে বলল, 'ভালগাম দিওস্। গত সাতমাস আমার বেতনের এক সেনটাভোও আমি পাইনি। আর তুমি চাইছ অ্যাডমিরালের মাইনে? কুইয়েন সাব! বলো কি? তিন হাজার পেসোর কম হবে না তোমার মাইনে। মিরা! খুব

শিগ্‌গিরই এই দেশে একটা বিপ্লব আসছে। তার লক্ষণ হচ্ছে সরকার কেবল চাইছে পেসো, আর পেসো, এদিকে দেবার বেলায় কিছু নয়।'

অ্যাডমিরাল কালেকটারের অফিস ত্যাগ করল, তার গম্ভীর মুখে যেন খুশির ভাব। বিপ্লব মানে যুদ্ধ আর সে সময় সরকার নিশ্চয় তাকে সেবা করার সুযোগ দেবে। অ্যাডমিরাল হয়ে বেকার বসে থাকার বড় যন্ত্রণা। এদিকে তার ক্ষুধার্ত কর্মচারীরা পয়সা ভিক্ষা করছে কলা বা তামাক কেনার জন্য। যখন সে ফিরল তার হাসিখুশী ক্যারিব সঙ্গীদের কাছে, তারা লাফিয়ে উঠে তাকে স্যালুট করল তার শিক্ষণ মতো।

'এসো, মুচাচোরা', অ্যাডমিরাল বলল, 'দেখা যাচ্ছে সরকার দরিদ্র হয়ে পড়েছে। আমাদের দেবার মতো টাকা তার নেই। তাহলে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পয়সা রোজগার করতে হবে। এই ভাবে আমরা দেশের সেবা করে চলব। শীঘ্র তারা আমাদের সাহায্য চাইবে।'

এখন থেকে এল নাশিওনাল তীরের অন্য তরীর মতো ভাড়া খাটতে লাগল। কলা বা কমলা বয়ে নিয়ে যেতে সুরু করল তীর থেকে মাইলখানেক দূরে যে সব ফলের জাহাজ নোঙর করে তাতে। স্বয়ম্ভর নৌবহর যে কোন দেশের বাজেটে স্বর্ণাক্ষর পাবার যোগ্য।

নিজের ও সঙ্গীদের জন্য যথেষ্ট রোজগার হলে ফেলিপ তার নৌবহর নোঙর করে রাখে আর টেলিগ্রাফ অফিসের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়, যেন কোন ভেঙ্গে যাওয়া যাত্রাদলের কোরাসের একজন, ম্যানেজারের তাঁবুতে ধর্ণা দিয়েছে। তার হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক ছিল আশা, রাজধানী থেকে আদেশ পাওয়ার। অ্যাডমিরাল হিসেবে তাকে একবারও ডাকা হয়নি দেশের প্রয়োজনে, এটাই তার গর্ব ও দেশাত্ম-বোধকে পীড়া দিচ্ছিল। প্রতিবারই সে গম্ভীরভাবে আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করে। অপারেটার খুঁজে দেখার ভাণ করে, তারপর উত্তর দেয়, 'এখনো আসেনি দেখছি সেনিওর এল আলমিরান্ত, পোকো তিয়েমপো, একটু সবুর করুন।'

বাইরে লেবু গাছের নীচে কর্মীরা আখ চিবোয় বা ঝিমোয়। খুশি তারা যে তাদের দেশও খুসী কিছু কাজ না পেয়েও।

গ্রীষ্মের প্রথমদিকে একদিন হঠাৎ বেঁধে গেল বিপ্লব যা কালেকটার

আশঙ্কা করেছিল। এটা ধূমায়িত হচ্ছিল বহুদিন ধরে। প্রথম বিপদের সংকেতে অ্যাডমিরাল তার নৌবহর নিয়ে গেল পাশের একটি রাষ্ট্রের বড় এক বন্দরে। ফলের বেসাতি করে অর্থ সংগ্রহ করল নৌবহরের জন্য গুলি আর পাঁচটি মার্টিনি রাইফেল কেনার জন্য। তারপর সে গেল টেলিগ্রাফ অফিসে। নিজের পছন্দ মতো কোনে বসে রইল, পোশাক তার দ্রুত চলেছে ধ্বংসের পথে। তার প্রকাণ্ড তরবারি দুই লাল পায়ের মাঝখানে রাখা—সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বহু বিলম্বিত কিন্তু শীঘ্র আসন্ন আকাঙ্ক্ষিত আদেশের।
'এখনো আসেনি, সেনিওর এল আলমিরান্ত', টেলিগ্রাফের ক্লার্ক তাকে বলল, 'পোকো তিয়েম্পো।'
এই উত্তর শুনে বসে পড়ল অ্যাডমিরাল, তার প্রকাণ্ড তরবারি কোষের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল আর সে টেবিলের ওপর রাখা টেলিগ্রাফ যন্ত্রের টরে টক্কা শুনল বসে বসে 'আসবে সেই আদেশ,' অবিচল বিশ্বাসে সে বলল, 'আমি নৌসেনাপতি।'

নয়

পতাকা সর্বোত্তম

সেই বিদ্রোহীদলের শীর্ষে ছিলেন দক্ষিণ প্রজাতন্ত্রের হেকটর, সুপণ্ডিত থিবীয়ান, ডন বাস প্লাসিডো। ভ্রাম্যমান সৈনিক, কবি, বিজ্ঞানবেত্তা, রাজপুরুষ এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ ও যোদ্ধা—আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁর নিজের দেশের নিভৃত জীবন নিয়েও তিনি খুশী থাকতে পারতেন। 'প্লাসিডোর খামখেয়ালিপনা, রাজনৈতিক চক্রান্তে মেতে ওঠা,' বলত তাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধু যে তাঁকে খুব ভাল ভাবে জানত। উনি যেন খুঁজে পেয়েছেন সঙ্গীতের একটি নতুন মূর্ছনা, বাতাসে এক নতুন সুগন্ধ, নবীন ছন্দ অথবা বিস্ফোরক। এই বিপ্লবকে নিংড়ে তিনি সকল চাঞ্চল্য নিষ্কাশিত করে ফেলবেন আর একসপ্তাহ পরে একে সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন, ভেসে যাবেন বিশ্বের সমুদ্রে, তাঁর নিজস্ব দুই মাস্তুলের জাহাজে, ভরে উঠবে তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত সংগ্রহ। কিসের সংগ্রহ?

হায় ভগবান! সব কিছুর। পোস্টেজ স্ট্যাম্প থেকে প্রত্নতত্ত্বের পাথরের দেবমূর্তি পর্যন্ত।

কিন্তু একজন চারুকলাবিদ হিসেবে নান্দনিক প্লাসিডে, বেশ প্রাণবন্ত এক গোলমাল পাকিয়েছেন। জনগন তাঁকে বাহবা দিত, তাঁর উজ্জ্বল কর্মধারা তাদের বুকে চমক জাগায়, আর তাঁর নিজের দেশের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত হতে দেখে কৃতকৃতার্থ হয়। রাজধানীতে তাঁর সহযোগীদের আহ্বানে তারা সাড়া দেয় যদিও সৈন্যদল (বিধিমত ঘটনার পরিবর্তে) সরকারের অনুগত থাকে। সমুদ্রতীরের শহরগুলিতে জোরালো লড়াই বাঁধে। গুজব শোনা যায় বিপ্লবে উসকানি ছিল ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানির, যাদের প্রভুত্ব, ভর্ৎসনার হাসি আর আঙুলের হেলনে চাইত আঞ্চুরিয়াকে ভাল ছেলেদের দলে রাখতে। এদের দুটি জাহাজ ট্রাভলার আর সালভাদর বিদ্রোহী সৈন্যদল বহন করে তীর ববাবর অনেক জায়গায় রেখে এসেছে এমন শোনা যায়।

এতদিন পর্যন্ত কোরালিওতে কোন বিদ্রোহ হয়নি। সামরিক শাসন চলছিল, গাঁজলা বোতলের মধ্যেই ভরা ছিল, অন্তত সাময়িক ভাবে। রাজধানীতে প্রেসিডেন্টের সৈন্যরাই ছিল ক্ষমতাশালী আর গুজব শোনা যেত বিদ্রোহীদের দলপতিরা পালাতে বাধ্য হয়েছিল আর তাদের তাড়া করা হচ্ছিল।

কোরালিওর ছোট্ট টেলিগ্রাফ অফিসে সব সময় সরকারী কর্মচারীর দল আর অনুগত নগরবাসীদের ভিড় জমে থাকত, রাজধানী থেকে কি নির্দেশ আসছে জানার জন্য। একদিন সকালে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি বাজতে শুরু করল আর অল্পক্ষণ পরে অপারেটর সরবে ঘোষণা করল, 'অ্যাডমিরাল ডন সিনিওর ফেলিপ ক্যারেরার জন্য একটি টেলিগ্রাম।'

পায়ের খস্ খস্, টিনের কোষের ভিতরে অসির ঝঙ্কার, আর তৎক্ষণাৎ অ্যাডমিরাল তার নিজের প্রতীক্ষার জায়গা থেকে লাফিয়ে এলো সেই ঘরের মাঝখানে টেলিগ্রামটি নেবার জন্য। খবরটি তার হাতে দেওয়া হল। একটি করে শব্দ বানান করে করে পড়ে সে বুঝলো এটি তার প্রতি একটি সরকারী নির্দেশ এই মর্মে: তোমার জাহাজ নিয়ে এখনি রওনা হও। রিও রুয়িথের মুখে অপেক্ষা করো।

আঙ্গফোরাণের ব্যারাকে গরুর মাংস পৌঁছে দেবার জন্য। মারতিনেজ জেনারেল। তার দেশের প্রথম আহ্বানে নেই কোন মহিমার ছোঁয়া। তথাপি আহ্বান এসেছে তাই অ্যাডমিরালের বুকে খুশীর জোয়ার। তরবারির বেলট্ টেনে বাঁধলো আর একটি ছিদ্র পর্যন্ত। দৌড়ে গিয়ে তার ঘুমন্ত সঙ্গীদের জাগালো আর তার পনেরো মিনিটের মধ্যেই "এল নাশিওনাল" তীরের দিক থেকে বহে আসা বাতাস ঠেলে জলদি উজান বেয়ে কূল বরাবর ছোট ছোট পদক্ষেপে পাড়ি দিল। রিও রুয়িথ একটি শীর্ণ নদী, কোরালিওর দশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়ছে। উপকূলের সেই অংশ জনহীন আর জঙ্গলে পূর্ণ। কর্ডিলিয়েরার একটি গভীর খাতের মধ্য দিয়ে রিও রুরিথ বহে চলেছে, শীতল, ফেনিল, এবং মোহানার কাছে চওড়া ও ধীর, পলিমাটির চরের ওপর দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে এল নাশিওনাল নদীমুখে প্রবেশ করল। নদীর তীরে বড়ো বড়ো গাছের সারির ঘন সন্নিবেশ। প্রভূত লতাগুল্ম ভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে আর জলের মধ্যে কিছুটা নিমজ্জিত। জাহাজ নিঃশব্দে সেখানে প্রবেশ করল আরো নিবিড় নীরবতার রাজ্যে। উজ্জ্বল, সবুজে, হিরণে আর পুষ্পশোভার লোহিতে, রিও রুয়িথের ছত্রাকার নদীমুখে কোন শব্দ শোনা যায়না, কোন চাঞ্চল্য নজরে পড়ে না কেবল সমুদ্রগামী জল নৌকার গায়ের ওপর ওলট পালট হওয়ার আওয়াজ ছাড়া। মাংস বা খাদ্য সেই জনহীন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে নিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

অ্যাডমিরাল স্থির করল নোঙর ফেলবে, আর শিকলের ঝনঝন আওয়াজে বনস্থলী তৎক্ষণাৎ মুখর হয়ে উঠলো; রিও রুয়িথের নদীমুখ তার প্রাতঃকালের নিদ্রায় ছিল মগ্ন। তোতা আর বেবুনের দল গাছে গাছে হল সরব, হিস্, হিস্, হুয়ির হুয়ির আর বুম্ বুম্ শব্দে প্রাণীজগৎ জেগে উঠলো; বৃহৎ মসীকৃষ্ণ একটি সচল অবয়ব দৃশ্যের সামনে এলো অল্পকালের জন্য যখন একটি চমকিত টেপির লতাঝোপের মধ্যে দিয়ে পালাবার রাস্তা খুঁজছিল।

নৌবহর আদেশ অনুযায়ী নদীমুখে অপেক্ষা করতে থাকলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কর্মীরা ডিনার তৈরী করল। হাঙরের পাখনার সূপ, কলা, কাঁকড়ার ঝাল আর অম্ল স্বাদের মদ। অ্যাডমিরাল একটি তিন ফুট

লম্বা টেলিস্কোপ নিয়ে পঞ্চাশগজ দূরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগল।

সূর্যাস্তের প্রায় কাছাকাছি সময়ে তাদের বাঁদিকের জঙ্গল থেকে হ্যালো ও-ও-আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। উত্তরও দেওয়া হল। তখন তিনজন ব্যক্তি খচ্চরের পিঠে নদী তীরের বারো গজের মধ্যে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলো। সেখানে তারা নামলো। একজন তার বেল্ট খুলল আর তলোয়ারের খাপ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে খচ্চরদের পিঠে এক এক বাড়ি মারল যার ফলে তারা চার পা তুলে জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হল।

আকৃতিতে এই ব্যক্তিগুলি মাংস ও খাদ্য বহে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিসদৃশ ছিল। একজন লম্বা চওড়া, অত্যন্ত তৎপর, দর্শনীয় দেহসৌষ্ঠব, খাঁটী স্প্যানিশ টাইপের আর হাবভাবে সৈনিকদের প্রধান। অন্য দুজন ব্যক্তি ছোটখাটো, বাদামী মুখমণ্ডল, সাদা মিলিটারি পোশাক, জামা কাপড় ভিজে, ময়লা আর ছেঁড়া। যেন অবস্থার চাপে তারা বন্যা, কাদা আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছে।

'ওহে, সিনিওর আলমিরান্ত।' বৃহৎ ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ডিঙি নামাও।'

ডিঙি নামানো হল, ফেলিপ একজন ক্যারিবকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠা বেয়ে চলল তীরের দিকে।

বৃহৎ ব্যক্তি জলের কিনারায়, কোমর পর্যন্ত লতাঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ডিঙির হালের কাছে কাকাতুয়ার আকৃতি মানুষটিকে দেখে তার চলচ্ছবির মতো মুখমণ্ডলে সকৌতুক আগ্রহ ফুটে উঠলো। মাসের পর মাস বিনা মাইনে আর বিনা কোন মিষ্ট বাক্যে অপরিসীম পরিশ্রমে অ্যাডমিরালের জাঁকজমক স্তিমিত হয়ে এসেছে। তার লাল ট্রাউজার এখন তালি মারা, ছেঁড়া। কোটের সোনালি জরি আর বোতাম প্রায় সবই লুপ্ত হয়েছে। টুপির সামনেটা ঝুলে পড়েছে চোখের কাছাকাছি। অ্যাডমিরালের পায়ে জুতো নেই।

'প্রিয় অ্যাডমিরাল' বৃহৎ ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, তার গলার আওয়াজ যেন ভেরীরব, 'তোমার হস্ত চুম্বন করি। আমি জানতাম তোমার একনিষ্ঠতার প্রতি আমরা নির্ভর করতে পারি। আমাদের সংবাদ তুমি জেনারেল মার্তিনেজের পাঠানো তারে পেয়েছ। ডিঙিটা আরও

একটু কাছে নিয়ে এসো প্রিয় অ্যাডমিরাল। এই চলন্ত লতাঝোপের মধ্যে অতিকষ্টে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।'

ভাবলেশহীন মুখে ফেলিপ তাকে লক্ষ করতে লাগল। 'খাদ্য আর মাংস বয়ে নিয়ে যেতে হবে আলফোরানের সেনা ছাউনিতে,' সে উক্তি করল।

কষাইদের দোষ নেই ভাই আলমিরান্ত, সে মাংস তোমার জন্য এখানে অপেক্ষমান নেই। কিন্তু ঠিক সময়ে তুমি এসে পৌঁছেচ যার ফলে গরুগুলি বেঁচে যাবে। এখনি তোমার জাহাজে আমাদের নিয়ে চলো। সৈনিকেরা, তোমরা আগে, ডিঙিটা ছোট, আমার জন্য আবার ফিরে এসো।'

ডিঙি দুজন অফিসারকে নিয়ে এলো পালতোলা জাহাজটিতে, আবার ফিরে গেল বৃহৎব্যক্তিকে নিয়ে আসতে।

'খাদ্যের মতো তুচ্ছ জিনিস কিছু আছে কি ভাই অ্যাডমিরাল?' জাহাজে এসে কাতরস্বরে বৃহদাকার বললে। 'আর হয়ত, কফি? বীফ আর খাদ্য। নমব্রে দে দিওস। আর কিছুক্ষণ গেলে আমরা ওই খচ্চর তিনটির একটিকে ভক্ষণ করতাম যাদের কর্ণেল র‍্যাফেল আপনি আপনার তরবারির খাপ দিয়ে কত হার্দিকভাবে অভিনন্দন জানালেন বিদায়ের আগে। কিছু খেতে দাও আর তারপরে আমরা পাড়ি দিচ্ছি—কোথায় যেন—আলফোরানের সেনাছাউনিতে—তাই নয় কি?'

ক্যারিবেরা খাবার তৈরী করল, এল নাশিওনালের তিনজন যাত্রী সেই খাবার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার সঙ্গে আহার সুরু করল। সূর্যাস্ত নাগাত বাতাস নিয়মমত ঘুরে গেল, পাহাড়ের দিক থেকে শীতল বাতাস হ্রদের ঘ্রাণ আর নীচু জমির সুন্দরী গাছের জলাভূমির স্বাদ বয়ে নিয়ে এলো। জাহাজের প্রধান পালটি তুলে দেওয়া হল, বাতাসে সেটা ফেঁপে উঠল আর সেই মুহূর্তে তারা শুনতে পেল ক্রমবর্দ্ধমান চিৎকার আর গোলমালের আওয়াজ জঙ্গলময় বিপুলতার মধ্য থেকে ভেসে আসছে।

'নৌসেনাপতিভাই, কষাইরা আসছে', হেসে বলল সেই বিরাটাকার পুরুষ, 'তবে বলিদানের পক্ষে অনেক বিলম্বে এসেছে।'

তার নিজের কর্মচারীদের আদেশ দেওয়ার বেশী অন্য কোন কথা

অ্যাডমিরাল বলছিল না। সকলের ওপরের পাল আর সেই সঙ্গে মাস্তুলের শীর্ষের পালও বিছিয়ে দেওয়া হল—জাহাজ পিছলে বেরিয়ে এলো খাড়ির ভিতর থেকে। নগ্ন ডেকে সেই বিরাটকায় পুরুষ আর তার সঙ্গী দুজন নিজেদের সাধ্যমত আরামে বসে ছিল। সম্ভবত তাদের মনে এই বিপদ সংকুল তীর থেকে কত শীঘ্র এবং কীভাবে পালানো যায় সেই চিন্তাই ছিল প্রধান। এখন সেই বিপদ দূরে সরে যাওয়ায় মুক্তির পরবর্তী ধাপগুলি ভেবে দেখার অবসর মিলেছিল। যখন তারা দেখল জাহাজ ঘুরেছে আর তীরের সমান্তরাল চলেছে তখন তাদের উৎকণ্ঠা কমে গেল, অ্যাডমিরাল যে পথে জাহাজটি পরিচালনা করছে তাতে তারা সন্তুষ্ট হল।

বৃহদাকার ব্যক্তি আরাম করে বসলেন-তাঁর উদ্দীপ্ত চোখ নৌবহরের অধিনায়ককে লক্ষ করার কাজে নিযুক্ত হল। তিনি ওজন করে দেখছিলেন এই গম্ভীর আজব ছোকরাকে, যার দুর্ভেদ্য ভাবলেশহীনতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল। তিনি নিজে একজন পলাতক, প্রাণ নেবার জন্য জল্লাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরাজয় আর বিফলতার জ্বালায় মনপ্রাণ ছটফট করছে তথাপি তাঁর চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য যে নিজের মনঃসংযোগ ইতিমধ্যেই সামনের নতুন বস্তুটির অধ্যয়নে ব্যাপৃত করে ফেলেছেন। তাঁরই পক্ষে মানানসই এই বাতুলের মতো মতলবটি স্থির করা হয়েছিল এবং সকল ঝুঁকি নিয়ে কার্যকরী করা হয়েছিল, বেপরোয়া ভাবে সেই টেলিগ্রাম পাঠনো হয়েছিল এক উন্মাদ দেশপ্রেমীকে যে উপকূলে ভেসে বেড়ায় জবড়জং পোশাক আর হাস্যকর পদবী নিয়ে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা ভাবনায় চিন্তায় দিশাহারা হয়েছিল। পলায়ন অসম্ভব মনে হয়েছিল। এখন তিনি খুশী, কেননা যে প্ল্যান তারা বলেছিল পাগলামি আর সর্বনাশা, সেটা সফল হয়েছে। ক্রান্তীয় দেশের হ্রস্ব গোধূলির ত্বরিত উত্তরণ হল মুক্তা ঝলোমল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে। এখন তাদের দক্ষিণে ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতর থেকে কোরালিওর উপকূলের বাতিগুলি একে একে দেখা যেতে লাগল। নৌসেনাপতি হালের কছে দাঁড়িয়েছিল, নির্বাক। ক্যারিবেরা কালো চিতাবাঘের মতো পালগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে অধিনায়কের ছোট ছোট নির্দেশ অনুসারে। তিনজন যাত্রী নিবিষ্টভাবে তাদের সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল।

যখন শহর থেকে এক মাইলের মধ্যে একটি স্টীমারের আকৃতি দেখা গেল,যার বাতিগুলি জলের মধ্যে গভীরে নেমে গেছে তখন তাদের তিনটি মাথা একত্র হয়ে সরবে আলোচনা শুরু হল। জাহাজটি ছুটছিল এমনভাবে যেন তীর ও স্টীমারের মাঝামাঝি পথ কেটে সে অতিক্রান্ত হবে।

বৃহদাকার সহসা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হালের ধারে কাকাতুয়ার কাছে এলেন।

তিনি বললেন, 'প্রিয় অ্যাডমিরাল, সরকার অত্যন্ত অকর্মণ্য। এই সরকারের জন্য আমি লজ্জা অনুভব করছি যে তোমার এই তন্নিষ্ঠ সেবার খবর তারা রাখে না। একটা অত্যন্ত ভুল করা হয়েছে। শীঘ্রই তোমাকে তোমার যোগ্য জাহাজ, নাবিকদল আর পোশাক দেওয়া হবে। কিন্তু এখনই অত্যন্ত দরকারী কাজ রয়েছে। ওই স্টীমারটি দাঁড়িয়ে আছে দেখছ ওর নাম সালভাদর। আমি আর আমার বন্ধুরা চাই ওখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হোক। সরকারের কাজে ওখানে আমাদের পাঠানো হয়েছে। তোমার জাহাজের নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে করো যেন আমরা ওখানে পৌঁছাই।'

কোন উত্তর না দিয়ে অ্যাডমিরাল একটি হ্রস্ব আদেশ দিল আর হালটি ঘুরিয়ে দিল শহরের দিকে। জাহাজটি ঘুরে গেল আর সোজা তীরের দিকে বেগে চলতে লাগল।

কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে বৃহদাকার বললেন, 'অনুগ্রহ করে এটুকু বুঝতে দাও যে আমার কথাগুলির আওয়াজ তোমার কানে পৌঁছেচে।' তাঁর মনে হল যেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমনি হয়ত ওর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিরও ঘাটতি আছে।

নৌসেনাপতি ব্যাঙের মতো কর্কশ হাসির সঙ্গে বললে, 'ওরা তোমাদের দাঁড় করাবে দেয়ালের দিকে মুখ করে আর তারপর গুলি করে শেষ করবে। ওইভাবে দেশদ্রোহীদের গুলি করা হয়। যখনি তুমি আমার জাহাজে পা দিয়েছ তখনি আমি তোমাকে চিনেছি। তোমার ছবি আমি দেখেছি একটা বই-এ। তুমি সাবাস প্লাসিডো, দেশের প্রতি বিশ্বাসহন্তা। তোমার মুখ থাকবে দেওয়ালের দিকে ফেরানো। ওইভাবে তুমি মরবে। আমি নৌসেনাপতি, আমি তোমাকে নিয়ে যাব ওদের কাছে। হ্যাঁ, মুখ থাকবে দেয়ালের দিকে ফেরানো।'

ডন সাবাস মুখ ফেরালেন, হাত নেড়ে ঘন্টার মতো আওয়াজে হেসে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'যোদ্ধৃগণ, তোমাদের আমি সেই বৈঠকের ইতিহাস বলেছি, যখন আমরা সেই কৌতুককর সনদটি তৈরী করি। সত্যই আমাদের ঠাট্টা আজ আমাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য কেমন আমরাই সৃষ্টি করেছি দেখ।'
ডন সাবাস তীরের দিকে তাকালেন। কোরালিওর বাতিগুলি ক্রমশ কাছে আসছে। তীরের বালুবেলা দেখা যাচ্ছে। বোদেগা নাশিওনালের মাল গুদামের ঘরগুলি, সৈন্যদের দীর্ঘ নীচু ব্যারাক আর তার পিছনে চাঁদের আলোয় প্রকাশ পাচ্ছে একটি দীর্ঘ উঁচু দেয়াল, কাঁচা ইটের তৈরী। তিনি দেখেছেন সেই দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো লোককে গুলি করে হত্যা করা।
হালের কাছে সেই অমিত ব্যক্তিত্বের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'সত্য বটে আমি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি। কিন্তু নিশ্চিত জানবে আমি সেজন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। রাজদরবার, রণভূমি সাবাস প্লাসিডোর জন্য সর্বত্র উন্মুক্ত। ছিঃ, এই ইঁদুরের গর্তের জড়ো করা মাটির ঢিপির মতো প্রজাতন্ত্র, শুয়োরের মাথার মতো দেশ, আমার মতো ব্যক্তিত্বের কাছে এর দাম কি? আমি সর্বত্র আদৃত হই, রোমে, লণ্ডনে, প্যারিসে ভিয়েনাতে সর্বত্র শুনবে, স্বাগতম ডন সাবাস। এবার শোনো, তোনতো আমার, বেবুনবাবু, অ্যাডমিরাল, যে নাম তোমার পছন্দ, জাহাজ ফেরাও। সালভাদরে আমাদের তুলে দাও আর এই তোমার পারিশ্রমিক, পাঁচশ পেসো, এসতাদোস উনিদোসের টাকা, তোমার ধাপ্পাবাজ সরকার বিশ বছরেও এত টাকা তোমাকে দেবে না।' ডন সাবাস একটি মোটাসোটা থলি অ্যাডমিরালের হাতে চেপে ধরলেন, নৌ-সেনাপতি তাঁর কথায় বা নড়াচড়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। হালের সঙ্গে তার দেহ সন্নধ্য। জাহাজ সে তীরের দিকে স্থির গতিতে নিয়ে চলেছে। তার বুদ্ধিহীন মুখ যেন জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন কোন চিন্তা তাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে তোতাপাখির হাসির মতো তার মুখে শব্দ জোগাচ্ছে।
'সেইজন্যই ওরা করে', সে বললে, 'যাতে তুমি বন্দুকটা দেখতে না পাও। ওরা গুলি করবে বুম্ আর তুমি ধুপ করে পড়বে। হ্যাঁ, মুখ

দেয়ালের দিকে ফেরানো।' নৌসেনাপতি হঠাৎ একটি আদেশ দেয় তার কর্মীদের। ছিপছিপে নির্বাক ক্যারিবেরা তাদের হাতে ধরা পালের দড়াদড়িগুলি বেঁধে রেখে জাহাজের খোলের ঢাকনা তুলে ভিতরে নেমে গেল। শেষের জন নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডন সাবাস বাদামী রঙের চিতাবাঘের মতো মস্ত লাফ দিয়ে সামনে এলেন। জাহাজের খোলের ঢাকনা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে সহাস্যে।

'ভাই অ্যাডমিরাল, রাইফেল না আনাই বোধহয় ভালো। আমার খামখেয়ালিপনা একদা আমাকে প্রবুদ্ধ করেছিল ক্যারিব ভাষায় একটি অভিধান রচনা করতে। তোমার আদেশের অর্থ আমি বুঝি। এখন হয়ত তুমি—'

কথা থামাতে হল, কেননা তিনি একটি ভোঁতা 'সুইশ' শব্দ শুনলেন টিনের ওপর ইস্পাতের ঘর্ষণের। পেড্রো লাফিও-এর তরবারি কোষমুক্ত করে অ্যাডমিরাল লাফিয়ে তাঁর দিকে আসছিল। তরবারি নামল আর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক তৎপরতার সঙ্গে সেই বৃহদাকার ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করলেন, কাঁধে সামান্য আঁচড় লাগল, অস্ত্রটি ছুঁয়ে গেছে সেখানে। ওর লাফানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পিস্তলে হাত দিয়েছিলেন, পরমুহূর্তেই তিনি অ্যাডমিরালকে গুলি করে ভূপাতিত করলেন। তার দিকে ঝুঁকে দেখলেন, তারপরে সংক্ষেপে বললেন, 'সোজা হৃৎপিণ্ডে লেগেছে, বন্ধুগণ, নৌবহর বাতিল হল।'

কর্ণেল র‍্যাফেল লাফিয়ে গিয়ে হাল ধরল আর অন্য অফিসারটি প্রধান পালটির দড়িগুলি আলগা করে দিল। মাস্তুল ঘুরে গেল, আর এল নাশিওনাল দিক পরিবর্তন করতে লাগল, ধীরে ধীরে যেতে লাগল সালভাদরের দিকে।

'ফ্ল্যাগটা নামিয়ে ফেলুন, সেনিওর', চেঁচিয়ে বললে কর্ণেল র‍্যাফেল, 'স্টীমারে আমাদের বন্ধুরা ভাববে আমরা কেন ওই ফ্ল্যাগের অধীনে তরী ভাসিয়েছি।'

'ঠিক বলেছ', বললেন ডন সাবাস। মাস্তুলের দিকে এগিয়ে এসে ফ্ল্যাগটা নামিয়ে ডেকের ওপর রাখলেন, যেখানে ওই ফ্ল্যাগের অনুগত সেবক শুয়েছিল। এইভাবে শেষ হল যুদ্ধ মন্ত্রীর ভোজ শেষের কৌতুক আর সেই হাত দিয়েই যে হাতে হয়েছিল শুরু।

আচমকা ডন সাবাস উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, একদিকে ঢালু ডেক বরাবর দৌড়ে গেলেন কর্ণেল র‍্যাফেলের কাছে। হাতে তাঁর নির্বাপিত নৌবহরের পতাকা। 'মিরে! মিরে! সেনিওর আ দিওস। আমি যেন এখনই শুনতে পাচ্ছি সেই ভালুক সদৃশ ওস্ট্রিখের চিৎকার—ড্যু হাসত্ মেইন হেরতস্ গে ব্রোচেন। মিরে। ওই লোকটি একটি অর্কিডের জন্য সিংহল গিয়েছে, প্যাটাগোনিয়াতে গিয়েছে একটি শিরস্ত্রানের জন্য, চপ্পলের জন্য বারানসীতে, বর্শার ফলার জন্য মোজামবিকস, তার সংগ্রহশালা সম্পূর্ণ করতে। আমার বন্ধু হের গ্রুনিতসএর কথা আমাকে বলতে শুনেছো। আর আমার প্রিয় র‍্যাফেল তুমি এটাও জানো যে আমিও কিউরিও সংগ্রহ করি। গত বছর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন নৌবহরের নৌযুদ্ধের ফ্ল্যাগের সংগ্রহ সবার সেরা ছিল আমারই। আর তারপরে হের গ্রুনিতস দুটি দুষ্প্রাপ্য নমুনা সংগ্রহ করল। একটি বারবারি অঞ্চলের এক রাজ্যের, অপরটি ম্যাকারুরুর, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের এক প্রজাতির। ওইগুলি আমার নেই কিন্তু যোগাড় করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু এই ফ্ল্যাগ? সেনিওর তুমি কি জানো এটা কি? ঈশ্বরের শপথ তুমি কি জানো? দেখ এই লাল ক্রস চিহ্ন, নীল আর সাদা জমির ওপর। তুমি কখনো এটা দেখ নি, নয়কি? সেগুয়ারমেনতে, না। এটা হচ্ছে তোমার দেশের নৌবহরের ফ্ল্যাগ, এই পচা কাঠের টবটি যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এটি ছিল তার নৌবহর—ধরাশায়ী ওই মৃত কাকাতুয়াটি ছিল তার সর্বাধিনায়ক, তলোয়ারের এই একটি আঁচড় আর পিস্তলের একটি গুলি—একটি জলযুদ্ধ। অবাস্তব আহাম্মকির অংশ, মানছি, কিন্তু নির্ভেজাল খাঁটি। এইরকম ফ্ল্যাগ আর হয়নি, আর হবেও না; পৃথিবীতে এটি একমাত্র, এর জোড়া নেই। ভেবে দেখ, একজন ফ্ল্যাগ সংগ্রাহকের কাছে এর কি অর্থ, ভাবতে পারো কর্ণেল আমার, হের গ্রুনিতস কতগুলি সোনার ক্রাউন এর জন্য খরচ করতে প্রস্তুত; অন্তত দশহাজার। কিন্তু লক্ষ মুদ্রায়ও এটা পাওয়া যাবে না। অপূর্ব ফ্ল্যাগ, একমাত্র ফ্ল্যাগ, স্বর্গ থেকে খসে পড়া সৃষ্টিছাড়া ফ্ল্যাগ। ওহে। সাগরপারের খুঁতখুঁতে বুড়ো। সবুর করো, ডন সাবাসকে আসতে দাও কনিগিন স্ট্রাসে। তোমাকে নতজানু হয়ে একবারটি এই ফ্ল্যাগে আঙুল ছোঁয়াতে দেওয়া হবে। ওহে! চশমা পরা বিশ্ব তোলপাড় করা

বুড়ো।' বিস্মৃত হল বিফল বিপ্লব, ভুলে গেলেন বিপদ, ক্ষতি আর পরাজয়ের গ্লানি। সংগ্রাহকের অপরিসীম মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি হেঁটে বেড়াতে লাগলেন ছোট্ট ডেকে, এক হাতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর ফ্ল্যাগ বুকে আঁকড়ে ধরে। পূর্বদিকে লক্ষ করে বিজয়োল্লাসে হাতের আঙুল মটকালেন। তাঁর অমূল্য প্রাইজের প্রশস্তি চিৎকার করে ভেরীর নাদে গাইতে লাগলেন যেন সমুদ্রের ওপারে তাঁর বিবর্ণ আবাসস্থলে বৃদ্ধ গ্রুনিতসের কানে পৌঁছে দিতে চাইছেন। সালভাদরের লোকেরা ওদের আবাহন করার জন্য আমন্ত্রণ করছিল। পালতোলা জাহাজটি স্টীমারের পাশাপাশি এসে পড়ল। ফল বোঝাই করার নিচু ডেকে প্রায় ঠোকাঠুকি হয় আর কি। নাবিকেরা অনেক কষ্টে তাকে সেখানেই থামাতে সক্ষম হল।

ক্যাপটেন ম্যাকলাউড একপাশে ঝুঁকে বলল, 'কি খবর, সেনিওর, খেল খতম শুনছি!'

'খেল খতম?' ডন সাবাস অল্পক্ষণের জন্য হতচকিত। 'ও হ্যাঁ বিপ্লবের কথা বলছেন?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেললেন।

ক্যাপটেন শুনলেন, পলায়ন আর বন্দী নাবিকদের কথা।

'ক্যারিব?' তিনি বললেন, 'ওদের, ভয় করার কিছু নেই।' পালতোলা জাহাজটিতে তিনি এলেন। জাহাজের খোলের ঢাকনিটি লাথি মেরে খুলে দিলেন। কৃষ্ণবর্ণের ছেলেগুলি ঘর্মাপ্লুত গায়ে বেরিয়ে এলো, মুখে হাসি।

'হে! কালো ছোকরার দল!' ক্যাপটেন বললেন তাঁর নিজেরই একটি চলিত ভাষায়, 'ইউ সাবি, ক্যাচি বোট এ্যাণ্ড ভামোস ব্যাক সেম প্লেস কুইক।' ওরা দেখল, ক্যাপটেন দেখাচ্ছেন ওদের দিকে, পালতোলা জাহাজটির দিকে আর কোরালিওর দিকে। 'ইয়াস, ইয়াস' ওরা বলল, ওদের দন্ত আরো বিকশিত হল, অনেকগুলি মাথা নড়ল। চারজনে, ডন সাবাস, দুজন অফিসার আর ক্যাপটেন জাহাজটি ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী হল। ডন সাবাস একটু পিছনে ছিলেন, তাকিয়েছিলেন গতাসু অ্যাডমিরালের আড়ষ্ট দেহটার দিকে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে তার দীনহীন বেশবাস সমেত। মৃদুস্বরে তিনি বললেন 'পব্রেসিটো লোকো।'

তিনি ছিলেন একজন ভাস্বর বিশ্ব নাগরিক, উচ্চপদের সঙ্গে তাঁর

মেলামেশা। তৎসত্ত্বেও এই দেশের লোক তাঁরই স্বজাতি, একই রক্ত তাঁরই ধমনীতে, একই স্বভাবও। কোরালিওর সরল চাষীরা যেমন বলেছিল তেমনি বললেন ডন সাবাস, মুখে তাঁর হাসি নেই, সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'হতভাগ্য পাগল বেচারা।'

ঝুঁকে পড়ে তিনি তার অবশ কাঁধ দুটি ওঠালেন, সেই অমূল্য ফ্ল্যাগের কিছুটা গুঁজে দিলেন কাঁধের নিচে, বিছিয়ে দিলেন বুকের ওপর, নিজের কোট থেকে খুলে নিলেন হীরের তারকা খচিত অর্ডার অফ সেণ্টকার্ল'স আর সেখানে সেটা আটকে দিলেন।

অন্যদের পিছনে তিনি গেলেন, তাদের সঙ্গে সালভাদরের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন। নাবিকেরা এল নাশিওনালকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল। কল্‌কল্‌ করে কথা বলতে বলতে ক্যারিবেরা পালের দড়াদড়ি টানতে লাগল। জাহাজটি চলল তীরের দিকে। আর হের গ্রুনিংসের নৌযুদ্ধের ফ্ল্যাগের সংগ্রহ এখনও বজায় রইল সবার সেরা।

দশ

শ্যামরক আর তালবৃন্ত

একদিন রাত্রে যখন বাতাস বইছিল না আর মনে হচ্ছিল কোরালিও এভারনসের * গারদের খুব কাছাকাছি পৌঁছেচে, পাঁচজন ব্যক্তি কেওগ আর ক্ল্যান্সির ফোটোগ্রাফের দোকানের দরোজার পাশে জড়ো হয়েছিল। এইভাবে বিশ্বের সকল রৌদ্রতপ্ত বিদেশ বিভুঁই-এ ককেশীয়রা জড়ো হয়ে থাকে দিনের কাজকর্মের শেষে, নিজেদের জাতিকুল গৌরব অক্ষয় রাখার জন্য, বিদেশী বস্তুর নিন্দায় মুখর হয়ে। জনি অ্যাটউড ক্যারিবদের ঘরোয়া পোশাকে ঘাসের ওপর শুয়েছিল, মিনমিনে গলায় সে বলছিল ডেলসবার্গের কাঁকুড়ক্ষেতের পাশের পাম্পের ঠাণ্ডা জলের কথা। ডাঃ গ্রেগ তাঁর শুভ্র দাড়ির গৌরবে আর

* নরকের

তাঁর ডাক্তারীর গল্পগুলি না বলার অঙ্গীকারের ঘুষ হিসেবে দোলনায় আসীন, দরোজায় খুঁটি আর ক্যালাবাশ গাছের ডালে বাঁধা ছিল দোলনা। কেওগ ঘাসের ওপর একটা টেবিল টেনে এনেছে, তৈরী হয়ে যাওয়া ফোটোগ্রাফ বার্ণিশ করার যন্ত্র সমেত। বার্ণিশারের রোলারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিল কোরালিওর বাসিন্দাদের মুখাবয়ব। দলের মধ্যে একমাত্র সে-ই কাজ করছিল। ব্লানচার্ড, ফরাসী মাইনিং ইঞ্জিনিয়র, শীতল লিনেনের পোশাক পরনে, চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল তার সিগারেটের ধোঁয়া, গরমের ব্যাপারে উদাসীন। ক্ল্যানসি সিঁড়িতে বসেছিল, তার ছোট পাইপে ধূমপান করছিল। মেজাজ তার গল্প বলিয়েব, গরমে আর ভ্যাপসানিতে অন্যদের অবস্থা অকর্মণ্য শ্রোতাদের পর্যায়ের।

ক্ল্যানসি একজন আমেরিকান, চরিত্রে আইরিশ আর প্রবণতায় বিশ্ব নাগরিক। বহু পেশা তাকে নিজের বলে দাবি করেছিল কিন্তু কোনোটাই বেশীদিনের জন্যে নয়। ভবঘুরের রক্ত তার শিরায় শিরায় ছিল প্রবহমান। টিনের পটচিত্র শিল্প অনেকগুলি পেশার একটি যাদের আহ্বানে তাকে নানা রাস্তায় ভ্রাম্যমান করে রেখেছে। কখনো কখনো তাকে প্রবুদ্ধ করা যেত তার বিচিত্র এবং চাঞ্চল্যকর ভ্রমণপঞ্জীর অংশবিশেষের বর্ণনা করতে। আজ রাত্রিতে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সে কিছু বলবে।

নিজে থেকেই সে বলল, 'চমৎকার আবহাওয়া, গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে। আমার মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা যখন আমি একটি জাতির মুক্তি যুদ্ধে লড়েছিলাম, অত্যাচারীর বিষাক্ত বাতাসময় বদ্ধ মুষ্টি থেকে। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পিঠে ব্যথা আর হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল।'

ঘাসের থেকে ফিসফিস করে অ্যাটউড বলল, 'আমি জানতাম না তো তুমি অত্যাচারিত জনগণের পক্ষে কোথাও কখনো তরবারি ধরেছ।'

'আমি ধরেছিলাম', ক্ল্যানসি বলল, 'আর সেই তরবারি ওরা পালটে করে দিল লাঙলের ফাল।'

'কোন সেই ভাগ্যবান দেশ যেটা তোমার সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছিল?' ব্লানচার্ড জিগগেস করে উপেক্ষার মেজাজে।

'কামচাটকা কোথায়?' ক্ল্যানসি হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করল।

'কেন, সাইবেরিয়ার কাছে কোথাও, উত্তরের হিমমণ্ডলে', কোন একজন আবছা উত্তর দিল।
'ও, তার মানে সেই ঠাণ্ডা জায়গাটা', ক্ল্যানসি বলল খুশীতে মাথা নেড়ে। 'দুটো নাম আমি বরাবর গোলমাল করে ফেলি। তাহলে সেটা ছিল গুয়াতেমালা, গরম জায়গাটা যেখানে আমি লড়াই করে-ছিলাম। ম্যাপে ওই দেশ তোমরা দেখতে পাবে। দেশটা সেই জেলায় যাকে বলে ক্রান্তীয় অঞ্চল। ঈশ্বরের দূরদৃষ্টির ফলে দেশটি সমুদ্রের ধারে, যার ফলে ভূগোলের লোকেরা সে দেশের শহরগুলির নাম লিখেছে জলের মধ্যে। নামগুলি ছোট টাইপে এক ইঞ্চি করে লম্বা, স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। হ্যাঁ, এই সেই দেশ যে দেশের অত্যাচারী সরকারের বিপক্ষে একা হাতে একটি একনলা গাঁইতি নিয়ে তাও গুলি না ভরা, আমি মুক্ত করার জন্য পাড়ি দিয়েছিলাম। তোমরা বুঝতে পারছ না তো? যা বললাম সেটা ব্যাখ্যা করার আর মাফ চাইবার অপেক্ষা রাখে।

জুন মাসের পয়লা নাগাত নিউ অর্লিয়নসের এক সকালবেলা। জেটিতে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীর ওপর জাহাজ দেখছিলাম। আমার ঠিক সামনে একটা ছোট স্টীমার বাঁধা ছিল, ছেড়ে যাবার জন্য প্রায় তৈরী। চোঙা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, একদল ষণ্ডা চেহারার লোক কতকগুলি বাকস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল স্টীমারে, জেটিতে বাকসগুলি সাজানো ছিল। বাকসগুলি ছিল দু ফুট বাই দু ফুট আর ফুট চারেক লম্বা আর মনে হচ্ছিল খুব ভারি।
আমি বেড়াতে বেড়াতে বাকসের গাদার দিকে গেলাম। দেখলাম নাড়াচাড়ায় একটা বাকস ভেঙে গেছে। কৌতূহলের বশে আলগা ডালাটি তুলে ভিতরে দেখলাম। বাকসটি ভর্তি ছিল উইনচেস্টার রাইফেলে। বেশ, বেশ, আমি বললাম নিজের মনে; তার মানে কেউ বুঝি নির্বিরোধিতার আইনটির অন্য অর্থ করছে। কেউ বুঝি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। কোন্ সেই দেশ যেখানে গুলতিগুলি যাচ্ছে? আমি কারুর কাশির আওয়াজ পেলাম, ঘুরে দেখলাম। একজন গোলাকৃতি মোটা ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, বাদামী মুখ, সাদা পোশাক, উঁচুদরের লোক, হাতে চার রতি হীরের আংটি, চোখে জিজ্ঞাসা ও

সম্ভ্রম। আমি ভেবে ঠিক করলাম লোকটি বিদেশী,—রাশিয়ান বা জাপানী বা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

'হিসট্' বলল সেই গোল ব্যক্তিটি, যেন খুব সংগোপনে। 'সেনিওর যা আবিষ্কার করে ফেলেছেন জাহাজের লোকেরা যেন না জানতে পারে। সেনিওর ভদ্রব্যক্তি, আকস্মিক যা ঘটেছে যেন দয়া করে প্রকাশ না করেন।'

'মঁসিয়ে', আমি বললাম, কেননা আমি তাকে এক ধরণের ফ্রেনচ-ম্যান মনে করেছিলাম, 'আপনার গোপন খবর জেমস ক্ল্যানসির কাছে নিরাপদ গোপনতায় থাকবে। এ ছাড়া, আমি আরো জানাচ্ছি, ভিভ লা লিবার্টি—স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘজীবী হোক শব্দটি জোরালো গলায় বলছি। যদি কোনদিন কোন ক্ল্যানসিকে দেখেন চলতি সরকারের উচ্ছেদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করছে তাহলে পরবর্তী ডাকে সেই খবরটি আমাকে জানিয়ে দেবেন।' 'সেনিওর ভালো লোক', সেই কালো মোটালোকটি বলল, তার কালো গোঁফের নিচে হাসি দেখিয়ে, 'আমার জাহাজে দয়া করে যদি আসেন এক গ্লাস আঙুরের মদ পান করার জন্য?'

একজন ক্ল্যানসি হবার সুবাদে দু মিনিটের মধ্যে আমি আর সেই বিদেশী ব্যক্তিটি স্টীমারের ক্যাবিনে একটি টেবিলে মুখোমুখী বসে-ছিলাম, মাঝখানে একটা বোতল রেখে। ভারী বাকসগুলি টেনে এনে জাহাজের খোলে রাখার আওয়াজ কানে আসছিল। আন্দাজে বুঝলাম প্রায় হাজার দুই উইনচেস্টার ভর্তি করা হল। আমি আর মোটা লোকটি বোতলটা শেষ করলাম, সে স্টুয়ার্ডকে আর একটা বোতল আনতে দিল। একজন ক্ল্যানসির সঙ্গে একটি বোতলের ভিতরের দ্রব্য একত্রে রাখা আর বিদ্রোহ ঘোষণায় উস্কানি দেওয়া একই কথা। উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলিতে বিপ্লব হামেশা লেগে থাকে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম তার একটাতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছে হতে লাগল। 'আপনার দেশে আপনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন মঁসিয়ে', বললাম আমি একটু চোখ টিপে, তাকে বুঝতে দিলাম যে আমি বুঝতে পেরেছি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ', বেঁটে লোকটি বলল, টেবিলে ঘুষি মেরে। 'বিরাট পরিবর্তন আসছে। বহুদিন ধরে জনগণকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আর তাদের পীড়ন করা হয়েছে যা কোনদিনই

ঘটবে না সেই সব স্তোকবাক্য দিয়ে। বিরাট কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, শীঘ্রই আমাদের শক্তি রাজধানী গিয়ে পৌঁছবে, ক্যারামবস্!'
'ক্যারামবস্ই হচ্ছে সেই শব্দ' আমি বললাম, আমার উৎসাহ বাড়ছিল মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে, 'তেমনি ভিভা, যা আমি আগেও বলেছি। অতীতের মতো শামরক— আমি বলতে চাইছি কলাপাতা বা অন্য কিছু প্রতীক যা আপনাদের নিপীড়িত দেশের স্বাধীনতার চিহ্ন, চিরকাল উড্ডীন থাকুক।'

'হাজারো ধন্যবাদ', গোলগাল লোকটি বলল, 'আপনার প্রীতিপূর্ণ কথা-বার্তার জন্য। আমাদের মহান আদর্শ সিদ্ধির জন্য প্রধানত চাই সবল লোক যাদের অনেক কাজ করতে হবে, দেশকে তুলতে হবে উন্নতির শিখরে। হায় যদি এক হাজার সবল, সৎলোক পেতাম, জেনারেল দে ভেগার সাহায্যের জন্য যাতে তিনি দেশকে সাফল্য ও মহিমায় ভূষিত করতে পারেন। সত্যিই কঠিন এই কাজ। এ কাজে সাহায্যের জন্য সৎলোক পাওয়া।'
'মঁসিয়ে', আমি বলি, টেবিল থেকে ঝুঁকে তার হাত ধরে, 'আমি জানি না আপনার দেশ কোথায়। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ল্যানসির হৃদয় কখনো বধির নয় নিপীড়িত জনগণের দৃশ্য দেখতে পেলে। এই বংশ জন্মসূত্রেই বিপ্লবী আর ব্যবসাগত দিক দিয়ে বিদেশী। জেমস্ ক্ল্যানসির বাহুবল আর বুকের রক্ত যদি আপনারা দেশকে অত্যাচারীর জোয়াল থেকে মুক্ত করার কাজে লাগাতে পারেন তাহলে তারা আপনার অধীন।'
জেনারেল দে ভেগা তাঁর দুর্বিপাকে আমার সহানুভূতি পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন। টেবিলের ওপর দিয়েই আমাকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোটা দেহ, মাঝখানে টেবিল, মদের বোতল বাধা দিল। এইভাবে বিপ্লবীদলে সানন্দে আমার ভর্তি হওয়া হয়ে গেল। এরপর জেনারেল আমাকে বললেন তাঁর দেশের নাম গুয়াতেমালা, বিশ্বের সেরা দেশ, যার তট ছুঁয়ে যাচ্ছে মহাসাগর। কথা বলতে বলতে তার চোখে জল আসে আমার দিকে তাকানোর সময়। মাঝে মাঝে এই মন্তব্য করেন, 'আঃ শক্তিশালী সাহসী লোক চাই। আমার দেশ এখন চায় শক্তিশালী লোক।'
জেনারেল দে ভেগা, এই নামেই তিনি নিজেকে ঘোষণা করছিলেন,

একটা দলিল বের করে আমাকে সই করতে বললেন, আমি সই করলাম, ক্ল্যানসির ওয়াই অক্ষরটির লেজটি খুব আড়ম্বরে লম্বা করে পাকিয়ে লিখলাম।

ব্যবসায়ীর গলায় জেনারেল বললেন, 'আপনার স্টীমার ভাড়া পরে আপনার মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।'

'তা হবে না,' তেজের সঙ্গে আমি বললাম। 'আমি আমার ভাড়া নিজেই দেব।' আমার ভিতরের পকেটে ছিল একশ আশি ডলার আর সাধারণ ভাড়াটে গেরিলা আমি হতে চাই নি, যে অন্ন বস্ত্রের জন্য আমাকে লড়াই করতে হবে।

স্টীমার ছাড়বে ঘণ্টা দুই-এর মধ্যে। আমি গেলাম দরকারী দু-একটা জিনিস কিনতে। ফিরে এসে জেনারেলকে দেখালাম আমার পোশাক চমৎকার চিনচিলার ওভার কোট, হিমমণ্ডলের ওভার সু, ফার-এর টুপি, কান-ঢাকা, চমৎকার পশমের লাইনিং দেওয়া দস্তানা, পশমের মাফলার।

'ক্যারামবস্', জেনারেল বললে, 'এই পোশাকে উষ্ণমণ্ডলে যাবেন?' আর তারপর সেই বেঁটে শয়তান হাসতে লাগল, ক্যাপটেনকে ডেকে আনল, ক্যাপটেন ডেকে আনল ভাণ্ডারীকে, তারা ডেকে আনল, চীফইঞ্জিনিয়রকে আর এই পুরো দলটা ক্যাবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে হাসতে লাগল ক্ল্যানসির গুয়াতেমালার জন্য সংগ্রহ করা পোষাক দেখে।

আমি গম্ভীরভাবে একটু চিন্তা করি, জেনারেলকে তাঁর দেশের নাম আর একবার উচ্চারণ করতে বলি। উনি আমাকে বললেন, আর আমি বুঝলাম, আমার মনে মনে ছিল সেই অন্য জায়গাটা, কামচাটকা। সেই থেকে এই দুটি জায়গার নাম, আবহাওয়া আর ভৌগোলিক অবস্থান গোলমাল হয়ে যায়।

আমি ভাড়া দিলাম—ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিনের জন্য চব্বিশ ডলার, খাওয়া অফিসারদের টেবিলে। নিচের ডেকে জন চল্লিশ সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ছিল, নিগ্রো কুলি জাতের। আমি ভাবলাম এতজন কুলি কোথায় যাচ্ছে!

যাইহোক, তিনদিনের মধ্যে গুয়াতেমালার উপকূলে আমরা এসে পড়লাম। দেশটা ছিল নীল, হলদে নয়, ম্যাপে যেমন ভুল করে

দেখানো আছে। উপকূলের একটি শহরে আমরা নামলাম। সংকীর্ণ একটি রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়েছিল কতকগুলি রেলের কামরা। বাকসগুলি স্টীমার থেকে নামিয়ে রেলগাড়িতে ভর্তি করা হল। কুলির দলও চড়ল, আমি আর জেনারেল দে ভেগা চড়লাম প্রথম কামরায়।

হ্যাঁ, সেই বিপ্লবের শীর্ষে চললাম আমি আর জেনারেল দে ভেগা, উপকূলের শহর ছাড়িয়ে। ট্রেনের গতি ছিল দাঙ্গার জায়গায় পুলিশের গতিবেগের সমান। গাড়ি যেতে লাগল যে সব অঞ্চল দিয়ে তাদের এমনই প্রাকৃতিক শোভা যা ভূগোলের বইয়ের বাইরে দেখা যায় না। সাত ঘণ্টায় মাইল চল্লিশ আমরা গেলাম, তারপর ট্রেন থামল। রেলের রাস্তা আর ছিল না। জায়গাটা যেন একটা ক্যাম্প, স্যাঁত-স্যাতে একটা পাহাড়ী ঝরণার ধারে, চারিদিক নির্জন, বিষণ্ণতায় ভরা। সামনের দিকে বন কাটা আর রাস্তা তৈরী চলছিল, রেললাইন আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এইখানে, আমি নিজের মনে বলি, বিপ্লবের রোমান্‌টিক জগৎ। এইখানে ক্ল্যানসি, মহান জাতির বংশোদ্ভব হওয়ার গুণে আর তার আইরিশ কৌশলে, স্বাধীনতার জন্য প্রচণ্ড আঘাত হানবে।

ওরা বাকসগুলি ট্রেন থেকে নামাচ্ছিল আর ওপরের ঢাকনাগুলি ভাঙছিল। প্রথম বাকসর ডালা খোলাই ছিল। আমি দেখলাম জেনারেল দে ভেগা একটি একটি করে উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে একদল গম্ভীর আকৃতির সৈন্যদের দিলেন। তারপরে অন্য বাকসগুলি খোলা হল আর তোমরা বিশ্বাস করবে না, একটা বন্দুকও যদি তাদের মধ্যে পাওয়া গেল। আর সব বাকস বোঝাই করা ছিল কোদাল আর গাঁইতিতে।

আর তখন, দুঃখের পরে দুঃখের কথা, কি আর বলব সেই গরম দেশের কথা, গর্বিত ক্ল্যানসি আর সেই হতভাগা কুলিদের প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হল একটি গাঁইতি বা কোদাল, আর মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সেই ছোট্ট নোংরা রেল রাস্তায়। হ্যাঁ এই কারণেই কুলির দলকে জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছে আর এই কাজের জন্যই মুক্তিযোদ্ধা ক্ল্যানসি কনট্রাকট্‌ সই করেছে যদিও সে সময় সে তা জানতো না। পরে আমি ক্রমশ সব জানতে পারি। আসলে এই রেল রাস্তায়

কাজ করার লোক পাওয়া যায় না। সে দেশের বুদ্ধিমান বাসিন্দারা কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারে অত্যন্ত অলস। প্রকৃতই, ঋষিরা জানেন, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। এক হাত বাড়ালে বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু আর দামী ফল ছিঁড়ে আনা যায় আর অন্য হাতটি ছড়িয়ে দিনের পর দিন নিদ্রা দেওয়া যায়, সাতটার বাঁশি বা সিঁড়িতে বাড়ি-ভাড়ার তাগাদাদারের পায়ের শব্দ শুনতে হয় না। অতএব নিয়মিত-ভাবে স্টীমার নিয়ে আসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রমিক। সাধারণত, আমদানী কবা কোদাল চালাই-এর দল দু-তিন মাসের মধ্যে পচাজল খেয়ে আর প্রচণ্ড উষ্ণমণ্ডলের বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে মরে যেত। সেজন্য ওরা এক বছরের কনট্রাকট করে নিত ভাড়া করে নিয়ে আসার সময়, আর সশস্ত্র পাহারা রাখত যাতে হতভাগা কুলিরা পালিয়ে না যায়। এইভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে আমাকে বুদ্ধু বানানো হয়েছিল, যেহেতু বংশগতির প্রভাবে খুঁজে খুঁজে যেখানে গোলমাল সেখানেই আমার যাওয়া চাই।

ওরা আমাকে একটা গাঁইতি দিল, হাতে নিয়ে ভাবলাম তৎক্ষণাৎ একটা বিদ্রোহ সুরু করি। কিন্তু পাহারাদারেরা উইনচেস্টারগুলি নাড়াচাড়া করছিল বেয়াড়াভাবে, আমি ভেবে দেখলাম স্থির বুদ্ধি গেরিলা যুদ্ধের প্রধান অংশ। আমাদের দলে প্রায় একশজন কাজ সুরু করার জন্য তৈরী হচ্ছিল, আমাদের এগিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হল। আমি সারি থেকে বাইরে এসে সেই জেনারেল দে ভেগা নামে ব্যক্তির সামনে গেলাম। সে তখন একটি চুরুট টানছিল আর খুশীতে ডগমগ হয়ে গৌরবের দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। আমার দিকে চেয়ে শয়তানী হাসি হাসল, বেশ ভালোমানুষের মতো। বলল, 'গুয়াতেমালাতে লম্বা চওড়া বলশালী লোকের অনেক কাজ রয়েছে। হ্যাঁ, মাসে ত্রিশ ডলার, মাইনে ভালো। আহা, হ্যাঁ, তুমি শক্তিমান সাহসী ছোকরা। রেল রাস্তাটা ঝটপট আমরা রাজধানী পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবো। ওরা তোমাকে কাজ করতে ডাকছে এখন, কাজে যাও তাগড়া ছোকরা।'

'মঁসিয়ে', আমি তথাপি দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, 'আপনি কি একজন বোকা আইরিশম্যানকে এইটুকু বুঝিয়ে বলবেন, যখন আমি আপনার আরশুলাভরা স্টীমারে পদার্পণ করেছিলাম আর বিপ্লব আর মুক্তির

বাণী শোনাচ্ছিলাম আপনার টক দ্রাক্ষাসবের ওপর, তখন কি আপনি ভেবেছিলেন এই ওঁচা রেলরাস্তায় গাঁইতি চালাবার জন্য আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলাম? আর আপনি যখন দেশপ্রেমের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথার জবাব দিচ্ছিলেন আর তারকাখচিত স্বাধীনতার সংগ্রামকে উঁচুতে তুলছিলেন তখন কি মনে মনে আমাকে আপনার হতচ্ছাড়া দেশের ছাতুখোর গুণ্ডা কুলির দলের পর্যায়ে ফেলেছিলেন?'
সেই জেনারেল ব্যক্তি হাসির চোটে ফেঁপে ফুলে আরো গোল হয়ে গেল। হ্যাঁ, খুব জোরে উঁচু গলায় অনেকক্ষণ সে হাসল আর আমি ক্ল্যানসি চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম।
'রগড়ের লোক তো তুমি হে,' অবশেষে সে চিৎকার করে বলল। 'আমাকে হাসিয়ে মেরে ফেলবে দেখছি। হ্যাঁ, বলশালী, সাহসী লোক যে পাইনা আমার দেশকে সাহায্য করার কাজে। বিপ্লব? আমি বিপ্লবের কথা বলেছিলাম? একটি শব্দও নয়। আমি বললাম, বড়ো চেহারার লোক চাই গুয়াতেমালায়।' অতএব ভুলটা তোমারই। তুমি একটা বাকসে দেখলে পাহারাদারদের জন্যে বন্দুক। তুমি ভাবলে সব বাকসে আছে বন্দুক। কই, না তো, না, গুয়াতেমালাতে যুদ্ধ বিবাদ নেই। হ্যাঁ তবে কাজ আছে, ভাল কাজ, ত্রিশ ডলার মাসে। সেনিওর কাঁধে নাও একটা গাঁইতি আর গুয়াতেমালার স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধির জন্য খুঁড়ে যাও। যাও কাজে যাও, পাহারাদার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'
'বেঁটে, মোটা, কেলে কুত্তা,' আমি বললাম আস্তে আস্তে কিন্তু অত্যন্ত রাগে ও দুঃখে, 'তোমায় আমি দেখাব। হয়ত এখনি কিছু করতে পারছি না কিন্তু সবুর করো, জে. ক্ল্যানসি মাথা খাটিয়ে বদলা নেবার পথ বার করবেই।'
গ্যাংএর সরদার আমাদের কাজে লাগতে বলে। আমি নিগ্রো কুলিদের সঙ্গে এগিয়ে যাই আর শুনতে পাই সেই বিশিষ্ট তোতাপাখিটা ফুর্তিতে হাসছে।
এ হচ্ছে বেদনাময় সত্য যে সেই দুর্ব্যবহারকারী দেশে আট সপ্তাহ ধরে আমি রেলের রাস্তা তৈরী করেছিলাম। বারো ঘণ্টা ধরে আমার সংগ্রাম চলত একটা গাঁইতি আর কোদাল হাতে প্রাচুর্যময় বৃক্ষলতা দৃশ্যপট থেকে ছেঁটে ফেলার কাজে, যেগুলি রেলপথের

অন্তরায় হচ্ছিল। আমরা জলার মধ্যে কাজ করতাম যেখানে গন্ধ পেতাম যেন গ্যাসের পাইপে লিক রয়েছে, দুষ্প্রাপ্য সব মহামূল্যবান কাঁচ ঘরে রাখার যোগ্য ফুললতা শাক সবজি পায়ে মাড়িয়ে যেতাম। ভূগোলের লেখক কল্পনাই করতে পারেনি এমনি সমৃদ্ধ সেই উষ্ণ-মণ্ডলের দৃশ্য। গাছগুলি এক একটি স্কাইস্‌ক্র্যাপার। নিচের ঝোপে কাঁটা আর সূচীমুখ লতাগুল্ম। চারিদিকে বাঁদর লাফাচ্ছে, কুমির আর লম্বা লেজের মকিংবার্ড আর তুমি হাঁটু পর্যন্ত পচা জলে দাঁড়িয়ে আছো গাছের শেকড় ধরে আর গুয়াতেমালার মুক্তির লড়াই এর কাজে। রাত্রে মশা তাড়াবার জন্য ধূনী জ্বেলে, ধোঁয়ার মধ্যে আমরা বসে থাকতাম, পাহারাদারেরা আমাদের চারপাশে পায়চারি করত। এই রেল রাস্তার কাজে প্রায় দুশজন কাজ করত, বেশীর ভাগ নিগ্রো, স্প্যানিশ, কিছু সুইডিশ আর তিন চার জন ছিল আইরিশ।

একজন বুড়ো মতো, নাম হ্যালোরান, জাতিতে ও চরিত্রে আইরিশ আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। সে প্রায় বছর খানেক কাজ করছে। বেশীরভাগ মরে যেত ছমাসের ভিতর। তার চেহারা, হাড় আর চুল দাড়ি লোমে এসে ঠেকেছিল। প্রতি তৃতীয় রাত্রিতে কাঁপুনি দিয়ে ওর জ্বর আসত।

'এসে পৌছেই তুমি ভাববে এক্ষুণি চলে যাবো,' হ্যালোরান বললে। 'কিন্তু তোমার প্রথম মাসের মাইনে ওরা গাড়িভাড়া বাবদ কেটে রেখে দেয় আর ততদিনে উষ্ণমণ্ডল তোমাকে কবজা করে নিয়েছে। তোমার চতুর্দিকে দুস্তর জঙ্গল, অতি ছ্যাচড়া সব জীব-জন্তুতে ভরা, সিংহ আছে, বেবুন আছে, আছে অজগর ওৎ পেতে তোমাকে গিলে খাবার জন্য। রোদের তাপে তোমার হাড়ের ভিতরের মজ্জা গলে যাবে। কবিতার বইয়ের লোটাস ইটারদের অবস্থা তোমার হয়ে যায়। জীবনের উচ্চতর ভাব-অনুভূতিগুলি তুমি ভুলে যাও, যেমন দেশপ্রেম, প্রতিশোধ, শান্তিভঙ্গ করা বা ফরসা একটা সার্ট পরার আরামের অনুভূতি। তুমি কাজ করে যাও আর খাও কেরোসিন তেল আর রাবার পাইপের টুকরো, খাদ্য বলে নিগ্রো রাঁধুনি যা তোমাকে দেয়। পাইপে তামাক ভরে তুমি সেটা ধরাও আর নিজের মনে বলো, সামনের সপ্তাহে পালাবো, তারপরে শুয়ে

ঘুমোও আর নিজেকে মিথ্যাবাদী বলতে পারো যেহেতু তুমি জানো কোনদিনই তুমি পালাতে পারবে না।'

'এই জেনারেল লোকটা কে ?' আমি জিগগেস করি, 'যে নিজেকে দে ভেগা বলে ?'

'এই লোকটা চাইছে রেলরাস্তাটা সম্পূর্ণ করতে', হ্যালোরান বলল। 'এই প্রকল্পটা প্রথমে ছিল একটা প্রাইভেট করপোরেশন, কিন্তু সেটা উঠে যায়, আর তারপরে গভর্ণমেণ্ট কাজটা হাতে নেয়। দে ভেগা একজন বড়ো রাজনৈতিক নেতা, নিজে প্রেসিডেন্ট হতে চায়। জনগণ চায় রেলপথটা সম্পূর্ণ হোক কারণ এর জন্যে তাদের ট্যাকস দিতে হয়। দে ভেগা তার নির্বাচনের প্রচারের একটি চাল হিসেবে এই রেলপথ তৈরীর কাজটা নিয়েছে।'

'আমার স্বভাব নয় কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখানো', আমি বললাম, 'কিন্তু একটা হিসেব-নিকেশ বাকি রইল এই রেল রাস্তার লোকটি আর জেমস ওডাউড ক্ল্যানসির মধ্যে!'

'আমিও ওইরকম ভেবেছিলাম, প্রথম প্রথম', হ্যালোরান বলল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, 'যতদিন না আমি লোটাস ইটারে পরিণত হই। দোষ এই উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়ার। শরীরের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এটা একটা দেশ, কবি যেমন বলেন, "এখানে সকল সময়ই যেন ভোজনের পরের কাল।" আমি আমার কাজ করি, পাইপ টানি আর ঘুমোই। জীবনের আর আছেই বা কি করার। তুমিও শীঘ্রই এমনি হয়ে যাবে। কোন ভাবপ্রবণতা মনে মনে পুষে রেখো না, ক্ল্যানসি।'

'না রেখে পারছি না', আমি বললাম, 'আমি ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে আছি। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের বিপ্লবী সেনাদলে আমি ভর্তি হলাম সরল বিশ্বাসে, এর মুক্তি, সম্মান ও রূপোর বাতিদানের জন্য যুদ্ধ করতে। আর তার বদলে এর দৃশ্য পটের অঙ্গচ্ছেদ করছি আর শেকড় খাচ্ছি! এই জেনারেল লোকটাকে এর খেসারত দিতে হবে।'

ত্মাস আমি সেই রেলরাস্তার কাজ করি পালাবার প্রথম সুযোগ পাওয়ার আগে। একদিন আমাদের একটি দলকে পাঠানো হয়েছিল সম্পূর্ণ হয়ে আসা রেলপথের শেষপ্রান্তে, পোর্ট ব্যারিওস থেকে কতকগুলি ভোঁতা গাইতি ধারাল করে আনার জন্য। সেগুলি নিয়ে আসা

হয়েছিল একটা হাত-গাড়িতে। আমি লক্ষ করলাম হাতগাড়িটি রেল লাইনের ওপর রাখা ছিল।

সে রাত্রে বারোটো নাগাত আমি হ্যালোরানকে জাগিয়ে তুললাম আর আমার মতলবের কথা বললাম।

'পালাবো?' হে ভগবান, হ্যালোরান বলল, 'ক্ল্যানসি তুমি সত্যি বলছ! আমার সাহসে কুলোবে না, বাইরে বড় ঠাণ্ডা আর ঘুমটাও পুরো হয়নি। পালাবো! ক্ল্যানসি আমি তোমাকে আগেই বলেছি, কমল আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমার নিজের ওপর আস্থা আর নেই। এই উষ্ণমণ্ডলই এটা করেছে। কবি যেমন বলেন, "ভুলে গেছি বন্ধুদের দূরে ফেলে এসেছি যাদের, শূন্যগর্ভ কমলের দেশে, আরামে বাঁচব শুয়ে বসে।" তুমি বরং যাও ক্ল্যানসি, আমাকে থাকতেই হবে দেখছি। এখন সবে মাঝরাত্রি, বাইরে ঠাণ্ডা আর চোখ আমার ঘুমে জড়িয়ে আসছে।'

তাই হ্যালোরানকে রেখেই যেতে হল। চুপি চুপি জামাকাপড় পরে নিলাম, তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। পাহারাদার কাছে এলে একটা ডাবের বাড়ি মেরে তাকে কাত করে দিলাম, তারপর রেল-লাইনের ধারে ছুটলাম। হাতগাড়ীটা চড়ে সেটা চালিয়ে দিলাম। ভোরের কিছু আগে পোর্ট ব্যারিওসের আলোগুলি দেখতে পেলাম মাইলখানেক দূরে। হাতগাড়িটা সেখানে থামিয়ে রেখে হেঁটে শহরের বড়ো বড়ো সংস্থাগুলির চৌহদ্দি আমি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলাম। গুয়াতেমালার সৈন্যদলকে আমি ভয় করতাম না কিন্তু ওদের কর্ম সংস্থানের অফিসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই এর কথা চিন্তা করলেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। এই দেশ সহজেই চাকরিতে লোক নিয়োগ করে আর তারপর তাদের ধরে রেখে দিতে পারে। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি মিসেস আমেরিকা আর মিসেস গুয়াতেমালা গল্প করছে একটি চমৎকার রাত্রিতে, পাহাড়ের দুইদিকে দুজন, "কি বলব ভাই, সেনিওরা মাদাম, ঝি চাকর নিয়ে আবার আমি পড়েছি মুস্কিলে।" "তাই নাকি? আশ্চর্য! আমারটা তো কোনদিন চলে যাবার নামও করেনা", হেসে বলে মিসেস গুয়াতেমালা।

আমি শুধু ভাবছিলাম কেমন করে এই ক্রান্তীয় দেশ থেকে পালাবো আবার কোন চাকরির ফাঁদে না পড়ে। তখনও অন্ধকার

রয়েছে, তবুও আমি দেখতে পেলাম বন্দরে রয়েছে একটা স্টীমার, চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সরু একটা ঘাসে ছাওয়া গলি দিয়ে এলাম জলের ধারে। তীরে এসে দেখলাম একজন বাদামী রঙের ছোটখাটো নিগ্রো ঠেলে ঠেলে একটা ডিঙি নামাচ্ছে।

'স্যামবো, একটু দাঁড়াও', আমি বললাম, 'সাভে ইংলিশ ?'

চমৎকার হাসি মুখে সে বলল, 'হ্যাঁ, প্রচুর, অনেক।'

'এটা কোন স্টীমার ?' আমি শুধাই, 'যাচ্ছেই বা কোথায়, খবর কিছু আছে কি ভালো মন্দ, আর বেজেছেই বা কটা ?'

'ওই স্টীমারটা, দি কনচিটা,' ছোট বাদামী লোকটি বন্ধুভাবে বলল, একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে। 'এসেছে নিউ অলিয়নস থেকে কলা নিয়ে যাবে। কাল রাতে ফল বোঝাই শেষ হয়েছে। বোধহয় এক বা দু ঘণ্টার ভিতর ছাড়বে। চমৎকার দিনটা যাবে আজ। লড়াইয়ের খবর কিছু রাখো নিশ্চয় ? তোমার কি মনে হয়, জেনারেল দে ভেগা ধরা পড়বে ? হ্যাঁ কি না ?'

'কি ব্যাপার স্যামবো ! ভারি লড়াই ? কোথায় ? কারা ধরতে চায় জেনারেল দে ভেগাকে ? আমি আমার পুরোন সোনার খনিতে ছিলাম মাস দুই। একেবারে ভিতরে, খবর কিছুই পাইনি।'

'ওঃ', সেই নিগ্রো লোকটি বলল,ইংরেজি বলতে পেরে গর্ব বোধ করছে। 'বিরাট বিপ্লব হয়ে গেছে গুয়াতেমালায় এক সপ্তাহ আগে। জেনারেল দে ভেগা প্রেসিডেন্ট হতে চায়। ওর দলে, এক, পাঁচ, দশ হাজার সৈন্য লড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে, সরকার পাঠালো পাঁচ, চাল্লশ, একশ হাজার ফৌজ বিদ্রোহ থামাতে। গতকাল লোমাগ্রানদে বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে, উনিশ বা পঞ্চাশ মাইল দূর এখান থেকে পাহাড় অঞ্চলে। সেই সরকারী ফৌজ জেনারেল দে ভেগাকে খুব ধোলাই দিয়েছে। পাঁচশ, ন'শ, দুহাজার, লোক তার মারা গেছে। বিপ্লব চুরমার হয়ে গেছে, খুবই তাড়াতাড়ি। জেনারেল দে ভেগা পালিয়েছে একটা বড়ো খচ্চরের পিঠে চড়ে। হ্যাঁ, ক্যারামবস্‌, জেনারেল পালিয়েছে আর তার সৈন্যরা মরে গেছে। সরকারী সৈন্যরা জেনারেল দে ভেগাকে ধরতে চায়। তাকে গুলি করে মারার জন্য। তুমি কি মনে করো, জেনারেল ধরা পড়বে ?'

'মহাপুরুষেরা তাই করুন', আমি বলি, 'ঈশ্বরের ন্যায় বিধানে তাই হওয়া

উচিত, একজন ক্ল্যানসির যোদ্ধ বিছার প্রতিভার অপব্যয় করা হল কিনা কোদাল গাঁইতি দিয়ে ক্রান্তীয় জঙ্গল সমতল করার কাজে! কিন্তু এখন বিদ্রোহের থেকে আমার কাছে ভাড়াটে কুলির সমস্যাটা বড়ো। আমি ব্যগ্র হয়েছি দায়িত্বশীল একটি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তোমাদের মহান ও হতশ্রী দেশের সাদা ডানার বিভাগের শরণাপন্ন হতে। তোমার ছোট্ট ডিঙিটা চালিয়ে আমাকে ওই স্টীমারটাতে নিয়ে চলো, আমি তোমাকে পাঁচডলার দেবো—সিঙ্কার পেসারস্, সিঙ্কার পেসারস্—' আমি বলি, প্রস্তাবটি ক্রান্তীয় চলিত ভাষায় ভাষান্তরিত করার চেষ্টা করি। 'সিঙ্কো পেসোস্' ছোট খাটো লোকটি বলল,' পাঁচ ডলার তুমি দেবে?'

লোকটা মন্দ ছিল না। প্রথমে আপত্তি করছিল, বলছিল দেশ ছেড়ে যেতে কাগজপত্র, পাসপোর্ট, এইসব লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেল স্টীমারের ধারে। সকাল হচ্ছিল, ডিঙিটা যখন স্টীমারে এসে ঠেকল, কোন জনমানব দেখা গেল না স্টীমারে। জল ছিল শান্ত, নিগ্রো লোকটি আমাকে খানিকটা তুলে ধরল ডিঙি থেকে, আমি স্টীমারের ফল বোঝাই করার ডেকে উঠে পড়লাম যেখানে ডিঙিটা লেগেছিল। খোলের ঢাকনাগুলি খোলাই ছিল। ভিতরে তাকিয়ে দেখলাম ভিতরটা কলাতে বোঝাই, ডেক থেকে মাত্র ছফুট নীচে পর্যন্ত। নিজেকে আমি বুঝিয়ে বলি, ক্ল্যানসি তুমি এবার লুকিয়ে জাহাজে চড়ে পালাও। এটা নিরাপদ। স্টীমারের লোকেরা এখন তোমাকে দেখতে পেলে আবার হয়ত কর্মখালি অফিসে ভর্তি করে দেবে। উষ্ণমণ্ডল আবার তোমাকে পাকড়াবে, যদি তুমি হুঁশিয়ার না থাকো।

আমি তাই সহজেই কলার ওপর লাফিয়ে পড়লাম আর কলার কাঁদির মধ্যে একটা গর্ত করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। স্টীমার দুলছে, বুঝলাম আমাদের সমুদ্রযাত্রা সুরু হল। হাওয়া লাগবার জন্য খোলের ঢাকনাগুলি খোলা রেখেছিল, তাই যা আলো আসছিল তাতে খোলের ভিতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। একটু একটু খিদে পাচ্ছিল তাই ভাবলাম ফল দিয়ে হালকা লাঞ্চ করে নেওয়া যাক। গর্ত থেকে বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তক্ষুণি দেখতে পেলাম দশ

ফুট দূরে আর একটি লোক হামা দিয়ে বেরুল কলার গাদা থেকে, তার পর একটা কলা টেনে ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে পুরলো। লোকটা নোংরা, মুখ কালো, জামা কাপড় ছেঁড়া. আকৃতিতে অত্যন্ত কদাকার। খবরের কাগজের মজার পাতার মোটা সোটা উয়েরি উইলির ছবির হুবহু নকল তার চেহারা। ভালো করে দেখলাম, তাই তো, এইতো আমার জেনারেল ব্যক্তি, দে ভেগা, মহান বিপ্লববাদী, খচ্চর চালক, আর গাঁইতি আমদানীকারী। আমাকে দেখে ঘাবড়েছে, মুখ ভর্তি কলা, কথা বলতে পারেনা, চোখের সাইজ হয়েছে নারকেলের মতো।

'হিস্‌ট্', আমি বলি, 'একটি কথা নয়, তাহলেই ওরা আমাদের নামিয়ে দেবে আর হাঁটতে বাধ্য করবে। ভিভলা লিবার্টি,—স্বাধীনতা দীর্ঘজীবি হোক', এই আবেগ দমন করতে তার উৎসমুখে একটি কলা চালান করে দিই। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম জেনারেল আমাকে চিনতে পারবে না। উষ্ণমণ্ডলের জঙ্গলের জঘন্য কাজের ফলে আমার চেহারা অনেক পাল্টে গিয়েছিল। মুখে আমার আধ ইঞ্চি পাঁচমিশেলি দাড়ি, পরনে নীল ওভার অল আর লাল সার্ট। যখন কথা সরলো মুখে জেনারেল জিগগেস করল, 'কেমন করে জাহাজে এলে, সেনিওর?'

'পিছনের দরজা দিয়ে—হুইস্‌ট্!' আমি বলি, 'স্বাধীনতার জন্য মহান আঘাত আমরা হেনেছিলাম,' আমি বলে চলি, 'কিন্তু সংখ্যায় আমরা হেরে গেলাম। আসুন, পরাজয় আমরা মেনে নিই বীরত্বের সঙ্গে, সেইসঙ্গে আরো একটা কলা খাওয়া যাক।'

'তুমিও কি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলে, সেনিওর', জেনারেল কলার কাঁদির ওপর চোখের জল ফেলে। 'আগাগোড়া', আমি বলি, 'শেষের বেপরোয়া আক্রমণ আমিই পরিচালনা করেছিলাম, অত্যাচারীর ভৃত্যদের বিপক্ষে। কিন্তু এর ফলে তারা উন্মাদের মতো লড়ল আর আমরা হেরে গেলাম। আমিই, জেনারেল আপনার জন্য খচ্চরটি জোগাড় করে দিই যেটি চড়ে আপনি পালিয়ে গেলেন। ওই পাকা কাঁদিটা একটু এদিকে ঠেলে দেবেন, জেনারেল? আমার নাগালের বাইরে ওটা। ধন্যবাদ।'

'সত্যি নাকি, সাহসী দেশ প্রেমিক!' জেনারেল জিজ্ঞেস করল, আবার সে কেঁদে ফেলল, 'আ দিওস, তোমার ভক্তির প্রতিদানে আমি কিছুই

দিতে পারছিনা। কোন রকমে প্রাণটি নিয়ে আসতে পেরেছি। ক্যারামবস্, ওঃ কি শয়তান জানোয়ার সেই খচ্চরটি ছিল সেনিওর ঝড়ের মধ্যে জাহাজের মতো আমি ধাক্কা খেয়েছি। চামড়া সব ছিঁড়ে টুকরো হল, কাঁটায় আর লতায় ঘসা খেয়ে। অন্তত একশোটা গাছের ছালে ওই নরকের জন্তুটা ধাক্কা খেয়েছে, আর আমার পা দুটির দফা সারা হয়েছে। রাতে পোর্ট ব্যারিওস-এ এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের মতো খচ্চরটাকে ছেড়ে পায়ে হেঁটে আমি এলাম জলের দিকে। ছোট একটা ডিঙি বাঁধা রয়েছে দেখলাম। সেটায় চড়ে বৈঠা বেয়ে স্টীমারের কাছে এলাম। কোন লোকজন দেখতে পেলাম না। একটা দড়ি বেয়ে উঠে এলাম। তার পরে এই কলার মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। নিজের মনে মনে বললাম, জাহাজের ক্যাপটেন যদি আমাকে দেখে তাহলে আবার ওই গুয়াতেমালার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমাকে। সে সব ভাল নয়। গুয়াতেমালা জেনারেল দে ভেগাকে গুলি করে মারবে। তাই আমি লুকিয়ে আছি চুপটি করে। জীবন বড়ো গৌরবের। স্বাধীনতা বেশ ভালো, কিন্তু বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো বোধহয় নয়।'

আগেই আমি বলেছি তিনদিনের পাড়ি ছিল নিউ অর্লিয়নস পর্যন্ত। তাই জেনারেল আর আমাকে পাকা রঙের বন্ধু হতে হল। কলাই আমরা খেতে থাকলাম, ক্রমশ এমন অবস্থা হল যে কলা দেখলে চোখ জ্বালা করে, তথাপি কলা ছাড়া খাবার আর কিছুই ছিলনা। রাত্রি হলে সাবধানে বাইরে আসি নীচের ডেক থেকে এক বালতি স্বাদু জল জোগাড় করি। জেনারেল দে ভেগা ছিল সেই ধরণের লোক যারা অনর্গল কথা বলতে পারে। যাত্রার একঘেয়েমি তার বক্‌বক্ করার জ্বালায় আরো বেড়ে গিয়েছিল। সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল আমি তারই দলেরই একজন বিপ্লবী। কেননা, সে বলল, ওর দলে অনেক আমেরিকান আর অন্য বিদেশী ছিল। বক্তা হিসেবে সে ছিল যেমনি হামবড়া তেমনি অহঙ্কারী, নিজেকে একজন বীর বলে মনে করত। তার যত কিছু দুঃখ আক্ষেপ কেবল নিজের জন্য, তার প্লট ভেস্তে যাবার বিষয়ের খেদোক্তি। এই ছোট্ট বেলুনটার একটা কথাও বলার ছিলনা তার সঙ্গী দুরাত্মাদের বিষয়ে, যারা হয়ত গুলি খেয়ে কিংবা পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার এই বিপর্যস্ত বিপ্লবে।

দ্বিতীয় দিনে তার আত্মস্তুতি আর অহঙ্কারের গল্প বড় বাড়াবাড়ি মনে হল একজন পলাতক চক্রান্তকারীর পক্ষে যার প্রাণ টিঁকে আছে একটি খচ্চরের দয়ায় আর চুরি করা কলার কল্যাণে। সে আমাকে বলছিল তার বিরাট রেললাইন তৈরীর কীর্তির কথা আর সেই সূত্রে একটা মজার ঘটনা। একজন মজাদার আইরিশম্যানের কথা যাকে নিউ অর্লিয়নস থেকে ফুসলে আনা হয়েছিল তার মর্গের মতো রেল পথে গাঁইতি চালাবার জন্য। শুনতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল সেই নোংরা বেঁটে জেনারেল যখন বলছিল কি ভাবে সে সেই বেপরোয়া বুদ্ধু ক্ল্যানসির লেজে লবণ দিয়েছিল, সেই অপমানকর কাহিনী। হাসতে লাগল সে প্রাণখুলে, দীর্ঘ সময় ধরে। হেসে গড়িয়ে পড়ল সেই কালোমুখো লক্ষ্মীছাড়া বিদ্রোহী, গলা পর্যন্ত ডুবে আছে কলার মধ্যে, না আছে দেশ, না কোন বন্ধু।

'আহ, সেনিওর', হেসে বললে, 'সেই বোকা আইরিশের কথা শুনলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে। আমি বললাম, লম্বা চওড়া লোক চাই গুয়াতেমালায়।' "আমি আঘাত হানবো তোমাদের নিপীড়িত দেশে", সে বলে। 'হাঁা, তা তো করতেই হবে, আমি বলি। কী মজার, সেই আইরিশ লোকটা। জেটিতে দেখেছিল একটা বাকসে প্রহরীদের জন্য বন্দুক। সে মনে করল সব বাকস বন্দুকে বোঝাই। কিন্তু সেগুলি সব গাঁইতি। আহ, সেনিওর, তার মুখের চেহারা যদি একবার দেখতে যখন তাকে কাজে লাগানো হল।'

এইভাবে সেই কর্মসংস্থানের প্রাক্তন কর্তা যাত্রার একঘেয়েমি বজায় রেখে গেল, হালকা রসিকতা আর গল্প শুনিয়ে। মাঝে মাঝে কলার ওপর অশ্রু বিসর্জন করে স্বাধীনতা বা সেই খচ্চরের বিষয়ে কথা উঠলে।

নিউ অর্লিয়নস-এর জেটিতে যখন স্টীমারটা ধাক্কা খেল তখন সেই আওয়াজ কানে বড় মিঠে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই নিগ্রো কুলির দলের শত শত পায়ের চট্ পট্ শব্দ শোনা গেল ডেকের ওপর, জাহাজের খোলের ভিতর থেকে। আমি আর জেনারেল ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাঁদি গুলি উঠিয়ে দিতে লাগলাম, যাতে ওরা ভাবে আমরা ওদের দলেরই। ঘণ্টাখানেক পরে স্টীমার থেকে বেরিয়ে জেটিতে এসে পড়লাম। একজন নগণ্য ক্ল্যানসির পক্ষে এটা মহাভাগ্য ও

সম্মানের কথা যে একটি মহান দেশের বিদ্রোহীদলের একজন প্রতিনিধিকে আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য তার হয়েছে। আমি প্রথমেই জেনারেল আর আমার জন্য অনেকগুলি বড়ো সাইজের গ্লাসে পানীয় আর কলা নয় এমন খাদ্য বস্তু কিনলাম। জেনারেল আমার সাথে সাথেই চলতে থাকল, যেন তার সব ভার আমারই ওপর ছেড়ে দিয়েছে। আমি তাকে লাফায়েৎ স্কোয়ারে নিয়ে গেলাম, পার্কে একটা বেন্‌চে বসালাম। সিগারেট আমি কিনে এনেছিলাম, সে বেনচে ঝুঁকে পড়ে বসল, পরিতৃপ্ত, গোলগাল একটি বাউণ্ডুলের মতো। ওই ভাবে বসা অবস্থায় তাকে আমি ভালো করে দেখলাম, আর যা দেখলাম তাতে খুশী হলাম। প্রকৃতিদত্ত বাদামী রং এখন ধুলোয় নোংরায় আরো মলিন। হ্যাঁ, সেই জেনারেল ব্যক্তির আকৃতি দেখে ক্ল্যানসির ভারি ভালো লাগল।

আমি ওকে অনেক দ্বিধায় জিজ্ঞেস করলাম তার নিজের বা অন্য কারুর কোন টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছে কিনা। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বেনচে কাঁধ ঠোকে। না, এক সেণ্টও নয়। বেশ বেশ। সে বলে, হয়ত, তার বন্ধুরা সেই উষ্ণমণ্ডলের দেশ থেকে টাকা পাঠাবে পরে। জেনারেল একটি নির্ভুল কেস, জীবন ধারণের জন্য কোন প্রকার দৃশ্যমান উপায় বিহীন ব্যক্তি হিসেবে, আমার মনে হল।

আমি তাকে বেনচ থেকে না নড়তে বললাম। তারপর আমি গেলাম পয়ড্রাস ও কারনডেলেটের কোণে। ওইখানে ও'হারার বিট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও'হারাকে দেখা গেল। লম্বা চওড়া, চমৎকার ব্যক্তি, মুখ লাল, জামার বোতাম ঝক্‌মক্ করছে, ডাণ্ডা দোলাতে দোলাতে এসে হাজির। গুয়াতেমালাকে এখন ও'হারার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বেশ হয়। ড্যানির পক্ষে বেশ মনোরঞ্জক হবে মাঝে মাঝে ডাণ্ডা দিয়ে সপ্তাহে দু'একবার বিপ্লব থামাতে হলে।

'5046 এখনো চালু আছে ড্যানি?' আমি জিজ্ঞেস করি, তার কাছে গিয়ে।

'ওভারটাইম খাটছে', ড্যানি বলল, আমার দিকে চাইল সন্দেহের দৃষ্টিতে। 'খানিকটা চাই নাকি!'

পঞ্চাশ ছেচল্লিশ হচ্ছে শহরের সেই বিখ্যাত আইন যার বলে আটক, সাজা

ও জেল হয় সেই সব ব্যক্তির যারা তাদের অপরাধ পুলিশের কাছে গোপন করতে সক্ষম হয়েছে।

'জিমি ক্ল্যানসিকে কি তুই চিনতে পারছিস না!' আমি বললাম, 'ওরে গোলাপী গলার দানব।' এবার ও'হারা আমাকে চিনতে পারে, কারণ উষ্ণমণ্ডলের কল্যাণে আমার বাইরের আকৃতি হয়েছিল লজ্জাকর। আমি তাকে একটি কোণে নিয়ে গেলাম আর বুঝিয়ে বললাম, আমি কি চাই আর কেন চাই। 'ঠিক আছে, জিমি', ও'হারা বলল, 'ফিরে গিয়ে ওই বেনচেই থাকো। দশ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।'

সেই দশ মিনিটে ও'হারা লাফায়েৎ স্কোয়ারে বেড়াতে বেড়াতে ছুটি উয়েরি উইলিকে আবিষ্কার করে, দেখে তারা একটি বেনচ নোংরা করছে। আরো দশমিনিটের মধ্যে জে ক্ল্যানসি আর জেনারেল দে ভেগা গুয়াতেমালার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থানায় হাজির হয়েছে। জেনারেল খুব ভয় পেয়েছে, আমাকে তার পদমর্যাদা আর বিশিষ্টতার কথা বলতে বলল।

আমি পুলিশকে বললাম, 'এই লোকটি রেললাইনে কাজ করত, এখন বেকার। চাকরী যাবার পরে ও এখন প্রায় উন্মাদ।'

'ক্যারামবস্।' সোডা ফাউনটেনের মতো ফোঁস করে ওঠে জেনারেল, 'তুমি সেনিওর, আমার দলের হয়ে লড়াই করলে আমার দেশে। এখন তুমি মিথ্যে বলছ কেন? বলো আমি জেনারেল দে ভেগা, একজন সৈনিক, একজন অশ্বারোহী।' 'রেলের লোক,' আমি আবার বলি, 'এখন বেকার। কোন কাজের নয়। চুরি করা কলা খেয়ে গত তিন দিন কাটিয়েছে। দেখুন স্যর একবার ওর দিকে, দেখলেই বোঝা যায়।'

'পঁচিশ ডলার বা ষাট দিন' ম্যাজিসট্রেট জেনারেলের সাজা ঘোষণা করল। ওর কাছে একটি পয়সাও ছিল না, তাই জেলেই গেল। আমাকে ওরা ছেড়ে দিল, আমি জানতাম ছাড়া পাবো কেন না আমার কাছে টাকা ছিল আর ও'হারা আমার হয়ে বলল। হ্যাঁ, ষাটদিন সাজা সে পেল। ঠিক ওই কয়দিন আমি গাঁইতি চালিয়েছিলাম সেই মহান দেশ কামাস-গুয়াতেমালায়।

ক্ল্যানসি থামল। উজ্জ্বল তারার আলোয় তার পোড় খাওয়া মুখে এনে দিয়েছিল সুখস্মৃতি জনিত তৃপ্তির দ্যুতি। চেয়ারে হেলান দিয়ে কেওগ

তার পার্টনারের হালকা পোশাক পরা পিঠে একটি চাপড় মারলো, শব্দ হল যেন বালির ওপর একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল।

হেসে বলল, 'তারপরে বলো, কেমন করে বদলা নিলে জেনারেলের সঙ্গে সেই কৃষিকর্মের ব্যাপারে।

'টাকা না থাকায়,' ক্ল্যানসি বলল, খুশীভরা গলায়, 'সেই অঞ্চলের জেলের একদল কয়েদীদের সঙ্গে ওকে কাজ করতে দিয়েছিল ওর জরিমানার টাকাটা রোজগার করার জন্য, উরসুলাইনস স্ট্রীট রাস্তাটি মেরামতের কাজে। কাছাকাছি ছিল একটা বার, চমৎকার সাজানো, ইলেকট্রিক পাখা আর ভালো ভালো ঠাণ্ডা পানীয়। ওই বারটাকে আমার হেড কোয়ার্টার করলাম। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর সেই ছোটখাটো লোকটির বেলচা-কোদাল হাতে সংগ্রাম কেমন চলছে দেখতে যেতাম। নিউ অর্লিয়নসে তখন আজকের মতোই ভাপসা গরম। আমি ওকে ডাকতাম, 'হে মঁসিয়ে।' ও তাকাতো, মুখ যেন কালো হাঁড়ি, সার্টের ওপর ঘাম ফুটে বেরিয়েছে জায়গায় জায়গায়। 'মোটা তাগড়া লোক,' আমি বলি জেনারেল দে ভেগাকে, 'এখন দরকার নিউ অর্লিয়নসে। হ্যাঁ, ভালো করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 'ক্যারামবস্! এরিন, *বুক ফুলিয়ে বলো।'

এগার

আচার সংহিতার ভগ্নাংশ

কোরালিওতে প্রাতরাশের সময় বেলা এগারোটা। তাই সেখানকার লোকে বাজারে খুব সকালে যায় না। ছোট একটি কাঠের বাড়িতে বাজার বসে, চারপাশে ছোট করে ছাঁটা ঘাস, মাঝখানে সবুজ পাতায় ঘেরা একটি ব্রেডফ্রুট গাছ তার ছায়া দিচ্ছে বাজার কুঠির ওপর। সেইখানে একদিন সকালে বাজারের ব্যাপারীরা এসে জমা হয় ধীরে সুস্থে, সঙ্গে তাদের বেসাতি। বাড়ির চতুর্দিক বেড় দিয়ে আছে ফুট ছয়েক বারান্দা। তক্তার ওপর তারা তাদের সামগ্রী সাজিয়ে রাখে,

* আয়ার্ল্যাণ্ড।

সদ্য কাটা গোমাংস, মাছ, কাঁকড়া, দেশীয় ফল, শকরকন্দ, ডিম, মিষ্টান্ন, উঁচু করে গাদা দেওয়া মকাইএর রুটি, স্প্যানিশ মালীর মাথার সমব্রেরো টুপির বেড়ের মত বড়ো বড়ো।

আজ কিন্তু যারা দোকান দিত বাজার কুঠির সমুদ্রের দিকে তারা তাদের জিনিসপত্র সাজানোর পরিবর্তে ছোট দলে জড়ো হয়ে হাত পা নেড়ে মৃদু স্বরে কথা বলছিল। কেন না প্ল্যাটফরমের যে জায়গায় তারা দোকান দেয় সেখানে বীলজিবাব ব্লাইদের অসুন্দর নিদ্রিত অবয়ব ছড়ানো ছিল। সে শুয়েছিল ছেঁড়া এক টুকরো ছোবড়ার মাদুরের ওপর, আকৃতি তার পতিত দেবদূতের মতো, এই অবস্থায় সেই সাদৃশ্য আরো লক্ষণীয়। তার মোটা শনের পোশাক ময়লা, সেলাই খুলে গেছে, হাজারো জায়গায় দুমড়ে কুঁচকে গেছে, তাকে আবৃত করেছিল অস্বাভাবিক ভাবে, ঠিক যেন একটি কুশপুত্তলী মজার জন্য খড় ভরে তার পরে সব রকমের হেনস্থা করার পরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, দৃঢ়ভাবে তার উঁচু নাকের মধ্যস্থলে সোনার ফ্রেমের চশমা রাখা আছে, তার প্রাচীন গৌরবের অবশিষ্ট তকমা।

সূর্যের রশ্মি সমুদ্রের ছোট ছোট তরঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে কেঁপে কেঁপে এসে পড়ছিল তার মুখে, সেই সঙ্গে বাজারের ব্যাপারীদের গলার আওয়াজে বীলজিবাব ব্লাইদের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল সে দেয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়ে, তার চোখ পিট্‌পিট্ করছিল। পকেট থেকে সিলকের একটা নোংরা রুমাল বের করে চশমার কাঁচ পালিশ করল। আর তখন সে লক্ষ করল যে তার শয়নকক্ষ আক্রান্ত হয়েছে এবং ভদ্র, বাদামী আর হলুদ গাত্র বর্ণের লোকেরা তাকে অনুরোধ করছে জায়গাটা ছেড়ে দিতে বাজারের দ্রব্যসামগ্রী রাখবার জন্য। সেনিওর যদি দয়া করেন, তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য হাজারবার ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে কিন্তু শীঘ্রই খদ্দেররা আসবে সওদা করতে, তাঁর অসুবিধা করার জন্য দশ হাজারবার দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এইভাবে বিবৃত করে তারা জানায় যে তাকে ওই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে, ব্যবসার চাকা আটকে রাখা চলবে না।

ব্লাইদ তক্তা থেকে নামলো যেন এক রাজকুমার তাঁর ছত্রাচ্ছাদিত আসন পরিত্যাগ করলেন। পতনের শেষ ধাপে পৌঁছেও সে তার পুরনো আদব কায়দা ছাড়তে পারেনি। এর থেকে বোঝা যায় ভদ্র

আচরণের কলেজের পাঠ্যক্রমে নীতিশিক্ষার কোন পাঠ দেওয়া হয় না।

ব্লাইদ তার দুমড়ানো পোশাক ঝেড়ে ঝুড়ে নেমে পড়ল রাস্তায়, তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে কালে গ্রান্দে ধরে চলল, কোথায় যাবে কিছু স্থির ছিল না। ছোট্ট শহর অলসভাবে তার দৈনন্দিন জীবনে নড়ে চড়ে উঠছিল। সোনালী গাত্রবর্ণের শিশুরা ঘাসের ওপর একজন অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছিল। সমুদ্রের বাতাস গায়ে লেগে তার খিদে পেয়েছিল কিন্তু খিদে মেটাবার জন্য কিছুই ছিল না। সারা কোরালিও তার প্রাতঃকালের সুবাসে ভরপুর ছিল, ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফুলের তীব্র সুগন্ধ, বাইরের মাটির উনুনে সেঁকা রুটীর ঘ্রাণ, আর সেই উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ। ধোঁয়া ছিল না যে সব জায়গায় সেখানকার স্বচ্ছ বাতাস কিছুটা বিশ্বাসের নিশ্চয়তার সহায়তায় পাহাড়কে তুলে এনে ফেলেছে সমুদ্রের পাশে এত কাছে যে পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষের সারির ফাঁকে ফাঁকে উষর প্রান্তরগুলি এক এক করে গোনা যায়। জলের ধারে ক্যারিবেরা লঘু পায়ে দ্রুত তাদের কাজের তৎপরতায় যেন পিছলে পিছলে চলা ফেরা করছে। কলার বাগান থেকে বেরিয়ে ঘন বনপথ দিয়ে ঘোড়ার সারি চলেছে, কেবল মাথা আর পা নড়ছে দেখা যায়। তাদের শরীর ঢাকা সবুজ সোনালী কলার কাঁদির বোঝায়। জানলার চৌকাঠে মেয়েরা বসে বসে লম্বা কালো চুলে চিরুণী চালাচ্ছে, সরু রাস্তার এক পার থেকে অন্য পারে নাম ধরে ডাকছে একে অন্যকে। কোরালিওতে শান্তি বিরাজ করছিল, শুষ্ক, বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু শান্তি।

সেই উজ্জ্বল প্রভাতে প্রকৃতি যখন ঊষার সোনার পাত্রে কমলের অর্ঘ সাজিয়েছিল, বীলজিবাব ব্লাইদ তার পতনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছিল। আর নীচে নামা অসম্ভব। গত রাত্রের রাস্তায় শোয়া ছিল সেই শেষ ধাপ। যতক্ষণ মাথার ওপর একটি ছাদের আচ্ছাদন ছিল ততক্ষণ ছিল সেইটুকু ব্যবধান যা একজন ভদ্রলোককে স্বতন্ত্র রাখে বনের পশু বা বাতাসে ওড়া পাখি থেকে। কিন্তু এখন তার দশা হয়েছে একটি ক্রন্দনরত শুক্তির মতো, দক্ষিণের সমুদ্রের বালুর ওপর যাকে ভক্ষণ করবে চতুর ওয়ালরাসের মতো 'অবস্থা' আর নাছোড়-বান্দা ছুতোরের মতো 'নিয়তি।'

ব্লাইদের কাছে টাকা এখন স্মৃতি মাত্র। সে তার বন্ধুদের সজ্জনোচিত সাহায্যের সবটুকু নিঃশেষ করে নিয়েছিল, তারপরে তাদের দানশীলতার শেষ বিন্দুটি নিংড়ে নিয়েছিল, সব শেষে অ্যারনের মতো তাদের কঠিন হয়ে আসা বুকের পাষাণে আঘাত করেছিল অপমানকর ছিটেফোঁটা ভিক্ষার জন্য।

শেষ রেয়াল পর্যন্ত তার বাকির খাতা পূর্ণ হয়েছিল। নির্লজ্জ পরভোজীর তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতায় সে সচেতন ছিল কোরালিওতে তার উৎসগুলি সম্বন্ধে, কোথা থেকে এক গ্লাস রাম, একবারের আহার বা একটি রূপোর টাকা আদায় করা যাবে। মনে মনে সেই উৎসগুলি একের পাশে একটি সাজিয়ে সে বিবেচনা করছিল, ক্ষুধা আর তৃষ্ণা তাকে এই বিবেচনার কাজ আন্তরিক নিপুণতা ও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে করতে সাহায্য করছিল। তার সমস্ত আশাবাদ ব্যর্থ হয়েছিল আশার একটি কণা আলাদা করতে তার চিন্তার জঞ্জাল থেকে। তার খেলা শেষ হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে এক রাত্রি স্নায়ুগুলিকে আলগা করে দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার হাতে ছিল দু একটি ভরসার স্থল যেখানে প্রতিবেশীর সঞ্চয় থেকে লজ্জা না পেয়ে দাবি চলত। এখন থেকে ধারের বদলে তাকে ভিক্ষা চাইতে হবে। আর কোন কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে আখ্যা দেওয়া যাবে না সেই ঘৃণার সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া মুদ্রাটিকে ঋণ বলে, যখন সেটি দেওয়া হচ্ছে সমুদ্রতটের উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ানো মানুষটিকে যে সরকারী বাজারে কাঠের তক্তার ওপর রাত কাটায়।

কিন্তু এই প্রভাতে কোন ভিক্ষুক তার মতো তত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দান করা মুদ্রাটি নিত না, কেন না রাক্ষসের মতো তৃষ্ণা তার গলা টিপে ধরেছে, মদ্যপের প্রাতঃকালীন তৃষ্ণা নরকের পথে প্রত্যেক প্রভাতের স্টেশনে যা প্রশমিত করতে হয়।

ধীর পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ব্লাইদ, লক্ষ্য তার কোন অঘটন যদি ঘটে যার ফলে তার দুঃসময়ে অমৃতলাভ হয়। মাদামা ভাসকুইজের নাম করা খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে দেখল মাদামার খদ্দেররা খেতে বসেছে, টাটকা পাঁউরুটি, আঙুর, আনারস আর কফি, বাতাসে ভেসে আসা সুগন্ধ ঘোষণা করেছে খাবারগুলির সু-আস্বাদ। মাদামা পরিবেশন করছিলেন। তিনি

তাঁর লাজুক, বিষণ্ণ, নির্বিকার দৃষ্টি জানলার বাইরে একবার মেললেন। ব্লাইদকে দেখে তাঁর দৃষ্টি আরো লাজুক, আরো বিড়ম্বিত হয়ে গেল। বীলজিবাবের কাছে তিনি কুড়ি পেসো পাবেন। ব্লাইদ মাথা নামিয়ে অভিবাদন করল, অতীতে যেমন সে অন্য অনেক স্ত্রীলোককে করেছে যারা সংকুচিত ছিল না বা যাদের কাছে তার ঋণ ছিল না। তারপরে সে এগিয়ে চলল।

ব্যবসায়ীরা বা তাদের কর্মচারীরা তাদের দোকানের ভারি কাঠের দরজাগুলি খুলছিল। ভদ্র কিন্তু শীতল তাদের দৃষ্টি, ব্লাইদ যখন তার পূর্বতন খুশীর চালের অবশিষ্টাংশটুকু সম্বল করে তাদের সামনে দিয়ে গেল। এদের প্রত্যেকে তার পাওনাদার।

প্লাজার ফোয়ারায় এসে রুমাল ভিজিয়ে হাত মুখ ধোয়া সারলো অতি সংক্ষেপে। উন্মুক্ত চত্বরের ওপারে জেলের কয়েদীদের জন্য তাদের আত্মীয় বন্ধুরা সকালের খাবার হাতে নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাবার দেখে ব্লাইদের বাসনার উদ্রেক হল না। তার আত্মা কামনা করছিল পানীয়ের বা সেই বস্তু কেনার জন্য অর্থ।

রাস্তায় তার অনেকের সঙ্গে দেখা হল, একদা যারা তার বন্ধু আর সমকক্ষ ছিল, আর তার প্রতি যাদের ধৈর্য আর বদান্যতা একটু একটু করে নিঃশেষ হয়েছে। উইলার্ড গেডি আর পলা তার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেল অতি শীতল ও হ্রস্ব মাথা নেড়ে, ওরা ফিরছিল পুরনো ইনডিয়ান রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া শেষ করে। বিলি কেওগ শিস্ দিতে দিতে যাচ্ছিল হাতে নিয়ে কতকগুলি টাটকা ডিম, তার আর ক্ল্যানসির প্রাতরাশের জন্য। এই হাসি খুশী ভাগ্যদেবীর বালসেনা ব্লাইদের একজন শিকার। তাকে সাহায্য করতে পকেটে হাত ঢুকিয়েছে বোধ করি সে-ই সবচেয়ে বেশী বার। কিন্তু মনে হল কেওগও নিজেকে সুরক্ষিত করেছে আরো আক্রমণের বিরুদ্ধে। তার ছোট্ট অভিবাদন আর ধূসর চোখের ভীতিজনক পূর্ণ দৃষ্টি ব্লাইদের পদক্ষেপ দ্রুততর করল, কারণ বেপরোয়া ভাবে আবার একটি ছোট্ট ঋণের কথা তুলবে সে সবেমাত্র ভাবছিল।

এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তি এর পর একে একে তিনটি পানশালায় গেল। এর সব গুলিতেই বহুদিন তার অর্থ, বাকির খাতা বা সমাদর শেষ হয়েছে। কিন্তু এই প্রভাতে ব্লাইদের মনে হচ্ছিল শত্রুর পায়ের তলায় লুটিয়ে

পড়তে সে পারে একফোঁটা আগুয়ারদিয়ন্তের জন্য। দুটি বার-এ সাহস করে পানীয় চাইবার প্রত্যুত্তরে এমন ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যাত হল যে গালির চেয়ে তার জ্বালা অনেক বেশী। তৃতীয় দোকানটি আধুনিক আমেরিকান পদ্ধতিতে আরো বিশ্বাসী। এখানে তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়া হল। হুমড়ি খেয়ে সে পড়ল রাস্তায় মুখ থুবড়ে। এই শারীরিক অবমাননা লোকটির অন্তরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এনে দিল। আস্তে আস্তে যখন সে নিজেকে উঠিয়ে নিয়ে হেঁটে চলে গেল, তার মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল। যে সসংকোচ কৃত্রিম হাসির ভাব তার মুখে প্রায় মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেটা মিলিয়ে গেল, শান্ত এবং শয়তানী দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব সেখানে দেখা গেল। বদমায়েশির সমুদ্রে বীলজিবাব হাবুডুবু খাচ্ছিল, ভদ্রজগতের একটি ক্ষীণ-সূত্র কোন রকমে আঁকড়ে ধরে। সে জগৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তার মনে হয়েছিল যে এই চূড়ান্ত ধাক্কায় সেই সূত্রটি ছিঁড়ে গেল আর ডুবন্ত মানুষ বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দেবার পরে যেমন হয় তেমনি প্রশান্তি সে অনুভব করল।

রাস্তা থেকে উঠে ব্রাইদ গেল এক কোণে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড়ের ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলল, চশমা পরিষ্কার করে নিল।

'আমাকে করতেই হবে, এ আমাকে করতেই হবে', নিজেকে সে বলল, চেঁচিয়েই। 'যদি এক কোয়ার্ট রাম পেতাম তাহলে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম আরো কিছুকাল। কিন্তু আর রাম নেই বীলজি-বাবের জন্য, যে নামে ওরা আমাকে ডাকে। পাতালের আগুনের দোহাই, শয়তানের ডান হাতে যদি আমাকে বসতেই হয় তাহলে কোট খরচা কাউকে দিতেই হবে। মিঃ গুডউইন তোমাকে এবার কিছু খসাতে হবে। তুমি ভালো লোক কিন্তু লাথির ধাক্কায় নর্দমায় পড়ার পরে কোন ভদ্রলোক আর ভদ্রতার সীমায় থাকতে পারে না। ব্ল্যাকমেল শব্দটা শুনতে ভালো নয় কিন্তু আমি যে রাস্তায় চলেছি তার পরবর্তী স্টেশনের নাম ওই শব্দটি।'

পদক্ষেপে স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রাইদ এবার পা চালালো শহরের মধ্য দিয়ে সমুদ্র তীরের বিপরীতের পাড়ার দিকে। নিগ্রোদের নোংরা ঝোপড়ি-গুলি পেরিয়ে, গরীব মেসতিজোদের ছবির মতো কুটিরগুলি ছাড়িয়ে। রাস্তার অনেকগুলি কোণ থেকে সে দেখতে পাচ্ছিল গাছের ছায়ার

ফাঁকে জঙ্গলে ভরা টিলার ওপরে গুডউইনের বাড়ি। ছোট হ্রদের পুলটি পেরিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল সেই বৃদ্ধ ইনডিয়ান গালভেজ কাঠের ফলকটি পরিষ্কার করছে যাতে মিরাফ্লোরেসের নাম খোদাই করা আছে। হ্রদের পরেই গুডউইনের জমি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গেছে। একটি ঘাসে ছাওয়া সড়ক, দু-পাশে বদান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের বহুবিধ ছায়াঘেরা ফুলগাছের শোভা, ঘুরে ঘুরে গিয়েছে কলার বাগানের পাশ দিয়ে, শেষ হয়েছে সেই আবাসস্থলে। লম্বা লম্বা দৃঢ় পা ফেলে ব্লাইদ চলল এই রাস্তা ধরে।

গুডউইন তার শীতল বারান্দায় বসেছিল, তার সেক্রেটারীকে চিঠির জবাব মুখে মুখে বলছিল, সেক্রেটারী পাতলা চেহারার একজন স্থানীয় যুবক। এই গৃহস্থালীতে আমেরিকান নিয়মে প্রাতরাশের ব্যবস্থা, তাই খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে ঘন্টাখানেক আগে।

ধাক্কা খাওয়া লোকটি সিঁড়ি পর্যন্ত এসে একটি হাত বাড়ালো। 'গুড মরনিং ব্লাইদ', গুডউইন বলল, 'উঠে এসো, চেয়ার নাও, বলো আমি কি করতে পারি।'

'আমি তোমার সঙ্গে একান্তে কিছু বলতে চাই।'

গুডউইন তার সেক্রেটারীকে ইঙ্গিত করল, সে হেঁটে চলে গেল দূরে আমগাছের নীচে, একটা সিগারেট ধরালো। তার খালি করা চেয়ারে ব্লাইদ বসলো।

'আমার কিছু টাকা চাই', বলে ফেলল একগুঁয়ের মতো।

'আমি দুঃখিত', গুডউইনও তেমনি সোজাসুজি উত্তর দিল, 'কিন্তু তুমি পাবে না। মদ খেতে খেতে এবার তুমি মরবে ব্লাইদ। তোমার বন্ধুরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যাতে তুমি আবার উঠে দাঁড়াতে পারো। কিন্তু তুমি নিজে ভাল হবার চেষ্টা করলে না। তোমার ধ্বংসের পথে টাকা যুগিয়ে আর কোন লাভ হবে না।'

'আরে ভাই', ব্লাইদ বলল চেয়ারটা পিছন দিকে হেলিয়ে, 'প্রশ্নটা এখন আর সামাজিক অর্থনীতির নয়। সে পালা চুকে গেছে। আমি তোমাকে ভালবাসি গুডউইন। আজ আমি তোমার পাঁজরে ছুরি চালাতে এসেছি। আজ সকালে এসপাদার সেলুন থেকে আমাকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে। সমাজ আমার আহত অনুভূতির খেসারত দিতে বাধ্য।'

'আমি তো তোমাকে লাথি মারিনি।'

'না, কিন্তু সাধারণভাবে তুমি সমাজের প্রতিনিধি। একটি বিশেষ অর্থে তুমি আমার শেষ আশা। শেষ পর্যন্ত আমাকে এটা করতে হচ্ছে। মাসখানেক আগে আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম যখন লোসাদার লোকেরা এসে এখানে সব তোলপাড় করছিল। তখন আমি এটা করতে পারিনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আমি এক হাজার ডলার চাই, গুডউইন। আর তুমি এই টাকা আমাকে দেবে।'

'কেবল গত সপ্তাহে', গুডউইন হেসে বলল, 'একটি মাত্র রূপোর ডলার তুমি চাইছিলে।'

'এটা প্রমাণ করে,' ব্লাইদ বলল লঘু স্বরে, 'যে তখনো আমি সৎ ছিলাম, যদিও চাপ বাড়ছিল। পাপের বেতন এক পেসো বা আটচল্লিশ সেন্টের কিছু বেশী হওয়া উচিত। এসো কাজের কথায় আসা যাক। আমি তৃতীয় অঙ্কের খল নায়ক। আমার স্বল্পকালের খেটে খুটে পাওয়া হাততালি আমাকে পেতে দাও। আমি দেখেছিলাম তোমাকে প্রেসিডেন্টের ব্যাগভর্তি টাকা সরাতে। আমি জানি এটা ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কিন্তু মূল্যের ব্যাপারে আমি খুব উদার। আমি জানি আমি একজন সস্তা খলনায়ক—করাতকলের যাত্রা দলের মতো—কিন্তু তুমি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, তোমাকে আমি বেশী চাপ দিতে চাইনা।'

'একটু খুলেই না হয় বললে', গুডউইন বলল, শান্তভাবে চিঠিগুলি গুছোতে গুছোতে।

'ঠিক আছে', বীলজিবাব বলল, 'আমার ভাল লাগছে যে ব্যাপারটা তুমি সহজভাবে নিচ্ছ। আমি থিয়েটার পছন্দ করিনা। অতএব তুমি ঘটনাগুলি জানার জন্য তৈরী হতে পারো', লাল আগুন, চুন আর জগঝম্পের বাদ্য ছাড়াই।'

'যে রাত্রে হিস্ ফ্লাই বাই নাইট পলায়নপর মহামহিম শহরে এলেন, সে রাত্রে আমি অত্যন্ত মাতাল হয়েছিলাম। তুমি মাপ করবে এই উক্তিতে আমি গর্ব প্রকাশ করে থাকলে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছান আমার পক্ষে কঠিন আয়াস সাধ্য ব্যাপার ছিল। কেউ একটা চৌকি রেখেছিল মাদামা ওরতিজের হোটেলের বাইরে কমলালেবু গাছের নীচে। আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে তার ওপর

শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। আমার ঘুম ভেঙে যায় যখন একটা কমলালেবু গাছ থেকে পড়ে ঠিক আমার নাকে এসে লাগে। আমি কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে স্যর আইজাক নিউটনকে গালি দিলাম—যিনি মহাকর্ষ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর থিয়োরী আপেলেই সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য। আর তারপরে এলেন মিরাফ্লোরেস আর তাঁর প্রেয়সী, সঙ্গে ট্রেজারির ব্যাগ, তাঁরা হোটেলে গেলেন। এর পর তোমাকে দেখা গেল সেই কেশবিন্যাশের শিল্পীর সঙ্গে কথা বলতে যে দোকানের গল্প করতে চাইল দোকান বন্ধ হবার পরেও। আমি আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু আবার আমার বিশ্রাম বিঘ্নিত হল, এবার সেই খেলার পিস্তলের আওয়াজ দোতলা থেকে। তারপরে আমার ঠিক মাথার ওপর কমলালেবু গাছের ডালের ওপর পড়ল সেই চামড়ার ব্যাগটা। আমি উঠে পড়লাম, বুঝতে পারলাম না এর পরে কিসের বৃষ্টি হবে। সেনারা, পুলিশেরা আসতে আরম্ভ করেছিল, তাদের পাজামা স্যুটের ওপর মেডেল, ব্যাজ সব লাগাতে লাগাতে আর তলোয়ার খুলে—আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে কলাগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। ঘণ্টাখানেক সেখানে ছিলাম যার মধ্যে উত্তেজনা থিতিয়ে এলো, লোকেরা চলে গেল। আর তার পরে প্রিয় গুডউইন মাপ করো আমাকে—আমি দেখলাম তুমি চুপি চুপি ফিরে এলে আর সেই পাকা রসভরা ব্যাগটি কমলালেবু গাছ থেকে তুলে নিলে। আমি তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম আর দেখলাম তুমি সেই ব্যাগ নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকলে। একটা কমালেবুর গাছ থেকে এক মরশুমে লক্ষ ডলারের ফসল বোধহয় ফলের ব্যবসার রেকর্ড।

'তখন আমি একজন ভদ্রলোক, তাই এই ঘটনার কথা কাউকে বলিনি। কিন্তু আজ আমাকে সেলুন থেকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে, আমার আচার সংহিতা কনুইএর ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে, আর আমি আমার মায়ের দেওয়া উপাসনার বই বিক্রি করতে পারি তিন আঙুল আগুয়ারদিয়েন্তের জন্য। আমি স্ক্রু-এর প্যাঁচ বেশী করে কষব না। তোমার কাছে এটা নিশ্চয়ই এক হাজার ডলার মূল্যের হবে যে সেই চৌকিতে সারাক্ষণ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম একবারও না জেগে উঠে আর কিছু না দেখে।'

গুডউইন আরো দুটি চিঠি খুলল, পেন্সিলে কিছু নোট করল চিঠিগুলির

ওপর। তারপর সে ডাকলো, 'ম্যানুয়েল', তার সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ ভাবে এসে হাজির।

'এরিয়েল, কখন ছাড়বে?' গুডউইন জিগগেস করল। যুবকটি উত্তর দিল, 'তিনটের সময়, সেনিওর। তীর বরাবর নীচের দিকে পুনতা সলেদাদ পর্যন্ত যাবে ফল বোঝাই সম্পূর্ণ করতে। সেখান থেকে সোজা নিউ অর্লিয়নসে যাবে দেরী না করে।'

'বিউয়েনো, বেশ।' গুডউইন বলল, 'এই চিঠিগুলি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে।'

সেক্রেটারী আবার আমগাছের নীচে সিগারেটে মন দিল।

'মোট সংখ্যায় কত টাকা তোমার ধার আছে এই শহরের বিভিন্ন লোকের কাছে, আমার কাছে তুমি যা ধার করেছ তা ছাড়া?'

'পাঁচশ আন্দাজ', ব্লাইদ হালকা গলায় বলল।

'যাও, শহরে কোন জায়গায় গিয়ে তোমার ধারের একটা লিস্ট করে আনো', গুডউইন বলল। 'দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসো, তোমার সঙ্গে ম্যানুয়েলের হাতে টাকা দিয়ে আমি পাঠাবো। আর তোমার জন্য ভদ্র এক জোড়া পোশাক জোগাড় করে রাখব। তিনটের সময় তুমি এরিয়েল-এ চড়ছ। ম্যানুয়েল তোমাকে স্টীমারের ডেক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সেখানে সে নগদ এক হাজার ডলার তোমার হাতে দেবে। মনে হয় আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই এর পরিবর্তে তোমাকে কি করতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, খুশী গলায় ব্লাইদ বলল। আমি সারাক্ষণ মাদামা ওরতিজের কমলালেবু গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিলাম। আর, কোরালিও আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যেতে হবে। তাই হবে, আমার পার্ট আমি করব। কথনে আমার আর কাজ নেই। তোমার প্রস্তাব উত্তম। তুমি ভালো লোক গুডউইন, আর তোমাকে আমি অল্পেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণ, আমার অত্যন্ত তেষ্টা পেয়েছে ভাই, আমার…'

'এক সেনটোভোও নয়।' গুডউইন দৃঢ়স্বরে বলল। 'যতক্ষণ না তুমি এরিয়েল-এ চড়ছ। এখন টাকা হাতে পেলে আধঘণ্টার মধ্যে তুমি মাতাল হবে।'

কিন্তু সে দেখল বীলজিবাবের চোখের শিরাগুলিতে রক্ত জমে আছে,

তার দেহ শিথিল, হাত কাঁপছে। নীচু জানলা ডিঙিয়ে সে গেল খাওয়ার ঘরে, একটি গ্লাস আর ডিকানটারে ব্রাণ্ডি নিয়ে এলো।
'যাই হোক, যাবার আগে এক চুমুক খেয়ে যাও', সে বলল, যেন বন্ধুকে আপ্যায়ন করছে এমনি স্বরে।
বীলজিবাবের চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকলো, আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি তার চোখের সামনে দেখে। তার সমস্ত অন্তরাত্মা যে জন্য পুড়ে যাচ্ছিল। কেবল আজই তার বিষাক্ত স্নায়ুগুলি তাদের স্থৈর্যের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রা পায় নি। সে কারণে তাদের প্রতিশোধ ছিল বড় যন্ত্রণাদায়ক। ডিকানটারটা আঁকড়ে ধরল, গ্লাসের সঙ্গে তার মুখটা ঠোকাঠুকি হতে লাগল তার হাতের কাঁপুনিতে। গ্লাসটি সে পূর্ণ করে ভরল, সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এক হাতে উঁচু করে তুলে ধরল সেই গ্লাস। পতনের অতল তল থেকে একবারের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সহজ-ভাবে গুডউইনকে মাথা নেড়ে অভিবাদন করল, পূর্ণ গ্লাস উঁচু করে ধরে মৃদু স্বরে। স্বাস্থ্য কামনা করল তার হৃত স্বর্গের দিনে যেমন লোকেরা করত তেমনিভাবে। আর তার পরে হঠাৎ, এত দ্রুত যে ব্রাণ্ডি চলকে তার হাতে পড়ল, গ্লাসটি সে নামিয়ে রাখল না ছুঁয়ে। 'দু ঘণ্টার মধ্যে' শুকনো ঠোঁটে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, শহরের দিকে মুখ করে চলতে লাগল। কলাবাগানের শীতল কোণে এসে বীলজিবাব দাঁড়ালো, বেলটের বাকল্ টেনে আর একটি গর্তে তার জিবটি পরিয়ে দিল।
বাতাসে আন্দোলিত কলাগাছের পাতা লক্ষ করে জ্বরতপ্ত রোগীর মতো বলতে লাগল, 'আমি পারলাম না, আমি চেয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না। একজন ভদ্রলোক কেমন করে তার সঙ্গে পান করবে যাকে সে ব্ল্যাকমেল করছে!'

বারো

জুতো

জন ডি গ্রাফনরিড অ্যাটউড কমলের ফুল, ডাঁটা, শেকড় সমেত খেয়ে ফেলল। উষ্ণমণ্ডল তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। সে তার

কাজের মধ্যে মহা উৎসাহে ডুবে গেল। কাজ ছিল রোজিনকে ভুলবার চেষ্টা করা।

কমল যারা খেয়ে থাকে কখনো তারা সেটা শুধু খায় না। তার সঙ্গে থাকে কোন ঝাঁঝালো চাটনি। চোলাইকারীরা এই চাটনির রাঁধুনি। জনির মেনু কার্ডে এই চাটনির নাম লেখা ছিল ব্রাণ্ডি। দু জনের মাঝখানে একটি বোতল, সে আর বিলি কেওগ কনস্যুলেটের বারান্দায় রাত্রিতে বসে বসে তারস্বরে অভব্য গান গাইত, আর স্থানীয় লোকেরা দ্রুত পায়ে রাস্তা দিয়ে চলে যেত, নিজেদের মনে বিড় বিড় করে মন্তব্য করত ডায়াবলোস আমেরিকানোসদের সম্বন্ধে।

একদিন জনির ছোকরা চাকর ডাক নিয়ে এসে টেবিলে ঢেলে দিয়ে গেল। জনি তার দোলনা থেকে ঝুঁকে বিষণ্ণভাবে চার পাঁচখানি চিঠি নেড়ে চেড়ে দেখল। কেওগ বসেছিল টেবিলের এক প্রান্তে, কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে অলসভাবে একটা তেঁতুল বিছের পাগুলি কাটছিল, বিছেটা কাগজপত্রের মধ্যে এসে পড়েছিল। জনি কমল ভক্ষণের সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যখন সারা বিশ্ব মুখে বিস্বাদ ঠেকে। 'সেই পুরোন জিনিস', সে নালিশ করল। 'বোকা সব লোক চিঠি লিখে জানতে চায় এই দেশের সব খবর। সবাই জানতে চায় ফলের চাষ কী ভাবে করতে হয় আর কেমন করে ধনী হওয়া যায় কাজ না করে। এদের মধ্যে অর্ধেক লোক জবাবের জন্য স্ট্যাম্পও পাঠায় না। ওরা ভাবে কনসালের আর কোন কাজ নেই ওদের চিঠি লেখা ছাড়া। ওই খামগুলি খোলো আমার হয়ে আর দেখ তো ওরা কি চায়। আমি এত ঢুলছি যে নড়তে ইচ্ছে করছে না।'

কেওগ, যার স্বভাবে বিরক্তির কোন স্থান ছিল না, একটা চেয়ার টেনে আনলো টেবিলের পাশে, তার গোলাপী মুখে আদেশ পালনের হাসি, চিঠিগুলি খুলতে সুরু করল। চারটি চিঠি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাগরিকদের লেখা যারা মনে করে কোরালিওর কনসাল খবরের একজন বিশ্বকোষ। তারা লম্বা লম্বা প্রশ্ন তালিকা পাঠিয়েছে সংখ্যানুক্রমে সাজানো, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য, সুযোগ সুবিধা, আইনকানুন, ব্যবসার সুবিধা, আরও অন্যান্য পরিসংখ্যান জানতে চেয়েছে সেই দেশের যে দেশে কনসাল তাদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান লাভ করেছে।

'ওদের এক লাইন লিখে দাও বিলি', সেই অচঞ্চল সরকারী কর্মচারী বলল, 'সাম্প্রতিক কনসুলার রিপোর্টটি পড়ে দেখবার জন্য। বলে দাও সেই সাহিত্যিক মণিমুক্তাগুলি স্টেট ডিপার্টমেণ্ট সানন্দে পাঠিয়ে দেবে। আমার নামটাও তুমি সই করে দাও। তোমার কলমের খচ্ খচ্ শব্দ যেন আমার কানে না আসে, তাহলে আমার ঘুম ভেঙে যাবে।'

'নাক ডাকিও না', বিলি বলল হাসিমুখে, 'তাহলে তোমার কাজ আমি করে দেব। তোমার একদল সহকারী দরকার। জানি না তুমি তোমার রিপোর্ট কি করে তৈরী করবে। আরে, জেগে ওঠ এক মিনিটের জন্য। এই যে আর একটা চিঠি, এটা এসেছে তোমার নিজের শহর থেকে, ডেলসবার্গ।'

'তাই নাকি', মৃদু স্বরে জনি বলল, সামান্য একটু নির্বন্ধতা জনিত আগ্রহ দেখিয়ে, 'কি ব্যাপার।'

'পোস্টমাস্টার লিখেছে', ব্যাখ্যা করে কেওগ, 'বলছে শহরের একজন বাসিন্দা লিখেছে তোমার দেশে একটি জুতোর দোকান খোলার মতলব। জানতে চায় তুমি কি মনে করো এই ব্যবসায় লাভ হবে? বলছে সে শুনেছে এখন এই উপকূলে ব্যবসার বাজারে তেজীভাব চলছে আর তাই সেই সুযোগটা সে সুরু থেকেই নিতে চায়।'

গরম আর তার বদমেজাজ সত্ত্বেও জনির দোলনা দুলতে লাগল তার হাসিতে। কেওগও হাসল। বইয়ের তাক থেকে পোষা বাঁদরটাও কিচ্ কিচ্ করে উঠল ডেলসবার্গের চিঠিখানির ওপর শ্লেষাত্মক টিপ্পনি শুনে।

'গণ্ডমূর্খ সব', কনসাল চেঁচিয়ে বলল, 'জুতোর দোকান, এর পরে না জানি এরা কি জানতে চাইবে, ওভারকোট ফ্যাকটরি আমার বোধ হয়। বল তো বিলি, আমাদের তিন হাজার নগরবাসীর মধ্যে কত জনের পায়ে তুমি জুতো দেখেছ?'

কেওগ ভেবে চিন্তে হিসেব শুরু করল, 'দেখা যাক, তুমি আর আমি আর—',

'আমি নই', জনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, উক্তিটি যদিও সত্য নয়, একটি পা তুলে দেখালো যে পা ঢাকা ছিল হরিণের চামড়ার জাপাতো দিয়ে 'জুতোর শিকার আমি হইনি বেশ কয়েক মাস।'

'কিন্তু তোমার আছে তো', কেওগ বলে চলে, 'আর আছে গুডউইন

আর ব্লানচার্ড আর গেডি আর লুটস্ আর ডঃ গ্রেগ আর সেই ইটালিয়ান যে কলার কোম্পানীর দালাল; আর আছে দেলগাদের, না, ও খড়ম পায়ে দেয়। ও, হ্যাঁ আরো আছেন মাদামা ওরতিজ, যিনি হোটেল চালান, সেদিন রাত্রে দেখলাম তাঁর পায়ে লাল একজোড়া জুতো, আর পাসা, তাঁর মেয়ে যে যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে পড়তে গিয়েছিল আর পদশোভার আধুনিক চিন্তাধারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আরো আছে, কমানডানটের বোন যিনি উৎসবের দিনে পা সাজান, আর মিসেস গেডি দু-নম্বরের জুতো পরে, স্প্যানিশ গড়নের মেয়েদের মধ্যে এই মোটামুটি। দেখা যাক, আচ্ছা সৈন্যদের মধ্যে কেউ জুতো পায়ে দেয় কি, ছাউনিতে! না, তারা কেবল মার্চ করে যাবার সময়ে জুতো পরতে পায়। ব্যারাকে তাদের ছোট ছোট পায়ের আঙ্গুলগুলি তারা ঘাসের ওপরই ফেলে।'

'প্রায় ঠিক', কনসাল একমত হল। 'তিন হাজারের মধ্যে বিশজনের বেশী নেই যারা তাদের হাঁটার ব্যবস্থায় চামড়া কখনো অনুভব করেছে। ও, নিশ্চয়, কোরালিও হচ্ছে আদর্শ জায়গা একটি উদ্যোগ-শীল জুতোর দোকানের পক্ষে—যে দোকান তার সওদা হাতছাড়া করতে চায় না। ভাবছি বুড়ো প্যাটারসন কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করে লিখেছে! ওর মাথায় অনেক মজার জিনিস থাকতো যাদের ও বলত ঠাট্টা। ওকে একটা চিঠি লেখ বিলি। আমি বলে যাচ্ছি, আমরাও ওকে কিছু ফিরতি ঠাট্টা করি।'

কেওগ কলম ডুবিয়ে জনির বলে যাওয়া চিঠি লিখল। অনেকবার থেমে, ধোঁয়া ছেড়ে, বোতল আর গ্লাসের চলাফেরার পরে ডেলসবার্গের চিঠিখানির জবাবটি এই রকম দাঁড়ালো।

মিঃ ওবেদিয়া প্যাটারসন,

ডেলসবার্গ, আলাবামা।

প্রিয় মহাশয়, আপনার ২রা জুলাইয়ের পত্রের উত্তরে আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার মতে এই জনবহুল পৃথিবীতে এমন জায়গা চোখে পড়ছে না যেখানে সকল তথ্য ইঙ্গিত করছে প্রথম শ্রেণীর একটি জুতোর দোকানের প্রয়োজনীয়তার, কোরালিও শহর ব্যতীত। এখানে তিন হাজার বাসিন্দা অথচ একটিও জুতোর দোকান নেই। এই পরিস্থিতিই আপনাকে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছে। এই উপকূল খুব দ্রুত

উদ্যোগশীল ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠছে কিন্তু জুতোর ব্যবসা করুণভাবে উপেক্ষিত বা বিস্মৃত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শহরের অনেকেরই জুতো নেই বর্তমানে।

এই অভাব, যা উপরে বিবৃত হল, তা ছাড়া এখানে প্রয়োজন আছে একটি ভাটিখানা, উচ্চতর গণিতের কলেজ, কয়লার আড়ৎ আর পরিচ্ছন্ন পাঞ্চ এণ্ড জুডি শো-এর।

নিবেদনান্তে ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য, জন ডি গ্রাফনরিড অ্যাটউড।

ইউ এস কনসাল, কোরালিওতে নিযুক্ত।

পুনশ্চঃ—হ্যালো ওবেদিয়া কাকা, পুরোন বার্গ শহর কেমন চালিয়ে যাচ্ছে। তুমি আর আমি না থাকলে সরকার চলত কি করে বলতো। শীঘ্রই একটি সবুজ মাথা টিয়া পাখি আর এক কাঁদি কলার প্রত্যাশা করতে পারো। তোমার পুরোন বন্ধু,

জনি

'পুনশ্চটা দিলাম', কনসাল ব্যাখ্যা করল, 'যাতে ওবেদিয়া কাকা চিঠিটার সরকারী সুরের জন্য দোষ ধরতে না পারে। বিলি তুমি এই চিঠি এবার জুড়ে দিয়ে পাঞ্চোকে পাঠাও পোস্টাপিশে। আরিয়াদনে জাহাজ কাল ডাক নিয়ে যাবে আজ যদি তার ফল বোঝাই শেষ হয়।'

কোরালিওর দিনলিপিতে রাত্রের অনুষ্ঠানগুলিতে কোন পরিবর্তন ছিল না। নগরবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ছিল সাদামাটা আর নিদ্রাতুর। তারা খালি পায়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতো, মৃদু স্বরে কথা বলত, সিগার বা সিগারেট টানতো।

রাস্তার মিটমিটে আলোর দিকে তাকালে দেখা যেত বাদামী ভৌতিক আকৃতির একটি চলন্ত সূত্রজাল জড়িয়ে গেছে জোনাকির উন্মত্ত মিছিলের সঙ্গে।

কয়েকটি বাড়ী থেকে করুণ গীটারের টুং-টাং রাত্রির বিষণ্ণতা বাড়িয়ে দিত। বড়ো বড়ো গেছো ব্যাঙ ঝোপের মধ্যে তারস্বরে কট্‌ কট্‌ আওয়াজ তুলতো যেন বাউল দলের শেষের লোকটির রামতালের আওয়াজ। রাত্রি নটার মধ্যে রাস্তাগুলি জনশূন্য হয়ে যেত।

কনস্যুলেটের অনুষ্ঠান লিপিতেও কোন বৈচিত্র্য ছিল না। কেওগ

প্রতি রাত্রে আসত কনসালের বাসস্থানের পিছনের সমুদ্রসংলগ্ন বারান্দায়, কোরালিওর একমাত্র শীতল জায়গায়।
রাত্তি সচল থাকতো, আর মধ্যরাত্রের পূর্বেই স্বেচ্ছানির্বাসিত কনসালের হৃদয়াবেগ উথলে উঠত। তখন সে কেওগকে বলত তার ছেদ টেনে দেওয়া প্রেমপর্বের কথা। প্রতি রাত্রিতে কেওগ ধৈর্যের সঙ্গে শুনত সেই কাহিনী, অক্লান্ত সহানুভূতি তার মজুদ থাকতো।
'কিন্তু মুহূর্তের জন্যও মনে কোরো না', জনি প্রতিবার এইভাবে সেই বর্ণনা শেষ করত, 'যে আমি সেই মেয়েটির জন্য কষ্ট পাচ্ছি। আমি তাকে ভুলে গেছি। আমার মনেও আসে না ওর কথা। এই দরজা দিয়ে ও যদি এখন ঢোকে আমার নাড়ীর একটি স্পন্দনও বাড়বে না। সে সব অনেকদিন চুকে গেছে।'
'তা কি আর জানি না!' কেওগ উত্তর দিত, 'ভুলে গেছই তো। ঠিকই করেছ। তার কি উচিত ছিল সেই কি যেন নাম—ডিঙ্ক পসনের কথা শোনা—তোমার নামে যে সব বানিয়ে বলত!'
'পিঙ্ক ডসন!' জনির গলার স্বরে বিশ্বের ঘৃণা। 'হতভাগা সাদা হাই, ও ছিল তাই। পাঁচশ একর চাষের জমির মালিক ছিল যদিও আর সেটাই বড়ো হল। একদিন না একদিন আমি বদলা নেবার সুযোগ পাবো। ডসনরা কেউ না, কিন্তু আলাবামায় অ্যাটউডদের সবাই চেনে। জানো বিলি, আমার মা ছিলেন একজন ডি গ্রাফনরিড!'
'তাই না কি, জানতাম না তো', কেওগ বলত, সে অন্তত তিনশ বার শুনেছে যদিও।
'সত্যি! হ্যানকক কাউনটির ডি গ্রাফনরিড। কিন্তু ওই মেয়ের কথা আমি একেবারেই চিন্তা করি না, করি কি বিলি?'
'এক মিনিটের জন্যও নয়,' সেই প্রেমজিৎ যুবক এই শেষ বাক্যটি শুনতে পেতো।
এর পরে জনি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ত আর কেওগ ফিরে আসতো তার নিজের বাসায়, প্লাজার এক কোণে, ক্যালাবাশ গাছের নীচে।
দু-এক দিনের মধ্যে ডেলসবার্গের পোস্টমাস্টারের লেখা চিঠি ও তার উত্তরের কথা ভুলে গেল কোরালিওর নির্বাসিতরা। কিন্তু ২৬শে জুলাই ঘটনার বৃক্ষে সেই উত্তরের ফল দেখা দিল।

আনদেদর নামের ফলের জাহাজটি কোরালিওতে নিয়মিত যাওয়া আসা করত, সেটা দূরে দেখা গেল নোঙর করতে। তীরভূমিতে লাইন দিয়ে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোয়ারানটিনের ডাক্তার আর কাসটম হাউসের কর্মীরা বৈঠা বেয়ে গেল তাদের কর্তব্য পালন করতে।

ঘণ্টাখানেক পরে বিলি কেওগ বেড়াতে বেড়াতে কনস্যুলেটে এসে হাজির, পরিচ্ছন্ন সাদা লিনেনের পোশাক, মুখে হাসি যেন একটি তৃপ্ত হাঙর।

'আন্দাজ করো, কি হতে পারে,' দোলায় বিশ্রামরত জনিকে সে বলল।

'এই গরমে আন্দাজ করা যায় না', অলসভাবে জনি উত্তর দিল।

'তোমার জুতোর দোকানের লোকটি এসে গেছে। জুতোর স্টক যা এনেছে, সারা মহাদেশ, টেরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত বিতরণ করা যেতে পারে। কাসটম হাউসে বাকসগুলি এখন রাখছে। ছটা বজরা ভরতি একবার এসেছে, আবার আনতে গেছে। মহাপুরুষদের জয় হোক, কিরকম মজার ব্যাপার হবে যখন ঠাট্টাটা বুঝতে পারবে আর মিসটার কনসালের সঙ্গে একটা ইনটারভিউ কেমন জমবে! এই উষ্ণমণ্ডলে নয় বছর থাকা যায় সেই মজার মুহূর্তটি উপভোগ করার জন্য।'

হাসি পেলে কেওগ সহজ মনে প্রাণ খুলে হাসতে ভালবাসত। মাদুর পাতা মেঝেতে একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে সে সেখানে শুয়ে পড়ল। তার উল্লাসে দেয়ালগুলি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। জনি পাশ ফিরল, চোখ তার পিট পিট করছিল।

সে বলল, 'আমাকে বোলো না এমন বোকা কেউ ছিল যে ওই চিঠিটাকে সত্যি মনে করেছে।'

'চার হাজার ডলারের স্টক', হাসতে হাসতে হাঁফিয়ে উঠে কেওগ বলল। 'নিউ ক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাবার কথা আছে না? ব্যবসাই যদি করতে চায় এক জাহাজ তাল পাতার পাখা কেন নিয়ে এল না স্পিটস বার্গেনে। বুড়ো গর্দভটাকে দেখলাম সমুদ্র তীরে। ওর মুখখানা যদি একবার দেখতে যখন চশমার মধ্যে চোখ ট্যারা করে দেখছিল, ঘিরে থাকা শ পাঁচেক নাগরিক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

'সত্যি কথা বলছ বিলি', কনসাল জিগগেস করল দুর্বল গলায়।
'আমি! তোমার দেখা উচিত মেয়েটিকে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছে। এখানকার সুরকী রঙের সেনিওরিটাদের তার পাশে মনে হচ্ছে আলকাতরার শিশু।'

'বলে যাও', জনি বলল, 'তবে গাধার মতো হাসিটা থামাও। তোমার মতো একজন ধাড়ি লোক নিজেকে হাস্যময় হায়েনায় পরিণত করছে দেখলেও আমার ঘৃণা হয়।'

'নাম হচ্ছে হেমস্টেটের, কেওগ বলে চলে, উনি উনি একজন্...... হ্যালো, কি হল এবার।'

জনির মোকাসিন পরা পায়ের শব্দ হল ঠক্, দোলনা থেকে লাফিয়ে সে নামল।

'উঠে পড় গাধা', চড়া গলায় সে বলল, 'না হলে ওই কলমদানি দিয়ে তোমার মাথা ভাঙব। ওরা হচ্ছে রোজিন আর তার বাবা, হে ঈশ্বর! কী উন্মাদ বোকা প্যাটারসন। উঠে পড়ো। বিলি কেওগ আমাকে সাহায্য করো। হায় ভগবান, এখন আমরা কি করি। সারা পৃথিবী কি পাগল হয়ে গেছে?'

কেওগ উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়ল। মুখ চোখে ভব্য অভিব্যক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে।

'পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, জনি।' কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল। 'আমার মনেই আসেনি যে এই মেয়েটি তোমার সেই মেয়ে তুমি বলবার পূর্বে। এখন প্রথম কাজ হল ওদের থাকার ভাল জায়গা ঠিক করে দেওয়া। তুমি যাও, পরিস্থিতির মুখোমুখি তোমাকে হতে হবে। আমি গুডউইনের কাছে গিয়ে দেখি, মিসেস গুডউইন ওদের থাকতে দেন কিনা, শহরে ওদেরটাই সবচেয়ে ভাল বাড়ি।'

'জিতা রহো, বিলি', কনসাল বলল, 'আমি জানতাম তুমি আমাকে ছেড়ে পালাবে না। পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে, কিন্তু আমরা হয়ত সেটা দু'একদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবো।'

ছাতা খুলে কেওগ চলল গুডউইনের বাড়ির দিকে। জনি কোট গায়ে দিল, টুপি হাতে নিল। ব্রাণ্ডির বোতলটা তুলে নিল। কিন্তু রেখে দিল পান না করে, তারপর সাহসে ভর করে কদম কদম এগিয়ে গেল সমুদ্রতীরের দিকে।

কাস্টম হাউসের দেয়ালের ছায়ায় দেখতে পেল মিঃ হেমস্টেটের আর রোজিনকে একদল চোখ-কপালে ওঠা নাগরিকবৃন্দ পরিবৃত অবস্থায়। কাস্টমসের কর্মকর্তারা খানা-তল্লাস করছিল আর আনদেদরের ক্যাপটেন আগন্তুকদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলছিল। রোজিনকে দেখাচ্ছিল স্বাস্থোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। চারপাশের অপরিচিত পরিবেশ ও বেশ সকৌতূক আগ্রহে দেখছিল। ওর সুগোল গণ্ডদেশ লজ্জায় সামান্য রাঙা হয়ে উঠল তার পূর্বতন উপাসককে অভিবাদন করতে গিয়ে। মিঃ হেমসটেটের জনির করমর্দন করলেন হৃদ্যভাবে। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, বাস্তব বুদ্ধি বিরহিত ব্যক্তি, অগণিত বেহিসেবী ব্যবসায়ীদলের একজন, যারা কোন ব্যাপারেই খুশী হতে পারে না, তাই কেবল খোঁজে নতুন ব্যবসা।

'তোমাকে দেখে ভারি আনন্দ হল, জন—তোমাকে জন বলে ডাকতে পারি তো,' তিনি বললেন। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের পোস্টমাস্টারের লেখা চিঠির তৎক্ষণাৎ জবাব দেবার জন্য। আমার হয়ে চিঠিটা উনি তোমাকে লিখতে রাজি হয়েছিলেন। আমি সন্ধান করছিলাম নতুন কোন ব্যবসার যেটা অন্য ধরনের আর যাতে লাভও বেশী। কাগজে পড়েছিলাম এই উপকূল আজকাল অর্থ লগ্নীকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তোমার উপদেশের জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ আর তাই তো আসতে পারলাম। আমার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই টাকায় উত্তর অঞ্চল থেকে সব চেয়ে ভালো সব জুতোর স্টক কিনে এনেছি। ছবির মত সুন্দর তোমাদের শহর, জন। আশা করি ব্যবসাও তত ভালো হবে তোমার চিঠি পড়ে যেমন আন্দাজ করেছি।'

জনির যন্ত্রণা কমলো কেওগের আবির্ভাবে। কেওগ খবর দিল, মিসেস গুডউইন বাধিত হবেন মিঃ হেমসটেটের ও তাঁর কন্যার ব্যবহারের জন্য ঘর ছেড়ে দিতে। সুতরাং এখনি মিঃ হেমস্টেটের ও রোজিনকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য। জনি দেখতে গেল কাস্টমসের গুদামে জুতোর বাক্সগুলি নির্বিঘ্নে রাখা হয়েছে কিনা। সরকারী পরীক্ষার জন্য ওগুলো এখন সেখানে থাকবে। কেওগ হাঙরের মতো হাসতে হাসতে গুডউইনকে খুঁজতে গেল, তাকে বুঝিয়ে বলবে কোরালিওতে জুতোর ব্যবসাতে

লাভ লোকসানের প্রকৃত অবস্থাটা মিঃ হেমসটেটেরকে যেন খুলে না বলে। অন্তত জনিকে একটা সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত অবস্থা সামলে নেবার, যদিও তা কেমন করে সম্ভব হবে কে জানে।

সেই রাত্রে কনসাল আর কেওগ কনস্যুলেটের বারান্দার ঠাণ্ডা বাতাসে বেপরোয়া আলোচনায় বসেছিল।

জনির মনের চিন্তা আন্দাজ করে কেওগ বলল, 'ওদের দেশে পাঠিয়ে দাও।'

'তাই দিতাম', একটু থেমে জনি বলল, 'কিন্তু বিলি আমি তোমাকে মিথ্যে বলে আসছি।'

'ঠিক আছে, তাতে কি হয়েছে', বিলি বলল প্রীতির সঙ্গেই।

'আমি তোমাকে শতবার অন্তত বলেছি', জনি আস্তে আস্তে বলল, 'যে, সেই মেয়েটিকে আমি ভুলে গেছি, কি বলিনি?'

'অন্তত তিনশ পঁচাত্তর বার', সায় দিল সেই ধৈর্যের প্রস্তরমূর্তি। 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম', কনসাল দ্বিরুক্তি করল, 'প্রত্যেকবার। আমি তাকে এক মিনিটের জন্যও ভুলিনি। গোঁয়ার-গোবিন্দর মতো রেগেমেগে আমি চলে এসেছিলাম একবার সে "না" বলেছিল বলে। আর গাধার মতো আমার গর্বও ছিল খুব বেশী আবার ফিরেও তাই যেতে পারিনি। আজ সন্ধ্যায় গুডউইনদের ওখানে রোজিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। একটা জিনিস আমি জানতে পারলাম। তোমার মনে পড়ে সেই চাষা ছোকরার কথা যে ওর পেছনে লেগেছিল?'

'ডিঙ্ক পসন!' কেওগ শুধায়।

'পিঙ্ক ডসন, রোজিনের কাছে সে গাদা দেওয়া সিমের তুল্যও ছিল না! ও বলল, আমার সম্বন্ধে সে ছোকরা ওকে যা বলত ও কোনোদিনই সে সব বিশ্বাস করে নি। এখন আমার মনে হচ্ছে বস্তায় পুরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে আমাকে। আমার যেটুকু সুযোগ ছিল সেই আহাম্মকির চিঠিখানা সেটা বরবাদ করেছে। এখন সে আমাকে ঘৃণা করবে যখন জানতে পারবে তার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে এমন ধরণের ঠাট্টা করা হয়েছে যে অন্যায় একটি ভদ্র স্কুলের ছেলেও করবে না। জুতো? কি বলব, এখানে কুড়ি বছর বসে থাকলেও কুড়ি জোড়া জুতো বিক্রি হবে না। স্প্যানিশ বা ক্যারিব বাদামী ছেলেদের

একজনকে ধরে জুতো পরিয়ে দাওতো। ওরা কি করবে জানো, শীর্ষাসন করে চেঁচাতে থাকবে, যতক্ষণ না পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেগুলি খুলে ফেলতে পারছে। ওরা কোনদিন জুতো পরেনি আর পরবেও না। ওদের যদি দেশে ফিরে যেতে বলি তাহলে সব আমাকে খুলে বলতে হবে আর তখন সে আমাকে কি ভাববে। মেয়েটিকে আমি চাই আগের চেয়ে অনেক নিবিড়ভাবে, আর এখন ও আমার নাগালের মধ্যে আসার পরে আমি ওকে চিরকালের জন্য হারাবো, কেন না আমি একটু রগড় করতে গিয়েছিলাম থারমোমিটার যখন একশ দু ডিগ্রির দাগে ছিল।'

আশাবাদী কেওগ বলল, 'মনে ফুর্তি রাখো, ওদের দোকান খুলতে দাও। আজ সারা বিকেল আমি খেটেছি। জুতোর বাজারে সাময়িক তেজীভাব আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। দোকান খোলা হলেই আমি কিনছি ছ' জোড়া। আমি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে দেখা করেছি আর দুর্বিপাকের কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলেছি। ওরা সবাই জুতো কিনবে কেন্নোর মতো ওদের পায়ের সংখ্যা ভেবে নিয়ে। ফ্রাঙ্ক গুডউইন তো কেস ভর্তি কিনবে একজোড়া দু'জোড়ার বদলে। বহু সপ্তাহের সঞ্চয় লগ্নী করবে বলেছে ক্ল্যানসি। এমন কি ডাঃ গ্রেগও বলেছেন তিনজোড়া কুমিরের চামড়ার চটী তাঁর চাই, অবশ্য দশ নম্বর যদি থাকে। ব্লানচার্ড মিস হেমসটেটেরকে একবার দেখেছে। ও একজন ফ্রেনচম্যান, অন্তত বারো জোড়া না হলে ওর কুলোবে না।

'চার হাজার ডলারের জুতো আর বারো জন খদ্দের', জনি বলল, 'ওসব মতলব খাটবে না। মস্ত একটা সমস্যা, আর সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। তুমি বাড়ি যাও, বিলি, আমাকে একলা থাকতে দাও। এটা আমাকে একলাই ভেবে বের করতে হবে। ওই থ্রি স্টারের বোতলটা নিয়ে যাওতো। না, হে, আমেরিকার কনসালের জন্য আর এক আউন্সও মদ নয়। আমি সারা রাত্রি চিন্তার পর্দায় সুর চড়িয়ে বসে থাকবো। এই সমস্যার কোন জায়গায় যদি একটি কোমল স্থান থাকে আমি সেটা খুঁজে বের করবোই। যদি না থাকে তাহলে শোভাময়ী উষ্ণমণ্ডল কৃতিত্ব পাবে আরো একটি লোকের সর্বনাশের।'

কেওগ চলে গেল, বুঝতে পারলো যে সে থেকে কোন কাজেই আসবে

না। জনি টেবিলের ওপর কয়েকটি চুরুট রাখলো, একটি ডেক চেয়ারে নিজেকে বিছিয়ে দিল। হঠাৎ যখন দিনের আলো ফুটে উঠল, বন্দরেব তরঙ্গগুলি এঁকে দিল রূপোলি রেখায় তখনো সে সেখানে বসেছিল। তার পরে সে উঠল, শিস্ দিয়ে একটি সুর বাজালো, চান করল।
নটার সময় সে হেঁটে গেল ছোট্ট নোংরা টেলিগ্রাফ অফিসে, একটা খালি ফরম নিয়ে আধঘণ্টা বসে রইল। এই মনঃসংযোগের ফলে এই বার্তাটি তৈরী হল, যেটা সে সই করল আর তেত্রিশ ডলার খরচ করে পাঠিয়ে দিল।

পিঙ্কনি ডসন,

ডেলসবার্গ, আলাবামা।

একশ ডলারের ড্রাফট যাচ্ছে পরবর্তী ডাকে। জাহাজে পাঠাও আমাকে এখনি পাঁচশ পাউণ্ড শক্ত, শুকনো আলকুশীর ফল। শিল্পে এখানে কাজে লাগছে। বাজারের দাম পাউণ্ড পিছু বিশ সেণ্ট। আরো অর্ডারের সম্ভাবনা। জলদি করো।

তের

জাহাজ

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পছন্দসই বাড়ি পাওয়া গেল কালে গ্রানদে সরণীতে, মিঃ হেমসটেটেরের জুতোর স্টক সাজানো হল শেলফে। দোকানের ভাড়া খুব বেশী নয়, শেলফের ওপর ঝকঝকে সাদা বাকসে জুতোগুলি মনোরম সাজানো হয়েছিল।
জনির বন্ধুরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রথম দিন কেওগ আনমনে ঘুরতে ঘুরতে এক ঘণ্টা অন্তর দোকানে ঢুকছিল আর জুতো কিনছিল। একজোড়া করে চওড়া সোল, কংগ্রেস গেটার, বোতাম দেওয়া কিডস্কিন, নীচু হিলের কাফস্কিন, নাচের পাম সু, রাবারের বুট, নানা রঙের ট্যান, টেনিস সু, ফুলতোলা চটী কেনার পরে সে জনিকে এক পাশে ডেকে জিগগেস করল আর কোন্ কোন্ ডিজাইনের খোঁজ নেবে। অন্যান্য ইংরেজী ভাষীরা মহানুভবতার সঙ্গে পালন করে গেল তাদের ভূমিকা, দরাজ হাতে বার বার জুতো কিনে। সেনাপতির মতো

কেওগ তাদের চালনা করল যাতে তাদের বদান্যতা এমন ভাবে বিতরণ করা হল যে বেশ কয়েকজন খদ্দের কয়েকদিন ধরে দোকানে পাঠানো হল।

মিঃ হেমসটেটের খুশী এই কয়দিনের বিক্রিতে, কিন্তু তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন স্থানীয় লোকেরা কেন পিছিয়ে আছে জুতো কেনার ব্যাপারে।

'ওরা অত্যন্ত লাজুক', জনি বুঝিয়ে বলে, ভয়ে ভয়ে কপালের ঘাম মুছে 'শিগ্‌গিরই ওদের অভ্যেস হয়ে যাবে। আসবে যখন একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে দেখবেন।'

একদিন বিকেলে কেওগ ঢুকলো কনসালের অফিসে চিন্তাকুল মুখে না ধরানো একটা চুরুট চিবোতে চিবোতে।

'মতলব কিছু ঠিক করেছ কি', জনিকে শুধোয়, 'ভেবে থাকো যদি কিছু তাহলে সময় এসেছে সেটি দেখাবার। যদি তুমি দর্শকদের থেকে একটা টুপী চেয়ে নিয়ে তার ভিতর থেকে অগুনতি খদ্দের বের করতে পারো অনড় জুতোর স্টকের জন্য তাহলে কায়দাটা এবার দেখিয়ে ফ্যালো। দলের সকলেই জুতো যা কিনেছে দশ বছরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দোকানের অবস্থা প্রসন্ন অলসতা। আমি ওখান থেকে আসছি তোমার পূজ্যপাদ বুদ্ধুমশায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন খালি পায়ে লোকে চলেছে তাঁর দোকানের সামনে দিয়ে। মেজাজে এ দেশের লোকেরা শিল্পী। আমি আর ক্ল্যানসি আজ দু ঘণ্টায় আঠারোটা ফোটো তুলেছি। আর আজ জুতো বিক্রি হয়েছে মোটে এক জোড়া। ব্লানচার্ড একজোড়া পশমের লাইনিং দেওয়া বাড়িতে পরার চটী কিনেছে, তাও, ও দেখেছিল মিস হেমসটেটের দোকানে রয়েছে, তাই। আমি দেখলাম একটু পরে চটীজোড়া ছুঁড়ে হ্রদের জলে ফেলে দিল।'

'মবিল থেকে একটা ফলের স্টীমার আসছে, কাল বা পরশু', জনি বলল। 'তার আগে আমরা কিছুই করতে পারছি না।'

'কি তুমি করতে চাইছ, চাহিদা সৃষ্টি করবে?'

'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি তোমার মাথায় কোনদিনই ভাল ঢোকে না', জনি বলল রূঢ় ভাবে। 'চাহিদা সৃষ্টি করা যায় না। তবে তুমি চাহিদার প্রয়োজন সৃষ্টি করতে পারো। আমি তাই করতে চাইছি।'

কনসালের টেলিগ্রাম পাঠাবার দু সপ্তাহ পরে একটি ফলের জাহাজে তার নামে এলো একটা প্রকাণ্ড বাদামী রঙের গাঁঠরি কোন অজ্ঞাত বস্তুর। কাসটম হাউসে নিজের প্রভাব খাটিয়ে পরিদর্শন ছাড়াই জনি বস্তুটি খালাস করে আনলো। গাঁঠরিটি কনসুলেটে নিয়ে গিয়ে ভিতরের ঘরে যত্ন করে রাখলো।

সে রাত্রে জনি সেই গাঁঠরির এক কোণ ছিঁড়ে ফেলে একমুঠো আলকুশীর ফল বের করল। যোদ্ধা যেমন যুদ্ধে যাবার আগে অস্ত্র পরীক্ষা করে—যুদ্ধ প্রাণের জন্য বা প্রিয়তমার জন্য যে জন্যই হোক—তেমনি যত্নে জনি কাঁটাফলগুলি পরীক্ষা করে দেখল। ফলগুলি আগস্ট মাসে পেকেছে, হেজেল বাদামের মতো শক্ত, সারা গায়ে তীক্ষ্ণ সূচের মতো কাঁটায় ভরা। জনি শিস্ দিয়ে একটি সুর বাজালো, বেরিয়ে পড়ল কেওগকে ডাকতে।

রাত্রি গভীর হলে, কোরালিও যখন নিদ্রামগ্ন, সে আর বিলি নির্জন রাস্তায় নেমে গেল, তাদের কোটের পকেটগুলি বেলুনের মতো ফুলো ফুলো। কালে গ্রানদের দুধার দিয়ে তারা এলো, গেল, বালির মধ্যে, সরু সরু গলির রাস্তায় বাড়িগুলির মাঝখানের ঘাসের মধ্যে মুঠো মুঠো আলকুশীর ফল ছিটিয়ে দিল। প্রতিটি পার্শ্বসড়কে তারা গেল, একটিও বাদ না দিয়ে। অনেকবার যাওয়া আসা তারা করল রাস্তা আর সেই কণ্টক ভাণ্ডারের মধ্যে। তারপরে প্রায় ভোর নাগাত তারা শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে গেল, মহান সেনাধ্যক্ষেরা যেমন রণজয়ের জন্য যুদ্ধনীতির পরিবর্তন করার পরে বিশ্রাম নেয়। তারা জানতো শয়তানের মতো নির্ভুল ভাবে আর সেন্ট পলের মতো একনিষ্ঠতার সঙ্গে সেই ফল তারা ছিটিয়েছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফল আর মাংসের ব্যাপারীরা এসে বাজার কুঠীর ভিতরে ও চারি পাশে তাদের বেসাতি সাজিয়ে রাখলো। শহরের একপ্রান্তে সমুদ্রের ধারে বাজার কুঠী। কাঁটাফলগুলি অতদূরে পৌঁছায় নি। ব্যাপারীরা অপেক্ষা করতে থাকে, কেনা বেচা সুরু হয় যে সময়ে তার অনেক পরেও খদ্দের আসেনা। 'কি হে!' একে অন্যকে জিগগেস করে চিৎকার করে।

নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি কাঁচা ইটের, তালপাতা বা খড়ে ছাওয়া বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মেয়েরা—কালো মেয়ে, বাদামী মেয়ে, লেবু রঙের

মেয়ে, ধূসর, পীত, খয়েরী মেয়ে। তারা ছিল বাজার যাত্রিণী, পরিবারের জন্য শকরকন্দ, কলা, মাংস, মুরগী, মকাইএর পাঁউরুটী কিনে আনতে যাচ্ছিল। ঘরোয়া পোশাক ওদের পরণে, হাত খোলা, খালি পা, হাঁটুর নীচে স্কার্ট ঝুলছে, বোকা বোকা মুখ, গরুর মতো চোখ, বাড়ির দরজা থেকে নেমে সরু রাস্তা বা নরম ঘাসে পা দিল।

প্রথম যারা বেরুল, বিহ্বল, চিৎকারে এক পা তুলল সঙ্গে সঙ্গে। আর এক পা ফেলল আর বসে পড়ল, ভয়ে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠে, টেনে বের করতে গেল যন্ত্রনাদায়ক পোকাগুলি যা তাদের পায়ে কামড়েছে। 'কে পিকাডোরেস ডায়াব্লস্', চিৎকার করে একজন অন্যকে জানায়, রাস্তার এপার থেকে ওপারে। কেউ বা রাস্তার পরিবর্তে ঘাসের ওপর দিয়ে চলার চেষ্টা করল, কিন্তু সেখানেও তারা খেল কামড় এই অজানা ছোট ছোট বলের মতো পোকার। ঘাসে ওরা বসে পড়ে, বালির ওপর বসে থাকা ভগিনীদের আর্তনাদে সুর মেলায়। শহরে সর্বত্র শোনা যেতে থাকে স্ত্রীকণ্ঠে করুণ বিলাপ। বাজারের ব্যাপারীরা অবাক হয়ে ভাবে খদ্দের আসেনা কেন!

তারপরে পুরুষেরা, পৃথিবীর অধিপতি যারা, অবতীর্ণ হল। তারাও প্রথমে লাফ, তারপরে নাচ, তারপরে খুঁড়িয়ে হাঁটা আর গালি দেওয়া শুরু করল। ঘাবড়ে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে ছিল, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল সেই অভিশাপ যা তাদের পায়ের পাতা আর গোছে আক্রমণ করেছিল। কেউ কেউ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল এগুলি এক অজানা ধরণের বিষাক্ত মাকড়সা।

এবার শিশুরা বেরুল তাদের প্রাতঃকালীন ছুটোছুটিতে। গোলমালের সঙ্গে এবার যুক্ত হল পায়ে-কাঁটা-ফোটা শিশু কণ্ঠের কান্না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে প্রতি মিনিটে নতুন শিকারের সংখ্যা বাড়তে থাকলো।

ডনিয়া মারিয়া কাস্তিলাস ই বেনভেনতুরা ছ লা কাসা তাঁর সম্মানিত বাড়ির দরোজা থেকে নামলেন নিত্যকার অভ্যাস মতো রাস্তার ওপারের দোকান থেকে রুটী নিয়ে আসার জন্য। তাঁর স্কার্ট ফুল কাটা হলদে সাটিনের, লিনেনের কুঁচি দেওয়া শেমিজ আর বেগুনি ওড়না স্প্যানিশ হ্যাণ্ডলুমের। তাঁর পাতিলেবু রঙের পা কিন্তু হায়,

খালি ছিল। চলার ভঙ্গি রাজেন্দ্রাণীর মতো, হবে নাই বা কেন, ওঁর পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন আরাগনের অভিজাত বংশ। ভেলভেটের মতো ঘাসের ওপর মাত্র তিন পা এগিয়েছিলেন, ওঁর উচ্চ বংশীয় পায়ের পাতা পড়ল জনির ছড়ানো কয়েকটি আলকুশীর ওপর। ডনিয়া মারিয়া কাসতিলা ই বেনভেনতুরা ছ লা কাসা ছাড়লেন বন বেড়ালের মতো চিৎকার। ঘুরে তিনি পড়লেন হাত আর হাঁটুর ওপর, জঙ্গলের পশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে উনি ফিরলেন ওঁর সম্মানিত গৃহের চৌকাঠে।

ডন সিনিওর ইলদেফেনসো ফেদারিকো ভালদাজার হুয়েজ ছ লা পাজ, ওজন বিশ স্টোন, চেষ্টা করছিলেন তাঁর বিপুল দেহ প্লাজার কোণে বারে নিয়ে গিয়ে প্রাতঃকালীন তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। ঠাণ্ডা ঘাসে তাঁর খালি পায়ের প্রথম পদক্ষেপ যেন একটা লুকানো মাইনে আঘাত করল। ডন ইলদেফেনসো পড়লেন একটি ভেঙে পড়া ক্যাথিড্রালের মতো, চিৎকার করে বললেন বিষাক্ত কাঁকড়া বিছার কামড়ে তিনি মৃতপ্রায়। সর্বত্র নগ্ন পায়ে নাগরিকেরা লাফাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল, খোঁড়াচ্ছিল আর পা থেকে টেনে তুলছিল সেই বিষাক্ত পোকাগুলি, কোথা থেকে একরাত্রে এসে যারা তাদের বিপন্ন করে তুলেছে।

প্রথম যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ দেখতে পেল সে এসতেবান দেলগাদো, নাপিত, বিদ্বান ও অনেক দেশ ঘুরেছে। একটি পাথরের ওপর বসে পায়ের আঙুল থেকে কাঁটাগুলি তুলে এনে এই বিবৃতি দিল ঃ

'বন্ধুগণ দেখ এই সেই শয়তানী পোকা। আমি এদের চিনি। পায়রার ঝাঁকের মতো এরা আকাশে অনেক উঁচুতে ওড়ে। এগুলি মরা, কাল রাত্রিতে পড়েছে। ইয়ুকুটানে আমি এদের দেখেছি, এক একটা কমলা লেবুর মতো বড়ো বড়ো। হ্যাঁ, এরা সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ করে, বাদুড়ের মতো এদের ডানা আছে। দরকার জুতোর, জুতোর দরকার। জাপাতোস্ জাপাতোস্ পারা মি।'

এসতেবান খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিঃ হেমসটেটেরের দোকানে গিয়ে জুতো কিনল। দোকান থেকে বেরিয়ে বীরদর্পে নিরাপদে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল, শয়তান পোকাগুলিকে অনেক গালি দিল। যন্ত্রণায় যারা শুয়ে বসে কাতরাচ্ছিল তারা এক পায়ে উঠে দাঁড়াল, দেখল

সুরক্ষিত নাপিতকে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, সবাই চিৎকার করতে শুরু করল, 'জাপাতোস্ জাপাতোস্।'

চাহিদার প্রয়োজনের সৃষ্টি হল। চাহিদা এলো তার পরেই। সেইদিন মিঃ হেমসটেটের বিক্রি করলেন তিনশ জোড়া জুতো।

'আশ্চর্যের ব্যাপার তো,' তিনি বললেন জনিকে, সন্ধ্যার সময়ে সে এসেছিল জুতোর স্টকের খবর নিতে, 'কিভাবে বিক্রি বেড়ে গেল। গতকাল আমি কেবল তিন জোড়া বিক্রি করেছিলাম।'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম, ওরা যখন আসবে তখন সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে.' কনসাল বলল।

'মাল তো রাখতে হবে দোকানে, আরো ছয় বাকস অর্ডার করে দিই, তুমি কি বলো?' চশমার মধ্য দিয়ে চোখের আলো ঠিকরে মিঃ হেমসটেটের জিগগেস করলেন।

'আমি এখনি অর্ডার দিতে বলতে পারি না,' জনি উপদেশ দিল, 'দেখুন বিক্রি কোথায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়।'

প্রত্যেক রাত্রিতে জনি আর কেওগ সেই বীজ ছড়ায়, দিনে যার থেকে ডলারের ফসল তোলা হয়। দশ দিনে জুতোর স্টকের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে গেল, আলকুশী ফুরিয়ে গেল। জনি পিঙ্ক ডসনকে আরো পাঁচশ পাউণ্ড পাঠানোর জন্য কেবল্ করে দিল। আগের মতোই পাউণ্ড পিছু কুড়ি সেণ্ট দাম দিল। মিঃ হেমসটেটর অনেক হিসেব করে দেড় হাজার ডলারের একটা অর্ডার লিখলেন উত্তরের জুতোর ফার্মদের। জনি দোকানে বসে রইল অর্ডারটি ডাকে পাঠানোর জন্য তৈরী হওয়া পর্যন্ত, তারপরে পোস্টাপিসে পোঁছানর আগেই সেটা নষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হল।

সে রাত্রে সে গুডউইনের বারান্দার পাশে আমগাছের নিচে রোজিনকে নিয়ে গেল, আর অকপটে সব খুলে বলল। ও তার চোখের দিকে তাকালো, বলল, 'তুমি অত্যন্ত বদলোক। বাবা আর আমি বাড়ি ফিরে যাবো। তুমি বলছ ওটা ছিল ঠাট্টা। আমি মনে করি এটা খুব গুরুতর বিষয়।'

অবশ্য, আধঘণ্টা তর্ক বচসার পরে কথাবার্তা চলছিল অন্য বিষয়ে। দুজনে তর্ক করছিল দেয়ালের কাগজ হালকা নীল রঙের হবে না কি গোলাপী, বিয়ের পরে অ্যাটউডদের বাড়িটি যখন সাজানো হবে।

পরের দিন সকালে জনি মিঃ হেমসটেটেরকে সব খুলে বলল।

সেই জুতোর ব্যবসায়ী চশমা পরলেন, তার ভিতর দিয়ে জনির দিকে তাকালেন, বললেন, 'তুমি দেখছি একটি অদ্ভুত দুষ্টু ছেলে। আমি যদি সমস্ত ব্যাপারটা বিচক্ষণ ব্যবসা বুদ্ধি দিয়ে পরিচালনা না করতাম তাহলে এই সব মালের স্টক তো লোকসান যেত। এখন বাকি মাল কি ভাবে কাটাতে চাও?'

আলকুশীর পরের চালান এসে পৌঁছালে জনি সেইগুলি আর বাকি জুতো নিয়ে একটি নৌকায় বোঝাই করল। সে সব নিয়ে গেল আলাজানে, তার বরাবর আরো দক্ষিণে। সেখানে সেই একই শয়তানী উপায়ে সে সফল হল। এক থলে টাকা আর একটি জুতোর লেস মাত্র না নিয়ে ফিরে এলো।

তারপর সে ছাগলদাড়ি ভূষিত মহান আঙ্কলের কাছে আবেদন জানালো তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের জন্য, কেন না কমল আর তাকে প্রলুব্ধ করছিল না। সে ডেলসবার্গের পালংশাক আর কলমালতার জন্য কাতর হয়েছিল।

সাময়িক কাজ চালানোর জন্য কোরালিওর কনসালের পদে মিঃ উইলিয়াম টেরেনস্ কেওগের নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হল। জনি হেমসটেটরদের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল।

আমেরিকার কনসালশিপের বিনা কাজের উচ্চপদের চাকরীতে কেওগ অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যে মানিয়ে নিল। টিন টাইপের দোকানটি অল্পকালের মধ্যেই উঠে যাবে যদিও এই সাংঘাতিক ব্যবসা নির্বিরোধী নিরাশ্রয় স্প্যানিশ সমুদ্রের উপকূলে তার পরেও চলতে থাকবে। চঞ্চল অংশীদারেরা বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল ভাগ্যের সন্ধানী ধীরগতি পদাতিকদের আগে আগে, অন্বেষার কাজে। কিন্তু এখন তাদের যাত্রা হবে ভিন্নমুখী। পেরুতে বিদ্রোহের সূচনার গুজব শোনা যাচ্ছিল, ক্ল্যানসি তার অ্যাডভেঞ্চার অনুসারী পদক্ষেপ বাড়াবে সেই দিকে। কেওগের কথা বলতে গেলে, সে মনে মনে এবং দিস্তে দিস্তে সরকারী চিঠির কাগজের ওপর এক পরিকল্পনার খসড়া করছিল, টিনের ওপর মানুষের মুখাবয়বের অপটু অনুকরণের থেকে যা ছিল আরো সাংঘাতিক। কেওগ বলত, 'ব্যবসার ব্যাপারে আমার পোষায় সেই সব প্রকল্প যাতে অভিনবত্ব আর বেশ কিছুটা ঝুঁকি আছে।

যে দিকে এত লোকের ভিড় নেই যে ভদ্রগোছের লোক ঠকানো ডাকযোগে চিঠিপত্রের সাহায্যে শেখানো হয়। আমি সর্বদা দূরের প্রান্তটিতে থাকি। কিন্তু আমি চাই সাফল্যের জন্য ততটুকু সুযোগ যেন পাই, খোলা স্টীমারে পোকার খেলায় বা রিপাবলিকান পার্টির টিকিটে টেকসাসের গভর্ণর হবার জন্য যেটুকু দরকার। আর, আমি দেখতে চাই না আমার উপার্জিত টাকার বাণ্ডিলের ভিতর বিধবা বা অনাথের টাকা।'

ঘাসে ঢাকা পৃথিবী ছিল তার সবুজ টেবিল যার ওপর কেওগ জুয়া খেলত। যে খেলাগুলি সে খেলত সেগুলি ছিল তারই উদ্ভাবন। দ্বিধাগ্রস্ত লাজুক ডলার সে পেতে চাইত না। তুরী ভেরী আর কুকুর দিয়ে তাড়া করেও সে তাদের শিকার করত না। বরঞ্চ সে চাইত অভিনব, উজ্জ্বল মাছির টোপ ফেলে অজানা নদীর জল থেকে তাদের গেঁথে তুলতে। তথাপি কেওগ ছিল একজন ব্যবসায়ী আর তার পরিকল্পনাগুলি অদ্ভুত হলেও এমনই নির্ভুল ছকে বাঁধা যেন মনে হবে বাড়ির ঠিকাদারের ব্যবসা। আর্থারের কাল হলে স্যর উইলিয়াম টেরেন্স কেওগ হতো রাউণ্ড টেবিলের একজন অশ্বারোহী। আধুনিক যুগে সে পবিত্র পাত্রের বদলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে প্রকৃষ্ট ফেরেববাজি।

জনি চলে যাবার তিন দিন পরে দুটি ছোট পালতোলা জাহাজ কোরালিওর কূলের অদূরে এসে হাজির হল। কিছু বিলম্বে তার একটি থেকে একটা ডিঙ্গি নামানো হল, যেটা তীরে নিয়ে এল একজন রোদে রাঙা যুবককে। এই যুবকের চোখ দুটি ছিল, হিসেবী, ধূর্ত। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সে চারিধারে দেখছিল। সমুদ্র তীরে সে একজনকে পেল যে তাকে কনসালের অফিস দেখিয়ে দিল। সেদিকেই সে রওনা দিল দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে।

কেওগ তার সরকারী আসনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে সরকারী চিঠির প্যাডে আঙ্কলের মুখের ক্যারিকেচার আঁকছিল। আগন্তুকের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

'জনি অ্যাটউড কোথায়,' জিগগেস করল সেই রোদে রাঙা যুবক, কাজের কথার সুরে।

'চলে গেছে,' কেওগ উত্তর দিল, আঙ্কল স্যামের নেকটাইটা যত্ন করে আঁকতে আঁকতে।
'ঠিক ওরই মতো,' সেই বাদামী ব্যক্তি মন্তব্য করল টেবিলের গায়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। 'বরাবরই সে সর্বত্র ঘুরেই বেড়িয়েছে কাজে মন দেবার বদলে। শীঘ্র ফিরবে কি?'
'মনে হয় না,' কেওগ বলল, অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে।
'আমার মনে হয় সে গেছে তার কোন আজে বাজে কাজে,' আগন্তুক তার সিদ্ধান্ত জানায়, 'জনি কখনোই কোন কাজে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না সাফল্যের জন্য। আমার অবাক লাগছে এখানকার কাজকর্ম সে চালায় কি করে নিজে দেখাশোনা না করে।'
'কাজকর্ম এখন আমিই দেখছি,' অস্থায়ী কনসাল বলল।
'তাই নাকি! তাহলে বলুন তো, ফ্যাকটরিটা কোথায়?'
'কোন ফ্যাকটরি?' কেওগ জিগগেস করল, সামান্য ঔৎসুক্যের সঙ্গে।
'কেন? যে ফ্যাকটরিতে আলকুশীর ফলগুলি কাজে লাগানো হয়। ঈশ্বর জানেন অবশ্য, ওই ফলগুলি কোন কাজে লাগে। ওই দুটি জাহাজের খোল ভর্তি করে আমি এনেছি ওই ফল। এগুলি আমি আপনাদের সস্তায় দেব। ডেলসবার্গের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলকে আমি গত এক মাস ধরে লাগিয়ে ছিলাম ওই কাঁটা ফলগুলি সংগ্রহের কাজে। সবাই বলল আমার মাথা খারাপ হয়েছে। আপনারা এগুলি পাউণ্ড পিছু পনেরো সেন্ট দামে পাবেন, ডাঙায় এনে দেওয়া হবে। আরো যদি দরকার থাকে আমার মনে হয় আলবামা পেছপা হবেনা জোগান দিতে। দেশ ছেড়ে যাবার সময় জনি আমাকে বলেছিল, এ দেশে যদি তার চোখে পড়ে এমন কোন কারবার যাতে টাকা আমদানীর সম্ভাবনা তাহলে আমাকে জানাবে। জাহাজ দুটি কি আমি আরো এগিয়ে নিয়ে আসব আর মাল খালাস করব?'
কেওগের লাল মুখে অপরিসীম, প্রায় অবিশ্বাস্য আনন্দের ভাবের উদয় হতে লাগল। সে পেনসিল ফেলে দিল। সেই রোদে রাঙা যুবকের মুখের দিকে চোখ দুটি ফেরালো, যে চোখে উল্লাসের সঙ্গে মিশে আছে ভয়, পাছে এই আনন্দের উন্মাদনা স্বপ্নে পরিণত হয়।
'ঈশ্বরের দোহাই, বলো আমাকে,' আন্তরিক ব্যগ্রতার সঙ্গে শুধোয়, 'তুমি কি ডিঙ্ক পসন?'

'আমার নাম পিঙ্কনি ডসন,' বলল সেই আলকুশীর বাজারের একচেটিয়া আড়তদার।

উন্মত্ত আবেগে বিলি কেওগ আস্তে আস্তে নেমে এলো তার চেয়ার ছেড়ে, শুয়ে পড়ল মেঝেতে তার প্রিয় এক চিলতে ম্যাটিং-এর ওপর। সেই উত্তপ্ত বিকেলে কোরালিওতে বেশী শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। বলবার মতো যে শব্দগুলি তার মধ্যে ছিল মাটির ওপর লুটিয়ে পড়া একজন আইরিশ আমেরিকানের উন্মত্ত আবেগে অভব্য হাসির আওয়াজ, যার সামনে একজন রোদে রাঙা যুবক ধূর্ত চোখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। এর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে জুতো পায়ে লোকে হেঁটে যাওয়ার মচ্ মচ্ মচ্ শব্দ ছিল। আর ছিল ঐতিহাসিক স্প্যানিশ সমুদ্রের জনশূন্য তটরেখা ধুয়ে যাওয়া তরঙ্গের ধ্বনি।

চোদ্দ

Masters of Art

কলা বিদ্যার দুই বিশারদ

দুই ইঞ্চি একটা পেনসিলের টুকরো ছিল সেই জাদুদণ্ড যা দিয়ে কেওগ তার জাদুবিদ্যার প্রাথমিক খেলাগুলি দেখাত। বসে বসে পেনসিল দিয়ে সে কাগজের ওপর কতকগুলি রেখা ও সংখ্যা লিখত যতদিন না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কোরালিওতে পাঠালো জনি অ্যাটউডের ত্যাগ করা পদের জন্য নতুন কনসাল।

এই নতুন প্রকল্পটি, যা তার মন উদ্ভাবন করেছে, মহৎ হৃদয় সায় দিয়েছে আর তার নীল পেনসিল খসড়া করেছে—সেটা ছিল আঞ্চুরিয়ার নতুন প্রেসিডেনটের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আর সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা থেকে কেওগ সুবর্ণময় উপঢৌকন আদায় করতে চায় এখন বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়, ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য।

প্রেসিডেনট লোসাদা—অনেকেই তাঁকে বলত একনায়ক—ছিলেন

এমন এক ব্যক্তি যাঁর প্রতিভা তাঁকে অ্যাংলো স্যাকসনদের মধ্যেও বিশিষ্ট করে তুলতো যদিনা সেই প্রতিভার সঙ্গে মিশ্রিত থাকতো অন্য কয়েকটি লক্ষণ যা ছিল হীন ও ক্ষতিকর। তাঁর মধ্যে ছিল ওয়াশিংটনের দেশভক্তি (যে ব্যক্তিকে তিনি সর্বাধিক শ্রদ্ধা করতেন), নেপোলিয়নের তেজ আর ঋষিদের জ্ঞান। এই গুণগুলির জন্য হয়ত তাঁর "প্রোজ্জ্বল ত্রাণকর্তা" খেতাব গ্রহণ সঙ্গত বোধ হত যদিনা সেই সঙ্গে তাঁর থাকতো অত্যুগ্র আত্মম্ভরিতা যা তাঁকে নিম্ন মানের একনায়কদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল।

দেশের অনেক উন্নতি তিনি করেছিলেন। কঠোর হাতে তিনি তাকে প্রায় মুক্ত করে এনেছিলেন অজ্ঞতা আর আলস্য থেকে, সেই সব পরজীবী থেকে, যারা তাকে শোষণ করছিল। বিশ্বের দেশ সমূহে তিনি তাঁর দেশের স্থান করে নিয়েছিলেন। স্কুল, হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন, রাস্তা, সেতু, রেললাইন, প্রাসাদ গড়েছিলেন, কলা ও ও বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বাত্মক শাসক এবং জনগণের উপাস্য দেবমূর্তি। দেশের সম্পদ তাঁর হাতের মুঠোয় এসেছিল। অন্যান্য প্রেসিডেনটরা ছিল লোভী, অবিবেচক—লোসাদা অনেক অর্থের মালিক হয়েছিলেন কিন্তু জনগণ পেয়েছিল উন্নতির অংশ।

তাঁর বর্মে যেখানে ফাটল ছিল সেটা হচ্ছে, স্মৃতিস্তম্ভ ও তাঁর নিজের মহিমা চিরায়ত করার নিদর্শনের প্রতি মোহ। প্রত্যেক শহরে তিনি স্থাপনা করেছিলেন তাঁর প্রতিমূর্তি, তাঁর মহত্বের প্রশস্তি সহ। প্রত্যেক সরকারী ভবনের দেয়ালে খোদিত হল তাঁর মহিমা আর কৃতজ্ঞ প্রজাদের স্তবকীর্তন। ছোট ছোট মূর্তি আর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হল সারা দেশে, প্রতি গৃহে, কুটিরে। তাঁর সভার একজন স্তাবক তাঁকে চিত্রিত করেছিল সেন্ট জন রূপে, মাথার ওপর জ্যোতির্মণ্ডল, পিছনে একদল ভক্ত অনুসরণ করছে। লোসাদা এই চিত্রে অসঙ্গত কিছু দেখেননি উপরন্তু রাজধানীর একটি চার্চে সেটি টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন ফরাসী ভাস্করকে তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন মার্বেলের কয়েকটি মূর্তি, তাঁর, নেপোলিয়ানের, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এবং অনুরূপ বরণীয় আরো দু-একজনের। সারা য়ুরোপ চুঁড়ে কোথাও কূটনীতি, কোথাও অর্থ কোথাও বা

ষড়যন্ত্রের সাহায্যে শাসক বা রাজাদের প্ররোচিত করেছিলেন তাঁকে খেতাব দানের জন্য। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কাঁধ থেকে কাঁধ পর্যন্ত তাঁর ঢাকা থাকতো ক্রসে, তারকায়, সোনার গোলাপে, মেডেল, রিবনে। বলা হত যে ব্যক্তি তাঁর জন্য নতুন একটি খেতাব বা তাঁর মহত্ব কীর্তনের নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারতো, রাজকোষের গভীরে সে পারত অবাধে হাত ডোবাতে।

এই সেই ব্যক্তি যাঁর দিকে বিলি কেওগ নজর দিয়েছে। ভদ্র জলদস্যুটি লক্ষ করেছিল যে প্রেসিডনটের বৃথাগর্ব পুষ্ট করতে যারা সাহায্য করছে তাদের প্রতি হচ্ছে তাঁর কৃপাবৃষ্টি এবং তার মনেও হয় নি যে এই তরল সৌভাগ্য বর্ষণের বিরুদ্ধে তাকে ছাতা ধরে বাঁচতে হবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন কনসাল এসে গেল, কেওগকে তার অস্থায়ী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল। সদ্য কলেজ ছেড়েছে সেই যুবক। উদ্ভিদ বিদ্যা ছিল তার প্রাণ। কোরালিওর কনসালের পদ তাকে সুযোগ দিয়েছে উষ্ণমণ্ডলের গাছপালা নিয়ে গবেষণা করার। চোখে অস্বচ্ছ চশমা সবুজ ছাতা হাতে নিয়ে সে অনুসন্ধান সুরু করল, কনস্যুলেটের শীতল বারান্দা ভরে গেল নানা জাতের উদ্ভিদের নমুনায়, বোতল আর চেয়ার রাখার স্থান সেখানে আর রইল না। কেওগ তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু সে দৃষ্টিতে ক্ষোভ ছিল না, সে তার তল্পি বাঁধতে বসল। স্প্যানিশ সমুদ্রে একঘেয়েমির বিরুদ্ধে তার নতুন প্লটের প্রয়োজনে তাকে সমুদ্র যাত্রা করতে হবে।

শীঘ্রই কার্লসফিন আবার এলো, সেই জাহাজটি ভবঘুরে স্বভাবের, নারিকেলের বোঝা কুড়িয়ে নিয়ে নামাবে নিউইয়র্কের বাজারে। তার ফিরতি ট্রিপে কেওগ একটি আসন ভাড়া করল। 'হ্যা, আমি যাচ্ছি নিউইয়র্ক,' সমুদ্রতীরে যারা তাকে বিদায় দিতে এসেছিল তাদের সে বললে। 'কিন্তু ফিরে আসব আমি নেই বোঝবার আগেই। এই নানা রঙের দেশে আমি কলাবিদ্যা শেখাবার ভার নিয়েছি। তাই আমি এদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারিনা টিনটাইপ শেখানোর প্রথম কষ্টকর দিনগুলির মধ্যে।' নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই রহস্যময় উক্তি করে কেওগ কার্লসফিন চড়ল।

দশদিন পরে তার পাতলা কোটের কলার উঁচু করে কাঁপতে কাঁপতে

সে এসে হাজির হল ক্যারোলাস হোয়াইটের স্টুডিওতে, নিউইয়র্কের দশ নম্বর সড়কের একটি উঁচু বাড়ির ওপর তলায়।

ক্যারোলাস হোয়াইট সিগারেট টানছিল আর সসেজ ভাজছিল ফ্রাইং প্যানে, তেলের স্টোভের ওপর। বয়স তেইশ, কলাবিদ্যা সম্বন্ধে মহান থিয়োরীতে বিশ্বাসী। 'বিলি কেওগ', হোয়াইট চেঁচিয়ে উঠল, খালি হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে, 'অসভ্য জগতের কোন প্রান্ত থেকে জানতে পারি কি ?'

'হ্যালো ক্যারি', কেওগ বলল। একটি টুল টেনে সে বসল স্টোভের দিকে আঙুলগুলি বাড়িয়ে দিয়ে। 'আমি খুশী হয়েছি তোমাকে এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেয়ে। এই কয়দিন ডাইরেকটরি আর আর্ট গ্যালারিতে তোমাকে খুঁজছিলাম। মোড়ের অন্নসত্রের লোকটি চটপট বলে দিল তোমার বাসস্থানের খবর। তখন বুঝলাম তুমি এখনো ছবি এঁকে চলেছ।'

কেওগ স্টুডিওর চারিদিক এই লাইনের বোদ্ধার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে দেখছিল। 'হ্যাঁ, তুমি পারবে,' সে ঘোষণা করল মৃদু মৃদু অনেক গুলি মাথা নাড়ার সঙ্গে। 'কোণের ওই বড়োটি, দেবদূত, সবুজ মেঘ আর বাদ্যবৃন্দ ঠিক ওই রকম আমাদের চাই। ওটার নাম কি দিয়েছ ক্যারি, কোনি আইল্যাণ্ডের দৃশ্য, কি বলো ?'

'ওটার নাম আমি দিতে চেয়েছিলাম,' হোয়াইট বলল, 'ইলাইজার উত্তরণ, কিন্তু তোমার নামটাই হয়ত আরো জুৎসই।'

'নামে কিছু যায় আসে না,' কেওগ উদার হয়ে বলল। 'ফ্রেমটা কত বড়ো আর কতগুলি রং কতটা তুমি ব্যবহার করেছ সেটাই হচ্ছে আসল কায়দা। আমি দুহাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার একটা পরিকল্পনার জন্য। স্কীমটা আমার মাথায় আসা মাত্র তোমার কথা মনে পড়েছে। আমার সঙ্গে যাবে একটা ছবি আঁকতে। ট্রিপটা নব্বুই দিনের আর কাজটার জন্য পাবে পাঁচ হাজার ডলার।'

'কর্ণ ফ্লেকস না হেয়ার টনিক ?' হোয়াইট জিজ্ঞেস করল।

'এটা বিজ্ঞাপনের কাজ নয়।'

'কী ধরনের ছবি হবে ?'

'তাহলে অনেক কথা বলতে হবে,' কেওগ বলল।

বলে যাও। কিছু মনে যদি না করো, যতক্ষণ তুমি বলে যাবে আমার চোখ কিন্তু থাকবে এই সসেজগুলির দিকে। একটু বেশী বাদামী ভাজা হলেই এগুলি বরবাদ হয়ে যাবে।'

কেওগ তার পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে বলল। তারা কোরালিওতে ফিরে যাবে যেখানে হোয়াইট ভাণ করবে সে একজন বিশিষ্ট শিল্পী, উষ্ণমণ্ডলে বিশ্রাম নিতে এসেছে তার শ্রমসাধ্য ও অর্থকরী কর্মজীবন থেকে। আশা করা অযৌক্তিক নয় এমন কি যারা ব্যবসার চিরাচরিত রাস্তায় চলাফেরা করে তাদের পক্ষেও যে একজন কীর্তিমান শিল্পী একটি কাজ পাবেন প্রেসিডেনটের মুখাবয়ব ক্যানভাসের ওপর চিরন্তন করবার আর তাঁর দুর্বলতার উপকরণের আপূর্তির সহায়কদের ওপর যে পেসো বৃষ্টি হচ্ছিল তার একটা বৃহৎভাগ আদায় হবে।

কেওগ তার মূল্য স্থির করেছিল দশ হাজার ডলার। চিত্রশিল্পীরা পোর্ট্রেটের জন্য এর চেয়ে বেশী টাকা পেয়েছে। সে আর হোয়াইট যাওয়া আসার ভাড়াটা নিজেরা দেবে আর সম্ভাব্য লাভের টাকা সমান ভাগে পাবে। এই প্রস্তাব সে হোয়াইটের সামনে রাখল। দূর অতীতে পশ্চিমাঞ্চলে তাদের চেনাশোনা হয়েছিল, একজন শিল্পী ও অন্যজন বেদুইন হয়ে যাবার অনেক আগের কথা।

দুজন চক্রান্তকারী কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতল স্টুডিয়ো ছেড়ে কাফের গরম কোণে গিয়ে বসল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা বসেছিল, সামনে ছিল পুরোন খাম আর কেওগের নীল পেনসিল।

রাত্রি বারোটা নাগাত হোয়াইট চেয়ারে দু-ভাঁজ হয়ে বসল, হাতের ওপর থুতনি রেখে, দেয়ালের অসুন্দর কাগজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে।

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো বিলি,' সে বললে, সিদ্ধান্ত নেবার শান্ত গলায়। 'আমার দু তিনশ জমা আছে সসেজ আর গাড়ী ভাড়ার জন্য। আমি তোমার সঙ্গে এই সুযোগটা নেব। পাঁচ হাজার, তার মানে দু বছর ফ্রানসে আর এক বছর ইটালিতে কাটাতে পারব। আমি কাল থেকে প্যাকিং সুরু করব।'

'তুমি দশ মিনিটে সুরু করবে। এখনই তো কাল হয়ে গেছে। বিকেল চারটেয় কার্লসফিন ছাড়বে। এসো তোমার স্টুডিওতে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

বছরে পাঁচমাস কোরালিও আঞ্চুরিয়ার নিউপোর্ট। তখনই শহরটিতে

প্রাণের সাড়া জাগে। নভেম্বর থেকে মার্চমাস পর্যন্ত এই শহর সরকারের প্রধান দপ্তর। প্রেসিডেনট তাঁর পরিবার সহ এখানে থাকেন এবং উচ্চতর সমাজ তাঁর অনুগমন করে। আমোদপ্রিয় জনগণ মরসুমটি লম্বা ছুটী. আর প্রমোদ উৎসবে পরিণত করে: ফিয়েসতা, বলনাচ, খেলাধূলা, সমুদ্রস্নান, মিছিল, ছোট ছোট নাট্যানুষ্ঠান এই আমোদ প্রমোদের অঙ্গ। রাজধানী থেকে আসে বিখ্যাত সুইশ ব্যাণ্ড, প্রতি সন্ধ্যায় প্লাজায় ব্যাণ্ড বাজে। শহরের মোট চৌদ্দটি গাড়ি শহর পরিক্রমা করে শোকযাত্রার মিছিলের মতো কিন্তু আত্মতৃপ্ত। পর্বত অঞ্চল থেকে প্রত্নতত্ত্বের পাথরের মূর্তির মতো ইনডিয়ানরা আসে তাদের হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে। সরু রাস্তায় ভিড় জমায় মুখর, সুখী, বেপরোয়া উদ্বেল মানবতরঙ্গ। অভূতপূর্ব ছোট্ট ব্যালের স্কার্ট পরা শিশুর দল সোনালি পাখা মেলে উচ্ছ্বসিত ভিড়ের নীচে উল্লাসে চিৎকার করে। বিশেষ করে প্রেসিডেনট ও তাঁর দলবলের শুভাগমন মরসুমের শুরুতে খুব জাঁক জমক, দেশ-প্রেমের প্রদর্শনী উৎসাহ ও স্ফূর্তির সঙ্গে পালন করা হয়।
কেওগ আর হোয়াইট যখন কার্লসফিনের ফিরতি ট্রিপে এসে পৌঁছাল তখন শীতের আনন্দের মরশুম সুরু হয়ে গেছে। সমুদ্রতীরে পা দিতেই তারা প্লাজাতে ব্যাণ্ড বাজছে শুনতে পেল। গাঁয়ের মেয়েরা, কালো চুলে জোনাকি আটকে খালি পায়ে চটুল চাহনি হেনে পথে পথে ঘুরছিল। সাদা লিনেনের পোশাকে ফুলবাবুরা ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল প্রেমের সন্ধানে। বাতাস পূর্ণ ছিল মানুষের দেহের গন্ধে, কৃত্রিম প্রলোভন,আলস্য,প্রমোদ, বাসনা—মানুষের তৈরী অস্তিত্বের অনুভূতিতে। তাদের আগমনের পরের দুই তিন দিন কাটল তোড়জোড়ে। কেওগ শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে শহর ঘুরে দেখাল, পরিচয় করে দিল ইংরেজিভাষী ছোট সামাজিক বৃত্তে, শিল্পী হিসেবে হোয়াইটের খ্যাতি ছড়াবার জন্য যেটুকু কল কাঠি নাড়ার ছিল তা করা হল। তারপরে কেওগ মতলব করল আরো দৃশ্যমান ভাবে শিল্পীকে জনসমক্ষে উপস্থাপনা করতে, সেই ধারণা যাতে দৃঢ় হয়। সে আর হোয়াইট হোটেল দে লস এসত্রানজারোস-এ ঘর ভাড়া নিল। দুজনের সাদা ডাক্ এর নিখুঁত পোশাক, আমেরিকান ঘাসের টুপী, সরু ছড়ি। স্বাচ্ছন্দ্য ও দর্শনীয়তার প্রতীক কেওগ বা তার বন্ধু মহান আমেরিকান শিল্পী

বেশভুষায় কোরালিওর যে কোন সৈনিক বা অফিসারকে হার মানালো।

হোয়াইট তার ইজেল নিয়ে গেল সমুদ্রতীরে এবং পাহাড় ও সমুদ্রের চমৎকার স্কেচ আঁকল। স্থানীয় জনসমষ্টি তার পিছনে অর্ধবৃত্তাকার একটি মুখর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করল তার কাজ দেখার জন্য। কেওগের খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য ছিল, তার নিজের ভূমিকা ছিল মহান শিল্পীর বন্ধু। এই ভূমিকার দৃশ্যমান চিহ্ন ছিল তার কাঁধ থেকে ঝোলানো ক্যামেরা। কেওগ বলে, ভদ্র, উন্নতিশীল কোন ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের টাকা আর সহজ বিবেকের মালিক রূপে চিহ্নিত করতে একটি বাষ্প চালিত প্রমোদতরীও ততটা কার্যকরী নয় যতটা ক্যামেরা। কোন লোককে যদি দেখ কাজকর্ম নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ছবি তুলছে, তখনি তোমার মনে হবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় তার নাম ওপরের দিকেই আছে। বুড়ো বুড়ো কোটিপতিদের দেখা যায় যে মুহূর্তে তারা চারিদিক ভালো করে দেখে তখনি ছবি তুলে নেয়। সাধারণ লোক হীরের টাইপিন বা খেতাবের চেয়ে কোডাক দেখলে সহজে প্রভাবিত হয়। সুতরাং কেওগ সর্বত্র সহজভাবে তুলতে লাগল দৃশ্যের ছবি, সসঙ্কোচ সেনিওরিটাদের ছবি আর হোয়াইট কলাবিদ্যার উচ্চতর মহলে দৃশ্যমান ভাবে উদিত হল।

তাদের আসার দু-সপ্তাহ পরে এই পরিকল্পনার ফল দেখা দিল। প্রেসিডেনটের একজন এ ডি কং ঝকঝকে একটি ভিকটোরিয়া চড়ে হোটেলে উপস্থিত। প্রেসিডেনটের বাসনা সেনিওর হোয়াইট যদি কাসা মোরেনাতে একবার ঘরোয়া ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

পাইপটা দাঁতে জোরসে চেপে কেওগ বললে, 'দশ হাজারের এক সেনট্ কম নয়, দামটা মনে রেখো আর সোনা কিম্বা তার তুল্য অর্থে-- তোমাকে যেন সস্তার কাউনটার থেকে গছিয়ে না দেয় সেই কাগজের তাড়া যাকে এরা টাকা বলে।'

'হয়ত অন্য কোন ব্যাপার,' হোয়াইট বললে।

'গিয়েই দেখ,' কেওগ বললে অসীম বিশ্বাসে, 'উনি চাইছেন ওঁনার একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে বিখ্যাত তরুণ আমেরিকান শিল্পী ও ষড়যন্ত্র-কারীকে দিয়ে যে তাঁর নিপীড়িত দেশে এখন বাস করছে। বেরিয়ে পড়ো।' ভিকটোরিয়া আর্টিস্টকে নিয়ে চলে গেল। অপেক্ষমান

কেওগ পায়চারী করতে থাকলো, পাইপ থেকে ধোঁয়ার তুফান উঠতে লাগল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ভিকটোরিয়া আবার ফিরে এলো। হোয়াইটকে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হল। ধূমপান থামিয়ে কেওগ দাঁড়িয়ে রইল নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

'বাগিয়েছি,' চেঁচিয়ে বলল হোয়াইট তার বালকের মতো মুখে আনন্দে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। 'বিলি তুমি একটি আশ্চর্য মানুষ, উনি একটি ছবি চান। আমি খুলে বলছি। স্বর্গের দোহাই, এই ডিকটেটর লোকটি কিন্তু খাসা। উনি একজন একনায়ক, মাথার চুল থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত। চেহারায় জুলিয়াস সীজার, শয়তান, আর চানসি ডি পিওকে একসঙ্গে মিশিয়ে যেন সিপিয়া টোনে আঁকা। ভদ্র, গম্ভীর তার ব্যবহার। যে ঘরটায় আমি বসেছিলাম সেটা প্রায় দশ একর লম্বায় চওড়ায় আর তার সাজসজ্জা মিসিসিপির স্টীমারের মতো, সোনালি আয়না আর সাদা পেনট্ করা। তাঁর মতো ইংরেজি বলতে আমি জীবনভোর চেষ্টা করেও পারব না। দামের কথা উঠল। আমি বললাম দশ হাজার। আশা করেছিলাম পাহারা ডেকে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারতে বলবেন। কিন্তু চোখের পাতাও পড়ল না, তাঁর বাদামী হাতের একটি উপেক্ষার ভঙ্গিতে নেড়ে বললেন, আপনি যা বলেন। আমি কাল আবার যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে খুঁটিনাটি আলোচনা করতে।'

কেওগ মাথা নিচু করল। তার হেঁট মুখে আত্ম নিপীড়নের ভাব সহজেই পড়া যায়।

'আমি হেরে যাচ্ছি, ক্যারি,' দুঃখের সঙ্গে সে বললে। 'আমি আর এই সব পুরো মানুষ সাইজের মামলাগুলি হাতে নেবার যোগ্য নই। ঠেলাগাড়িতে কমলালেবু বেচাই বোধ হয় আমার উপযুক্ত ধান্দা। যখন আমি দশ হাজার বলেছিলাম তখন আমি ভেবেছিলাম ওই বাদামী লোকটির চূড়ান্ত দর আন্দাজ করেছি দু সেনট. কম বেশীর ভিতর। পনের হাজার চাইলেও সহজেই ও গলে যেত। বলো ক্যারি, এর পরে এমন ভুল করলে কেওগকে কোন জড়বুদ্ধিদের আশ্রমে ভর্তি করে দেবে তো?'

কাসা মোরেনা উচ্চতায় একতলা হলেও খয়েরী পাথরে তৈরী, ভিতরটা

অত্যন্ত সুসজ্জিত। উষ্ণমণ্ডলের ঝলমলে গাছপালায় ছাওয়া, পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে কোরালিওর এক প্রান্তে একটি নিচু টিলার ওপর অবস্থিত। পরের দিন প্রেসিডেনটের গাড়ী আবার এল শিল্পীকে নিয়ে যেতে। কেওগ সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেল, সে ও তার ছবি তোলার বাক্স আজকাল একটি পরিচিত দৃশ্য। যখন সে হোটেলে ফিরল, হোয়াইট একটা ডেক চেয়ারে বসেছিল ব্যালকনিতে।

'কি খবর! তুমি আর হিস নিবস্ কিছু স্থির করলে কি ধরনের ছবিটা হবে' হোয়াইট উঠে দাঁড়াল, ব্যালকনিতে কয়েকবার পায়চারী করল। তাবপর সে থামল আর হাসল। মুখ তার লাল, চোখ জ্বল জ্বল করছে, এক ধরনের রাগত খুশীর ভাব সে চোখে।

'শোন বিলি,' সে আরম্ভ করল একটু কর্কশভাবে। 'যখন তুমি আমার স্টুডিওতে এলে আর একটা ছবির কথা বললে, আমি ভাবলাম তুমি চাইছ চ্যাপটা কয়া ওটস্ বা হেয়ার টনিকের জন্য একটা পোসটার, পাহাড় বা মহাসমুদ্রের পটভূমিতে। তা এই দুটির যে কোনটিকে উঁচু দরের শিল্প বলে আমি মনে করতে পারি যখন তুলনা করি যে কাজে তুমি আমাকে টেনে এনেছ তার সঙ্গে। তোমাকে বলছি ওই পাষণ্ড কি চায়। সমস্ত তার প্লান করা হয়ে গেছে এমনকি একটা স্কেচও করে রেখেছে। বুড়োর আঁকার হাত কিন্তু চমৎকার। কিন্তু হে মা সরস্বতী, শোন কি কিম্ভূত সে আমাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিতে চায়। ওকে আঁকতে হবে জুপিটারের জায়গায় অলিমপাস পাহাড়ের ওপর বসে আছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন জর্জ ওয়াশিংটন পূর্ণ সামরিক পোশাকে, এক হাত প্রেসিডেনটের কাঁধে। মাথার ওপর ডানা মেলে একজন দেবদূত, প্রেসিডেনটের মাথায় লরেলের একটি মালা পরিয়ে দিচ্ছে সম্ভবত ওকে কুইন অফ মে খেতাবে ভূষিত করতে। পশ্চাদপটে থাকবে কামান, আরো দেবদূত আর সৈন্য। যে এ ছবি আঁকতে পারবে তার আত্মা মানুষের নয় কুকুরের এবং সে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হবে। লেজে টিনের কৌটোও বেঁধে দেওয়া হবে না বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাবার আওয়াজ শোনার জন্য।'

বিলি কেওগের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তার নীল পেনসিলের টুকরো এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে নি। তার প্ল্যানের সকল খুঁটিনাটি অবিশ্বাস্য স্বচ্ছন্দে সফল হয়ে চলেছিল এতক্ষণ।

ব্যালকনিতে আর একটি চেয়ার নিয়ে এলো, হোয়াইটকে বসতে বলে। আপাত প্রশান্তির সঙ্গে পাইপ ধরালো।

'শোন ছোকরা,' সে বলল কোমল গাম্ভীর্যের সঙ্গে, 'তোমার আর আমার মধ্যে আর্ট টু আর্ট আলোচনা দরকার। তোমার আর্ট তোমার কাছে আর আমারটা আমার কাছে। তোমার আর্ট তোমাকে শেখায় বিয়ারের বিজ্ঞাপন বা ওলড মিলের অয়েল পেনটিং দেখলে নাক উঁচু করতে। আমার আর্ট হচ্ছে ব্যবসা। এই প্ল্যানটি আমার, আমি এটা মাথা খাটিয়ে বের করেছি তুই আর তুইয়ে যোগ করে। এই প্রেসিডেনট ব্যক্তির পোর্ট্রেট আঁকতে হবে তোমাকে ওলড কিং কোলের মতো বা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো, ফ্রেসকো, লিলি ফুলের তোড়া যেমন উনি বলবেন ওঁকে দেখতে, তেমনি করে। তুমি ক্যানভাসে পেনট লাগাও আর টাকা পকেটে পুরে চলে এসো। খেলার এই পর্যায়ে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিও না ক্যারি। ভেবে দেখ দশ হাজারের কথা।'

'আমি সেটা ভুলতে পারছি না,' হোয়াইট বলল, 'আর সেটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমার লোভ হচ্ছে সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে আমার আত্মাকে নিন্দার সাগরে ডুবিয়ে দিই ওই ছবিটা এঁকে। ওই পাঁচ হাজার পেলে তিন বছর বিদেশে আমি শেখার সুযোগ পাবো আর সেজন্য আমার আত্মাকেও সম্ভবত আমি বিক্রি করতে পারি।'

'ভেবে দেখ, এত খারাপ লাগবে না,' সান্ত্বনা দিয়ে কেওগ বলে। 'এটা একটা ব্যবসার প্রস্তাব। এতটা রঙের পরিবর্তে এতটা সময় আর এতগুলি টাকা। আর আমি এও মনে করি না যে ছবিটা শিল্প রুচিকেও তেমন সাংঘাতিক ধাক্কা দেবে। দেখ জর্জ ওয়াশিংটন তো ভাল লোক ছিলেন, আর দেবদূতেই বা আপত্তি কিসের। আমি ওই গ্রুপে খারাপ তো বিশেষ কিছু দেখছি না। জুপিটারের কাঁধে দুটো ফ্ল্যাপ দিয়ে দাও, মেঘগুলি ব্ল্যাকবেরি গাছের ঝোপের মতো করে দাও, খুব একটা খারাপ হবে না যুদ্ধের দৃশ্য হিসেবে। দামটা আগে পাকা না হয়ে থাকলে ওয়াশিংটনের জন্য আরো এক হাজার ডলার দেওয়া উচিত আর দেবদূতের জন্য অন্তত পাঁচশ।'

'তুমি বুঝছ না বিলি,' অস্বস্তির সঙ্গে হেসে হোয়াইট বলল। 'আমরা

যারা ছবি আঁকি, আমাদের মধ্যে অনেকের শিল্প বোধ অত্যন্ত তীব্র। আমি চাই কোনদিন এমন একটি ছবি আঁকতে যে লোকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে এবং ভুলে যাবে যে রং দিয়ে আঁকা সেই ছবি। আমি চাই যে সঙ্গীতের একটি মূর্ছনার মতো সেটা তাদের মর্মে চলে যাবে নরম বুলেটের মতো আর সেখানে ব্যাঙের ছাতা হয়ে ফুটে উঠবে। এবং আমি চাই তারা যাবার সময় জিগগেস করবে, আর কি কি কাজ ইনি করেছেন। আর আমি চাই না তারা খুঁজে পাবে আমার অন্য কোন কাজ। কোন পোর্ট্রেট নয়, কোন ম্যাগাজিন কভার বা ইলাসট্রেশন, বা কোন মেয়ের ড্রয়িং, আর কোন কিছুই নয় কেবল সেই ছবিটি। সেজন্যই আমি সসেজভাজা খেয়ে বেঁচে আছি যাতে নিজের সত্যের থেকে আমার চ্যুতি না হয়। আমি নিজেকে রাজি করেছিলাম এই ছবিটা আঁকতে কেন না এটা আমাকে বিদেশে শিক্ষার একটা সুযোগ দিত। কিন্তু এই ক্যারিকেচার, শুনলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, হে ঈশ্বর! তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি কি বলছি?'

'নিশ্চয়,' কেওগ বললে, এত কোমলভাবে যেন একটি শিশুকে বলছে। হোয়াইটের হাঁটুতে তার দীর্ঘ তর্জনী রাখল। 'বুঝলাম, তোমার শিল্পবোধ এমনভাবে মার খাবে এটা ঠিক নয়। তুমি চেয়েছিলে বিরাট একটা ছবি আঁকতে যেমন ব্যাটল অফ গেটিসবার্গ-এর সর্বাত্মক ছবি। কিন্তু তোমাকে মনে মনে একটা ছোট্ট স্কেচ করতে অনুরোধ করছি। এই স্কীমে আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে তিনশ পঁচাশি ডলার পঞ্চাশ সেন্ট। আমাদের মূলধন সংগ্রহ করা হয়েছিল আমাদের সঞ্চয়ের শেষ সেন্টটি দিয়ে। বাকি যা আছে কোন রকমে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়া চলতে পারে। আমি দশ হাজারের আমার অংশটি চাই। ইডাহোতে তামার খনিতে লগ্নী করে লক্ষ ডলার আমাকে রোজগার করতেই হবে। তোমার আর্টের দাঁড় থেকে নেমে এসো ক্যারি, আর এসো আমরা টুপি ভর্তি করি ডলারে।'

'বিলি,' অতি আয়াসে হোয়াইট বললে, 'আমি চেষ্টা করব। বলছি না আমি করব, কিন্তু আমি চেষ্টা করব। আমি ওটা ধরব আর যদি পারি শেষও করব।'

'এই তো কাজের কথা,' কেওগ খুশীর সঙ্গে বলল। 'লক্ষ্মী ছেলে। এখন আর একটা কথা—খুব তাড়াতাড়ি ছবিটা শেষ করতে হবে, যত শীঘ্র

সম্ভব। তোমার রং মেশাবার জন্য দুজন ছোকরাকে লাগাও, যদি দরকার হয়। আমি কিছু ইঙ্গিত পেলাম শহরে। এখানকার জনগণ মিঃ প্রেসিডেণ্টের ওপর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সবাই বলছে তিনি বাণিজ্যিক সুবিধার ব্যাপারে বড় দরাজ। ওরা অভিযোগ করছে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তিনি গোপনে চুক্তি করেছেন দেশটাকে বেচে দেবার। আমরা চাই ছবিটা শেষ করে টাকাটা আদায় করে নিতে কোন গোলমাল শুরু হবার আগেই।'

কাসা মোরেনার প্রকাণ্ড দালানে প্রেসিডেণ্ট একটা বড় ক্যানভাস টাঙিয়েছিলেন। এর নীচে হোয়াইট তার অস্থায়ী স্টুডিও সাজিয়েছে। প্রতিদিন মহান ব্যক্তি দু'ঘণ্টা বসেন।

হোয়াইট বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগল। কিন্তু যতই অগ্রসর হয় তার জ্বালা, আত্মধিক্কার, থমথমে গাম্ভীর্য আর শ্লেষাত্মক উল্লাস বাড়তে থাকে। কেওগ বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষের মতো কখনো বুঝিয়ে কখনো সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ছবির কাজে ব্যস্ত রাখল।

মাস খানেক পরে হোয়াইট ঘোষণা করল ছবি সম্পূর্ণ হয়েছে, জুপিটার, ওয়াশিংটন, দেবদূত, মেঘ, কামান সবকিছু। তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, কেওগকে বলবার সময় মুখ তার সোজা, টানটান। সে বলল প্রেসিডেণ্ট খুব খুশী। জাতীয় গ্যালারিতে ছবিটা রাখা হবে রাজপুরুষ ও দেশনায়কদের মধ্যে। শিল্পীকে পরের দিন কাসা মোরেনাতে যেতে বলা হয়েছে দাম নিতে। নির্ধারিত সময়ে সে হোটেল থেকে বেরুল। নির্বাক কেওগ পাশে পাশে চলেছে, মহা উৎসাহে, বলছে তার প্ল্যানের সাফল্যের কথা।

এক ঘণ্টা পরে সে ফিরল, যে ঘরে কেওগ তার জন্য অপেক্ষা করছিল, টুপিটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে, বসে পড়ল টেবিলের ওপর।

'বিলি,' সে বলল বাধ বাধ গলায়, 'কিছু টাকা আমার আছে পশ্চিমে একটা ব্যবসাতে লগ্নী করা—ব্যবসাটা আমার ভাই চালায়। তারই আয় থেকে আমি নিজের খরচ চালাই আর চিত্র বিদ্যা শিখছি। আমার অংশ আমি উঠিয়ে নিচ্ছি আর তোমাকে এই স্কীমে আমাদের যা লোকসান হল তার অংশ দিয়ে দিচ্ছি।'

'লোকসান?' চিৎকার করে কেওগ লাফিয়ে ওঠে। 'তুমি কি ছবিটার জন্য টাকা পাওনি?'

'হ্যাঁ, টাকা পেয়েছিলাম,' হোয়াইট বললে। 'কিন্তু এখন আর সেই ছবিও নেই, আর টাকাও নেই। শুনতে যদি তোমার বাসনা থাকে তাহলে এই হচ্ছে সেই খুঁটিনাটি। প্রেসিডেণ্ট আর আমি ছবিটা দেখছিলাম। তাঁর সেক্রেটারী নিউ ইয়র্ক-এর এক ব্যাঙ্কের একটা ড্রাফট নিয়ে এলো, আমার হাতে দিল। যে মুহূর্তে সেটাতে আমি হাত দিলাম আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমি কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললাম মেঝের ওপর। একজন মজুর দালানের থামগুলিতে নতুন করে রং লাগাচ্ছিল। এক বালতি রং কাছেই ছিল। আমি তার তুলিটা নিয়ে এক কোয়ার্ট নীল রং সেই দশহাজার ডলারের বিভীষিকার সর্বত্র চাপড়ে দিলাম। তারপর নমস্কার করে আমি ফিরে এলাম। প্রেসিডেণ্ট নড়েননি, কথাও বলেননি। এই একবার তিনি অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিলি, তোমার ওপর অবিচার করা হল কিন্তু আমি পারলাম না।'

কোরালিওতে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বাইরে অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ধ্বনি, আবাজো এল ত্রেদর, ম্যুয়েরতো আল ত্রেদর, কানে আসে।

'ওই শোন,' হোয়াইট চেঁচিয়ে ওঠে তিক্তস্বরে, 'আমি ওইটুকু স্প্যানিশ জানি। ওরা চিৎকার করছে বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাক। আমি আগেও এই ধ্বনি শুনেছি। আমার মনে হচ্ছিল ওই ধ্বনির আমিই লক্ষ্য। আমি আর্টের কাছে বিশ্বাসহন্তা, ছবিটা তাই গেল।'

'তোমার ক্ষেত্রে "নিরেট বোকা নিপাত যাক" হত জুৎসই,' কেওগ বলল অগ্নিময় তেজের সঙ্গে। 'তুমি দশ হাজার ছিঁড়ে ফেল যেন ছেঁড়া ন্যাকড়া কেন না পাঁচ ডলার দামের রং কিভাবে তুমি লেপেছ তাই নিয়ে তোমার বিবেক আঘাত পায়। এর পরে কোন পরিকল্পনায় আমার যদি সহকারী দরকার হয় তাহলে সে ব্যক্তিকে নোটারির সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলতে হবে "আদর্শ" শব্দটি সে কখনো কানেও শোনেনি।'

কেওগ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাগে জ্বলতে জ্বলতে। হোয়াইট তার ক্ষোভের জন্য ব্যস্ত হল না। বিলি কেওগের হাহুতাস তুচ্ছ, যে আত্মগ্লানি থেকে সে রক্ষা পেয়েছে তার কাছে।

কোরালিওতে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। একটা বিস্ফোরণ আসন্ন। এই অসন্তোষ প্রদর্শনের কারণ ছিল শহরে একজন লম্বাচওড়া গোলাপী

মুখমণ্ডল ইংরেজের উপস্থিতি, যে ব্যক্তি শোনা যায় তার সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে সেই চুক্তিটি সহি করতে যার বলে প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের জনগণকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। অভিযোগ করা হচ্ছিল যে কেবল মহামূল্যবান ব্যবসায়িক সুবিধাই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, জাতীয় ঋণ ইংরেজদের হাতে হস্তান্তর করা হবে আর কাস্টম হাউস তাদের দিয়ে দেওয়া হবে প্রত্যাভূতি হিসেবে। দীর্ঘকাল দুর্দশায় পর্যুদস্ত জনগণ দৃঢ়মনা হয়েছে তাদের প্রতিবাদ জোরালোভাবে জানাতে।

সেই রাত্রে কোরালিও আর অন্য শহরে তাদের উষ্মার উদ্গীরণ হল। সঘোষ জনতা, পারদ ধর্মী কিন্তু বিপদজনক, রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্লাজার মাঝখানে প্রেসিডেন্টের ব্রোঞ্জের মূর্তি তারা ভূপাতিত করেছিল, ভেঙ্গে সেটা নিরবয়ব পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সরকারী প্রাসাদগুলি থেকে সেই ফলকগুলি টেনে এনে খান্ খান্ করল যেগুলিতে প্রোজ্জ্বল মুক্তিদাতার মহিমা কীর্তিত ছিল। সরকারী অফিসে তাঁর ছবি ছিঁড়ে ফেলা হল। জনতা এমন কি কাসা মোরেনাও আক্রমণ করেছিল কিন্তু সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেয়, সৈন্যরা সরকারের অনুগত ছিল।

লোসাদার বিরাটত্ব অনুভূত হল যখন দেখা গেল পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই আবার শান্তি ফিরে এলো, তিনি আবার সর্বাধিনায়ক! তিনি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন, অস্বীকার করলেন দৃঢ়ভাবে ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনার কথা। স্যার স্টাফোর্ড ভহান, সেই গোলাপী গণ্ডদেশ ইংরেজও প্রচার করলেন যে তাঁর উপস্থিতির কোন আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নেই। তিনি ভ্রাম্যমান, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। প্রকৃতপক্ষে (অন্তত তাই তিনি বিবৃতি দিলেন) তিনি আসার পরে প্রেসিডেনটের সঙ্গে একবার দেখাও করেন নি, কথাও বলেন নি।

এই গোলমালের মধ্যে হোয়াইট দেশে ফিরে যাবার তোড়জোড় করছিল একটি স্টীমারে যেটি দুই বা তিন দিন পরে ছাড়বে। দুপুরে, চঞ্চল কেওগ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল সময় কাটাতে। শহর এমনি প্রশান্ত যে মনে হবে শান্তি তার লাল টালির ছাদের দাঁড় থেকে কখনোই চলে যায় নি।

অপরাহ্নের মাঝামাঝি কেওগ হোটেলে ফিরে এলো হন্তদন্ত হয়ে,

হাবভাবে বিশেষত্ব রয়েছে। সে ঢুকল ছোট্ট এক কামরায় যেখানে সে ফোটো ডেভলপ করে। পরে সে ব্যালকনিতে এলো হোয়াইটের কাছে, দৃষ্টি উজ্জ্বল, গম্ভীর, মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

'এটা কি জানো?' কার্ডবোর্ডে মাউন্ট করা চার বাই পাঁচ একটি ফোটো দেখিয়ে বললে।

'সেনিওরিটার স্ন্যাপশট, সৈকতে শয়ান, অনুপ্রাস চেষ্টাকৃত নয়,' হোয়াইট বললে অলস ভাবে।

'ভুল হল,' কেওগ বললে উজ্জ্বল চোখে। 'এটা একটা গুলতি, এটা ডাইনামাইট হতে পারে। এটা একটা সোনার খনি। এটা দেখিয়ে তোমার প্রেসিডেনটের কাছে বিশহাজার ডলার আদায় করব, হ্যাঁ বিশ হাজার ডলার, আর ছবি নষ্ট করা হবে না। শিল্পকলার কোন নীতিবোধ বাধা দেবার নেই। আর্ট! তুমি আর তোমার দুর্গন্ধ যুক্ত টিউবগুলি। আমি তোমার ছাল ছাড়িয়ে তোমাকে শেষ করব একটি কোডাক দিয়ে, একবার দেখে নাও।'

হোয়াইট ছবিটা হাতে নিয়ে লম্বা শিস্ দিয়ে উঠল।

'জোভ,' সে চিৎকার করে উঠল, 'এটা একবার দেখলে শহরে লোকজন খেপে উঠবে। কেমন করে তুমি এটা পেলে, বিলি?'

'প্রেসিডেনটের বাগানের চারপাশের উঁচু পাঁচিল আছে জানো তো। আমি সেই পাঁচিলে উঠেছিলাম সারা শহরের একটা বার্ডস আই নেব বলে। দেয়ালের এক জায়গায় দেখলাম একটা ফাটল যেখান থেকে একটা পাথর আর খানিকটা প্লাসটার খসে পড়ে গেছে। আমি ভাবলাম দেখি তো প্রেসিডেনটের বাঁধাকপিগুলি কেমন বড়ো হচ্ছে। প্রথম আমার নজরে পড়ল তিনি আর এই স্যার ইংলিশম্যান একটি ছোট টেবিলে বসে আছেন প্রায় বিশ ফুট তফাতে। বাগানের এক নিভৃত কোণে ছায়ায় ঢাকা তালগাছ, কমলালেবুর গাছ, হাতের কাছে ঘাসের ওপর এক বালতি শ্যামপেন রাখা আছে। আমি দেখলাম তক্ষুণি আমাকে আমার আর্টের সবচেয়ে বড় আঘাতটি হানতে হবে। তাই আমি গর্তের মধ্যে ক্যামেরাটি বসিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। ঠিক সেই সময়ে ওই দুই বুড়ো হাত ঝাঁকানি দিচ্ছিল চুক্তি সই হবার পরে, দেখছ ছবিতে তাই এসেছে।'

কেওগ কোট পরল, টুপী নিল হাতে।

'ওটা নিয়ে তুমি কি করবে?' হোয়াইট শুধোয়।
'আমি!' আহত স্বরে কেওগ বলল, 'কেন, গোলাপী রিবন বেঁধে হোয়াটনটের ওপর টাঙিয়ে রাখব। আমি অবাক হচ্ছি তোমার প্রশ্নে। যতক্ষণ আমি বাইরে থাকব ভেবে ঠিক করে রাখো তো কোন্ জিঞ্জারকেক রাষ্ট্রপতি এটা কিনতে চাইতে পারে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। প্রচারিত না হয় যাতে?'
তালগাছের মাথায় সূর্যাস্তের লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে যখন বিলি কেওগ ফিরে এলো কাসা মোরেনা থেকে। চিত্রশিল্পীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে মাথা নাড়ল। দুই হাতের ওপর মাথা রেখে খাটে শুয়ে পড়ল।
'আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। টাকাও সে দিল একজন ছোট্ট ব্যক্তির মতো। প্রথমে আমাকে ভিতরে যেতে দেয় নি। আমি বললাম জরুরী। হ্যাঁ, প্রেসিডেনট ব্যক্তিটি সর্ববিদ্যা বিশারদদের দলে। মগজের ব্যবহারের বেশ ব্যবসায়িক ধারা আছে ওঁর। আমি শুধু ফোটোগ্রাফটি তুলে ধরলাম যাতে তিনি দেখতে পান এবং দামটা বললাম। উনি হাসলেন, কাছেই ছিল একটা সিন্দুক, সেখান থেকে নগদ কুড়িখানি আমেরিকান ষ্টেট ট্রেজারির হাজার ডলারের নোট টেবিলে রাখলেন, ঠিক যেমন এক ডলার পঁচিশ সেনটের বিল আমি শোধ করি। চমৎকার নোটগুলি, খড় খড় শব্দ করে উঠলো ঠিক যেন দু একর বাগানের জড়ো করা পাতা জ্বালানোর আওয়াজ।'
'দেখি একটা, ছুঁতে কেমন লাগে,' হোয়াইট কৌতুহলী হয়ে বললে, 'আমি হাজার ডলার নোট কখনো ছুঁই নি।' কেওগ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। 'ক্যারি,' সে বললে একটু আত্মভোলা সুরে, 'তুমি তোমার আর্ট খুব বড়ো করে দেখ, নয় কি?'
হোয়াইট আন্তরিক ভাবে বললে, 'আমার নিজের ও আমার বন্ধুদের আর্থিক মঙ্গলের সেটা পরিপন্থী হয়েছে।
'আমি তোমাকে বোকা ভেবেছিলাম সেদিন,' কেওগ বলে চলে শান্ত ভাবে। 'আর, আমি নির্ভুল জানি না যে তুমি বোকা কিনা। কিন্তু তুমি বোকা হয়ে থাকলে আমিও বোকা। আমি অনেক মজার ব্যবসা করেছি ক্যারি, কিন্তু সব সময় আমি চেষ্টা করেছি সৎ থাকতে আর আমার বুদ্ধি ও মূলধন প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান পাল্লায় রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন, মানে প্রতিপক্ষকে যখন তুমি কোণঠাসা

করেছ আর স্ক্রুয়ের প্যাঁচ তুমি ঘুরিয়েই চলেছ আর তাকে টাকা বের করতেই হবে তখন আমার মনে হয় খেলাটা আর পুরুষের খেলা থাকে না। এর একটা নাম আছে, নয় কি? তুমি জানো এটা হল, কি বলব তুমি বুঝতে পারছ না কি? আমার মনে হয় এটা অনেকটা তোমার ওই শিল্পকলার মতো ব্যাপার আর কি। তিনি, মানে আমি ফোটোগ্রাফটি ছিঁড়ে ফেললাম। টুকরোগুলি নোটের তাড়ার ওপর রাখলাম আর সমস্তটা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে বল্লাম,— মাপ করবেন মিঃ লোসাদা, দামের ব্যাপারে আমার একটু ভুল হয়েছিল। আপনি ফোটোটা পাচ্ছেন বিনামূল্যে। এখন ক্যারি পেনসিলটা নাও, আবার আমাদের কিছু হিসেব করতে হবে। আমাদের মূলধনের যা বাকি আছে তার থেকে তোমাকে আরো কিছু বাঁচাতে হবে। আমার জন্যে দু একটা সসেজভাজা রাখবে, তোমার বাসায়, যখন তুমি নিউইয়র্ক ফিরে যাবে।'

পাঁচের

ভিকি

স্প্যানিশ মেন বরাবর পারম্পর্য বলে কিছু নেই। ঘটনা সেখানে ঘটে কখনো কখনো। এমন কি মহাকাল তার হাঁসুয়া মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে রাখে কমলালেবু গাছের ডালে এবং কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রা দেয় বা একটি সিগারেট পান করে সেই অবসরে।

প্রেসিডেনট লোসাদার বিরুদ্ধে নিষ্ফল বিদ্রোহের পরে দেশ আবার থিতিয়ে গেল শান্তভাবে সহ্য করতে সেই সব অনাচার যার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করেছিল। কোরালিওতে রাজনৈতিক বৈরীরা হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল, হালকাভাবে দূরে রেখে সকল মতানৈক্য। শিল্প অভিযানের বিফলতায় কেওগ তার মার্জার পদক্ষেপ ত্যাগ করে পিঠে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়েনি। নীল পেনসিলের টুকরো নিয়ে আবার সে হিসেব করতে বসেছিল হোয়াইট যে স্টীমারে চলে গেল তার ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে যাবার আগেই। গেডিকে একবার

বলতেই ব্রানিগান এণ্ড কোম্পানি থেকে যত খুশী মাল সে বাকিতে পেয়ে গেল। হোয়াইট যেদিন নিউ ইয়র্ক পৌঁছাল সেইদিন কেওগ পাঁচটি খচ্চরের পিঠে লোহালক্কড় আর ছুরি কাঁচির বোঝা চাপিয়ে রওনা হল দেশের ভিতরের দিকে দুর্গম পাহাড়ের রাস্তায়। সেখানে রেড ইনডিয়ান প্রজাতির লোকে বালু ধুয়ে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করে স্বুবর্ণ-বাহী নদী থেকে। যখন বাজার তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় কেনা বেচা চটপট এবং লাভজনক হয় কর্ডিলিয়েরা পর্বত অঞ্চলে।

কোরালিওতে মহাকাল ডানা মুড়ে নিদ্রাতুর রাস্তায় ক্লান্ত পদক্ষেপে চলছিল। তার উষ্ণ প্রহরগুলিতে যারা সর্বাধিক উল্লাসত হয়েছিল তারা সব চলে গেছে। ক্ল্যানসি একটি স্প্যানিশ জাহাজে চড়ে কলনের দিকে রওনা হয়েছে তার ইচ্ছে আছে যোজকটি অতিক্রম করে আবার পাড়ি দেবে কালাও পর্যন্ত যেখানে লড়াই চলছে শোনা যায়। গোঁড়ি, যার নম্র স্বভাব একদা কমলের ফল খাওয়ার বিরস প্রতিক্রিয়া দূর করত অতীতে বহুবার, সে এখন গৃহবাসী, তার উজ্জ্বল অর্কিড পলাকে নিয়ে সুখী, স্বপ্নেও কখনো চিন্তা বা দুঃখ করো না সেই সীল করা সমাধান খুঁজে না পাওয়া মনোগ্রাম করা বোতলটির জন্য, যার মধ্যস্থিত রহস্য সমুদ্রের গর্ভেই নিরাপদে ন্যস্ত রইল। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ওয়ালরাস তার প্রোগ্রামের মাঝামাঝি শীলমোহরের ছাপ লাগাতে থাকুক সেইসব ঘটনার ওপর যেগুলি প্রাসঙ্গিক এবং শুনতে মন চায়। অ্যাটউড চলে গেছে, যার পিছনের বারান্দায় ছিল দরাজ আতিথেয়তা আর যার তুষ্ট বুদ্ধি ছিল অদ্ভুত। ডাঃ গ্রেগ, তাঁর অন্তরে ট্রিপ্যানিং-এর কাহিনী ধূমায়িত, তিনি ছিলেন একটি দাড়িওয়ালা আগ্নেয়গিরি সর্বদা উদ্গীরণের লক্ষণে আক্রান্ত, তাঁকে অবশ্য সেই দলে ফেলা যায় না আলস্য বা ঝিমুনি অপনোদনে যারা সাহায্য করেছিল। নতুন কনসালের বটানির নোট লেখা সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছিল, তার মধ্যে শেহরাজাদ বা রাউণ্ড টেবিলের কোন সংস্রব ছিল না। গুডউইন বড় বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকত, যেটুকু সময় পেত সে বাড়িতে থাকতে ভালবাসত। অতএব দেখা যাচ্ছে কোরালিওতে বিদেশী বাসিন্দাদের মধ্যে সখ্যতা বা আনন্দ উপভোগের বিষয়ের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

আর এই সময় ডিকি ম্যালোনি শহরে এসে উপস্থিত হল, ঠিক যেন মেঘের মধ্য থেকে উদয় হল এবং আনন্দ ছড়িয়ে দিল।
কেউ জানত না ডিকি ম্যালোনি কোথা থেকে এল বা কিভাবে কোরালিও পৌঁছাল। একদিন তাকে দেখা গেল, ব্যস। পরে সে বলত যে ফলের জাহাজ থর-এ এসেছে। কিন্তু থরের সেই তারিখের যাত্রী তালিকা লক্ষ করলে ম্যালোনির নাম পাওয়া যাবে না। কৌতূহল যদিও কয়েকদিনেই প্রশমিত হল। এবং ডিকি তার জায়গা করে নিল ক্যারিবিয়ান থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন অজানা জীব হিসেবে। সে ছিল অত্যন্ত কর্মঠ, বেপরোয়া হাসিখুশিতে ভরা যুবক, ধূসর আকর্ষণী চোখ, ভুবন ভোলান হাসি, বেশ কালো রোদে পোড়া গায়ের রং, আর মাথায় টকটকে লাল চুল যা এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। স্প্যানিশ এবং ইংরেজি সমান অনায়াসে বলে, আর পকেটে সর্বদা প্রচুর টাকা। অল্পদিনেই যেখানে সে যায় সেখানেই সে একজন আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী। ভিনো ব্লাংকোর প্রতি তার মোহ প্রগাঢ় এবং তার খ্যাতি শীঘ্রই ছড়ালো বেশী মদ খেতে পারে এমন তিনজন যুবকের একজন হিসেবে। সবাই তাকে ডিকি নামে ডাকে। প্রত্যেকেই তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বিশেষত স্থানীয় লোকেরা যাদের কাছে তার লাল চুল আর সহজ আন্তরিক ব্যবহার অত্যন্ত আনন্দের আর অনুকরণীয় স্টাইল রূপে গণ্য হয়। শহরে যেখানেই যাও দেখতে পাবে ডিকিকে বা শুনতে পাবে তার উৎফুল্ল হাসির আওয়াজ, চারপাশে একদল স্তাবক যারা তার মিষ্টি স্বভাব আর সাদা দ্রাক্ষার মদ খুবই পছন্দ করত এবং সেও যা কিনতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল।
তার উদয় এবং অবস্থানের বিষয়ে অনেক জল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল যতদিন না সে সব থামিয়ে দিল একটি দোকান খুলে। তামাক, মিষ্টান্ন, রেড ইণ্ডিয়ানদের হস্ত শিল্প সামগ্রী—তন্তু বা সিল্কে বোনা বস্তু, হরিণের চামড়ার জাপাতো, বেতের ঝুড়ি। তার অভ্যাসের তথাপি কোন পরিবর্তন হল না। দিবারাত্রির প্রায় অর্ধেক ব্যয় হত তাস খেলে আর মদ্য পানে, কমানডানটের সঙ্গে, কাস্টমের কালেক-টরের সঙ্গে, জেফে পোলিসিও এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে। একদিন ডিকি দেখল মাদামা ওরতিজের কন্যা পাসাকে হোটেল দে লোস এসত্রানজারস-এর পাশেই দরজার ভিতরে

বসে আছে। কোরালিওতে চলার পথে সে এই প্রথম দাঁড়াল স্থির হয়ে, তারপর হরিণের মত ছুটল, ভাসকুইথকে খুঁজে আনল, যে ছিল একজন রংদার দেশীয় যুবক, নিজেকে পরিচয় করে দেবার জন্য। যুবকেরা পাসার নামকরণ করেছিল লা সানতিতা নারানজাদিতা। নারান জাদিতা একটি স্প্যানিশ শব্দ, একটি রঙের বর্ণনা যা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করতে অসুবিধায় পড়তে হয়। ছোট্ট দেবী, অপূর্ব সুন্দর-সূক্ষ্ম-সামান্য-কমলা-সোনালি রঙে রঞ্জিতা বললে মাদামা ওরতিজের কন্যার বর্ণনার কাছাকাছি পৌঁছানো যায়।

মাদামা ওরতিজ রাম বেচতেন অন্য পানীয়ের সঙ্গে। রাম অন্যান্য পানীয় বেচার অপরাধ স্খালন করে। যেহেতু রাম উৎপাদিত হয় সরকারী উদ্যোগে এবং একটি সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের মালিক হওয়ার অর্থ হল সম্মান প্রতিপত্তি, বিশিষ্টতা যদি নাও হয়। তাছাড়া বিধি নিষেধের কড়াকড়িও দোকানটি পরিচালনে কোন দোষ পায় না খুঁজে। খদ্দেররা ভয়ে ভয়ে সেখানে মদ্য পান করত। মাদামার সুপ্রাচীন এবং বিখ্যাত বংশগৌরবের জন্য রাম পান করেও হুল্লোড়ের সাধ্য কারো হত না। কেন না তিনি ছিলেন ইগনেশিয়াস-এর বংশোদ্ভবা, যিনি পিৎসারের সঙ্গে এসেছিলেন এই দেশে। আর তাঁর লোকান্তরিত স্বামী ছিলেন কমিশনিও দে ক্যামিনস ই পুয়েনতে, সেই জেলার সড়ক ও সেতু বিভাগের কমিশনার।

সন্ধ্যায় পাসা জানলায় বসে গিটারের তারে আঙুল ছোঁয়াত, পাশের ঘরে তারা পান করত। জোড়ায় জোড়ায় বা তিনজনের দলে যুবক সেনারা দেয়ালের ধারে ফিটফাট সাজানো চেয়ারে এসে বসত। ওরা ওখানে বসে থাকতো লা সানতিতার হৃদয় হরণের জন্য। তাদের পদ্ধতি ছিল (বুদ্ধিযুক্ত প্রতিযোগিতার পক্ষে যা যথেষ্ট ছিল না) বুক ফোলানো, সাহসীভাব মুখে ফুটিয়ে তোলা এবং এক থেকে দুগ্রোশ সিগারেট টানা। এমনকি সূক্ষ্ম সোনালী রঙের দেবীও চাইত অন্য ধরনের আরাধনা। নিকোটিনের পাথরের দেয়ালের মতো নীরবতা ভঙ্গ করত পাসা গিটারের সঙ্গীতে আর মনে মনে ভাবত কাহিনীতে পড়া বীর ও ঘনিষ্ঠ অশ্বারোহীদের কথা কি তবে মিথ্যা!

নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে মাদামা আসতেন, চোখে তাঁর আলোর

ইসারা। আর তখন কড়া করে মাড়া দেওয়া ট্রাউজারের খসখস শব্দ করে এক একজন সৈন্য যুবক উঠে যেত বারে।
ডিক মালোনি যে শীঘ্রই এই প্রান্তরের পরিচয় নেবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কোরালিওতে খুব অল্প কয়েকটি দরোজা ছিল যার ভিতরে সে তার লাল মাথা গলায় নি।
প্রথম দর্শনের অবিশ্বাস্য কম ব্যবধানে তাকে দেখা গেল পাসার দোলনা চেয়ারের খুব নিকটে বসে থাকতে। ডিকির আরাধনার থিয়োরিতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই-এর কোন স্থান ছিল না। দুর্গ জয়ের জন্য একটিমাত্র প্রবল, গভীর আন্তরিক, উন্মুখর, অপ্রতিরোধ্য এসকালাদ বা তুঙ্গ যাত্রা—এই ছিল ডিকির নিয়ম।
পাসা জন্মেছিল দেশের সর্বাধিক গর্বিত স্প্যানিশ বংশে। তাছাড়া আরো অসাধারণ সুযোগ ও পেয়েছিল। নিউ অর্লিয়নসের একটি স্কুলে ও দু'বছর পড়েছিল যার ফলে দেশীয় অন্যান্য কুমারী মেয়েদের থেকে ওর উচ্চাশা ভিন্নতর ভাগ্যের আশা করত। অথচ দেখা গেল প্রথম লাল মাথা ছোকরা মোহন হাসি আর মধুর বুলি দিয়ে যথাযথ প্রেম নিবেদন করতেই ও কাবু হয়ে গেছে।
শীঘ্রই প্লাজার এক কোণে ছোট্ট একটি চার্চে ডিকি তাকে নিয়ে গেল এবং তার অনেকগুলি বিশিষ্ট নামের সঙ্গে মিসেস মালোনি নামও যুক্ত হল। এবং ভাগ্যের চালনায় ওকে স্থির চোখ আর মৃন্ময়ী মহামায়ার মতো মূর্তি নিয়ে ছোট্ট দোকানের কাউন্টারে বসে থাকতে দেখা গেল। ওদিকে ডিকি মদ্য পানে আর তার বাচাল বন্ধুদের নিয়ে রইল মগ্ন। স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বভাব সিদ্ধ অনুসন্ধান নিয়ে এবার সুযোগ পেল ওকে আঘাত করবার, তারা ডিকির স্বভাবের ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করতে ছাড়ল না।
'তোরা মাংসের উপযুক্ত গাই গরু', পাসা তার স্থির, স্পষ্ট গলায় বলত। 'মানুষ চিনতে তোরা জানিস না। তোদের পুরুষেরা তো মেনিমুখো, তারা পারে শুধু ছায়ায় বসে সিগারেট টানতে, রোদ উঠে তাদের গা যতক্ষণ না পুড়িয়ে দেয়। তোদের দোলনায় কুঁড়েমি করে তারা শুয়ে থাকে আর তোরা তাদের চুল আঁচড়ে দিস আর টাটকা ফল এনে খাওয়াস। আমার মরদের গায়ে সে রক্ত নেই। সে মদ খায়, তাতে কি? যখন তোদের পেটরোগা মরদরা ডুবে যাবে এমন

পরিমাণ মদ খেয়ে সে বাড়ি আসে তখন তোদের হাজারটা পোবরে-সিটোসদের থেকেও অনেকগুণ মরদ হিসেবে আমার কাছে আসে সে। আমার কেশ সে সমান করে দেয়, আমাকে গান শোনায়। আমার জুতো নিজের হাতে খুলে দেয় আর প্রত্যেক পায়ে একটি চুম্বন রেখে দেয়। সে আমাকে তুলে ধরে, ওঃ! তোরা বুঝতেই পারবি না। তোরা অন্ধ, পুরুষ কাকে বলে তোরা জানবি কি করে।'

মাঝে মাঝে ডিকির দোকানে রাত্রে কি সব ব্যাপার ঘটে। বাইরে যখন অন্ধকার, দোকানের পিছনের ছোট্ট কামরায় ডিকি আর তার কয়েকজন বন্ধু চুপি চুপি ঘনিষ্ঠ আলোচনা করে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। অনেক পরে সাবধানে সামনের দরজা খুলে সে তাদের বিদায় দেয় আর তারপর ওপর তলায় তার দেবীর কাছে আসে। এইসব আগন্তুকেরা আকৃতিতে চক্রান্তকারীদের মতো, কালো পোশাক, টুপী পরা। কিছু দিনের মধ্যেই এই ব্যাপার গোপন থাকে না এবং এ নিয়ে সুরু হয় জল্পনা কল্পনা।

ডিকি শহরের বিদেশী বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচিত হবার দিকেও যায়নি। গুডউইনকে সে এড়িয়ে চলত আর ডাঃ গ্রেগ-এর ট্রিপ্যানিং-এর গল্প থেকে যে তড়িৎ-গতি কূটনীতির সাহায্যে রেহাই পেয়েছিল সেই অনবদ্য নিপুণতার কথা লোকে এখনো বলে থাকে।

অনেক চিঠিপত্র তার আসত মিঃ ডিকি ম্যালোনি বা সেনিওর ডিকী ম্যালোনি নামে। পাসার গর্ব তাতে বাড়তো। এতলোক যখন তাকে চিঠি লিখতে চায় এ থেকেই বোঝা যায় যে তার লাল মাথা থেকে আলো ছড়িয়েছিল বিশ্বময়। ওইসব চিঠিতে কি লেখা থাকত সে বিষয়ে পাসার কোন কৌতূহল ছিল না। এমন না হলে স্ত্রী।

একটি ভুল ডিকির হয়েছিল, বড় অসময়ে তার টাকা ফুরিয়ে গেল। টাকা কোথা থেকে আসত সেটা একটা ধাঁধা কেননা দোকানে বিক্রি প্রায় কিছুই হত না কিন্তু সেই উৎস হঠাৎ শুকালো এবং একটা অদ্ভুত খারাপ সময়ে। সেটা হয়েছিল যখন তার ছোট্ট দেবী মূর্তিকে দোকানে বসে থাকতে দেখে কমানডাণ্ট ডন সেনিওর এল করোনেল এনকার-নেসিওন রিওর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটল।

কমানডাণ্ট শৌর্য-বীর্য জাহির করার জটিল কায়দাগুলি ভালভাবে রপ্ত করেছিল, তাই মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রথমে তার পূর্ণ সামরিক

পোশাক পরে জানালার সামনে গটমট করে যাওয়া আসা করতে থাকে। পাসা তার দেবীর মতো চোখ দিয়ে গম্ভীরভাবে বাইরে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখেছিল। মনে পড়ে যায় তার পোষা টিয়া পাখি ছিছির কথা, সঙ্গে সঙ্গে ও হেসে ফেলে। কমানডাণ্ট হাসিটি লক্ষ করে যদিও হাসি তার জন্য ছিল না। আশানুরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে মনে করে দোকানে ঢোকে এবং আস্থার সঙ্গে খোলাখুলি স্তুতিগান সুরু করে। পাসা কঠিন হয়, সে পেখম মেলে, পাসা রেগে আগুন হয়, সে মুগ্ধ হয়ে অবিবেচকের মতো জোর করে, পাসা তাকে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে বলে, সে তার হাত ধরে টানতে যায়— এমন সময় ডিকি দোকানে ঢোকে, মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি পেটভর্তি সাদা মদ আর শরীরে দৈত্যের শক্তি।

পুরো পাঁচ মিনিট সে ব্যয় করল কমানডাণ্টকে শাস্তি দিতে, বেশ বৈজ্ঞানিক প্রথায়, যন্ত্রণা যতটা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে যত্ন নিয়ে। তারপর সে সেই মূঢ় প্রেমপ্রার্থীকে দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাথরের ওপর অজ্ঞান অবস্থায়।

একজন নগ্নপদ পুলিশ দূর থেকে ব্যাপারটা দেখছিল। সে বাজাল হুইসিল। ব্যারাক থেকে চারজন সৈন্য ছুটে এলো। তারা যখন দেখল অপরাধী ডিকি, তারা থামলো, আরো হুইসিল বাজাল যার ফলে আরো আটজন এসে হাজির হল। বারোর বিপক্ষে এক, নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট মনে করে তারা গোলমালকারীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল।

ডিকি তখন যোদ্ধভাবে চুর হয়ে আছে। কমানডাণ্টের কোমরে বাঁধা তরবারি উঠিয়ে নিয়ে সে আক্রমণ করল। সে সেনাদলকে চারটি ব্লক পর্যন্ত তাড়া করল, খেলাচ্ছলে তাদের পশ্চাদদেশে তরবারির খোঁচা দিল আর তাদের আদা রঙের গোড়ালির ওপর কাটাকুটি করল। নাগরিক শাসকদের কাছে কিন্তু সে ততটা সাফল্য লাভ করতে পারল না। ছয়জন পেশীবহুল তৎপর পুলিশ তাকে বাহুবলে পরাস্ত করল এবং সোল্লাসে কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে জেলে নিয়ে গেল। তারা তার নাম দিল ডায়াবলো কোলোরাডো এবং মিলিটারিরা হেরে যাওয়ায় তাদের দুয়ো দিল।

ডিকি অন্যান্য কয়েদীদের মতো গরাদ দেওয়া দরজা থেকে দেখতে

পেত প্লাজার ঘাস, এক সারি কমলা লেবুর গাছ, লাল টালির ছাদ এবং কয়েকটি নগণ্য দোকানের কাঁচা ইটের দেয়াল।

সূর্যাস্তের সময়ে এই চত্বরের মাঝামাঝি একটা পথ দিয়ে আসত স্ত্রীলোকদের একটি বিষণ্ণ মিছিল, করুণ মুখে তারা বহে আনত কলা, শকরকন্দ, রুটী আর ফল, প্রত্যেকে খাবার আনত ফাটকের ভিতরের এক এক হতভাগ্যের জন্য যার প্রতি সেই স্ত্রীলোকের আনুগত্য এখনো অচ্ছেদ্য রয়েছে এবং যাদের জন্য জীবনধারণের সামগ্রী ওরা সরবরাহ করছে। দিনে দুবার, সকালে ও বিকালে তাদের আসতে দেওয়া হয়। এই গণরাজ্য তার অনিবার্য অতিথিদের জল দেয়, কিন্তু খাদ্য নয়।

সেই সন্ধ্যায় ডিকির নাম ধরে প্রহরী ডাকল। সে দরোজার শিকের সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট দেবী, একটি কালো স্কার্ফ মাথায় ও কাঁধে বেড় দিয়ে জড়ানো। ওর মুখে মহিমাদীপ্ত বিষাদ, দুটি চোখের দৃষ্টিতে বাসনা, যেন তারা ডিকিকে গারদের ভিতর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসবে। ও এনেছিল একটা মুরগী, দু'একটা কমলা, মিষ্টান্ন এবং সাদা ময়দার রুটী। একজন সৈনিক খাদ্যটা পরীক্ষা করে দেখল এবং ডিকির কাছে পৌঁছে দিল। পাসা তার স্বভাব মতো শান্তভাবে সংক্ষেপে বলল, বাঁশির মতো রিণরিণে গলায়, 'জীবনদেবতা আমার, তোমাকে ছেড়ে যেন আমায় বেশীদিন থাকতে না হয়। তুমি জানো তুমি আমার পাশে না থাকলে আমার কাছে জীবন দুর্বিষহ। আমাকে বলো এই ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি কিনা। যদি না হয়, কিছু সময় আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি কাল সকালে আবার আসব।'

ডিকি জুতো খুলে রেখে, অন্য কয়েদীদের বিরক্ত না করে, জেলের মেঝের ওপর অর্ধেক রাত পায়চারী করল। নিজের অর্থের অভাবকে ধিক্কার দিল, যে কারণে অর্থ নেই তাকেও, তা সে কারণ যাই হোক। সে স্থির জানত হাতে টাকা থাকলে সে অবিলম্বে মুক্তি পেত।

পরের দুদিন পাসা নির্ধারিত সময়ে এসেছিল এবং তাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবার সে উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগগেস করেছে তার নামে কোন চিঠি বা প্যাকেট এসেছে কি না, প্রতিবারেই পাসা নেতিবাচক ঘাড় নেড়েছে।

তৃতীয়দিন সকালে পাসা শুধু ছোট্ট একটি রুটি এনেছে। চোখের নীচে তার বৃত্তাকার কালো দাগ, পূর্বের মতোই সে শান্ত।
'বাই জিঙ্গো', ডিকি বলল সে ইংরেজি বা স্প্যানিশ বলত যখন যেমন খেয়াল হত। 'এই শুকনো খাবার, মুচাচিটা। তুমি শুধু এইটুকু আনতে পারলে একজন জোয়ান লোকের জন্য।'
পাসা ওর দিকে তাকাল, মা যেমন তাকায় বায়নাদার ছেলের দিকে। নিচু গলায় ও বলল, 'ওই খাও ভাল মনে করে কেননা পরের খাবার কিছুই আসছে না। শেষ সেনটাভো খরচ হয়ে গেছে।' গারদের শিকে নিজেকে তার দিকে আরো চেপে দাঁড়িয়ে রইল পাসা।
'দোকানের জিনিসগুলি বেচে দাও, যে কোন দামে।'
'আমি কি চেষ্টা করিনি? কেনা দামের দশভাগের একভাগ দামে দিতে চেয়েছি। কেউ এক পেসো দেবে না। এই শহরে ডিকি ম্যালোনির জন্য এক রেয়ালও কেউ দেবে না।'
ডিকির দাঁত কড়মড় করে উঠল! 'এ সেই কমানডানট', সে গর্জন করল, 'এর জন্য সেই দায়ী। সবুর করো, হাতের সব তাস আগে দেখা হোক।'
পাসা তার স্বর খুব নিচু করে প্রায় ফিসফিস শব্দে বলল, 'এখন শোন আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি খুব সাহস করে আছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছিনা। তি-ন দি-ন হল।'
ডিকি দেখল ওড়নার আড়াল থেকে ইস্পাতের ফলার মতো ঝিলিক দিল ওর চোখের দৃষ্টি। পাসার মুখের দিকে সে তাকাল, মুখে হাসি নেই, গম্ভীর, কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার পরে হঠাৎ সে হাত তুলল, এবং তার মুখে হাসি ফিরে এলো সূর্যালোকের মতো। একটি ধরাগলার সাইরেণের ধ্বনি ঘোষণা করল বন্দরে একটি স্টীমারের আগমন। ডিকি প্রহরীকে ডাকল, দরজার বাইরে যে পায়চারী করছিল।
'কোন স্টীমার এলো?'
'দি ক্যাটারিনা'।
'ভিসুভিয়স লাইনের?'
'নিঃসন্দেহে ওই লাইনের।'
খুশীমনে পাসাকে সে বলল, 'ছবি আমার, যাওতো আমেরিকার

কনসালের কাছে। তাকে বলো আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, এখনি যেন সে আসে। আর, আমার দিকে তাকাও। আমি তোমার ওই চোখে অন্য রকম দৃষ্টি দেখতে চাই, আমি কথা দিচ্ছি আজ রাতে তোমার মাথাটি আমার বাহুর মধ্যে বিশ্রাম করবে।'

কনসাল এলো ঘণ্টা খানেক পরে হাতের নীচে সবুজ ছাতা, অধৈর্য-ভাবে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

'দেখ ম্যালোনি', সে সুরু করে রাগতভাবে, 'তোমরা মনে করো যেমন খুশী ঝগড়া তোমরা বাধাতে পারো আর আশা করো আমি তোমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। আমি যুদ্ধ বিভাগ নই আর সোনার খনিও নই। এদেশের আইন কানুন আছে, তুমি জানো যার একটি হল সেনাবাহিনীকে মেরে অজ্ঞান করে দেবার বিরুদ্ধে। তোমরা আইরিশরা সর্বদা গোলমাল বাধাও। আমি জানিনা আমি কি করতে পারি। যদি তামাক চাও, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য বা খবরের কাগজ...'

'এলির পুত্র', ডিকি বাধা দেয় গম্ভীর ভাবে, 'তুমি এক বর্ণও বদলাওনি। এই বক্তৃতাটি সেইটির প্রায় হুবহু নকল যেটা তুমি দিয়েছিলে যখন কোয়েনের গাধা আর রাজহংসেরা চাপেলের ছাদে উঠেছিল আর অপরাধীরা তোমার ঘরে লুকোতে চেয়েছিল।'

'কি আশ্চর্য', কনসাল চিৎকার করে, তাড়াতাড়ি চশমা ঠিক করে নেয়। 'তুমি ইয়েলের ছেলে নাকি? সেই দলে তুমি ছিলে? আমার তো মনে পড়ছে না কোন লাল-ম্যালোনি নামে কাউকে। কলেজের কত ছেলেই তো ভেসে বেড়াচ্ছে। একানব্বুই সালের একজন, খুব ভালো ছিল অঙ্কে, দেখলাম বেলিজে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। গতমাসে করনেলের এক ছোকরা এখানে এসেছিল। একটা গুয়ানোর স্টীমারে সেকেণ্ড স্টুয়ার্ড সে। ম্যালোনি, আমি ডিপার্টমেনটে লিখব। বা তোমার যদি তামাক, খবরের...'

'কিছু করতে হবে না', ডিকি বাধা দিল, 'কেবল এইটুকু ছাড়া। তুমি গিয়ে ক্যাটারিনার ক্যাপটেনকে বলো ডিকি ম্যালোনি তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, যতশীঘ্র সম্ভব সে যেন আসে। তাকে বোলো আমি কোথায় আছি। একটু তাড়াতাড়ি, শুধু এইটুকু।'

কনসাল খুশী হল, সহজে ছাড়া পেয়ে, তাড়াতাড়ি সে ফিরে গেল।

ক্যাটারিনার ক্যাপটেন, মোটা সোটা, সিসিলির লোক, শীঘ্র দেখা দিল, বিনা বাক্যব্যয়ে, জেলের প্রহরীদের হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে। আঙ্গুরিয়াতে ভিস্যুভিয়াস ফল কোম্পানির কাজকর্মের ধারাই ওই রকম। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত', ক্যাপটেন বলল, 'এটা ঘটতে দেখে। আমি আপনার সেবায় রইলাম, মিঃ ম্যালোনি। আপনি যা চাইবেন তাই করা হবে, আপনার যা দরকার এখনি আনা হবে।'

ডিকি তার দিকে তাকাল গম্ভীর ভাবে। হাবভাব তার কঠিন ব্যক্তিত্বপূর্ণ মাথার লাল চুল সত্ত্বেও। সে দাঁড়িয়েছিল, দীর্ঘদেহ, শান্ত, তার গম্ভীর মুখে ওষ্ঠের রেখা সমান্তরাল।

'ক্যাপটেন ডু লুচ্চো, আমার বিশ্বাস আপনাদের কোম্পানির হাতে আমার টাকা এখনো অনেক আছে, প্রচুর এবং আমার ব্যক্তিগত অর্থ। গত সপ্তাহে আমি কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। সে টাকা আসে নি। আপনি জানেন এই খেলায় সব চেয়ে প্রয়োজন কিসের। টাকা, টাকা, আরো টাকা। সে টাকা পাঠানো হয় নি কেন?'

হাত পা নেড়ে ডু লুচ্চো জবাব দিল, 'ক্রিসটাবল জাহাজে পাঠানো হয়েছিল। ক্রিসটাবল এখন কোথায়! কেপ আনটোনিওতে আমি আমি তার দেখা পাই, একটা শ্যাফট্ ভেঙ্গে গেছে। একটা ভবঘুরে জাহাজ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিউ অর্লিয়নসএ। আমি টাকা এনেছি তীরে, বিলম্বে আপনার অসুবিধে হবে বলে। এই পেপাকায় আছে হাজার ডলার। আরো আছে যদি আপনার দরকার হয়, মিঃ ম্যালোনি।'

'বর্তমানের জন্য এতেই হবে' ডিকি বলল, মেজাজ তার নরম হয়ে এসেছিল। খামটার এক কোণ ছিঁড়ে আধ ইঞ্চি পুরু মসৃণ ভিজে ভিজে নোটগুলি সে অনুভব করল।

'লম্বা সবুজ,' মৃদু স্বরে সে বলল, চোখে সম্ভ্রমের দৃষ্টি, 'কি না কেনা যায় টাকায়, কি বলেন ক্যাপটেন!'

'আমার তিনজন বন্ধু ছিল,' ডু লুচ্চো বলল, সে ছিল দার্শনিক, 'যাদের টাকা ছিল। একজন সেই টাকা শেয়ার মার্কেটে ফাটকায় লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়, আর একজন স্বর্গে গেছে, তৃতীয়জন একটি গরীব মেয়েকে বিবাহ করেছে ভালবেসে।'

'উত্তরটা তাহলে', ডিকি বলল, 'ঈশ্বর, ওয়াল স্ট্রীট এবং অতনুর হাতে। তাই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।'

'এটা কি,' ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করল, অর্থপূর্ণ ভাবে ডিকির পারিপার্শ্বিকের দিকে চোখ বুলিয়ে, 'এটা কি আপনার ছোট দোকানের ব্যবসার সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত? আপনার প্ল্যানে কোন গোলমাল হয়নি তো?'

'না, না', ডিকি বলল, 'এটা হচ্ছে আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। ব্যবসার সিধে রাস্তার বাইরে একটু বিচরণ। কথা আছে সম্পূর্ণ জীবন পেতে হলে মানুষকে জানতে হবে দারিদ্র্য, প্রেম ও যুদ্ধ। কিন্তু তিনটি কখনো একত্রে মেলে না, ক্যাপটেন আমার। না, ব্যবসায় কোন বিফলতা আসে নি। ছোট্ট দোকানটি ভালই চলছে।'

ক্যাপটেন চলে গেলে ডিকি জেলের সারজেনটকে ডাকল আর জিজ্ঞেস করল, 'আমি কাদের বন্দী, মিলিটারির হাতে না পুলিশের?'

'এখন তো কোন সামরিক আইন কার্যকরী নেই, সেনিওর।'

'বিউয়েনো, খবর পাঠাও আলকালদকে,* হুয়েদ দে লা পাথ** আর জেফে দে লা পোলিসিও*** কে। তাঁদের গিয়ে বলো আমি আইন অনুসারে ফাইন দিতে প্রস্তুত।'

ভাঁজ করা একটি লম্বা সবুজ নোট সারজেনটের হাতে সে গুঁজে দিল। ডিকির মুখে হাসি ফিরে এলো, কেন না সে জানতো তার বন্দীদশা আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সে পাহারাদারের পায়ের শব্দের তালে তালে গুন গুন করে গাইতে লাগল,

"ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেবে না তারা,
সবুজ ঘাসের আসন ছেড়ে তবে......"

সেই রাত্রে তার দোকানের ওপরতলার ঘরে জানালার ধারে ডিকি বসেছিল, তার ছোট্ট দেবা কাছেই বসে সিলকের সূক্ষ্ম কোন সেলাই এর কাজ তুলছিল। ডিকি গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। তার লাল চুল এলোমেলো। পাসার আঙুলগুলি নিসপিস করছিল চুলগুলি সমান করে দেবার জন্য, ডিকি কখনো তার মাথায় হাত দিতে দিত না।

---

*। আলকালদ = জেলর **। হুয়েদ দে লা পাথ = জাসটিস অফ দ পীস
***। জেফে দে লা পোলিসিও = চীফ অফ পুলিস

আজ রাত্রিতে কতকগুলি ম্যাপ, কাগজের তাড়া, বই পত্তরের ওপর ঝুঁকে দেখছিল, দেখতে দেখতে তার দুই ভ্রূর মাঝখানে লম্ব হয়ে একটি রেখা দেখা যায়, যেটা দেখলে পাসার কষ্ট হত। তাই ও ডিকির টুপী নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। ডিকি সপ্রশ্ন মুখ তুলে তাকায়।

'তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে', পাসা বলল। 'বাইরে যাও ভিনো ব্লাঙ্কো খেয়ে এসো। আমার কাছে তখন ফিরে এসো তোমার হাসি মুখ নিয়ে। আমি তোমার হাসি মুখ দেখতে চাই।'

ডিকি হেসে উঠল, কাগজপত্র ছেড়ে উঠে পড়ল। 'ভিনো ব্লাঙ্কোর পর্ব শেষ হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন সেটা কাজে লেগেছে। লোকে যতটা বলে তার থেকে অনেক কম আমার মুখে ঢুকত, কানে কথা ঢুকত অনেক বেশী। কিন্তু আজ রাত্রে আর ম্যাপ নয়, গোমড়া মুখ নয়। তোমাকে কথা দিচ্ছি, এসো।'

জানালার ধারে নীচু আসনে ওরা বসল, দেখতে লাগল ক্যাটারিনা জাহাজ থেকে বন্দরে প্রতিফলিত আলোর রশ্মি।

শীঘ্রই তরঙ্গিত হল পাখির কাকলির মতো হাসি, পাসা কদাচিৎ উচ্চ কণ্ঠে হাসত।

'আমি ভাবছিলাম', ডিকি প্রশ্ন করার আগেই ও সুরু করল, 'মেয়েদের মনে আজগুবি কত কি আসে। আমেরিকায় আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। তাই আমার মনে অনেক উচ্চাশার উদ্ভব হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করব এমন চিন্তায় আমার মন উঠত না। আর দেখ, লাল দস্যু, আমাকে চুরি করে এনেছ কোন অজ্ঞাত ভবিতব্যতায়।'

ডিকি হেসে বলল, 'আশা ছেড়োনা, সাউথ অ্যামেরিকার রাষ্ট্রে একাধিক আইরিশম্যান প্রেসিডেন্ট হয়েছে। চিলিতে একজন একনায়ক ছিল ও' হিগিনস্ নামে। আনচুরিয়াতে কেন হবে না প্রেসিডেন্ট ম্যালোনি।'

'না, না, না, ওগো আমার লাল চুলের দামাল মানুষ', পাসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমি সুখী', তার বাহুতে মাথা রেখে বলে, 'এখানে।'

ষোল

রুজ এ নোয়া
লাল ও কালো

ইতিপূর্বে বলা হ[illegible] লোসাদা, প্রেসিডেন্ট পদারোহণের পরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। এই মনোভাব বাড়তে থাকল সারা প্রজাতন্ত্রে যখন নাদির [illegible]। এমন কি পুরোনো লিবারেল পার্টি যাদের গুডউইল, ভাভালা এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকেরা সাহায্য করে-ছিল তারাও [illegible]। লোসাদা জনপ্রিয় ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেন নি। নতুন ট্যাক্স, নতুন আমদানী শুল্ক আর তার ওপর সেনাদলের [illegible] কাছে সে ঘৃণা আর ক্ষোভের পাত্র [illegible] প্রেসিডেন্ট রূপে অখ্যাতি পেয়েছে[illegible] তার [illegible] সম্পদের মধ্যে অংশ কেবল তার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। [illegible] সে প্রশ্রয় দিত জনগণকে অত্যাচার করতে, [illegible] এবং এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু সরকারী নীতি [illegible] ভুল হয়েছিল যখন তারা ভিস্থুভিয়াস ফল কোম্পানীর [illegible] সুরু করল। এই কোম-পানির [illegible] বারোটি স্টীমার, [illegible] এবং নগদ ও মূলধনে যাদের অর্থ আঙ্কুরিয়ার সম্পদ ও [illegible] থেকে ছিল বেশী।

সঙ্গত ভাবেই ভিস্থুভিয়াসের মতো একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠ কোমপানি বিরক্ত হল যখন তাকে চাপ দিতে চাইল একটি ছোট্ট [illegible] রাষ্ট্র যার কোন মুরোদ নেই। তাই সরকারী প্রকাসিরা যখন আবেদন করল ভরতুকীর তখন তারা পেল একটি ভদ্র অস্বীকৃতি। প্রেসিডেন্ট প্রতিশোধ নিলেন, প্রতি কাঁদি কলার ওপর এক রেয়াল রপ্তানি শুল্ক চাপিয়ে, যা ফল উৎপাদক দেশগুলিতে কেউ এর আগে শোনে নি। ভিস্থুভিয়াস কোমপানি আঙ্কুরিয়ার উপকূল বরাবর অনেক অর্থ বিনিয়োগ করেছিল জেটি তৈরীতে, ফলের বাগিচায়। তাদের প্রতিনিধিরা শহরে অনেকগুলি সুন্দর হর্ম্য তৈরী করেছিল যেখানে তাদের কার্যালয় ছিল এবং এতদিন সরকারের সঙ্গে সদিচ্ছার ভাবনা ও দুপক্ষের সুবিধার

ভিত্তিতে কারবার চালাচ্ছিল। চলে যেতে হলে তাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হবে। ভেবাক্রুজ থেকে ত্রিনিদাদ পর্যন্ত এক কাঁদি কলার বিক্রয় মূল্য তিন রেয়াল। এক রেয়ালের এই নতুন শুল্ক আঙ্কুরিয়ার ফল উৎপাদকদের লোকসানে নিঃস্ব করে দেবে, অন্য পক্ষে ভিস্যুভিয়াস কোমপানি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়বে যদি এই শুল্ক দিতে তারা রাজি না হয়। যে কোন কারণে ভিস্যুভিয়াস চার রেয়াল দিয়েই আঙ্কুরিয়াতে ফল কিনতে থাকে। উৎপাদকদের লোকসান হতে না দিয়ে।

এই আপাত জয়ে মহামহিম প্রতারিত হলেন। তাঁর ক্ষুধা বাড়তে থাকল আরো খাবার জন্য। একজন দূত পাঠালেন ফল কোমপানির প্রতিনিধির সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হবার অনুরোধ জানিয়ে। ভিস্যুভিয়াস পাঠাল মিঃ ফ্রানৎস'নকে, একজন ছোটখাটো, মোটাসোটা, হাসিখুশী ব্যক্তি, সর্বদা মাথা ঠাণ্ডা, ভেরদির অপেরার সুর শিস্ দিয়ে থাকেন। অর্থ মন্ত্রকের সেনিওর এসপিরিতিওন আঙ্কুরিয়ার তরফ থেকে বালির ব্যাগ সাজাবার জন্য নিযুক্ত হলেন। বৈঠকের স্থান ভিস্যুভিয়স লাইনের জাহাজ সালভাদরের ক্যাবিনে।

সেনিওর এসপিরিতিওন আলোচনা শুরু করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন, সরকার পরিকল্পনা করেছেন পলিমাটির উপকূল বরাবর একটি রেললাইন তৈরী করার। এই রেলপথ ভিস্যুভিয়াসের স্বার্থের পক্ষে কত উপযোগী হবে তা উল্লেখ করার পরে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখলেন যে কোমপানি যতগুলি সুবিধা পাবে সে তুলনায় পঞ্চাশ হাজার পেসোর অনুদান বেশী হবে না।

মিঃ ফ্রানৎসনি অস্বীকার করলেন যে তাঁর কোমপানি প্রস্তাবিত রেল-পথ থেকে কোনভাবে উপকৃত হবে। কোমপানির প্রতিনিধি হিসেবে পঞ্চাশ হাজার পেসো দানের অক্ষমতা তার জানানো কর্তব্য। তবে তিনি পঁচিশের দায়িত্ব নিচ্ছেন।

সেনিওর এসপিরিতিওন কি বুঝবেন সেনিওর ফ্রানৎসনি পঁচিশ হাজার পেসোর কথা বলছেন!

কোন ক্রমেই নয়, পঁচিশপেসো, তাও রুপোয়, সোনায় নয়।

'আপনার প্রস্তাব আমার সরকারকে অপমান করছে', চিৎকার করে বললেন সেনিওর এসপিরিতিওন, রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে।

'তাহলে', মিঃ ফ্রানৎসনি বললেন উষ্মার সঙ্গে, 'তাহলে আমরা সেটা বদলাব।' প্রস্তাব আর বদলানো হয় নি। মিঃ ফ্রানৎসনি কি তবে সরকার বদলের কথা বলেছিলেন ?

আঙ্কুরিয়ার অবস্থা যখন এই রকম তখন শীতের মরসুমের সুরু হল কোরালিওতে, লোসাদার শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে। সেজন্য যখন সরকারী দপ্তর ও গণ্যমান্য সমাজ তার বার্ষিক নিষ্ক্রমণ সুরু করল সমুদ্রতীরের দিকে তখন সহজেই অনুমান করা গেল যে প্রেসিডেনটের আগমন অসীম উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হবে না। দশই নভেম্বর নির্ধারিত ছিল রাজধানী থেকে ফুর্তির দলবলের কোরালিও পদার্পণের দিন হিসেবে। সলিটাস থেকে একটি ছোট রেলের রাস্তা কুড়ি মাইল ভিতরে গিয়েছে। রাষ্ট্রীয় দল সানমাটেও থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আসে এই রেলপথের শেষ স্টেশনে তারপর ট্রেনে যায় সলিটাসে। যেখান থেকে তারা পদব্রজে মিছিল করে আসে কোরালিও যেখানে আগমনের দিন উৎসবে অনুষ্ঠানে পূর্ণ থাকে। কিন্তু এই মরশুমে দশই নভেম্বরের ভোর হল দুর্লক্ষণ নিয়ে। যদিও বর্ষা অনেকদিন শেষ হয়েছে, দিনটি যেন বাষ্পাচ্ছন্ন জুন মাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সকালে টিপটিপিয়ে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। মিছিল শহরে ঢুকলো অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে।

প্রেসিডেনট লোসাদা বৃদ্ধ, ধূসর দাড়ি, তাঁর দারুচিনির মতো গায়ের রঙে যথেষ্ট পরিমাণ রেড ইনডিয়ান রক্তের ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর গাড়ি মিছিলের পুরোভাগে, তার চারদিক ঘিরে ক্যাপটেন ক্রুজ ও বিখ্যাত একশ অশ্বারোহীর দল 'এল সিয়েনতো উইলানদো।' কর্ণেল রকাস তার পিছনে এক রেজিমেনট নিয়মিত সৈন্য নিয়ে।

প্রেসিডেনটের তীক্ষ্ণ পুঁতির মতো চোখ চারিদিকে খোঁজে অভ্যর্থনার নিরিখ কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাক উদাসীন জনসমষ্টি। আঙ্কুরিয়ানরা জন্মসূত্রে হুজুগ ও জাঁকজমকের ভক্ত, তাই সকল লোকই রাস্তায় বেরিয়েছে। কিন্তু তারা বজায় রেখেছে নীরব অভিযোগ। রাস্তায় তারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে গাড়ির চাকার দাগ পর্যন্ত। প্রতিটি লাল টালির ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত তারা ঝুঁকে পড়েছে কিন্তু তাদের থেকে একটি ভিভা আওয়াজও শোনা যায় নি। তাদের বা লেবুর

পাতার মালা তৈরী হয়নি বা বর্ণাঢ্য কাগজের গোলাপ গুচ্ছ প্রথা মত জানালা থেকে বা ব্যালকনি থেকে ঝোলান হয়নি।

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল এক প্রকারের ঔদাস্য, অনুজ্জ্বল মতবিরোধজনিত আপত্তি যা ছিল আরো বিপদসূচক যেহেতু এটা ছিল দুর্বোধ্য। কেউ আশঙ্কা করে নি গোলমাল বেঁধে যাওয়ার সম্বন্ধে কেন না, জনগণকে পরিচালনা করার মতো কোন নেতা ছিল না। প্রেসিডেনট বা তাঁর অনুগতরা অনুচ্চার কোন নামও শোনেন নি—অসন্তোষকে কেলাসিত করে প্রতিবাদের দানা বাঁধাতে সক্ষম এমন কোন ব্যক্তির। না, বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, উপাসনার একটি মূর্তি ভেঙে ফেলার পূর্বে জনগণ আগে গড়ে নেয় আর একটি মূর্তি।

অবশেষে অশ্ব বিদ্যার অনেক চোখ ধাঁধানো চাতুর্য প্রদর্শনের পরে লাল বেলট আঁটা মেজর, সোনালি লেস ভূষিত কর্ণেল এবং স্কন্ধে এপালুয়েট চিহ্নিত জেনারেলের দল বল নিয়ে মিছিল কালে গ্রানদ ধরে চলল কাসা মোরেনার দিকে যেখানে প্রেসিডেনটের বাৎসরিক শুভাগমনের অভ্যর্থনা বরাবর করা হত। বিখ্যাত সুইশ ব্যাণ্ড সর্বাগ্রে মার্চ করে যাচ্ছিল, তার পিছনে স্থানীয় কমানডানট আর তার বাছাই করা একদল সেনানী। তার পিছনে একটি গাড়ীতে মন্ত্রী পারিষদের চারজন, যাদের মধ্যে বৃদ্ধ জেনারেল পিলার, যুদ্ধ মন্ত্রী, তাঁর শুভ্র গুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডলে বীরোচিত ভঙ্গিমা লক্ষণীয়। তার পরে প্রেসিডেন্টের গাড়ি, তাঁর সঙ্গে অর্থ মন্ত্রী ও গৃহ মন্ত্রী, এদের ঘিরে ক্যাপটেন ক্রুজের অশ্বারোহীর দল দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় চার সারি। তাদের অনুসরণ করছে বাকি সরকারী গণ্যমান্যরা, কোর্টের বিচারকেরা, বিশিষ্ট সামরিক, সরকারী, বেসরকারী জনজীবনের শিরোমণির দল।

ব্যাণ্ড যখন বেজে উঠল, আর মিছিল চলতে সুরু করল, ঠিক সেই সময় কোন দুর্লক্ষণের পাখির মতো ভিসুভিয়াস ফল কোমপানির সব চেয়ে দ্রুতগামী স্টীমার ভালহাল্‌লা বন্দরে এসে উপস্থিত হল, প্রেসিডেনট আর তার দলবলের চোখের সামনে। এটা ঠিক যে তার আগমন বিপদের সূচনা করে না, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে না—কিন্তু সেনিওর এসপিরিতিওন এবং অন্যান্য যারা গাড়িগুলিতে বসেছিল, তাদের মনে হল ভিসুভিয়াস ফল কোমপানির কোন মতলব আছে।

যতক্ষণে মিছিলের পুরোভাগ সরকারী ভবনটিতে প্রায় পৌঁছে গেছে ততক্ষণে ভালহাল্লার ক্যাপটেন ক্রনিন এবং মিঃ ভিনসেনটি, ভিসুভিয়াস কোম্পানির একজন সদস্য নেমে পড়েছে তীরে এবং খোস মেজাজে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে। সাদা লিনেনের পোশাকে দীর্ঘ, হৃষ্টপুষ্ট, প্রফুল্ল, প্রভুত্ব ব্যঞ্জক ক্ষীণদেহ আঞ্চুরিয়ানদের মধ্যে তারা লক্ষণীয়, ভিড় ভেদ করে এগিয়ে উপস্থিত হল কাসা মোরেনার সোপান শ্রেণীর কয়েকগজের মধ্যে। জনতার উর্ধ্বে তাদের মাথা জেগেছিল তাই তারা দেখতে পাচ্ছিল আর একটি মাথা, হ্রস্ব আকৃতির স্থানীয় বাসিন্দাদের ছাপিয়ে জেগে আছে। সেটা ছিল ডিকি ম্যালোনির আগুন রঙের মাথা, সিঁড়ির নিচু ধাপগুলির পাশে দেওয়ালের ধারে। তার বিস্তৃত দন্তরুচি মোহজাল ছড়িয়ে দেখিয়ে দিল যে সে তাদের উপস্থিতি লক্ষ করেছে।

উৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য ডিকি নিজেকে যথাযোগ্য ভূষণে সাজিয়েছিল চমৎকার ফিট ফাট কালো পোশাকে। পাসা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, মাথায় ওর নিত্যসঙ্গী কালো ওড়না।

মিঃ ভিনসেনটি ওকে মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল।

'বত্তিচেল্লির ম্যাডোনা,' গম্ভীর ভাবে সে বললে, 'ভাবছি এ খেলায় ও কখন এসে ঢুকলো। আমি চাই না স্ত্রীলোক নিয়ে ও জড়িয়ে পড়ে। আমি আশা করেছিলাম স্ত্রীলোকদের থেকে সে দূরে থাকবে।'

ক্যাপটেন ক্রনিনের হাসির আওয়াজ প্যারেড থেকে মনযোগ যেন সরিয়ে আনল। 'ওই রকম মাথা কি আর স্ত্রীলোক থেকে আলাদা থাকবে? আর, একজন ম্যালোনি! ওর লাইসেনস্ আছে না? কিন্তু ঠাট্টা বাদ দিন, ওর সম্ভাবনা কি রকম মনে করেন। এই ধরনের চক্রান্ত আমার লাইনের বাইরে।'

ভিনসেনটি ডিকির মাথার দিকে আবার তাকিয়ে হাসল। 'লাল আর কালো', সে বললে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের খেলা, আমরা বাজি ধরেছি লালের ওপর।'

'খেলা ছোকরার', ক্রনিন বললে, সিঁড়ির ধারে স্বচ্ছন্দ, দীর্ঘ আকৃতির দিকে সপ্রশংস তাকিয়ে। 'কিন্তু এসব আমার যেন যাত্রা যাত্রা মনে হচ্ছে। বক্তৃতা স্টেজের থেকে লম্বা, বাতাসে কেরোসিনের বাতির গন্ধ আর যারা দর্শক তারাই দৃশ্যপট সরাচ্ছে।'

তারা কথা-বার্তা থামালো, কারণ জেনারেল পিলার প্রথম গাড়িটি থেকে নেমে কাসা মোরেনার সোপান শ্রেণীর সব চেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্যাবিনেটের প্রবীণতম সদস্য হিসেবে প্রথা মতো অভ্যর্থনার ভাষণ তাঁরই দেবার কথা যার শেষে প্রেসিডেনটকে রাষ্ট্রীয় ভবনের চাবির গোছা অর্পণ করা হয়।

জেনারেল পিলার এই প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিক সম্মানিত নাগরিক। তিনটি যুদ্ধের এবং অসংখ্য বিপ্লবের নায়ক, তিনি য়ুরোপের রাজসভায় সম্মানিত অতিথি। সুললিত বক্তা, জনগণের বন্ধু, তিনি সর্বোচ্চ-স্তরের আঞ্চুরিয়ানদের প্রতিভূ।

এক হাতে কাসা মোরেনার সোনালি চাবির গুচ্ছ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন, প্রতিটি শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করে, তার সঙ্গে সভ্যতা-বিস্তার-প্রগতি-উন্নয়নের কথা বললেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। লোসাদার শাসনকালে এসে পৌঁছে, যখন প্রথামত তাঁর বিজ্ঞ রাজ্য-পরিচালনা এবং জনগণের সুখ সমৃদ্ধির প্রশস্তিগানে পঞ্চমুখ হবার কথা তখন তিনি থামলেন। চাবির গোছা মাথার ওপর তুলে ধরলেন, স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ তার ওপর। যে রিবণ দিয়ে চাবিগুলি বাঁধা ছিল বাতাসে তারা পত্ পত্ করছিল। 'এখনো সেই বাতাস বইছে', বক্তা বললেন উৎফুল্ল কণ্ঠে, 'আঞ্চুরিয়ার জনগণ, ঋষিদের ধন্যবাদ দিন আজ রাত্রে যে আমাদের দেশের বাতাস এখনো মুক্ত।'

এই ভাবে লোসাদার শাসনকালের উল্লেখ শেষ করে তিনি হঠাৎ ফিরে গেলেন ওলিভারার প্রসঙ্গে, আঞ্চুরিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রাক্তন শাসক। ওলিভারা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন জীবন মধ্যাহ্নে এবং পূর্ণ কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য থেকে। লিবারেল পার্টির একটি খণ্ডিত দল, যার প্রধান ছিল লোসাদা, এই হত্যার জন্য দায়ী এ রকম সন্দেহ করা হত। দোষী হোক বা না হোক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং মতলবকারী লোসাদা লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্তত আট বছর আগেকার ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে জেনারেল পিলার তাঁর বাগ্মিতার রাশ আলগা করলেন। জনদরদী ওলিভারার চিত্র তিনি অঙ্কিত করলেন সপ্রেম বর্ণনায়। জনগণের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং

সুখ সাধারণ মানুষ তার কালে ভোগ করেছে সেই সব চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি স্মরণ করলেন প্রেসিডেনট শেষবারের মতো যে শীতকালে কোরালিওতে এসেছিলেন যখন উৎসবে তাঁর উপস্থিতি মাত্রই প্রেম ভক্তির সঙ্গে বজ্রনাদে ভিভা শোনা যেত এবং আজকের কালের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যের কথা জনগণকে বিবেচনা করতে বললেন। সেই দিন জনতার মধ্য থেকে কোন ভাবাবেগ এই প্রথম লক্ষ করা গেল। নিচু গলায় মর্মর ধ্বনি উঠল তাদের মধ্যে, তারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ঢেউয়ের মতো।

'দশ ডলার বা সেনট্ চার্লস-এ ডিনার', মিঃ ভিনসেনটি মন্তব্য করল, 'রুজ জিতবে।'

'আমার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কখনো বাজি ধরি না', ক্যাপটেন ক্রনিন বললে, একটি চুরুট ধরিয়ে। 'ফাঁকা বক্তৃতা করছে বুড়ো, কি বিষয়ে বলছে!'

'আমার স্প্যানিশ', ভিনসেনটি উত্তর দিল, 'মিনিটে দশটি শব্দ আর ওর প্রায় দুশ। যাই বলুক ওদের বেশ তাতিয়ে তুলছে।'

'ভাইগণ, বন্ধুগণ', জেনারেল পিলার বলছিলেন, 'আমার এই হাত যদি আমি বাড়িয়ে দিতে পারতাম সমাধির বেদনাময় নীরবতা অতিক্রম করে মহান ওলিভারার কাছে, যে শাসক ছিলেন তোমাদেরই একজন, যাঁর অশ্রু তোমাদের বেদনার অশ্রুতে মিশত, যাঁর হাসি তোমাদের হাসির সঙ্গেই উন্মীলিত হত আমি ওলিভারাকে তোমাদের সামনে এনে দিতাম, কিন্তু ওলিভারা মৃত—মৃত তিনি কাপুরুষ হত্যাকারীর হাতে।'

বক্তা তাঁর দৃষ্টি দৃপ্ত ভঙ্গীর সঙ্গে প্রেসিডেনটের গাড়ির দিকে রাখলেন তাঁর হাত উর্ধে বাড়ানো যেন তাঁর বক্তৃতার রেশ ধরে রাখতে চান স্তম্ভিত প্রেসিডেনট শুনছিলেন এই অভূতপূর্ব বক্তৃতা। আসনের মধ্যে তিনি পিছিয়ে বসে ছিলেন, রাগে নীরব এবং হতবুদ্ধি, তাঁর কালো হাত দুটি আসনের কুশন শক্ত করে ধরেছিল। আসন থেকে সামান্য উঁচু হয়ে তিনি বক্তার দিকে এক হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং একটি কর্কশ আদেশ উচ্চারণ করলেন ক্যাপটেন ক্রুজকে। একশত উড়ন্ত অশ্বারোহীর নেতা দুই হাত জড়ো করে অশ্বের ওপর অচল রইল, কিছু শুনতে পেয়েছে এমন কোন লক্ষণ দেখাল না

লোসাদা আসনের মধ্যে আবার ডুবে গেলেন, লক্ষ্যনীয়ভাবে তাঁর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর।

'কে বলে ওলিভারা মৃত,' হঠাৎ বক্তা গর্জন করে ওঠেন। রণভেরীর মতো তাঁর গলার স্বর,—'দেহ তাঁর সমাধিতে শয়ান, কিন্তু তাঁর অমর আত্মা তিনি দান করে গেছেন, শুধু তাই নয় আরো, তাঁর যৌবন, তাঁর বিদ্যা, তাঁর ভাবমূর্তি, আঞ্চুরিয়ার জনগণ, তোমরা কি ভুলে গেছ রামনকে, ওলিভারার পুত্রকে!'

ক্রেনিন এবং ভিনসেন্টি লক্ষ করে দেখল ডিকি ম্যালোনি হঠাৎ তার টুপী খুলে লাল চুলের বোঝা টেনে ছিঁড়ে ফেলল, লাফিয়ে উঠল সিঁড়ির ধাপগুলো, দাঁড়াল গিয়ে জেনারেল পিলাগোর পাশে। যুদ্ধমন্ত্রী তাঁর বাহু রাখলেন যুবকের কাঁধ বেষ্টন করে। যারা প্রেসিডেন্ট ওলিভারাকে চিনত তারা সবাই পুনর্বার দেখল সেই রকম সিংহের মতো ভঙ্গী, সেই অসঙ্কোচ নির্ভিক মুখাকৃতি, সেই উচ্চললাট, কোঁকড়ানো চকচকে কালো চুলের মাঝখানে সেই অদ্ভুত বাঁকা সিঁথি।

জেনারেল পিলাগ অভিজ্ঞ বক্তা। ঝড়ের পূর্বের রুদ্ধশ্বাস নীরবতা তিনি কাজে লাগালেন।

'আঞ্চুরিয়ার জনগণ,' তিনি ভেরিধ্বনি করলেন, কাসা মোরেনার চাবির গুচ্ছ উঁচু করে তুলে ধরে, 'আমাকে এই চাবির গোছা এখন দিতে হবে, এই চাবি তোমাদের ঘরের, তোমাদের স্বাধীনতার চাবি, দিতে হবে তোমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে। আমি কি এই চাবি তুলে দেব এনরিকো ওলিভারার হত্যাকারীর হাতে, না তার পুত্রের হাতে?'

ওলিভারা, ওলিভারা—জনগণ চিৎকার করে উঠল। সেই জাদুময় নাম সকলে সোচ্চারে বলতে লাগল, পুরুষ, স্ত্রী, বালক নির্বিশেষে, এমন কি তোতাপাখিরাও।

এবং এই উদ্দীপনা কেবলমাত্র জনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কর্নেল রকাস সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন, রামন ওলিভারার পদপ্রান্তে নাটকীয় ভাবে তাঁর তরবারি সমর্পণ করলেন। মন্ত্রী পরিষদের চার জন সদস্য তাকে আলিঙ্গন করল। ক্যাপটেন ক্রুজ একটি আদেশ দিলেন যার ফলে এল সিয়েনতো উইলানদোর কুড়িজন অশ্বারোহী নেমে এসে কাসা মোরেনার সোপান শ্রেণীর চারপাশে বেড়াজাল সৃষ্টি করল।

এদিকে রামন ওলিভারা পরিস্থিতি কাজে লাগালো বিধিদত্ত প্রতিভায় বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো। সে সৈন্যদের হাতের ইশারায় সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রেখে, লাল চুল হারানোর ফলে নবলব্ধ বিশিষ্ট সৌন্দর্যের লেশমাত্র হানি না ঘটিয়ে সে বুকে টেনে নিল সাধারণ মানুষকে, নগ্নপদ, নোংরা, রেড ইনডিয়ান, ক্যারিব, শিশু, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, যুবক, সাধু, সৈনিক, পাপী কাউকে সে বাদ দিল না।

যখন নাটকের এই দৃশ্যের উপস্থাপনা চলছে ততক্ষণে দৃশ্যপট পরিবর্তনকারীরা তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছে। ক্রুজের সৈন্যদের দুজন লোসাদার ঘোড়ার লাগাম ধরেছে, অন্যেরা গাড়িটার চারপাশে কড়া পাহারায় অবরোধ সৃষ্ট করেছে। এর পরে তারা অত্যাচারীকে এবং তার দুজন কুখ্যাত মন্ত্রাকে নিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কোরালিওতে আছে কয়েকটি গরাদ দেওয়া সুরক্ষিত পাথরের প্রকোষ্ঠ। 'রুজ জিতল', শান্তভাবে একটি চুরুট ধরিয়ে ভিনসেনটি বললে। ক্যাপটেন ক্রনিন কিছুক্ষণ ধরে সোপানের নিচে চারিধারে লক্ষ করে দেখছিলেন।

'বাঃ! খাসা ছেলে,' হঠাৎ চিৎকার করে বললে, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে। 'আমি ভাবছিলাম ওকি ভুলে গেল ওর ক্যাথলিন মাভুরনিনকে।'

যুবক ওলিভারা সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচে নেমে জেনারেল পিলারকে কিছু বলল। সেই প্রবীণ নেতা মাটিতে নেমে এলেন পাসার কাছে। পাসা তাঁর নিজের জায়গায় অবাক চোখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ডিকি ওকে যেখানে রেখে চলে গিয়েছিল। পালকখচিত টুপী এক হাতে, বক্ষদেশে মেডেল এবং অন্যান্য সাহসিকতা ও বীরত্বের নিদর্শন শোভা পাচ্ছে, জেনারেল পিলার পাসাকে কিছু বললেন। নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দুজনে একত্রে কাসা মোরেনার সিঁড়িগুলি আরোহণ করলেন। তারপর রামন ওলিভারা এগিয়ে এল এবং সর্বজন সমক্ষে পাসার দুটি হাত ধরে কাছে টেনে নিল।

অভিনন্দনের সোল্লাসধ্বনি যখন নতুন করে আবার ধ্বনিত হচ্ছিল, ক্যাপটেন ক্রনিন আর মিঃ ভিনসেনটি ফিরল সমুদ্রতীরের দিকে, যেখানে তাদের জন্য ডিঙ্গি অপেক্ষা করছিল।

'আগামী কাল আবার নতুন প্রেসিডেনট নিযুক্তির ঘোষণাবার্তা প্রকাশিত হবে, মিঃ ভিনসেনটি চিন্তাকুল ভাবে বললে। দেখা গেছে নির্বাচিত প্রেসিডেনটদের তুলনায় এদের ওপর ততটা নির্ভর করা যায় না, কিন্তু এই ছোকরার ভিতরে কিছু ভাল পদার্থ আছে। সমস্ত ব্যাপারটা ওরই পরিকল্পনা মতো হয়েছে। জান তো, ওলিভারার বিধবা ধনী ছিল। স্বামীর হত্যার পরে ও চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রে, সন্তানকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখায়। ভিসুভিয়াস কোমপানি তাকে খুঁজে বের করে আর এই ছোট্ট খেলায় তার পিছনে থেকে সাহায্য করে।'

'গৌরবের বিষয়', ক্যাপটেন ক্রনিন বলল ঠাট্টার ছলে, 'একটি সরকারকে আজকালকার দিনে তাড়াতে পারা আর সেই জায়গায় নিজের পছন্দ মতো সরকার বসানো।'

'ওঃ, এটা ব্যবসারই অঙ্গ', ভিনসেনটি বলল, 'সরবতি লেবুর গাছ থেকে একটা বাঁদর নেমে এসেছিল, তার হাতে চুরুটের টুকরোটা দিল। দুনিয়া আজকাল এই ভাবেই তো চলছে। কলার কাঁদির ওপর ওই এক রেয়াল অতিরিক্ত কর—ওটা হঠানো জরুরী ছিল। আমরা কেবল হ্রস্বতম রাস্তাটি খুঁজে বের করলাম সেটি হঠানোর।'

সতেরো

Two Recalls

দুটি প্রত্যাভিগমন

এই তালিমারা কমেডির যবনিকা পতনের পূর্বে তিনটি কর্তব্য বাকি রয়েছে। দুটির ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তৃতীয়টিও কম আবশ্যিক নয়। এই ক্রান্তীয় বিচিত্রানুষ্ঠানের অনুষ্ঠান লিপিতে লেখা ছিল যে প্রকাশ করা হবে কলম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেনসির শর্টি ও ডে কেন তার চাকরী হারিয়েছিল। আরো বলা হয়েছিল স্মিথ আবার আসবে বলতে কোন রহস্যের অনুসরণ সে করেছিল আঞ্চুরিয়ার উপকূলে, যে রাত্রে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি চুরুটের টুকরো

সে ছুঁড়ে ফেলেছিল নারিকেল গাছের তলায় প্রতীক্ষার সময়। এই বিষয়গুলি বিবৃত করা হবে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। কিন্তু আরো অনেক বড়ো, দরকারী কর্তব্য বাকি রয়েছে, একটি আপাত অন্যায় সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা, ঘটনার বিবরণের ক্রম হিসেবে (সত্যকে অনুসরণ করে) যা উপস্থাপিত হয়েছিল। একজনের উক্তিতে এখন এই তিনটি কর্তব্য সাধিত হবে।

নিউইয়র্ক শহরের উত্তর নদীর জেটিতে তক্তার ওপর দুই ব্যক্তি বসেছিল। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে আসা একটি স্টীমার থেকে জেটির ওপর কলা আর কমলালেবু খালাস করা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে পেকে যাওয়া কাঁদি থেকে দু-একটা কলা খসে পড়ছিল, দুজনের মধ্যে একজন গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনছিল, সঙ্গীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল।

দুজনের মধ্যে একজন দুর্দশার শেষ অবস্থায় পৌঁছেচে। তার পোশাকের ওপর রৌদ্র, বৃষ্টি ঝড়ের পক্ষে যা সম্ভব ততটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। শরীরের ওপর মদ্যপানের অত্যাচারের লক্ষণ স্পষ্ট। তথাপি তার উন্নত লাল নাকের মাঝখানে বসানো আছে নিখুঁত ঝকঝকে এক জোড়া সোনার ফ্রেমের চশমা।

অন্য লোকটি অকর্মণ্যদের ঢালু রাস্তার ততদূর নিচে নামে নি। প্রকৃতই তার জীবন কুসুম বাজে পরিণত হয়ে গেছে, যে বীজ কোন জমিতেই পুনর্বার অঙ্কুরিত হবে না। তথাপি জীবনের চোরাগলিতে তার গতায়াত এখনও অব্যাহত ছিল যার ফলে দৈবের সহায়তা ছাড়াই পুনর্বার কার্যকরী জীবনের রাস্তায় ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল। এই লোকটি বেঁটে, হৃষ্ট পুষ্ট। তির্যক চোখে মৃতের চাহনি, সংকর মাছের মতো, গোঁফজোড়া বারে যারা ককটেল মেশায় তাদের মতো। এই চোখ এই গোঁফ আমাদের পরিচিত। আমরা বুঝতে পেরেছি সেই প্রমোদ-তরীর স্মিথ, যার ছিল ঝলমলে পোশাক, রহস্য জনক গতিবিধি, ম্যাজিকের মতো উধাও হওয়া, আবার সে ফিরে এসেছে যদিও তার পূর্বাবস্থার অনুষঙ্গগুলি ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

তৃতীয় কলাটি খেতে খেতে চশমা-নাকে লোকটি গা হাত নাড়া দিয়ে থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল।

'শয়তান কলা খাক,' সম্ভ্রান্ত গলায় বিরক্তির সুরে সে বলল। 'এই কলা যেখানে জন্মায় সে দেশে আমি দু-বছর ছিলাম। ওর স্বাদের

স্মৃতি জিভে লেগে থাকে। কমলালেবুগুলি তত খারাপ নয়। দেখতো ও'ডে ভাঙা বাকস থেকে গোটা তুই জোগাড় করতে পারো না কি।'

'বাঁদরদের সঙ্গে তুমি ছিলে নাকি?' রৌদ্রে বসে রসাক্ত ফলাহারে অল্পবিস্তর বাচালতায় পেয়েছে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। 'আমিও গিয়েছিলাম একবার যদিও অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য। সেই যখন আমি কলাম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেনসিতে কাজ করি। ওই বাঁদর দেশের লোকেরা আমার দফা নিকেশ করল। তা না হলে চাকরী আমার আজও থাকতো। বলব তোমাকে সেই গল্প।

'একদিন বস অফিসে আমাকে একটা চিরকুট পাঠালো। তাতে লেখা ছিল ও'ডে কে এখনি পাঠিয়ে দাও, বড়ো একটা কাজের জন্য। সে সময় এজেনসির সব চেয়ে বড় ডিটেকটিভ আমি। বড়ো বড়ো কা-গুলি ওরা আমাকে দিত। যে ঠিকানা থেকে মালিক নোটটি পাঠিয়েছিল সেটা ওয়াল ষ্ট্রীট অঞ্চলের।

'পৌঁছে দেখি একটি প্রাইভেট অফিস ঘরে অনেকজন ডিরেক্টর বসে আছে। খুবই বিচলিত। কেসটা ওরা বুঝিয়ে বলল। রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যানস কোম্পানির প্রেসিডেন্ট পালিয়েছেন লক্ষ ডলার সঙ্গে নিয়ে। ডিরেক্টাররা তাঁকে ফিরে পেতে চায়, তার চেয়ে বেশী তারা ফিরে পেতে চায় টাকা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গতিবিধি নজর করে তারা জানতে পেরেছে কোন জায়গা থেকে একটা ভবঘুরে ফলের জাহাজে সে চড়েছে দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে সেইদিন সকালে, সঙ্গে তার মেয়ে আর একটা বড়ো ব্যাগ, পরিবার বলতে তার যা ছিল।

'একজন ডিরেক্টারের স্টীমের প্রমোদতরীটি প্রস্তুত, স্টীম তৈরী হয়ে গেছে, যাত্রার জন্য। আমার হাতে তিনি ইয়টটি দিয়ে দিলেন, বিনা সর্তে। চার ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ওটায় চড়তে হবে এবং ওই ফলের জাহাজটিকে উর্ধ্বশ্বাসে অনুসরণ করতে হবে। আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল ওয়ারফিল্ড, ভদ্রলোকের নাম জে, চার্চিল ওয়ারফিল্ড, কোথায় কোথায় যেতে পারে। সে সময়ে সব দেশের সঙ্গে আমাদের চুক্তি ছিল, কেবল বেলজিয়াম এবং সেই কদলী গণরাজ্য আঞ্চুরিয়া ছাড়া। বৃদ্ধ ওয়ারফিল্ডের কোন ফোটো নিউইয়র্কে পাওয়া গেল না, সে ব্যাপারে সে ধূর্ত ছিল, কিন্তু তার বর্ণনা পেলাম। তাছাড়া সঙ্গে

মেয়ে রয়েছে, যে কোন জায়গায় ধরা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। ও ছিল সমাজের উঁচুস্তরের মেয়ে, রবিবার কাগজে যাদের ছবি বেরোয় সে ধরনের নয়, কিন্তু খাঁটি জিনিস, যারা ক্রিসানথিমাম শো উদ্বোধন করে বা যুদ্ধ জাহাজের নামকরণ করে সেই জাতের।
'যাই হোক, পথে কোথাও জাহাজটাকে দেখতে পেলাম না। মহা-সমুদ্র মস্ত বড়ো জায়গা আর আমার বোধ হয় আমরা ভিন্ন পথে পাড়ি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা আঞ্চুরিয়ার দিকেই যেতে থাকলাম, যেখানে ফলের জাহাজটার যাবার কথা।
'একদিন বিকেল চারটে নাগাত সেই বাঁদরদের দেশের কূলে ভিড়লাম। তীর থেকে কিছুদূরে দেখলাম একটা ধূর্ত গোছের জাহাজে কলা বোঝাই হচ্ছে। বাঁদরগুলো বড়ো বড়ো বজরায় এসে কলা তুলছিল সেই জাহাজে। বুড়ো এই জাহাজেই এসে থাকতে পারে আবার নাও পারে। তীরে এলাম খবর নিতে। দৃশ্য ভারি চমৎকার। নিউ-ইয়র্কের স্টেজে এর চেয়ে ভাল দৃশ্য আমি দেখিনি। তীরে এসেই পেয়ে গেলাম একজন আমেরিকানকে, লম্বা চওড়া চেহারা, ঠাণ্ডা প্রকৃতি, বাঁদরগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল ফলের জাহাজটির নাম কার্লসফিন। সাধারণত নিউঅর্লিয়নস যাতায়াত করে। এর আগেরবার নিউইয়র্কে ফল নিয়ে গিয়েছিল। তখন আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে আমার লোকেরা এই জাহাজেই এসেছে যদিও সকলে আমাকে বলছে যে কোন যাত্রী নামে নি। আমি জানতাম যে তারা অন্ধকার হবার আগে নামবে না কেন না আমার ইয়ট দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা লজ্জা পেতে পারে। তাই আমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে আর যেই তারা তীরে নামবে তখনি পাকড়াতে হবে। ওয়ারফিল্ডকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি না বিতাড়নের চুক্তির কাগজ পত্র ছাড়া কিন্তু আমার খেলা হচ্ছে টাকা ফিরে পাওয়ার। সাধারণত ওরা বাধা দিতে পারে না যদি তুমি আঘাত হানতে পারো ঠিক তখনই যখন ওরা ক্লান্ত আর স্নায়ুগুলি উত্তেজিত।
'অন্ধকার হলে আমি বসলাম সমুদ্রতীরে একটা নারকেল গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পরে শহরটা দেখতে বেরুলাম। যা দেখলাম তাই যথেষ্ট। নিউইয়র্কে যদি কেউ সৎভাবে থাকতে পারে তাহলে সে

সেখানেই থাকুক, লক্ষটাকার জন্তও যেন সে বাঁদরের দেশে না যায়। নিচু নিচু মাটির বাড়ি, রাস্তায় জুতো ছাপিয়ে ঘাস। মেয়েরা নিচু গলা, ছোট হাতা জামা পরে মুখে সিগার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেছো ব্যাঙ কটকট করে ডাকছে, যেন গরুর গাড়ির কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ। পিছনের উঠানে বড়ো বড়ো পাহাড়, পাথর কুচি এনে জড়ো করেছে। সমুদ্র রঙের ওপরের আস্তরণ চেটে তুলে ফেলেছে। যে কোন লোক বরং সদাব্রতে খেয়ে ঈশ্বরের দেশে পড়ে থাকবে সেই দেশে যাওয়ার বদলে।

'প্রধান রাস্তাটা সমুদ্রের কিনারা বরাবর বিছানো ছিল যার শেষ হয়েছিল গলিতে, যেখানে বাড়িগুলি বাঁশের খুঁটি আর খড় দিয়ে তৈরী। আমি দেখতে গিয়েছিলাম বাঁদরগুলি কি করে যখন তারা ডাবগাছে ওঠে না। প্রথম যে কুটিরটির ভিতরে আমি উঁকি দিলাম সেখানেই পেয়ে গেলাম যাদের আমি খুঁজছিলাম। ওরা নিশ্চয়ই তীরে এসেছে যখন আমি বেড়াচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি, বয়স পঞ্চাশের মতো, মসৃণ মুখমণ্ডল, মোটা ভ্রূ, কালো ব্রড ক্লথের পোশাক পরণে, দেখে মনে হয় যেন প্রশ্ন করবে, "সানডে স্কুলের কোন বালক জানো কি?" সে আঁকড়ে ধরে ছিল একটা ব্যাগ যেটার ওজন মনে হচ্ছিল এক ডজন সোনার ইটের সমান, সঙ্গে একটি মেয়ে, সুন্দরী, ফিফথ-এ্যাভিন্যুর জামা কাপড়ের কাটিং, কাঠের চেয়ারে বসে ছিল। একটি বৃদ্ধা টেবিলে কফি আর বীনস্ রাখছিল। দেয়ালে পেরেক থেকে ঝোলান একটি বাতি থেকে আলো আসছিল। আমি ভিতরে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম, ওরা আমার দিকে তাকালো, আমি বললাম, "মিঃ ওয়ারফিলড্ আপনি আমার বন্দী। আশা করি মহিলাটির মুখ চেয়ে আপনি বুদ্ধিমানের মতো ব্যাপারটা নেবেন। আপনি জানেন আমি কি চাই।"

"কে আপনি?" বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

"ও ডে," আমি বললাম, "কলামবিয়া ডিটেকটিভ এজেনসির। এখন স্যর আপনাকে আমি একটি সৎ পরামর্শ দেবো। আপনি ফিরে যান এবং পুরুষের মতো আপনার ঔষধ গলাধঃকরণ করুন। টাকা ওদের ফিরিয়ে দিন, তাহলে হয়ত ওরা আপনাকে অল্পে ছেড়ে দেবে। নির্ভয়ে ফিরে যান, আমি আপনার হয়ে দুএক কথা ওদের বলে দেবো। আমি

পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি ভেবে ঠিক করতে। আমি ঘড়ি বের করে অপেক্ষা করছি।"
'তরুণী মেয়েটি তখন তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। খাঁটি উঁচুঘরের মেয়ে। ওর জামা কাপড়ের ফিটিং আর স্টাইল দেখলে মনে হয় ফিফথ এ্যাভিন্যু এদের জন্যই।
'ও বলল, "ভিতরে আসুন, দরজায় আপনার ওই পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় গোলমাল বাধাবেন না। বলুন আপনি কি চান?"
"তিন মিনিট হয়ে গেছে", আমি বললাম, "বাকি দু-মিনিট কেটে যাক তারপরে আমি আবার কথা বলব।"
"আপনি স্বীকার করেন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট আপনি;" বৃদ্ধকে আমি জিগ্‌গেস করি সময় উত্তীর্ণ হবার পরে।
"হ্যাঁ আমিই", তিনি বললেন।
"তাহলে," আমি বললাম, "আপনার কাছে অতি সরল ব্যাপার। সন্ধান চাই, নিউইয়র্কে, জে, চার্চিল ওয়ারফিল্ড, রিপাপলিক ইনস্যুর‍্যানস কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। আরো আছে, ওই কোম্পানির অর্থ যা এখন ওই ব্যাগে বেআইনীভাবে উক্ত জে, চার্চিল ওয়ারফিল্ডের অধিকারে রয়েছে।"
"ওঃ, ওঃ, ও হো" তরুণীটি বলল। ও যেন দ্রুত চিন্তা করছিল। "আপনি আমাদের নিউইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান?"
"মিঃ ওয়ারফিলডকে। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, মিস। অবশ্য আপত্তির কোন কারণ ঘটবে না আপনি যদি আপনার বাবার সঙ্গে ফিরে যান।"
'হঠাৎ মেয়েটি ছোট্ট একটি আর্তনাদ করে উঠল আর বুড়ো লোকটির গলা জড়িয়ে ধরল। "ওহ! বাবা, বাবা", ও বলতে থাকে তারস্বরে। "এ কি সত্যি? তুমি কি কোন টাকা নিয়েছ যা তোমার নয়! বলো বাবা!" ওর চড়া স্বরের গলা কাঁপানো শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।
'বুড়ো লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যখন ও প্রথমে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু মেয়েটি ওই রকম করতেই থাকে। কানে কানে ফিসফিস করে কি বলে, ডান দিকের কাঁধটি চাপড়ায়। অবশেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, একটু ঘামছিলেন।
'মেয়েটি তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে মিনিট খানেক কি সব বোঝাল।

তারপরে তিনি সোনার চশমা টশমা পরলেন এবং দু এক পা হেঁটে আমার হাতে ব্যাগটি দিলেন।

"মিঃ ডিটেকটিভ", তিনি বললেন একটু ভাঙা গলায়। "আমি আপনার সঙ্গে ফিরব স্থির করলাম। আমি আবিষ্কার করেছি যে এই অসন্তোষে ভরা জনহীন উপকূলে বেঁচে থাকার মানে মৃত্যুরও অধিক। আমি ফিরে যাবো এবং নিজেকে সমর্পণ করবো রিপাবলিক কোম্পানির হাতে। আপনি কি একটি শীপ এনেছেন?"

"ভেড়া!" আমি বললাম, "আমি তো একটাও—"

"শিপ", তরুণীটি বলল, "কৌতুক করতে চেষ্টা করবেন না। বাবা জন্ম-সূত্রে জর্মন, সেজন্য খাঁটি ইংরেজি বলতে পারেন না। আপনি কী ভাবে এসেছেন?"

'মেয়েটি একেবারে মুষড়ে পড়েছে। মুখে একখানি রুমাল ঢাকা, প্রতি মুহূর্তে—ওঃ বাবা, বাবা—করে কেঁদে ওঠে। ও আমার কাছে আসে আর আমার পোশাক, যা ওর প্রথমে পছন্দ হয়নি, সেই পোশাকের ওপর তার লিলির মতো ধপধপে হাত রাখে। আমি জানালাম আমি একটা প্রাইভেট ইয়টে এসেছি।

"মিঃ ও'ডে", ও বলল, "এই হতচ্ছাড়া দেশ থেকে এক্ষুণি আমাদের নিয়ে চলুন। নিয়ে যাবেন তো, বলুন নিয়ে যাবেন।'

"আমি চেষ্টা করব", আমি বললাম। ওরা মত বদলাবার আগে লোনা জলের ওপর ওদের নিয়ে তোলবার জন্য যে মরে যাচ্ছিলাম সেকথা গোপন রাখলাম।

'একটা ব্যাপারে ওরা দুজনেই জোরালো আপত্তি জানাল। সেটা হল শহরের মাঝখান দিয়ে নৌকায় চড়ার জায়গায় যাওয়া। ওরা বলল যে প্রচারকে ওরা ভয় করে, আর এখন যেহেতু ওরা ফিরে যাচ্ছে ওদের আশা আছে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন থাকবে এবং খবরের কাগজে উঠবে না। ওরা ঈশ্বরের দিব্যি করে বলল যে ইয়টে ওরা পা দেবে না যদি না আমি ওদের সেখানে পৌঁছে দিতে পারি কোন প্রাণীকে জানতে না দিয়ে। আমিও ওদের ইচ্ছাপূরণে রাজি হলাম। যে নাবিকেরা আমাকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল তারা জলের ধারে একটা বারে বিলিয়ার্ড খেলছিল, আদেশের অপেক্ষায়। আমি বললাম তাদের খবর পাঠাতে হবে ডিঙিটা আধ মাইল দূরে সরিয়ে

নিতে, যেখান থেকে আমরা উঠব। কি করে সেই খবর তাদের পাঠানো যায় আমি ভাবছিলাম, কারণ টাকার ব্যাগটি আমি আমার বন্দীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না, সেটা সঙ্গে নিয়েও যেতে পারি না।

'মেয়েটি বলল বৃদ্ধা রেড ইনডিয়ান স্ত্রীলোকটিকে একটি চিঠি লিখে দিলে নিয়ে যেতে পারবে। আমি বসে চিঠি লিখে দিলাম, বৃদ্ধাকে বলে দিলাম কি করতে হবে, সে বেবুনের মতো দাঁত বের করে মাথা নেড়ে হাসলো।

'তখন মিঃ ওয়ারফিলড তাকে ঝুড়ি ঝুড়ি বিদেশী শব্দে কি সব বললেন, সে মাথা নেড়ে অন্তত পঞ্চাশবার বলল "সে সনিওর" এবং চিঠিটা নিয়ে চলে গেল।

"বৃদ্ধা আগস্তা কেবল জার্মান বুঝতে পারে", মিস ওয়ারফিলড বললে, আমার দিকে চেয়ে হেসে। "ওর বাড়িতে আমরা এসেছিলাম থাকার জায়গা খুঁজতে, আমাদের ও কফি খাবার অনুরোধ করল। ও বলল, সান ডমিনিগোতে এক জার্মান পরিবারে ও মানুষ হয়েছিল।"

"সম্ভবত", আমি বললাম, "আমাকে খুঁজে দেখতে পারেন 'মিকস্ ভেরস্তে' আর 'নখ আইসত্' ছাড়া কোন জার্মান শব্দ যদি খুঁজে পান। বাজি ধরলে অবশ্য ওই 'সে সেনিওর' শব্দটিকে আমি ফ্রেনচ বলতাম।"

'যাইহোক, শহরের কিনারা দিয়ে আমরা চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়লাম যাতে কেউ আমাদের দেখতে না পায়। লতায়, ফার্ণে, কলাগাছের ঝোপে আর উষ্ণমণ্ডলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাঁদর দেশের মফঃস্বলগুলিতে জায়গায় জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যেন সেনট্রাল পার্কের মতো।

'আমরা তটরেখার ধারে এসে পড়লাম। একজন বাদামী রঙের লোক দশফুট লম্বা বন্দুক পাশে রেখে নারকেল গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিল। মিঃ ওয়ারফিলড বন্দুকটা উঠিয়ে জলে ফেলে দিলেন। "তটরেখা প্রহরায় ন্যস্ত", তিনি বললেন, "বিদ্রোহ আর চক্রান্ত পেকে ওঠা ফলের মতো।" তিনি ঘুমন্ত লোকটিকে দেখালেন; যে মোটেই নড়ল না। "এইভাবে এরা দায়িত্ব পালন করে", তিনি বললেন, "শিশুর দল।"

'আমাদের ডিঙি আসছিল, আমি একটি দেশলাই কাঠি জেলে তার

থেকে একটুকরো খবরের কাগজ ধরালাম, আমরা কোথায় আছি জানাতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ইয়টে পৌঁছলাম।

'সর্বাগ্রে মিঃ ওয়ারফিলড, তাঁর কন্যা আর আমি মালিকের ক্যাবিনে গিয়ে সেই ব্যাগটা খুললাম এবং ভিতরের জিনিসগুলির তালিকা তৈরী করলাম। এক লক্ষ পাঁচ হাজার ডলার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির নোটে, এ ছাড়া হীরে জহরতের অনেক অলঙ্কার এবং শ দুই হাভানার চুরুট। আমি চুরুটগুলি বৃদ্ধকে দিলাম, বাকি মালের একটি রসিদ কোমপানির তরফ থেকে এবং ব্যাগটি তালাচাবির ভিতর রাখলাম

আমার থাকার জায়গায়।

'তেমন আনন্দের সমুদ্রযাত্রা আর কখনো আমার হয় নি। সমুদ্রে ভাসবার পর থেকেই সেই তরুণী মেয়েটি খুব খুশী হয়ে উঠেছিল। প্রথম আমরা যখন ডিনার খেতে বসলাম এবং স্টুয়ার্ড তার গ্লাসে শ্যামপেন ভরে দিল—ডিরেকটারের ইয়টটা একটা ভাসমান ওয়াল-ডর্ফ অ্যাসটোরিয়া ছিল—ও আমাকে চোখে ইসারা করে বলল, "ডিটেকটিভ মশাই, গোলমাল ধার করার কি প্রয়োজন। আসুন পান করি এই কামনা করে, যে মুরগীটি আপনার সমাধির ওপর চরে বেড়াবে আপনি সেটি খাওয়ার জন্য জীবিত থাকবেন।"

'ইয়টে একটা পিয়ানো ছিল, ও সেখানে বসল আর গান গাইল, এমন গান যে যা শোনার জন্য ছুটো বড়ো বড়ো কেস ছেড়ে দিয়ে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। অন্তত নয়টি অপেরা ওর কণ্ঠস্থ ছিল। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের শিল্পী, বড় ঘরানার আদব কায়দা। ওর পরিচিতি প্রধান শিল্পী হিসেবে, বাকী যারা উপস্থিত ছিলেন সেই সাধারণের দলে নয়।

'বৃদ্ধও যেতে যেতে অদ্ভুত সামলে উঠলেন। চুরুট বিনিময় করলেন, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ খুশী মনে একবার আমাকে বললেন, "মিঃ ও'ডে, আমার যেন মনে হচ্ছে রিপাবলিক কোমপানি আমাকে বিশেষ কষ্ট দেবে না। টাকার ব্যাগটা খুব সাবধানে রাখবেন, কেন না এই যাত্রার শেষে ওটা ফেরৎ দিতে হবে যাদের টাকা তাদের।"

'নিউইয়র্ক পৌঁছে আমি মালিককে ফোন করলাম, ডিরেকটারের অফিসে আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমরা একটা ভাড়া-

গাড়িতে চড়ে সেখানে গেলাম। ব্যাগটা আমার হাতে ছিল, আমরা ভিতরে গেলাম, দেখলাম মালিক আমার আগেই এসেছে, আর এসেছে গোলাপীমুখ আর সাদা ওয়েসট কোট পরা টাকার কুমিরদের পুরো দলটাই।

'ব্যাগটা আমি টেবিলের ওপর রাখলাম। বললাম, "এই সেই টাকা।"

"আর তোমার বন্দী?" মালিক জিগগেস করল।

'আমি মিঃ ওয়ারফিলডকে দেখালাম। তিনি তখন এগিয়ে এসে বললেন, "আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলার সুযোগ দিয়ে বাধিত করুন।"

'তিনি আর আমার মালিক আর একটি ঘরে গেলেন, সেখানে তাঁরা ছিলেন মিনিট দশেক। যখন তাঁরা ফিরে এলেন, বসের মুখ একটন কয়লার মতো কালো। আমাকে জিগগেস করল, "এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন তোমার দেখা হয় তখন এই ব্যাগ ওঁর কাছে ছিল?"

"হ্যাঁ ওঁর কাছেই ছিল, আমি বললাম।"

'ব্যাগটা তুলে নিয়ে বস সেটা দিল বন্দীর হাতে, মাথা নত করে তাঁকে অভিবাদন করল। তারপরে সেই ডিরেকটরের দলকে বললে, "আপনারা কেউ এই ভদ্রলোককে চেনেন?"

তারা সবাই তাদের গোলাপীমুখ নেড়ে 'না' জানালো।

"আমাকে সুযোগ দিন", বস বলে চলে, "আপনাদের কাছে পেশ করতে সেনিওর মিরাফ্লোরেসকে, আঙ্কুরিয়ার রাষ্ট্রপতি। এই লজ্জাকর প্রমাদ সেনিওর উপেক্ষা করতে রাজি হয়েছেন একটি শর্তে, আর সেটা হচ্ছে, ঘটনাটি জনসাধারণের মন্তব্যের বিষয় যেন না হয়। এটা তাঁর মহানুভবতা, যে ব্যাপারে তিনি আন্তর্জাতিক খেসারত চাইতে পারতেন সেই ব্যাপারটা তিনি উপেক্ষা করলেন। আমার মনে হয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই গোপনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি।"

'একযোগে সম্মতির ভঙ্গীতে নড়ে উঠল গোলাপী মুখগুলি।

"ও'ডে," বস আমাকে বলল, "প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে তুমি এখানে নিজেকে অপচয় করছ। যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে সরকারকে চুরি করে আনা বিধি নিয়মের ভিতরে পড়ে, সেখানে তুমি হবে অমূল্য। অফিসে দেখা কোরো এগারটার সময়।"

আমি জানতাম ওই উক্তির অর্থ।

"তাহলে ওই লোকটা ছিল বাঁদরদের প্রেসিডেনট", আমি ভাবলাম, "বেশ, কিন্তু আমাকে বললেই পারতো।"
" বললে তুমি ধাক্কা খেতে নাকি ? "

আঠার

ভিটাগ্রাফোস্কোপ

জীবন্ত চিত্রের দৃশ্যাবলী

বিচিত্রানুষ্ঠান মূলত কাহিনী আশ্রিত এবং যোগসূত্র রহিত। এর দর্শকবৃন্দ রহস্যজালের উন্মোচন আশা করে না। প্রতিটি দৃশ্যের পরিসমাপ্তির অতিরিক্ত কিছু চাওয়া পাপ। কেউ জানতে চায় না কমেডির গায়িকা কতবার প্রেমে পড়েছিল, যদি পাদপ্রদীপের সামনে থাকা কালে দু একবার উঁচু পর্দায় ও কণ্ঠস্বর ধরে রাখতে পেরে থাকে। দর্শক মাথা ঘামায় না খেলা দেখানোর কুকুরটা আগুনের শেষ রিংটা লাফ দেবার পরে মরলো কি খোঁয়াড়ে গেল। সাইকেলে যে ব্যক্তি মজার খেলা দেখায় সে যখন স্টেজের ওপর একরাশ চিনে মাটির বাসনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে তখন কেউ ডাক্তারের ইস্তাহার আশা করে না। তেমনি তারা বিবেচনা করে না দাম দিয়ে টিকিট কিনেছে বলে তাদের জানবার অধিকার আছে আইরিশ একক অভিনেতা আর মহিলা ব্যাঞ্জো শিল্পীর মধ্যে হৃদয় দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক আছে কি নেই।

অতএব যবনিকা শেষবারের মতো সেই চিরপরিচিত দৃশ্য নিয়ে উত্তোলিত হবে না যাতে মিলিত প্রেমিকযুগল, পশ্চাৎপটে খলনায়ক, একপার্শ্বে কৌতুকময় ভৃত্য ও দাসীর সশব্দ চুম্বন, আটআনার দর্শকদের হস্তে-কুকুর স্বরূপ লোলুপতার মুখে মাংসের টুকরোর মতো ছুঁড়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হবে দু একটি ছোট্ট দৃশ্যের পরে। তারপর প্রস্থান পর্ব। যারা শো-এর শেষ পর্যন্ত বসে থাকবে তারা হয়ত চেষ্টা করলে সেই ক্ষীণ সূত্রটি ধরতে পারবে যা বেঁধে রেখেছে (যদিও খুবই আলগা ভাবে) এই কাহিনী যেটা বোধহয় একমাত্র ওয়ালরাসেরই কাছে বোধগম্য।

একটি পত্রের উদ্ধৃতি, লেখক প্রথম ভাইস প্রেসিডেনট রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যানস কোমপানি, নিউইয়র্ক সিটি, পক্ষে মিঃ ফ্রাঙ্ক গুডউইন, কোরালিও, আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্র :

প্রিয় মিঃ গুডউইন,

নিউ অর্লিয়নসের হাউল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ফুরসেট এর মাধ্যমে আপনার লেখা পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের ড্রাফট এন. ওয়াই-এর ওপর একলক্ষ ডলারের, যে অঙ্কের অর্থ কোমপানির তহবিল থেকে প্রাক্তন প্রেসিডেনট প্রয়াত জে. চার্চিল. ওয়ারফিলড সরিয়ে ছিলেন।···কোমপানির অফিসার ও ডিরেকটর গণের সম্মিলিত অনুরোধে তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি—হারানো অঙ্কের সমস্ত টাকা ত্বরিত এবং প্রশংসনীয় প্রত্যার্পণের জন্য, হারানোর দু সপ্তাহের মধ্যে। আপনি আশ্বস্ত থাকবেন এই বিষয়টি সর্বপ্রযত্নে গোপন রাখা হবে। অত্যন্ত দুঃখিত হলাম মিঃ ওয়ারফিলডের স্বহস্তে বেদনাদায়ক মৃত্যুর কথা জেনে, কিন্তু···অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনার ও মিস ওয়ারফিলডের বিবাহের···প্রভূত সৌন্দর্য, সর্বজয়ী সু-স্বভাব, মহিয়সী নারীসুলভ প্রকৃতি এবং উচ্চতম নগর সমাজে শ্লাঘনীয় সুখ্যাতি—

আন্তরিকভাবে আপনার,
লুসিয়াস ই অ্যাপলগেট,
প্রথম ভাইস প্রেসিডেনট, রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যানস কোমপানি।

শেষ অধ্যায়

চলচ্ছবি

শৈব নন্দন

দৃশ্য : আর্টিস্টের স্টুডিও, শিল্পী এক যুবক, মরমী, অনুভাবী আকৃতি, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে স্তূপীকৃত স্কেচের মধ্যে বসে আছে, মাথা রেখেছে নিজের হাত দুটির মধ্যে। স্টুডিওর মধ্যস্থলে একটি কেরোসিন স্টোভ, পাইন কাঠের বাকসের ওপর। শিল্পী উঠে দাঁড়ায়, কোমরে বেলট টেনে বাকলস-এর জিব লাগায় আর একটি গর্তে, স্টোভে

আগুন ধরায়। সে উঠে যায়, একটি পর্দার অর্ধেক আড়ালে দেখা যায় একটি টিনের রুটির বাকস, যার থেকে সে বের করে সসেজের একটি মাত্র গাঁট, বাকসটি উলটে দেখায় আর নেই, সসেজটি ফ্রাইং প্যানে রেখে স্টোভে চাপায়। স্টোভের আগুন নিবে যায়, বোঝা যায় আর তেল নেই। শিল্পী হতাশ হয়ে সসেজটি তুলে ধরে, হঠাৎ রেগে গিয়ে ছুঁড়ে সেটা ফেলে দেয়। সেই সময় দরজা খুলে যায়, এক ব্যক্তি ঢোকে, সসেজটি লাগে তার নাকে। সে যেন চেঁচিয়ে ওঠে নাচের ভঙ্গিতে দু-একটি পা দ্রুত তালে চলে। আগন্তুকের লাল মুখ, ছটফটে, কৌতূহলী চেহারা, মনে হয় জাতিতে আইরিশ। এর পরে দেখা যায় সে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ছে। স্টোভটা সে লাথি মেরে ফেলে দেয়। শিল্পীর পিঠে চাপড় লাগায়, শিল্পী বৃথাই তার হাত ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তারপরে সে মূকাভিনয় সুরু করে যার থেকে বুদ্ধিমান শ্রোতা বুঝতে পারে যে সে অনেক টাকা রোজগার করেছে হাঁসুয়া আর ক্ষুর বিক্রি করে কর্ডিলিয়েরা পর্বত অঞ্চলে রেড ইনডিয়ানদের কাছে স্বর্ণ-রেণুর বিনিময়ে। পকেট থেকে বের করে ছোট পাঁউরুটির সাইজের একটি নোটের তাড়া। মাথার ওপর সেটা সে দোলায়, এবং সেই সঙ্গে হাতের ভঙ্গিতে গ্লাস থেকে পান করা বোঝাতে চেষ্টা করে। শিল্পী তার টুপী নেয় এবং দুজনে একসঙ্গে স্টুডিও ত্যাগ করে।

বালির উপরে লিখন

দৃশ্য : নাইস-এর সমুদ্রতট—একটি স্ত্রীলোক, সুন্দরী, এখনও যৌবন আছে, সুচারু বেশবাস, আত্মতৃপ্তা, আত্মসমাহিতা, জলের ধারে ঝুঁকে বসে বালির ওপরে আঁচড় কাটছে ছাতার ডাঁটি দিয়ে। মুখের সৌন্দর্য দুর্বিনীত, ওর শিথিল ভঙ্গি, তোমার মনে হবে সাময়িক—তুমি অপেক্ষা করো, উচ্চকিত, যে কোন সময়ে ওকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বা পিছলে যেতে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে দেখবে, যেন একটি চিতাবাঘ কোন এক-অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ পাষাণ, স্থির হয়ে আছে। অলসভাবে ও বালিতে আঁচড় কাটে, যে কথা ও সর্বদা লিখে থাকে সেটি 'ইসাবেল'। কয়েক গজ দূরে এক ব্যক্তি বসে থাকে। তুমি বুঝতে পারো ওরা সঙ্গী, সাথী যদি একান্ত নাও হয়। মুখের রং গাঢ়, মসৃণ, প্রায় দুর্জ্ঞেয়—কিন্তু পুরোপুরি নয়। ওরা পরস্পরে কোন কথা বলে

না। পুরুষটিও বালির ওপর আঁচড় কাটে তার ছড়ি দিয়ে—যে শব্দটি সে লেখে সেটি 'আক্কুরিয়া'। তারপরে সে দিগন্তে তাকায় যেখানে ভূমধ্যসাগর আর আকাশ একত্রে মিলেছে, দৃষ্টিতে তার মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয়তা।

অরণ্য ও তুমি

দৃশ্য : এক ভদ্রলোকের জমিদারীর সীমানা, কোন এক উষ্ণমণ্ডলের দেশে। একজন বৃদ্ধ রেড ইনডিয়ান, মেহগনি রঙের মুখ, একটি সমাধিস্থলের ঘাস ছাঁটছে, সুন্দরী গাছের জলার ধারে। শীঘ্রই সে উঠে দাঁড়ায়, চলতে থাকে ঘনিয়ে আসা গোধূলির ছায়ায় আচ্ছাদিত একটি কুঞ্জের দিকে। সেই কুঞ্জের কিনারায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, যার আকৃতি শক্তিশালী, ভঙ্গি বিনম্র, এবং একটি স্ত্রীলোক যার সৌন্দর্য শান্ত এবং সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ রেড ইনডিয়ান যখন তাদের কাছে আসে তারা ওই ব্যক্তির হাতে অর্থ দেয়। সমাধি রক্ষক তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য মতো ভাবলেশহীন গর্বের সঙ্গে সেই অর্থ নিজের প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করে, তারপরে চলে যায়।

দুজনে কুঞ্জের কিনারায় ঘুরে বেড়ায়, অন্ধকার পথ ধরে ঘনিষ্ঠ ভাবে হাঁটে, আরো ঘনিষ্ঠ, আরো, আরো—পৃথিবীর চলচ্ছবির শ্রেষ্ঠতম দৃশ্য আর কী হতে পারে সেই চিরন্তন দৃশ্যের থেকে, যে দৃশ্যে বৃত্তাকার ছোট প্রান্তরে যুগল নরনারী ঘনিষ্ঠভাবে চলতে চলতে দিগন্তে অপসৃত হয়।

ও. হেনরী

ও. হেনরীর আসল নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। জন্ম ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে ক্যারোলাইনা রাজ্য, গ্রীণসবরোতে। বাবার নাম ডাঃ অ্যালজারনন সিডনি পোর্টার। সদাহাস্যময় মানুষ, যোগ্য ডাক্তারও—জীবনের শেষার্ধ ব্যয় করেছিলেন কতকগুলি অসফল আবিষ্কারের চেষ্টায়। ও. হেনরীর মা ছিলেন বিদুষী, প্রতিভাশালিনী। গ্রীণসবরো মহিলা কলেজে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র, গণিত, ন্যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও ফরাসীভাষা যত্ন করে শিখেছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান যক্ষারোগে—সে সময়ে ও. হেনরীর বয়স তিন বছর।

ও. হেনরীর একমাত্র শিক্ষিকা ছিলেন তাঁর পিসীমা, ইভলিনা মারিয়া পোর্টার--সংক্ষেপে লিনা পিসী--ওঁরই ব্যক্তিগত শিক্ষায়তনে ও. হেনরীর বাল্যশিক্ষা--জীবন ভোর ও. হেনরীর সদগ্রন্থের প্রতি ভালবাসা পিসীমার অনুপ্রাণনা-সমৃদ্ধ শিক্ষণ পদ্ধতির কারণেই। পনের বছর বয়সে ও. হেনরী তাঁর কাকার ওষুধের দোকানে কেরানী হিসেবে কর্মে প্রবেশ করেন—অল্পদিনেই সে অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তাঁর সহাস্য সহৃদয় আচার ব্যবহার আর কার্টুন অঙ্কনের বিশেষ পারদর্শিতার জন্য। দোকানের বদ্ধ আবহাওয়া, অক্লান্ত পাঠাভ্যাস আর শরীর চর্চার অভাবের জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে তাই হিতৈষী এক ডাক্তারের পরামর্শে চলে যান টেকসাসে লা সেল কাউনটিতে, ডাক্তারের ছেলেদের সঙ্গে যোগ দেন তাদের পশুচারণ ক্ষেত্রে। টেকসাসের পটভূমিতে লেখা বহু কাহিনী তিনি পরবর্তী কালে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

এরপরে তাঁর কর্মক্ষেত্র টেকসাসের প্রধান শহর অস্টিন। প্রথমে সম্পত্তির কারবারী একটি সংস্থায়, তারপরে জে. এল. অফিসে সহকারী নথি লেখকের পদে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত। ১৮৮৭ সালে সতের বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ—এই বিবাহের ফলে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। ভূমি রাজস্ব অফিস ছেড়ে অস্টিনের ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাউনটার ক্লার্ক হিসেবে যোগ দেন, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনাও চলে একই সঙ্গে, পত্রিকাটি বেশি দিন টিকে

থাকতে পারেনি। ১৮৯৫ সালে হিউসটন ডেলি পোস্ট পত্রিকায় চাকরী নেন—এই পত্রিকায় তাঁর লেখা ও আঁকা ছবির জন্য শীঘ্রই সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি আসতে থাকে।

১৮৯৬ সালের জুলাই মাসে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে তলব করেন ব্যাঙ্কে কাজ করবার কালে সংঘটিত তহবিল তছরুপের মামলায় অভিযুক্ত রূপে। মোট অর্থ যা নিয়ে মামলা সেটা ছিল ১১৫৩·৬৮ ডলার, যার মধ্যে আবার ২৯৯·৬০ ডলার, অপহৃত হয়েছিল তিনি ব্যাঙ্কের চাকরী ছেড়ে দেবার পরে। খুবই সম্ভব তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন এবং অন্য লোকের ভুল বা দোষের জন্যে ব্যাঙ্কের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন, যে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালনায় ছিল অনেক শৈথিল্য ও ত্রুটি। তিনি বেকসুর খালাস নিশ্চয় পেতেন কিন্তু তাঁর তীব্র কল্পনাশক্তি তাঁকে মূঢ়তায় প্ররোচিত করেছিল। ট্রেনে একা একা অস্টিন অভিমুখে যাওয়ার পথে আসন্ন বিচার, সম্ভাব্য সাজা ও সঙ্গে অবমাননার চেতনা তাঁর যুক্তি বিচারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অস্টিনের বদলে ট্রেন পরিবর্তন করে চলে যান নিউ অর্লিয়নস এবং সেখান থেকে পাড়ি দেন হণ্ডুরাস। আল জেনিংস ও অন্যান্য পলাতক-দের সঙ্গে কয়েকমাস ল্যাটিন আমেরিকার স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ান। ১৮৯৭ সালের শুরুতে তিনি খবর পান তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামিনে ছাড়া পান। বিচার শুরু হয় এক বছর পরে—বিচার চলা কালে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নির্বাক—পাঁচ বছরের জেলের সাজা হয়ে যায় ওহায়ো পেনিটেন-শিয়ারিতে। ২৫শে এপ্রিল ১৮৯৮ সালে তিনি জেলে প্রবেশ করেন। কাকার ওষুধের দোকানে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগে। জেলের ডিসপেনসারীতে রাত্রের কেরাণীর কাজ তাঁকে দেওয়া হয়—কাজটি তিনি বিশেষ দক্ষতা ও মমত্ববোধের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন।

এর ফলে জেলের বাঁধাধরা কাজকর্মের থেকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছিলেন, ভাল থাকার জায়গা এবং আরো অনেকগুলি সুবিধা পেয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল অবসর সময়ে লেখার সুযোগ। তাঁর গল্পগুলি বেরোতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকায়, অধিকাংশ ও. হেনরী ছদ্মনামে—নামটি তিনি জেলে প্রবেশ করার কিছুদিন পূর্বে গ্রহণ

করেছিলেন। ২৪শে জুলাই ১৯০১ সালে যখন বন্দীশালা ত্যাগ করেন তখন তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মহত্ত্বে পৌঁছানো একজন খাঁটি মানুষ, মানব দরদী আর ক্ষোভশূন্য। প্রথমে যান পিটসবার্গে, সেখান থেকে নিউইয়র্ক, জীবনের বাকি আট বছর কাটে সেখানেই। এই শহর ছিল তাঁর কাছে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। কাজের সময়ের বাইরে প্রায় সব সময় তিনি কাটাতেন কাফেতে, রেস্তোঁরায়, ক্যাবারেতে—মিশতেন শকট চালক, অভিনেতা, কেরানী আর দোকানের মেয়েদের সঙ্গে, সংক্ষেপে সাধারণ লোকেদের সঙ্গে যাদের জীবনের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় সহৃদয় আগ্রহ। প্রায় সবগল্পই তাঁর লেখা এদের নিয়ে, 'চার নিযুত' যাদের তিনি বলতেন। তাঁর রচনা সম্ভার ছিল প্রচুর এবং দ্রুত, ১৯০৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে পঞ্চাশটি গল্প বেরিয়েছিল,অধিকাংশই সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকাতে।

১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ক্যাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস' প্রকাশ পায়। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চাৎপটে লেখা কতকগুলি উপাখ্যান উপন্যাসের আকারে গাঁথা। এরপর প্রতি বছর দুটি করে গল্প সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯০৮ সালে তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং সম্ভবত মাত্রাছাড়া মদ্যপানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

১৯১০ সালের ৫ ই জুন নিউ ইয়র্কে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ অন্বেষা'র অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ ॥

গল্প ●

হোইনরিখ ব্যোলের গল্প সংগ্রহ
সম্পাদনা/ভাষান্তর : নীহার ভট্টাচার্য্য

আর্স্কিন কল্ডওয়েলের নির্বাচিত গল্প
সম্পাদনা : সব্যসাচী দেব

আইজাক সিঙ্গারের নির্বাচিত গল্প
সম্পাদনা/ভাষান্তর : বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প ●

চীনের শ্রেষ্ঠ গল্প
সম্পাদনা : রমা ভট্টাচার্য/সিদ্ধার্থ ঘোষ

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প
সম্পাদনা : সিদ্ধার্থ ঘোষ

রহস্য উপন্যাস ●

মৃত্যু মন্দির ছায়া/জন ডিকসন কার
ভাষান্তর : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ডেড ম্যান্‌স নক/জন ডিকসন কার
ভাষান্তর : অসিত মৈত্র

এ্যাসাসিনেশন ব্যুরো লিমিটেড/জ্যাক লণ্ডন
ভাষান্তর : সিদ্ধার্থ ঘোষ

ফলেন এ্যাঞ্জেল/হাওয়ার্ড ফাস্ট
ভাষান্তর : দেবকুমার মুখোপাধ্যায়